শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ—১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৪০১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন : ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন : ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন : ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন : ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন : ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম
ফোন : ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৫শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন ১৪০১ | ১ম সংখ্যা
১৩ গোবিন্দ, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫

আকৃষ্টের উপলব্ধি

[শ্রীব্রহ্মসংহিতার তাৎপর্য্য]

[প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শ্রীগৌরসুন্দরকর্ত্তৃক আহৃত শ্রীব্রহ্মসংহিতার প্রচার আর্য্যাবর্ত্তে ছিল না,—ইহাই প্রকাশ। আর্য্যাবর্ত্তে নৈমিষ-সাহিত্য সাত্বত-সংহিতারই* প্রচার ছিল। 'ব্রহ্ম'-শব্দে বেদ ও বেদপ্রতিপাদ্য বাস্তব বস্তুকে বুঝায়। সেই বেদপ্রতিপাদ্য বাস্তব বস্তুই পুরুষোত্তম। যে-স্থলে অপৌরুষেয় শব্দ পুরুষোত্তমকে লক্ষ্য না করিয়া প্রাকৃত-নিরাসকল্পে ব্যবহৃত হয়, সে-স্থলে তাদৃশী উপলব্ধি তাটস্থ-ধর্ম্মে অবস্থিতা।

শ্রীচতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা অপৌরুষেয় সংহিতাসমূহ হইতে অনাত্ম-বিচার পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম ভগবদ্বস্তুর যে ভক্তিকথা হৃদয়ে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই সংহিতাকারে অধ্যায়-শতকে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এই পঞ্চম অধ্যায় জীবের পরম-উপযোগী বলিয়া গৌড়ীয়ের পরমারাধ্য হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতের মূল-চতুঃশ্লোকীতেই ভগবদনুগ্রহক্রমে বাস্তব-সত্যের প্রকাশ হইয়াছে।

পুরুষোত্তম-বস্তু প্রাকৃত ইতর-পুরুষের সমপর্য্যায়ে গণিত হন না। উভয়ের প্রভেদ এই যে, প্রকৃতির পরমেশ্বর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, আর প্রকৃতির পরমবাধ্য জীব এবং তাহার কেবল প্রাকৃত-পরিচয়ের সহিত ভগবদ্দর্শন-বিষয়ে অপৌরুষেয়-শব্দ ব্যবহৃত। সাত্বত-সংহিতার আদি শ্লোকে যে শ্রীধামের উল্লেখ আছে, তাহা প্রাকৃত ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট নহে। 'ধাম'-শব্দের অর্থ—আশ্রয় ও আলোক। আলোকরহিত দর্শন সম্ভব নহে। দর্শনের উপাস্য দৃশ্য আলোকাধারে পুরুষাকারে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির অন্তর্গত পুরুষ-

* সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের আদি শ্লোক—
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

পরিচয়ে যে নশ্বর আপেক্ষিক সম্বন্ধ দেখা যায়, তদতীত সম্বন্ধে অপ্রাকৃত-ব্যোমে আলোকেরও অধিষ্ঠানের নৈরন্তর্য্য অবস্থিত।

নির্ব্বিশিষ্ট বিচারে আলোকের যে দ্রষ্টৃদৃশ্যভাব একীভূত, উহা প্রাকৃতরাজ্যের অসম্পূর্ণ, অনুপাদেয় পরিমিতির উপর অধিষ্ঠিত। মায়াশক্তি, তাহার ঈশ্বর অমিতশক্তি মহেশ্বরের (বিষ্ণুর) বৈকুণ্ঠত্ব খর্ব্ব করিতে সমর্থা নহেন। এই গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়-বর্ণিত বিষয়ে নির্ব্বিশিষ্ট জাগতিক বিচার নিরস্ত হইয়াছে।

জাগতিক বিচারে যে নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ-বর্ণনে অশ্লীলতা-দোষের আরোপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাদৃশ বিচার নিরসন-কল্পে ব্রহ্মসংহিতারই উদ্দিষ্ট তাৎপর্য্য গ্রহণীয়। এই গ্রন্থ যে সকল অশ্লীল উপকরণে অশ্লীলজনের চিত্তের উল্লাস-বিধানার্থ পরিকল্পিত হইয়াছে, এরূপ নহে ; পরন্তু অশ্লীলভাবে বিকারযোগ্য দুর্ব্বলগণের বল-লাভের জন্যই উদ্দিষ্ট জানিতে হইবে।

ভগবদ্বস্তুর বাস্তব দর্শন এবং অবাস্তব-দর্শনে অপর চারিপ্রকার বিচার সম্পুষ্ট হওয়ায় ভগবদ্বস্তু কিরূপ অবৈধভাবে দৃষ্ট হইয়া পঞ্চোপাসনা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সুষ্ঠুভাবে বুঝাইবার জন্য পরিশিষ্টে যে পাঁচটি শ্লোক এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট, তাহা পাঠ করিলে সুদর্শন-কৃপায় নিত্য অভিজ্ঞতা-লাভ ঘটিবে। তখন আর শ্রীধামের বিরোধী হইয়া নির্ব্বিশিষ্টবাদ প্রচার করিতে হইবে না।

দেবীধাম ও মহেশধামের অতীত নিরস্তকুহক স্বধাম পরব্যোমের বৈশিষ্ট্য সৌভাগ্যক্রমেই উদিত হয়। পরাৎপর সদানন্দ-বিচারে কোন আপেক্ষিক কৈতব আশ্রয় না করায়, উহা প্রকৃতির অতীত ব্যাপার। তদ্বিষয়ক বর্ণন অপৌরুষেয়সংহিতা-নামে কথিত। অভিধেয়-সাধনভক্তিপ্রভাবে মলিনচিত্ত জনগণের জড়ভোগ হইতে মুক্তির সম্ভাবনা আছে। জড়ে প্রবৃত্ত ভোগী ভক্তি আশ্রয় করিতে অসমর্থ। তাহাদের কর্ম্মলানে প্রপীড়িত হইবার যোগ্যতা বর্ত্তমান। কামদেবের গান ব্যতীত জীবের ভোগবাসনোত্থ কাম নিরস্ত হইতে পারে না। কিন্তু ইতরকামের সহিত কামদেবকে সমপর্য্যায়ে গণনা করিলে হিতে বিপরীত হইবে। যে-কালে আমরা শ্রীচতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অনুবর্ত্তী হইয়া ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিব এবং আমাদের কৃষ্ণস্তুতিগান-ফলে ভগবানের প্রীতিভাজন হইতে পারিব, তৎকালে আমাদের 'ব্রহ্মসংহিতা'-পাঠের সাফল্য লাভ ঘটিবে।

তৎকালে আমরা জানিতে পারিব যে, সৌন্দর্য্যপ্রধান বাস্তব-পুরুষোত্তমের সেবার পরমোচ্চ-স্থানে মাধুর্য্যময়-বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দ-গৌরতনু অবস্থিত। সেই গোলোকের নিম্নার্দ্ধে সার্দ্ধদ্বিবিধ রস অবস্থিত। তন্নিম্নে মহেশধাম এবং তন্নিম্নে প্রাকৃত চতুর্দ্দশভুবনাত্মক দেবীধাম অবস্থিত। দেবীধামবাসী ব্রহ্মাণ্ডের পথিকগণের কামনা মহেশধামে অপসারিত হইয়াছে। মহেশধামের নিষ্কাম-ধারণা সেবা-শতমুখীদ্বারা সর্ব্বদা নীরাজিত। সেই শতমুখী ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চম-পুরুষার্থ-বর্ণনে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমামৃত-সীমা বর্ণন করিয়াছেন এবং সেই অমৃতসংগ্রহকারী শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে উহা বিতরণ করিয়া মহাবদান্যতাগুণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদানলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

তত্ত্বসূত্র—অচিৎ-পদার্থ প্রকরণম্

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৪১ পৃষ্ঠার পর]

বিবেকের দ্বারা কি স্থির হয়, তাহা বলিতেছেন,—

ন চ প্রাকৃতবদিন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বং বৈকুণ্ঠস্যাধক্ষজত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

ননু বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং দ্রষ্টুং তে মুনয়োগতা ইত্যাদৌ অনেক দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতীনাং বৈকুণ্ঠলোক গমনং শ্রীভগবদ্দর্শনং পুনঃ প্রত্যাগমনাদিকং বর্ণিতমস্তি কথমুচ্যতে অজ্ঞান জন্য এষ এব ইত্যাশঙ্কাং নিরাকর্ত্তুমুনত্রিংশৎ সূত্রমারব্ধবান্ শ্রীসূত্রকারঃ ন

চেতি। ন চ প্রাকৃত ঘট পটাদি বিষয়বৎ ইন্দ্রিয়-গোচরত্বং বৈকুণ্ঠস্য ভগবল্লোকস্য ভগবতো বা ভবতি অধোক্ষজত্বাৎ তস্য অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। তত্রহ ইন্দ্রিয়-গোচরত্বেন বর্ণিতাস্তদ্বৎ বৈকুণ্ঠাদয়স্ত মায়া-কল্পিত বৈকুণ্ঠঃ, পরাবৈকুণ্ঠ কল্পিতো যেন লোকলোক নমস্কৃতং ইতি স্মরণাৎ। অন্যথা পুনঃ প্রত্যাগমন ন স্যাৎ স্যাচ্চেৎ যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম, মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ইতি শ্রীমুখোক্তিরপ্যন্যথা স্যাৎ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ইতি শ্রুতিশ্চ।

বৈকুণ্ঠ শব্দের অর্থ কুণ্ঠতারহিত অর্থাৎ প্রাকৃত গুণরহিত। আকৃতি, বিস্তৃতি প্রভৃতি প্রকৃতির গুণ দৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সমস্ত গুণই কুণ্ঠতাযুক্ত। প্রাকৃত পদার্থে স্থিতি-বিরোধ নামক একটী গুণের আবিষ্কার হইয়াছে। ঐ গুণবশতঃ এক পদার্থকে স্থানান্তর না করিলে অন্য পদার্থ তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-পদার্থে ঐ গুণটী না থাকায় বিস্তৃতিরূপ প্রতিবন্ধকতা নাই। অতএব তাহার নাম বৈকুণ্ঠ। এই ব্রহ্মাণ্ডে যে বৈকুণ্ঠ বলিয়া একটী স্থানের বর্ণনা অনেক শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যথায় ঋষিগণ সময়ে সময়ে গমন করেন, তাহাকে যথার্থ বৈকুণ্ঠ বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না, যেহেতু তাহাতে অনেক প্রাকৃত গুণের উল্লেখ আছে। কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ অপেক্ষা ঐ ধামের সূক্ষ্মত্ব বিবেচিত হওয়ায় তাহাকেও সত্ত্বধাম কহা হইয়াছে যথা. তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং।

এই পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বধামকে মায়িকবৈকুণ্ঠ কহা যায়। তদপেক্ষা একটী বিশেষ নির্ম্মল ধামের বার্ত্তা আছে, ইহা অন্যান্য সমস্ত লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তত্র প্রমাণ এই যে—

বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকলোক নমস্কৃতঃ।

বৈকুণ্ঠ কল্পনাদির অর্থ ঐ মায়িক বৈকুণ্ঠে উত্তম সংলগ্ন হয় না; কিন্তু পূর্ব্বাবধি তাহাতে বৈকুণ্ঠ নাম আরোপিত হওয়ায় ঐ সত্ত্বগুণের প্রতিভারূপ অবস্থাকে বৈকুণ্ঠনামে আবদ্ধ রাখিয়া স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস নিরূপিত নির্গুণ বৈকুণ্ঠধামকে নিত্য-বৈকুণ্ঠ বা গোলোকরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে, যথা নারদপঞ্চরাত্রে সদাশিব বাক্যং—

গোলোকো নিত্যবৈকুণ্ঠো যথাকাশো যথা দিশঃ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মণো বৈকুণ্ঠ দর্শনং বর্ণিতং—

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ
সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরং।
ব্যপেত সংক্লেশ বিমোহ সাধ্বসং
স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্ ॥
প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কাল বিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে
হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥

অন্তরাত্ম-চক্ষুদ্বারা যখন ব্রহ্মা ঐ বৈকুণ্ঠধাম ও ভগবদ্বপু দর্শন করিলেন, তখন—

তদ্দর্শনাহলাদ পরিপ্লুতান্তরো
হৃষ্যত্তনুঃ প্রেমভরাশ্রুলোচনঃ।
ননাম পাদাম্বুজমস্য বিশ্বসৃগ্
যৎপারমহংস্যেন পথাধিগম্যতে ॥

তত্রৈব দশম স্কন্ধে ব্রহ্মমোহাপনোদনে ব্রহ্মস্তোত্রে দ্বিতীয় শ্লোক—

অস্যাপি দেববপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিবেকের দ্বারা বেদে উক্ত হইয়াছে যথা, (মুণ্ডকোপনিষদি)—

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥

অনেক সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার হইয়া ইহাকে ব্রহ্মপর কহিয়া থাকেন, ভগবৎপর বলিয়া স্বীকার করেন না। নিগূঢ়তত্ত্বানুসন্ধান করিলে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অমূলক বোধ হইবে। প্রথমতঃ তত্ত্ব এক বই দুই নয়।

যথা চৈতন্যপ্রভু-ধৃত ভাগবতবচনং—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ একতত্ত্ব হইলেও সাধন সম্বন্ধে কিছু ভেদ দেখা যায়। যথা, ভগবানই উপাস্য

তত্ত্ব। কিন্তু ব্রহ্ম তাহার জ্যোতিমাত্র এবং পরমাত্মা তাঁহার অংশ।

নারদ পঞ্চরাত্রে,—

জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্।

এস্থলে জ্যোতিই ব্রহ্ম অতএব 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' 'ষষ্ঠযোনি মহদ্ব্রহ্ম' ইত্যাদি গীতাবচনের পোষক হইল। এক অর্থে ব্রহ্মই ভগবানের জ্যোতি-মাত্র।

তদ্রূপ 'একাংশেন স্থিতো জগৎ' ইত্যাদি গীতা বচনের দ্বারা পরমাত্মরূপে ভগবানই জগতে ব্যাপিত আছেন এরূপ সিদ্ধ হয়, অতএব পরমাত্মা ভগবানের অংশ হইয়া যায়।

বাস্তবিক অংশ ও জ্যোতি শব্দাদির অর্থ স্পষ্ট-করণার্থে বাক্য প্রয়োগ মাত্র। মূলতত্ত্ব এই যে, ভগবান্ সকল গুণের অতীত অতএব ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ অতি বৃহত্ত্ব ও পরমাত্মত্ব অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মত্ব এই উভয় গুণের দ্বারাই ভগবান ব্যাখ্যাত হন না। এজন্য শ্রীমন্মহা-প্রভু ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্বাপেক্ষা ভগবত্তত্ত্বকে সাধনা বিষয়ে পূর্ণত্ব-প্রকাশক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ব্রহ্ম-শব্দে বা পরমাত্মশব্দে বিদ্বেষ প্রকাশ করিবার অনুমতি দেন নাই। নতুবা তিনি এরূপ কিজন্য কহিবেন,— 'সেই অদ্বয়তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন'।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই নামত্রয়ের মধ্যে যে নামেই হউক্, বৈকুণ্ঠ তত্ত্বের বিশুদ্ধতাই প্রয়োজন। অতএব প্রভু চৈতন্যদেব ব্রহ্মসংহিতার নিম্নলিখিত বচনটীই তদ্বিষয়ে মন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহই জীবের আলম্বন। কিন্তু সেই বিগ্রহে কোন প্রাকৃত গুণ আরোপ করিতে গেলে মায়িক মূর্ত্তি হইয়া যায়। অতএব বেদ কহিলেন,—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপ-বিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ (ঈশাবাস্য ৮)

শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম ইহার প্রমাণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে দেবস্তুতি,—

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীন্মাধ্যন্দিনো জগুঃ। ত্বং হি তৎপরমং ব্রহ্মতুভ্যং নিত্যং নমোনমঃ ॥ দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যঞ্চ শব্দব্রহ্মপরঞ্চ যৎ। তৎ ত্বংহি শব্দপরমং ব্রহ্ম তস্মৈ নতা বয়ং ॥ একমেবাদ্বিতীয়ং যদ্বৃহদা-রণ্যকোঽব্রবীৎ। তদেকং ব্রহ্ম ত্বং দেব তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ একো বৈ পুরুষো যো নিত্যং সদসদাত্ম-কম্। শ্রুতিদ্বয়স্য বিষয়ং ত্বাং নৌমি পুরুষোঽ-ব্যয়ম্ ॥

সেই বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব বিচার করিতে হইলে প্রাকৃত পদে কি কি বিষয় বুঝা যায়, তাহা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য অতএব সূত্র হইল যে,—

অপ্রাকৃতস্য বৈকুণ্ঠস্য পূর্ব্বোক্তমধোক্ষজত্বং
স্থিরীকর্ত্তুমিন্দ্রিয়াদীনাং প্রাকৃতত্বং প্রকটয়তি।

ইন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াস্তজ্জাতভাবাশ্চ মনসাসহ প্রাকৃতাশ্চিদুপাধিত্বাজ্জন্যত্বাচ্চ ॥৩০॥

ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি চ তেষাং বিষয়াঃ রূপ রসাদয়ঃ বিষয়পদমুপলক্ষণং কর্ম্মেন্দ্রিয়-বিহিতগত্যাদিক্রিয়াশ্চ তজ্জাত ভাবাঃ বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধজনিতমানসবিকারাশ্চ মনসাসহ সঙ্কল্প বিকল্পা-ত্মকং মনোঽপি সর্ব্ব এব এতে পদার্থা প্রাকৃতা প্রকৃতি-সম্বন্ধিন এব চিদুপাধিত্বাৎ যতশ্চিৎপদার্থোপাধয় এতে জন্যত্বাচ্চ সৃজ্যকার্য্যবর্গত্বাৎ। এবমেতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বেপ্রাণাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানীতি তন্মনোঽসৃজত ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।

সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তাহাদের দ্বারা যতপ্রকার ভাবের উদয় হয় এবং সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন এ সমু-দায় প্রাকৃত। ইন্দ্রিয়সকল দেহময় অতএব ভৌতিক। ইন্দ্রিয়সংযোগ দ্বারা যে সমুদায় ভাব বা আভাস অন্তঃস্থ হয়, সেসকলও ভৌতিক পদার্থের প্রতিরূপ মাত্র। পূর্ব্বদৃষ্ট অশ্বযান ও নদীসকল যদিও প্রতি-রূপাকারে ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্তঃস্থ হয়, তথাপি তাহারা প্রাকৃতই থাকে। ভৌতিক পদার্থের প্রতিরূপ কখনই অভৌতিক হয় না। স্বর্গাদির ভাব মনে যে উদয় হয় সে সকলও প্রাকৃত। মনও প্রাকৃত পদার্থ। অনেক অদূরদর্শী পুরুষ মনকে অপ্রাকৃত বোধ করে, কিন্তু গাঢ় বিচার করিলে মনকে প্রাকৃতই বোধ হইবে। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ, অতএব সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক নহে। মনের ধর্ম্ম এই যে ইন্দ্রিয়-

দত্ত ভাব-নিশ্চয়কে ধারণ করতঃ তাহাতে অনুভাবনা, বিভাবনা ও যুক্তিদ্বারা অনেক কল্পিত বিষয়ের উদয় করান। এ সমুদায় কার্য্যই জীবের বদ্ধাবস্থার কর্ম্ম। মুক্তাবস্থার জ্ঞান সাধ্য নহে, সিদ্ধরূপে অবস্থান করে। যে বৃত্তি জীবের সহিত সর্ব্বাবস্থায় না থাকে, তাহাকে নিত্যবৃত্তি বলা যায় না। সুতরাং মন উপাধিক বৃত্তি মাত্র। উপাধিকত্ব স্বীকার করিলে আত্মবৃত্তি কহা যায় না, অতএব মন কাজে কাজেই প্রাকৃত হইতেছে। কিন্তু মন সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত অনেক প্রাকৃত পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব কঠোপনিষদি,—

> ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
> মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
> মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
> পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ॥

বর্ষারম্ভে 'শ্রীচৈতন্যবাণী'-বন্দনামুখে গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-প্রার্থনা

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী অনুশীলন ও বিস্তারের জন্য নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত 'শ্রীচৈতন্যবাণী' একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা অদ্য সগৌরবে পঞ্চত্রিংশ বর্ষে শুভপদার্পণ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণাশক্তিবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনন্ত কোটী সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক আমরা অযোগ্য দীনাতিদীন সেবকগণ কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি শ্রীচৈতন্যবাণী অনুশীলনের ও প্রচার-প্রসারণের সৌভাগ্য বরণ করতঃ গুরুমনোহভীষ্ট সেবা সম্পাদনে যেন সমর্থ হই। কেবলমাত্র শরণাগত অনন্য ভক্তের হৃদয়েই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-অভিন্ন শ্রীচৈতন্যবাণী প্রকাশিত হইতে পারেন। সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই শ্রীকৃষ্ণের অথবা তদভিন্ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তিত হইতে পারে। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥'—পদ্মপুরাণ। 'শব্দ-ব্রহ্ম পর-ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতি তনুঃ।'

> নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
> তিনে ভেদ নাহি—তিন চিদানন্দরূপ ॥
> দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
> জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ ॥
> অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
> প্রাকৃতেন্দ্রিয়—গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥
>
> চৈতন্যচরিতামৃত ১৭।১৩১-৩২, ১৩৪

শব্দের দ্বারাই জগৎ পরিচালিত হইতেছে। অসৎ-শব্দে 'অসৎ'-ভাব, সৎ-শব্দে 'সৎ'-ভাব প্রসারিত হয়। নাশবান্ ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য বস্তু মাত্রই 'অসৎ', অতীন্দ্রিয় ভগবদ্‌বস্তুই 'সৎ'। পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বস্তু ভগবানের অনুশীলনের অভাবে [ভগবানে প্রপন্ন হইয়া সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভাবে] 'অসৎ'-ভাবের ব্যাপক প্রসারণ-হেতু 'অসৎ'কে 'অসৎ' বলিয়া বুঝিবার সামর্থ্যও নষ্ট হয়। স্বরূপজ্ঞানের বিস্মৃতিবশতঃ অপস্বার্থে-অপস্বার্থে সংঘর্ষ-হেতু জগতে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। মিথ্যা অভিমানোত্থ অপস্বার্থের সংঘর্ষ বন্ধের একটী মাত্র উপায় সদানুশীলনের দ্বারা স্বরূপজ্ঞানের উদ্বোধন। বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা পরম গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার রচিত 'বৈষ্ণব কে'-গীতিতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে পরম যত্নের সহিত যে সম্বন্ধ তত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা স্মরণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। যদি স্বরূপজ্ঞানে ভুল হয়, প্রয়োজন-বিচারে ভুল হইবে, প্রয়োজন-বিচারে ভুল হইলে সমস্ত প্রচেষ্টা ও সাধন ব্যর্থ হইবে।

'তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছ ছলে কুযোগী-বৈভব।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেই সব ॥'

—শ্রীল প্রভুপাদ

মুদ্রাযন্ত্রের মাধ্যমে প্রচার বৃহৎ-মৃদঙ্গস্বরূপ, কারণ উহা দ্বারা স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয়।

ভক্ত ও ভগবানের কৃপা-ব্যতীত তাঁহাদের কোনও প্রকার সেবা, শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গও সাধিত হইতে পারে না। তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুশীলন ও বিস্তার সম্ভব নহে।

অতএব বর্ষারম্ভে করুণাময় শ্রীগৌরহরির, শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাশক্তিবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের এবং শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজনের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।
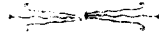
চারি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৪৫ পৃষ্ঠার পর]

চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ একটি বিষয়ে একমত। তাঁহারা সকলেই উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যে বিচারে উপাস্য উপাসকের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই, সেখানে উপাসনা অনিত্য, সুতরাং শুদ্ধভক্তি-পর নহে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের উপদেশবাণী—"জগতে ভোগ ও ত্যাগ নামে দুইটী কথা বর্ত্তমান। ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটী কথা বর্ত্তমান। ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটীকেই বজায় রাখিবার নাম সমন্বয়। ভোগিকূল পাঁচ প্রকার খাজাঞ্চীর (বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ ও সূর্য্যের) নিকট হইতে ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়া ইহ ও পরলোকে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ ইচ্ছা করেন।

শাক্যসিংহ ভোগের পরিণাম দেখিয়া ব্যথিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন—ত্যাগ ও তপস্যার বিচার প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে, তপস্যা ও ত্যাগাদি যে কোনও কৃচ্ছ্র সাধ্য উপায়েই হউক, অনুভবশক্তির রাহিত্যই প্রয়োজন। সেই চেতনরাহিত্যই তাঁহার মতে নির্ব্বাণ বা মুক্তি। এইরূপ 'অচিৎপরিণতি'রূপা মুক্তির বিচার চিদচিদের সমন্বয়-বিধান-চেষ্টা হইতেই উদ্ভূত। শ্রীপাদ শঙ্করও প্রচ্ছন্নভাবে অনেকটা শাক্যসিংহের মতই স্থাপন করিলেন। * * * নির্ব্বিশেষবাদ-জনক ও পঞ্চোপাসনা-জননী হইতেই তথাকথিত সমন্বয়বাদ পুত্রের উদ্ভব। অসাম্প্রদায়িকতা বা উদারতার নামে কাল্পনিক অনিত্য সত্য-ছলনা অর্থাৎ নাস্তিকতা ও অবিসংবাদিত নিত্য সত্য আস্তিকতার সমন্বয় প্রয়াস—কেবল ভক্তিহীন ও ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ-লোকরঞ্জনরূপ ব্যাপার হইতে উদ্ভূত। এই সকল অসাম্প্রদায়িক নামধারিগণ কার্য্যতঃ মনঃকল্পিত ভগবদ্বহির্ম্মুখ সম্প্রদায়েরই স্রষ্টা। এইরূপ বিষ্ণুবিরোধমূলা সমন্বয় চেষ্টার প্রয়াস কেবল আধুনিক নহে, বহু পূর্ব্বেও জগতে প্রচলিত ছিল। তাহা দেখিয়া করুণাবশতঃ দুইজন ভগবৎ-প্রেরিত পরম উদার মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐসকল ভগবদ্বহির্ম্মুখ অসাম্প্রদায়িক-ব্রুবগণকে প্রকৃত ভগবদনুগত ব্যক্তিগণ হইতে পৃথক করিবার বাসনায় অসৎ সাম্প্রদায়িক ও সৎ সাম্প্রদায়িক আখ্যা প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণদেশিকই এই বিষয়ে অগ্রণী হইলেন। সৎ সাম্প্রদায়িকগণের মনগড়া সম্প্রদায় নাই—তাঁহারা কপট উদারতার নামে নাস্তিকতার প্রশ্রয় দেন না। ভগবানই একমাত্র সৎ অর্থাৎ নিত্য সত্ব-বিশিষ্ট বস্তু। সেই ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিও নিত্যা। সৎ সাম্প্রদায়িকগণ সেই নিত্য সত্ত্বাবিশিষ্ট অবিচিন্ত্যশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানের নিত্য উপাসক, সুতরাং তাঁহারাই এক-মাত্র পরম উদার। জগতে অধোক্ষজ ভগবৎসেবক-গণ অপেক্ষা উদার আর কেহ থাকিতে পারে না। জড়ের উদারতা—উদারতা নহে; উহা ইন্দ্রিয়তর্পণ-

মূলে উদারতার ভান বা কপটতামাত্র। সমন্বয়-বাদিগণ উদারতার ছল করিয়া বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য, ইঁহাদের যে কোন একটীর উপাসনা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু যাঁহাকে এতকাল উপাসনা করিলেন। পরে সেই উপাস্যের উপরই খড়্গ নিপাতিত করিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। চূর্ণ-কাম করা হইল, পলস্তারা করা হইল, আবার কিছু-কাল পরে ঐ পলস্তারাকে ফেলিয়া দেওয়া হইল। যখন এইভাবে ভগবানের নিত্য সবিশেষত্ব ও নিত্য আরাধনা অস্বীকৃত হইতে লাগিল, তখনই ভগবানের ইচ্ছায় আন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত মহাভূতপুরী নগরীতে শ্রীলক্ষ্মণদেশিক-নামে এক পরম শক্তিশালী মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন ; ইঁহারই অপর নাম—শ্রীরামানুজা-চার্য্য। শ্রীরামানুজাচার্য্যের পরবর্ত্তী—শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ। যখনই কোনও ভগবদানুগত্যযুক্ত সত্যধর্ম্মের কথা জগতে প্রচারিত হয়, তখনই জগতের বিষ্ণুবিরোধী মনুষ্যগণ, এমন কি দেবতাগণ পর্য্যন্ত তাঁহার পরম শত্রু হইয়া পড়েন।'

'গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য'-গ্রন্থে শ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইয়াছে—

"শ্রীরামানুজের বেদান্তসিদ্ধান্ত 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নামে খ্যাত। স্থূল (সৃষ্টিকালীন) চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়বর্গ), সূক্ষ্ম (প্রলয়কালীন) চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়বর্গ)-বিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব অথবা নানাত্ব (জীবজগৎ)-বিশিষ্ট অদ্বৈত (অদ্বয়ব্রহ্ম)—চিদচিদ্‌বিশিষ্টাদ্বৈতং তত্ত্বম্। ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য।

ব্রহ্ম—স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম, নিরতিশয়বৃহত্ত্বই 'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থ ; তিনি সর্ব্বেশ্বর, স্বভাবতঃই সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত, অবধি ও তারতম্যরহিত, অনন্তকল্যাণগুণগণযুক্ত পুরুষোত্তম। উক্ত গুণ-সমূহের আংশিক সম্বন্ধবশতঃ অন্যত্র ব্রহ্ম-শব্দপ্রয়োগ ঔপচারিক বা গৌণার্থ প্রকাশক।

জীব—'বিশেষ্য'রূপ পরমাত্মার 'বিশেষণ'রূপ অংশ ; জীব—ব্রহ্মের শরীর, এইজন্যই স্থলবিশেষে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-নির্দ্দেশ ; জীব—নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ব্রহ্মপরিণাম, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা ; পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অসংখ্য ও অনন্ত ; প্রকারে বদ্ধ ও মুক্ত ; মুক্ত আবার বদ্ধমুক্ত ও নিত্য-মুক্তভেদে দ্বিবিধ।

জগৎ—শরীরী ব্রহ্মের স্থূল শরীর ; ব্রহ্মের শরীর, অংশ, বিশেষণ ও গুণস্থানীয় জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় সত্য, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিবৎ 'অসত্য' নহে ; তবে ব্রহ্মই সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব, জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই ন্যায় সমান সত্য হইলেও ব্রহ্ম-নিয়ন্ত্রিত এবং ক্রমিক নিম্নস্তরে অবস্থিত ; জগৎ—জড়ভোগ্যরূপে নিম্নতম ; জীব—চেতনভোক্তৃরূপে উচ্চতর এবং ব্রহ্ম—সর্ব্বনিয়ন্তৃ-প্রভুরূপে উচ্চতম ; ব্রহ্মই জগতের 'নিমিত্ত' ও উপা-দানকারণ।

মায়া—পরব্রহ্মের শক্তি, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, বিচিত্র-সৃষ্টিকারিণী ; মায়া মিথ্যা বস্তু নহে ; মায়া জীবকে মোহগ্রস্ত করে, কিন্তু মায়াধীশ পরমেশ্বর মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন ; মায়া অনির্ব্বচনীয়া বা 'মিথ্যা' পর্য্যায়ভুক্ত শব্দ নহে ; মায়া—পরমেশ্বরের প্রকৃতি।"

মায়াবাদিগণ দুই প্রকার ব্রহ্মের কথা বলেন—'সগুণব্রহ্ম' ও 'নির্গুণব্রহ্ম'। নিম্নাধিকারী ব্যক্তি-গণ, যাঁহারা নির্ব্বিশেষ-নিঃশক্তিক-নির্গুণব্রহ্মের উপাসনায় যোগ্যতা রাখেন না, তাঁহারা সগুণব্রহ্ম অর্থাৎ কল্পিত ব্রহ্ম (সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণরূপ-কল্পনম্—ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির সত্ত্বগুণকে গ্রহণ করিয়া ঈশ্বররূপ ধারণ করেন), সেই অনিত্য মায়িক ঈশ্বরের আরাধনা করিবেন। তাঁহাদের বিচারে আরাধ্য-আরাধক-আরাধনা অথবা উপাস্য-উপাসক-উপাসনা অথবা ধ্যেয়-ধ্যাতা-ধ্যান ত্রিপুটি বিনাশ হইলে চরম প্রাপ্যবস্তু নির্গুণব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি ঘটে। বৈষ্ণবগণ 'সগুণব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করেন না। 'সগুণব্রহ্ম' শব্দের অর্থ মায়াবাদিগণের মত না করিয়া যদি নির্গুণব্রহ্মেরও অখিলকল্যাণ-গুণের নির্দ্দেশক হয়, তাহাতে বৈষ্ণবগণের আপত্তি নাই। নির্গুণব্রহ্মেরও অখিল কল্যাণগুণ থাকিতে পারে, ইহা মায়াবাদিগণ বুঝিতে পারেন না।

'শ্রীরামানুজাচার্য্যের রচিত গ্রন্থসমূহ—(১) শ্রীভাষ্য (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য), (২) বেদান্তদীপ (ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি), (৩) বেদান্তসার (ব্রহ্মসূত্র-টীকা), (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাষ্য, (৫) বেদার্থসারসংগ্রহ, (৬) গদ্যত্রয় অর্থাৎ

বৈকুণ্ঠ গদ্য, শরণাগতি-গদ্য, শ্রীরঙ্গগদ্য, (৭) নিত্য-গ্রন্থ (শ্রীনারায়ণ-পূজা)। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি গ্রন্থ যথা—বেদান্ততত্ত্বসার, বিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্য, বিষ্ণুবিগ্রহ-শংসন-স্তোত্র ঈশ-প্রশ্ন-মুণ্ডক-শ্বেতা-শ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্য, কূটসংদোহ, দিব্যসূরি-প্রভাব-দীপিকা প্রভৃতি শ্রীরামানুজাচার্য্যের নামে আরোপিত হইয়া থাকে।'

—'গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য'

বিশ্বকোষে উপরি উক্ত গ্রন্থ সমূহ ব্যতীত শ্রীরামানুজাচার্য্য লিখিত আরও কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে—অষ্টাদশরহস্য, কণ্টকোদ্ধার, চক্রোল্লাস, দেবতাপারম্য, ন্যায়রত্নমালাটীকা, নারায়ণ-মন্ত্রার্থ, নিত্যারাধনবিধি, ন্যায়পরিশুদ্ধি, ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, পঞ্চপটল, পঞ্চরাত্ররক্ষা, মণিদর্পণ, মতিমানুষ, যোগসূত্রভাষ্য, রত্নপ্রদীপ, রামপটল, রামপদ্ধতি, রামপূজাপদ্ধতি, রামমন্ত্রপদ্ধতি, রামরহস্য, রামায়ণ-ব্যাখ্যা, রামার্চ্চাপদ্ধতি, বার্ত্তামালা, বিশিষ্টাদ্বৈত-ভাষ্য, শতদূষণী, সঙ্কল্পসূর্য্যোদয়-টীকা, সচ্চরিত্র-রক্ষা, সচ্চরিত্ররক্ষাসারদীপিকা ও সর্ব্বার্থসিদ্ধি।

শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকায় ২২শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ৮৮ পৃষ্ঠায় 'আচার্য্য শ্রীরামানুজ ও শ্রীযাদব-প্রকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধে পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীরামানুজাচার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য—শ্রীযামুনাচার্য্য ৯১৬ খৃষ্টাব্দে মাদুরায় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতৃদেব শ্রীঈশ্বর মুনি। তাঁহার আবির্ভাব-কালে তাঁহার পিতামহ শ্রীনাথমুনি প্রকট ছিলেন। শ্রীঈশ্বর ভট্ট আল্‌বর শ্রীনাথমুনির পিতৃদেব। শ্রীঈশ্বর মুনি শ্রীনাথমুনির পুত্র। ইঁহারা তিনমূর্ত্তিই বীরনারায়ণপুরবাসী ছিলেন। এই স্থানটি চিদাম্বরম্ (চিত্রকূটম্) হইতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীনাথমুনির পূর্ণনাম—শ্রীরঙ্গনাথ মুনি। এই বীরনারায়ণপুরেই তাঁহাদের গৃহদেবতা মান্নার কয়েল (Mannar Koil) বা মান্নানার—শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাজগোপাল জীউর প্রসিদ্ধ মন্দির বিরাজিত। শ্রীযামুনমুনি ১০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতৃহীন হন। পিতামহ শ্রীনাথমুনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং যামুন বৃদ্ধাপিতামহী ও জননীর নিকট অতিকষ্টে লালিত পালিত হন। কিন্তু শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার অসামান্য প্রতিভা লক্ষিত হয়। মাত্র ১২ বৎসর বয়সেই তিনি পাণ্ড্যরাজের সভাপণ্ডিত বিদ্বজ্জন কোলাহলকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়া পাণ্ড্যরাজের অর্দ্ধসিংহাসন লাভ করেন। পরে শ্রীরঙ্গনাথের অশেষ কৃপায় তিনি শ্রীরামমিশ্রের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীযামুনাচার্য্য বা আল্‌-বন্দার নামে অভিহিত হন এবং শ্রীরঙ্গমে সমগ্র শ্রীসম্প্রদায়ের সার্ব্বভৌম আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় রচিত স্তোত্ররত্নম্, সিদ্ধিত্রয়ম্, আগমপ্রামাণ্যম্ ও গীতার্থসংগ্রহ নামক গ্রন্থচতুষ্টয় শ্রীসম্প্রদায়ে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া থাকেন।

ঐ আচার্য্যপ্রবর শ্রীযামুনাচার্য্যের শিষ্য নম্বী বা মহাপূর্ণের দুইটী ভগ্নী ছিলেন—তাঁহাদের একজনের নাম—ভূমিপ-পিরাট্টী বা ভূদেবী। অপরজনের নাম —পেরিয়া-পিরাট্টী বা শ্রীদেবী। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভূদেবীকে আসূরি কেশবপ পেরুমাল বা আসুরি কেশবাচার্য্য (অর্থাৎ যিনি বহু যাগানুষ্ঠাতা) বিবাহ করেন। মাদ্রাজের নিকট শ্রীপেরেম্বুদুর তাঁহার বাসস্থান। ভূদেবী 'কান্তিমতী' এবং শ্রীদেবী 'দ্যুতি-মতী' নামেও অভিহিতা হইতেন। শ্রীদেবীকে বিবাহ করেন—শ্রীকমলনয়ন ভট্ট। তিনি মঝলই মঙ্গলম্ গ্রামে ভট্টমণি বংশে উদ্ভূত। ঐ শ্রীভূদেবী গর্ভেই শ্রীসম্প্রদায়াচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতমতপ্রবর্ত্তক আচার্য্য শ্রীরামানুজ ৯৩৮ শকাব্দায় ইং ১০১৬ খৃষ্টাব্দে—মতান্তরে ৯৩৯ বা ৯৪০ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযামুনাচার্য্যশিষ্য তিরুমলয় নম্বী (রামানুজের মাতুল যিনি শৈলপূর্ণ নামে খ্যাত) শিশু রামানুজের আবির্ভাব-সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহাকে দর্শনার্থ মাদ্রাজ রেলপথে তিরুবল্লুর ষ্টেশনের ১০ মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীপেরেম্বুদুর পল্লীতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন। তথায় পেঁীছিয়া তিনি বন্ধুবর আসুরী কেশবাচার্য্যকে অত্যুল্লাসে আলিঙ্গন করতঃ এক অপূর্ব্ব দিব্য পুত্ররত্ন লাভ জন্য প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং শিশুতে বিবিধ সুলক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যতে তিনি যে একজন মহাপুরুষ হইবেন, তাহা পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন। তাঁহার নামকরণ করিলেন—লক্ষ্মণ-

দেশিক, কহিলেন—সাক্ষাৎ রামানুজ লক্ষ্মণই এই বালকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই লক্ষ্মণই পরবর্ত্তিকালে শ্রীরামানুজনামে বিশ্ববিশ্রুত হন।"

পিতা শ্রীআসুরীকেশবাচার্য্যের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীরামানুজ ১৬ বৎসর বয়সে গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করিলেন। তিনি কাঞ্চীপুরম্ বা কাঞ্চীভরমের নিকটে তিরুপুটকুঝিনিবাসী শ্রীযাদব প্রকাশের নিকট বেদান্তাধ্যয়ন করিতে যান। যাদবপ্রকাশ শঙ্করসম্প্রদায়ের বৈদান্তিক পণ্ডিত। শ্রীল রামানুজাচার্য্য অধ্যয়নের লীলা করিলেও সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ শ্রীলক্ষ্মণের অবতার, সুতরাং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়নকালে তাঁহার অলৌকিক চরিত্র ও জ্ঞানের প্রকাশ লক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ দুইটী ঘটনার কথা উল্লিখিত হইতেছে—(১) একদিন শ্রীযাদবপ্রকাশ শিষ্য রামানুজের নিকট তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিলেন সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত গুণসকল যুগপৎ ব্রহ্মে থাকিতে পারে না, দৃষ্টান্তস্বরূপ গাভীর—ভগ্ন-শৃঙ্গতা, শৃঙ্গ-শূন্যতা ও শৃঙ্গ-যুক্ততা কখনই একই সময়ে সংঘটিত হয় না। ঠিক তদ্রূপ ব্রহ্ম একই সময়ে নানাবিধগুণসম্পন্ন হইতে পারেন না। সুতরাং গুণসমূহকে ব্রহ্ম বলা যুক্তিবিরুদ্ধ, ব্রহ্ম নির্গুণ। রামানুজাচার্য্য উক্ত ব্যাখ্যা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—ব্রহ্ম যখন সত্যস্বরূপ তখন তাঁহাকে গুণরহিত বলিলে তাঁহাকে অবাস্তব বস্তুরূপে প্রতিপাদন করা হয়। ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে তাঁহার গুণ স্বীকার করিতেই হইবে, বিশেষতো সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত গুণত্রয় পরস্পরে অসমঞ্জস্ বা বিরুদ্ধতত্ত্ব নহে। শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্ম সত্য। জ্ঞান শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নিত্য চিন্ময়ত্ব স্বীকৃত হইতেছে, নতুবা ব্রহ্ম জড় বস্তুরূপে প্রতিপন্ন হইবে। জ্ঞান ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্যস্বরূপ। ব্রহ্ম অনন্ত, তিনি মানুষের অক্ষজ জ্ঞানগম্য সীমিত বস্তু নহেন। ব্রহ্ম অধোক্ষজ, অসীম, কুণ্ঠধর্ম্মের অতীত। সুতরাং ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান, অনন্ত গুণসমূহ পরস্পরের সম্বন্ধযুক্ত সুসংবদ্ধ। নির্গুণ বলিতে প্রাকৃত গুণশূন্যতা, কিন্তু তিনি অনন্ত অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন। শ্রীযাদবপ্রকাশ শ্রীরামানুজের যুক্তিসঙ্গতঃ বাক্য শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

(২) একদিন শ্রীরামানুজাচার্য্য অধ্যাপক যাদব প্রকাশের শরীরে তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন। শ্রীযাদব প্রকাশ ছান্দোগ্যোপনিষদের—'অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সাঽথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎ সামাথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ' (১।৬।৬) 'তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ' (১।৬।৭) —শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যাকালে আচার্য্য শঙ্কর কৃত ভাষ্যানুযায়ী যাহা ব্যাখ্যা করিলেন, তাহার সারার্থ —'জ্যোতির্ম্ময় ভগবানেব সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণময় হইলেও তাঁহার চক্ষুর বৈশিষ্ট্য আছে—যেরূপ বানরের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা পৃষ্ঠপ্রান্তভাগ অর্থাৎ যাহা দ্বারা বানর উপবেশন করে, সেই লাঙ্গুলের নিম্নভাগ যেরূপ, তাঁহার চক্ষুদ্বয়ও তদ্রূপ পুণ্ডরীকের মত অতি তেজস্বী, তাহা দ্বারা তিনি সব দেখিতে পান।' ভগবানের পরমসুন্দর নেত্রের সঙ্গে বানরের পশ্চাদ্দেশের তুলনারূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্য মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিলে কয়েক ফোঁটা অশ্রু আচার্য্য যাদব প্রকাশের অঙ্গে পতিত হয়। আচার্য্য চমকিত হইয়া দেখিলেন রামানুজ বিষণ্ণ বদনে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। রামানুজের বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন 'কপ্যাসং' শব্দের বিকৃতার্থ করায় তিনি মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়াছেন। " 'ক' শব্দের অর্থ জল। কং পিবতি ইতি কপিঃ অর্থাৎ জল পান করেন বা শোষণ করেন, এই অর্থে কপি শব্দে সূর্য্যকে বুঝায়। 'অস' ধাতু বিকসনে, ন তু উপবেশনে সুতরাং 'আস' শব্দের অর্থ বিকসিত বা প্রস্ফুটিত। 'পুণ্ডরীক' অর্থে পদ্ম। সেই আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ভগবানের নেত্রদ্বয় সূর্য্য বিকসিত পদ্মের ন্যায় পরম সুন্দর।" যাদবপ্রকাশ রামানুজের শিষ্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত হইলেও তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতঃ তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। শ্রীযাদবপ্রকাশ প্রথমে রামানুজের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিলেও পরবর্ত্তিকালে শঙ্করসম্প্রদায়ের

গুরু হইয়াও কেবলাদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করতঃ শ্রীরামানুজের শিষ্য হইলেন। ইহা শ্রীরামানুজাচার্য্যের অলৌকিক শক্তির পরিচয়।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে জৈমিনীর পূর্ব্ব-মীমাংসা ও শ্রীবেদব্যাস মুনির উত্তর-মীমাংসা (বেদান্ত) দুইটী নিরপেক্ষ শাস্ত্র। রামানুজাচার্য্যের মতে উভয়েই সম্মিলিতভাবে একটি শাস্ত্র। একই মীমাংসা শাস্ত্র জৈমিনীকৃত পূর্ব্ব-মীমাংসা ব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্ব-মীমাংসা আলোচনার পর কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে নশ্বরতা উপলব্ধি হইলে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উদয় হয়। বোধায়নাদি ভাষ্যকারগণ একই সম্মিলিত শাস্ত্ররূপে উভয় মীমাংসার ভাষ্য করিয়াছেন। কুলতুঙ্গের মৃত্যুর পর শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীরঙ্গমে আসিয়া শিষ্য কুরেশের সঙ্গে মিলিত হইয়া বেদান্তের 'শ্রীভাষ্য' রচনা সমাপ্ত করেন।

(ক্রমশঃ)

ভক্ত প্রহ্লাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৪৭ পৃষ্ঠার পর]

তত্রোপায় সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ।
যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈরঞ্জসা রতিঃ ॥
গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ ॥
শ্রদ্ধয়া তৎকথয়াঞ্চ কীর্ত্তনৈর্গুণকর্ম্মণাম্।
তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ ॥

সহস্র সহস্র উপায়ের মধ্যে গুরুশুশ্রূষাদি—ফলানুসন্ধানব্যবধানরহিতা সাক্ষাৎ ভক্তির দ্বারা ভগবানে যে অনন্য প্রীতি হয়, তাহাকেই সর্ব্বোত্তম জানিবে। অনন্যভক্তির আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপে সংসার-বীজের নাশ হয়। গুরুদেবের নিকট তত্ত্বশ্রবণ, গুরুর অভিষেক-পাদসম্বাহনাদি সেবা, সমস্ত লব্ধবস্তু গুরুদেবে ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পণ (প্রতিষ্ঠার জন্য নহে), সদাচারী সাধুর সঙ্গ ('দুরাচারা ভক্তাঃ সেব্যা বন্দ্যা দর্শনীয়াশ্চ, ন তু সঙ্গার্থমুপাদেয়া'—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী), ভগবানের আরাধনা (মানসপূজা ও দ্রব্যময় পূজা), ভগবৎকথা-শ্রবণে রুচিমূলা শ্রদ্ধা, ভগবানের ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ ও লীলাদি কীর্ত্তন, ভগবানের পাদপদ্ম ধ্যান, ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিসমূহের দর্শন পূজনাদি দ্বারা ভক্তিবিধান।

রায়ঃ কলত্রং পশবঃ সুতাদয়ো
গৃহী মহী কুঞ্জরসকোষভূতয়ঃ।
সর্ব্বেঽর্থকামাঃ ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ
কুর্ব্বন্তি মর্ত্ত্যস্য কিয়ৎপ্রিয়ং চলাঃ ॥

বৈষয়িকসুখাভিলাষী কামিগণেতে বস্তুতঃ বিষয় সুখেরও অস্তিত্ব নাই, কারণ ধন, পিতামাতা-ভার্য্যা-পুত্রাদি, হস্তী-গাভী-অশ্বাদি পশু, গৃহ, ভূমি, ধনাগার, ঐশ্বর্য্য, অর্থ,কাম এবং মনুষ্যের আয়ু সমস্তই অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। ঐ সকল ক্ষণস্থায়ী বস্তু মানুষের কি সুখ বিধান করিতে পারে? অর্থাৎ বস্তুতঃ কোন সুখই দিতে পারে না।

সুখায় দুঃখমোক্ষায় সঙ্কল্প ইহ কর্মিণঃ।
সদাপ্নোতীহয়া দুঃখমনীহায়াঃ সুখাবৃতঃ ॥

এই জগতে কর্ম্মিগণ সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত সুখের জন্য সঙ্কল্প না করে, সেই পর্য্যন্তই তাঁহারা সুখী থাকে। যখন হইতে সুখের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হয়, তখন হইতেই তাঁহারা দুঃখী হয়।

দৈতেয়া যক্ষরক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা ব্রজৌকসঃ।
খগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হ্যচ্যুততাং গতাঃ ॥

হে দৈত্যবালকগণ, ভক্তিতে সজ্জাতির অপেক্ষা নাই। যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, গোপ, এমনকি পশু-পক্ষী পাপজীবগণেরও শ্রীঅচ্যুত ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগপ্রভাবে অমৃতত্ব লাভ হয়।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ।
একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র তদীক্ষণম্ ॥

গোবিন্দের অনন্য ভক্ত স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণীতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন। ('নারায়ণময়ং

ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ জগদ্ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্ ; প্রহলাদ মহারাজ স্বয়ংই স্তম্ভে ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছিলেন)—ইহাই এই সংসারে মানবের পরম পুরুষার্থ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

দৈত্যবালকগণ প্রহলাদ মহারাজের উপদেশকে উৎকৃষ্টবোধে গ্রহণ করিল, দৈত্যাচার্য্যদ্বয়ের (ষণ্ড ও অমর্কের) শিক্ষা গ্রহণ করিল না। প্রহলাদের সঙ্গক্রমে দৈত্যবালকগণের বিষ্ণুতে অচলাভক্তি দেখিয়া ষণ্ডামর্ক ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর নিকট যাইয়া উহা ব্যক্ত করিলেন। অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রোধে কম্পিত কলেবরে নিজ হস্তে প্রহ্লাদকে হত্যা করিতে সঙ্কল্প লইয়া পাদতাড়িত সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে তিরস্কারের অনুপযুক্ত অঞ্জলি বন্ধন করতঃ অত্যন্ত বিনীতভাবে সম্মুখে অবস্থিত প্রহলাদের প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিষ্ঠুর ও রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'রে দুবিনীত, মন্দবুদ্ধে, কুলনাশকারী, অধম তুই আমার শাসনকে লঙ্ঘন করিতেছিস, নির্ব্বোধ তোকে এখনই যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। রে মূঢ়! আমি ক্রুদ্ধ হইলে লোকপালগণের সহিত ত্রিভুবন কম্পিত হয়, তুই কাহার বলে বলী হইয়া আমাকে ভয় পাইতেছিস্ না?'

প্রহলাদ তদুত্তরে বলিলেন :—

['ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্
স বৈ বলং বলিনাঞ্চাপরেষাম্।
পরেঽবরেঽমী স্থিরজঙ্গমা যে
ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ ॥']

হে রাজন্। আপনি যে বলের কথা বলিতেছেন, সে কেবল আমার বল নহে, সে বল আপনারও এবং সমস্ত বলবানগণেরও, স্থাবর-জঙ্গম উচ্চ-নীচ ব্রহ্মাদি সকলকেই তিনি স্বীয় বলে বশীভূত করিয়াছেন।

তিনিই সর্ব্বনিয়ন্তা, তিনিই কাল, তিনি ইন্দ্রিয়-শক্তি, মনঃশক্তি, দেহশক্তি, ইন্দ্রিয়গণের আত্মা, ত্রিগুণাধীশ অসীম পরাক্রমশালী পরমেশ্বর, তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা।

আপনি আপনার আসুরিক ভাব শত্রু-মিত্র ভেদ-দর্শন পরিত্যাগ করুন, সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হউন। নিজের অবশীভূত বিপথগামী মনই আমাদের শত্রু, তদ্‌ব্যতীত অন্য কোনও শত্রু নাই। সর্ব্বত্র সমদর্শনই ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসক।

পূর্ব্বে আপনার ন্যায় কতকগুলি মূঢ় ব্যক্তি নিজ শরীরে সর্ব্বস্বাপহারী দস্যুর ন্যায় অবস্থিত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মৎসরাদি শত্রুগণকে জয় না করিয়া মনে করিত তাহারা দশ দিক জয় করিয়াছে। সমবুদ্ধিসম্পন্ন জিতচিত্ত সাধুর অজ্ঞানকল্পিত শত্রু কোথায়?'

প্রহলাদের বাক্যে হিরণ্যকশিপু আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'রে মন্দবুদ্ধি, তুই আমাকে নিন্দা করিতেছিস, নিজেকে জিতশত্রু মনে করিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছিস, আমার নিশ্চয়ই মনে হইতেছে তোর মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে, মৃত্যুকালে মানুষের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ও বাক্যবিপ্লব হয়। ওরে হতভাগা আমি ছাড়া জগতে আর কোনও ঈশ্বর আছে কি? যদি কোনও ঈশ্বর থাকে, সে কোথায়?

প্রহলাদ—তিনি সর্ব্বত্র আছেন।

হিরণ্যকশিপু—তবে স্তম্ভে কেন দেখি না?

প্রহলাদ – আমি দেখিতেছি স্তম্ভেও আছেন।

হিরণ্যকশিপু—'স্তম্ভে আছে। আত্মশ্লাঘাকারী তোর মস্তক এখনই আমি বিচ্ছিন্ন করিতেছি। তোর অভীপ্সিত হরি আসিয়া তোকে রক্ষা করুক।'

মহাবলবান্ হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে খড়্গ হস্তে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া স্তম্ভে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন।

মুষ্ট্যাঘাতে স্তম্ভ হইতে অতি ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মনে করিলেন যেন ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ বিদীর্ণ হইয়া গেল, তাঁহাদের নিজ নিজ স্থান বুঝি ভ্রষ্ট হইল। পুত্রবধাভিলাষী হিরণ্য-কশিপু দৈত্যপতিগণেরও ত্রাসকারী অশ্রুতপূর্ব্ব ভীষণ শব্দ কোথা হইতে আসিল বিশেষভাবে নিরী-ক্ষণ করিয়াও বুঝিতে পারিলেন না।

[সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং
ব্যাপ্তিঞ্চ ভূতেষ্বখিলেষু চাত্মনঃ।
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্
স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্ ॥]

ভগবান্ শ্রীহরি নিজ ভৃত্য প্রহলাদের বাক্য এবং নিজ সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি (নৃসিংহাদি আকারে সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি) সত্য করিবার জন্য না মৃগ না মানুষ অত্যদ্ভুতরূপ (দৈত্যঘাতক অতি ভীষণরূপ) ধারণপূর্ব্বক সভামধ্যে স্তম্ভে দৃষ্ট হইলেন। (নিজভৃত্য ব্রহ্মার বাক্য—মনুষ্য, পশু, ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন প্রাণীর দ্বারা, ভিতরে-বাহিরে, অস্ত্র-শস্ত্রাদিদ্বারা হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হইবে না,—উহা সত্য করিতে ভগবানের নিজ বাক্য—'ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি' এবং ইন্দ্রের প্রতি নারদের উক্তি 'অনন্তের ভক্ত প্রহলাদ অবধ্য'—ইহা সত্য করিতে ভগবান্ নরসিংহরূপে প্রকটিত হইলেন)।

ভগবান্ স্তম্ভ হইতে অলৌকিকভাবে প্রকটিত হইলেও হিরণ্যকশিপু অদ্ভুত প্রাণীরূপে দেখিলেন, ভগবানরূপে দেখিলেন না; না মৃগ—না মানুষ, অহো! আশ্চর্য্য প্রাণী—নৃসিংহ। বস্তুর দর্শনে যোগ্যতা অর্জ্জিত না হইলে বস্তু সম্মুখে থাকিলেও তাঁহার বাস্তবস্বরূপ দর্শন হয় না। ভগবান স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু। যেরূপ স্বপ্রকাশ সূর্য্যের দর্শন সূর্য্যের আলোর মাধ্যমেই সম্ভব, অন্য উপায়ে হয় না, ঠিক তদ্রূপ ভগবদ্দর্শন, তাঁহার কৃপালোকেই সম্ভব, অন্য উপায়ে হয় না। কর্তৃত্বাভিমানে-ভোক্তৃত্বাভিমানে-কামময় নেত্রে নিজাপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তুর দর্শন হয়। 'প্রণতাভিগম্যম্ মূঢ়ৈরবেদ্যম্।' প্রপন্ন ব্যক্তি ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারেন, অপ্রপন্ন মূঢ় ব্যক্তির বেদ্য ভগবান্ নহেন। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ'—ভাগবত, 'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি...মাঠর শ্রুতিবচন। ভক্ত প্রহলাদ প্রেমময় নেত্রে সাক্ষাৎ ভগবান্‌রূপে দেখিলেন, কামাতুর হিরণ্যকশিপু অদ্ভুত জানোয়ার মনে করিলেন।

শ্রীনৃসিংহের রূপ অতি ভয়ঙ্কর—স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ক্রোধোদ্দীপ্ত নয়ন, জটা-কেশর সমন্বিত রোষকষায়িত মুখ-ব্যাদান, বিকট দন্ত, খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ জিহ্বা, ভ্রূকুটিযুক্ত বদন, কর্ণযুগল উন্নত, পর্ব্বতগুহার ন্যায় মুখবিবর ও নাসিকাবিবর, ভীষণ বিদীর্ণ হনুদেশ, আকাশস্পর্শী বিশাল দেহ, খর্ব্ব ও স্থূল গ্রীবা ও জানু, বিশাল বক্ষ, উদর কৃশ, চন্দ্র-কিরণের ন্যায় শুভ্ররোমাবৃত শরীর, সর্ব্বত্র প্রসারিত শত শত বাহু ও ভীষণ নখাস্ত্র এবং দৈত্যদানবগণের বিনাশকারী শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ও বজ্র-সমন্বিত।

যদি মহামায়াবী ভগবান্ হরি এই প্রকারেই মৃত্যু নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, হরির সেই চেষ্টা তাহার দুষ্পার অমিতশক্তির বিরুদ্ধে কি করিতে পারেন, অত্যদ্ভুত নরসিংহ মূর্ত্তি দেখিয়া হিরণ্যকশিপু মনে মনে এইরূপ বিচার করতঃ গদা ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে নৃসিংহের প্রতি ধাবিত হইলেন। পতঙ্গ যে প্রকার অগ্নিতে পতিত হয়, তদ্রূপ নৃসিংহের প্রদীপ্ত তেজের ভিতরে হিরণ্যকশিপু অদৃশ্য হইলেন। যে ভগবান্ সৃষ্টির প্রথমে স্বীয় তেজোদ্বারা ঘোর অন্ধকার নাশ করিয়াছিলেন, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব শ্রীহরিতে তমোময় দৈত্য অদৃশ্য হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অসীম প্রভাবশালী ভগবানের উপর অন্য কোনও প্রভাব কার্য্যকর হয় না। [শ্রুতিপ্রমাণ ঃ—ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥] হিরণ্যকশিপু ভীষণ ক্রোধে দ্রুত বেগবতী গদাদ্বারা নৃসিংহকে আঘাত করিলে, গরুড় যেমন মহাসর্পকে গ্রাস করেন, তদ্রূপ গদাধর* ভগবান্ গদার সহিত

* গদা—লৌহময় অস্ত্রবিশেষ। যন্ত্রযুদ্ধের মধ্যে গদাযুদ্ধই অতিশয় কঠিন। দেবতাগণের মধ্যে বিষ্ণুই গদাযুদ্ধে সুনিপুণ। বিষ্ণুর 'গদা'-ধারণ সম্বন্ধে বায়ুপুরাণের বর্ণনায় জানা যায়—'গদ' নামে একজন ভয়ঙ্কর অসুর ছিল। তাহার শরীরের অস্থি বজ্র হইতেও কঠিন। 'গদাসুর' দেবতাগণের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিলে ব্রহ্মা তাহার অস্থি চাহিয়া লন। সেই অস্থির দ্বারা বিষ্ণুর গদা নির্ম্মিত হয়।

গদাধর—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মপুত্র হেতিরক্ষ ব্রহ্মার বরে ত্রিভুবনে অজেয় হইয়াছিল। হেতিরক্ষ নিজ বলে স্বর্গ রাজ্য দখল করে। দেবতাগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু দেবতাগণকে বলিলেন তাহারা যদি মহাস্ত্র দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অস্ত্রের দ্বারা হেতিরক্ষকে বধ করিবেন। তখন

হিরণ্যকশিপুকে বশীভূত করিলেন। হিরণ্যকশিপুর দ্বারা স্থানভ্রষ্ট দেবতাগণ মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া যুদ্ধ-ক্রীড়া দেখিতেছিলেন। ক্রীড়াশীল গরুড়ের মুখ হইতে যেরূপ সর্প বিক্রান্ত হয়, তদ্রূপ হিরণ্যকশিপুকে নৃসিংহের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে দেখিয়া দেবতাগণ ভীত হইয়াছিলেন। মহাসুর হিরণ্যকশিপু নৃসিংহের হস্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৃসিংহদেবকে ভীত মনে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর পুনরায় খড়্গ ও বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক নৃসিংহকে আক্রমণ করিলেন। মহাবেগশালী শ্রী-হরি (নৃসিংহরূপধারী নারায়ণ) ভীষণ অট্ট হাস্য করিতে করিতে খড়্গ ও বর্ম্মকোষের দ্বারা রক্ষিত আকাশে ও ভূতলে বিচরণশীল হিরণ্যকশিপুকে সর্প যেরূপ মুষিককে, গরুড় যেরূপ বিষধর সর্পকে গ্রাস করে তদ্রূপ ইন্দ্রযুদ্ধে অক্ষত হিরণ্যকশিপুকে ভিতরে নয় বাহিরে নয় সভার দ্বারদেশে, আকাশে নয় ভূমিতে নয় উরুর উপরে, দিবসে নয় রাত্রিতে নয় সন্ধ্যায়, অস্ত্রে-শস্ত্রে নয় নখের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

(ক্রমশঃ)

গদের অস্থি নির্ম্মিত 'গদা' বিষ্ণুতে অর্পিত হইল। বিষ্ণু উক্ত গদা-দ্বারা হেতিরক্ষকে বধ করেন। তিনি গদাটী ফিরাইয়া দিলেন না, স্বহস্তে ধারণ করিলেন।

উপরি উক্ত ঘটনাসমূহ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, অভিমানী ব্যক্তি নিজ অভিমানের দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সমস্ত শক্তির মূলে ভগবান আছেন, কাহারও কোনও স্বতন্ত্র শক্তি নাই।

মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাব-কান্তি-সুবলিত কলিযুগপাবনাবতারী কলিভয়নাশন শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দররূপে কলিকালুষ্য হইতে উদ্ধার করিবার জন্য একদিন আচম্বিতে শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে তাঁহার অভিন্নকলেবর পরমপ্রিয়তম শ্রীভগবান্ বলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দ প্রভু ও নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥
ইহা বই আর না বলিবা, বোলাইবা।
দিবা অবসানে আসি' আমারে কহিবা ॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ১৩।৮-১০

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদেশ কেবল শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরের জন্য নহে, ইহা নবদ্বীপ উপলক্ষণে বিশ্বের সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার গৌড়ীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

'বল কৃষ্ণ'—শ্রীকৃষ্ণ-শব্দ কীর্ত্তন কর, শ্রীভগবানের এই আজ্ঞা মহাবদান্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। 'কৃষ্ণ' শব্দই অভিন্ন কৃষ্ণ—একথা শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে শিক্ষা দিতে পারেন। * * যিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীগুরুতত্ত্বের আকর জানিয়া এবং সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীনামাচার্য্য হরিদাসের মুখে সম্বোধনের শব্দরূপে অবতীর্ণ কৃষ্ণ-শব্দ উচ্চারণ করিবেন, তিনিই প্রাপঞ্চিক সকল বাধা হইতে উন্মুক্ত হইয়া জীবের স্বরূপ-প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিতে পারিবেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু-দ্বারা মানবমাত্রকেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। * * নাম-নামী অভিন্ন, সুতরাং নাম-কীর্ত্তন হইলেই কৃষ্ণপ্রেমা অবশ্যম্ভাবী—একথা কৃষ্ণই বুঝিতে পারেন।

'ভজকৃষ্ণ'— * * জীবকল্যাণার্থ মহাবদান্য শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস প্রভুদ্বয়কে নামাশ্রয়ে কৃষ্ণভজন করিবার বিচারের প্রচারার্থ আদেশ প্রদান করিলেন।

'কর কৃষ্ণশিক্ষা'—কৃষ্ণকীর্ত্তন, কীর্ত্তনদ্বারা কৃষ্ণ-সেবন, সেবামুখে কৃষ্ণশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াই জীবের একমাত্র কৃত্য।

(মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত শিক্ষাষ্টকের প্রথম চেতোদর্পণমার্জ্জনং শ্লোকেই শিক্ষাসার কীর্ত্তিত হইয়াছে —) 'কৃষ্ণশিক্ষা লাভ করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় —চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়—ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়—পরম শ্রেয়োলাভ ঘটে—সকল বিদ্যার তাৎপর্য্যই যে কৃষ্ণশিক্ষা, ইহা উপলব্ধ হয়। তাহা হইলে আত্মা কলুষিত হইতে পারে না, পরন্তু স্নিগ্ধ হয় এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই পরম সুখলাভ ঘটে।

কৃষ্ণশিক্ষার যাবতীয় অভিধেয় ধিক্কারিণী সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রদা সর্ব্বমাধুর্য্যের সর্ব্বোত্তমত্ব-প্রদায়িকা। কৃষ্ণশিক্ষা জীবের ভোগপ্রবৃত্তি নিবারিকা ও মোক্ষতুচ্ছকারিণী। সুতরাং স্বকল্যাণপ্রার্থী জীবমাত্রেরই কৃষ্ণশিক্ষাই পরমোপযোগিনী।

মহাপ্রভু কহিলেন—(উক্ত বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ ও কর কৃষ্ণশিক্ষা—এই তিন প্রকার) ভিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ভিক্ষা তোমরা কাহারও নিকট প্রাথনা করিবে না এবং কাহাকেও অন্যপ্রকার শিক্ষা দিবে না। দিবাভাগের সকল সময় জীবকুলের মঙ্গল প্রার্থনায় পূর্ব্বকথিত ভিক্ষা সম্পাদন করিয়া আমাকে সন্ধ্যাকালে আসিয়া জানাইবে। তোমরা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের হিতচেষ্টা করিতেছ জানিলে আমার পরমাপ্রীতির উদয় হইবে, ইহা আমারই কার্য্য—তোমরা আমার দক্ষিণ ও বামহস্ত স্বরূপ।

আমরাও তাঁহাদেরই দাসানুদাসরূপে আমাদেরই মাতৃপিতৃস্বরূপ জগজ্জনকে উপরিউক্ত ভিক্ষাত্রয় জানাইতেছি। শ্রীভগবান্ বাসুদেবকৃষ্ণরূপে তাঁহার প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জানাইতেছেন— আমিই সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, বেদব্যাসরূপে আমিই বেদান্তকর্ত্তা, আমিই বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ— 'মত্তোঽন্যো বেদার্থং ন জানাতীত্যর্থঃ' অর্থাৎ আমা ছাড়া আর কেহ বেদের প্রকৃত-তাৎপর্য্য জানেন না। সেই বেদজ্ঞ ভগবান্ তাঁহার পরম প্রিয় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য

করিয়া বেদের সর্ব্বগুহ্যতম পরমবাক্য জানাইতেছেন—মদর্পিত চিত্ত হও, আমাতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-পরায়ণ হও, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলে হে অর্জ্জুন, আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া তোমার নিকট সত্য সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, প্রিয় ব্যক্তিকে কি বঞ্চনা করে ? বর্ণ ও আশ্রমবিহিত সমস্ত কর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাতেই শরণাপন্ন হও, তাহা হইলেই আমি তোমার সংসার-দশার সমস্ত পাপ তথা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-পরিত্যাগ-হেতু যে সকল পাপ হইবে, সে সমুদয় হইতে উদ্ধার করিব, তুমি অকৃতকর্ম্মা বলিয়া শোক করিবে না। ...... অর্থাৎ শুদ্ধা বা কেবলা ভক্তিই গুহ্যতম তত্ত্ব এবং প্রেমই জীবের পরমপ্রয়োজন, ইহাই এই গীতাশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত মর্ম্মানুবাদ দ্রষ্টব্য)

মহাভারত সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য, আবার সমস্ত ভারতের তাৎপর্য্য গীতায় আছে বলিয়া গীতাকে সর্ব্বশাস্ত্রময়ী বলা হইয়া থাকে। গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক, (মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের ১৮টি অধ্যায় লইয়া গীতা, সুতরাং সেই গীতারও তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত), বেদমাতা ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং সমগ্র বেদেরও তাৎপর্য্য দ্বারা সম্বৰ্দ্ধিত। এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে নির্ম্মিত। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসই ইহাকে ১৮০০০ শ্লোকরূপে বিস্তৃত করেন। এই অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যময়ী ভাগবতে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যশূন্য ভক্তগণের জন্য প্রোজ্ঝিতকৈতব (অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ ফলাভিসন্ধি লক্ষণাত্মিকা কপটতা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত) পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে কেবল শুদ্ধ ভগবৎসেবা বা ভক্তিলক্ষণাত্মক—কর্ম্মজ্ঞানাদি শাস্ত্র-নিরাসপরত্ব-হেতু প্রেমধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) নাশক, পরমমঙ্গল এবং বাস্তব বস্তু-তত্ত্বজ্ঞান-প্রদ, ইহার শ্রবণেচ্ছু সুকৃতিমন্ত ব্যক্তিগণ ইচ্ছামত ভগবান্‌কে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন সুতরাং এই সর্ব্বশাস্ত্রসার ভাগবত ব্যতীত আর অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি ?

'স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ' (ভাঃ ১।২।৬)—এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—"যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি লক্ষণা ফলাভিসন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যগ্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে।"

আবার ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিল উপাখ্যানে ভাঃ ৬।৩। ২২ শ্লোকে (এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ ইত্যাদি) বলা হইয়াছে—নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই জগতে জীবসকলের 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া কথিত হয়।

সপ্তমস্কন্ধে প্রহলাদোক্ত শ্রবণকীর্ত্তনাদি (ভাঃ ৭।৫। ২৩-২৪) শ্লোকে বলা হইয়াছে—"শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণ-সম্পন্না ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতা হইয়া সাধিত হইলে—সর্ব্বসিদ্ধি হয়—ইহাই শাস্ত্রের উত্তম তাৎপর্য্য।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ) অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি কৃষ্ণোদ্দেশ্যে কৃত না হইলে তাহাকে প্রহলাদ শুদ্ধভক্তি বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ নববিধ ভক্ত্যঙ্গমধ্যে নামসঙ্কীর্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়াছেন—"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। 'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥" শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদও কৃষ্ণপ্রেমসম্পদ্ লাভবিষয়ে নাম-সংকীর্তনকেই বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়াছেন। (বৃহদ্-ভাগবতামৃত দ্রষ্টব্য)।

একাদশ স্কন্ধে কোন্ যুগে ভগবান্ কিভাবে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার সাধন কি, মহারাজ নিমির এই সকল প্রশ্নের উত্তরে নবমযোগেন্দ্র করভাজন ঋষি 'কলিযুগের' অবতারী ও তাঁহার ভজনপ্রণালীর কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

—ভাঃ ১১।৫।৩২

অর্থাৎ "যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার কান্তি—অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-গণ সংকীর্তন-প্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ—চৈঃ চঃ আ ৩।৫১) আমি নিম্নে পরমারাধ্য প্রভুপাদের অন্বয়-মুখী ব্যাখ্যাটি প্রদান করিলাম,—

'সুমেধসঃ (বুদ্ধিমন্তঃ—বুদ্ধিমান্ জনগণ) ত্বিষা (কান্তা—কান্তিতে) অকৃষ্ণং (বিদ্যুদ্ গৌরং শুক্ল-রক্তবর্ণদ্বয়াবশেষ তৃতীয়ং পীতবর্ণং—পরমোজ্জ্বল গৌরবর্ণ, শুক্লরক্তবর্ণদ্বয়ের অবশিষ্ট তৃতীয় বর্ণ—পীত অর্থাৎ গৌরবর্ণ। গর্গ ঋষি নন্দালয়ে আসিয়া বলিয়াছিলেন—'মহারাজ, তোমার ওই বালক অন্য তিন যুগে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করেন; অধুনা দ্বাপরযুগে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।' এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিতেছেন—যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই দ্বাপরান্তে কলির প্রথম সন্ধ্যায় গৌরও শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপে অব-তীর্ণ হন, অতএব শ্রীগৌর শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ।) কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণং বর্ণয়তি গায়তি যঃ তম্—অর্থাৎ কৃষ্ণকে যিনি সুখে গান করেন, সর্ব্বদাই যাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম, তাঁহাকে, অথবা যাঁহার নামে কৃ এবং ষ্ণ—এই দুইটি বর্ণ আছে) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্ (অঙ্গে নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ, উপাঙ্গানি—শ্রীবাসাদি ভক্তাঃ, অস্ত্রাণি—হরিনামাদীনি, পার্ষদাঃ—গদাধর-দামোদরস্বরূপাদয়ঃ তৈঃ সহিতং—যাঁহার অঙ্গস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, উপাঙ্গস্বরূপ—শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ, অস্ত্রাদি—হরিনামাদি, পার্ষদ—শ্রীগদাধর দামোদরস্বরূপাদি, তাঁহাদের সহিত), সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ (বহুভির্মিলিত্বা হরিকথা-নামগানৈঃ সকলে মিলিয়া হরিকথা-নামগান) যজ্ঞৈঃ (সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞদ্বারা) যজন্তি (যজন করেন)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম লীলায় শ্রীবিশ্বম্ভর নাম ধারণ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়া-ছেন—

প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম। ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম॥ ডু-ভৃং ধাতুর অর্থ—পোষণ, ধারণ। পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥

শেষলীলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়াছেন—

শেষলীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥—চৈঃ চঃ আ ৩।৩২-৩৪

যুগধর্ম্ম প্রচার-কার্য্য শ্রীকৃষ্ণের অংশ অবতার হইতে সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু ব্রজপ্রেম প্রদানকার্য্য ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ব্যতীত আর কে করিবেন। তাই স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন—শ্রীরাধার প্রাণধন বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণই শ্রীরাধাভাবকান্তি সুবলিত হইয়া কলিযুগ-পাবনাবতারী গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অন্য কোন যুগে কোন অবতারে যে অভূতপূর্ব্ব উন্নত—সম্বৰ্দ্ধিত—সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস অর্থাৎ অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই নিজ প্রেমসম্পদ্ সমর্পণ অর্থাৎ সম্যক্‌প্রকারে দান করিবার জন্য অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া কলিতে এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সুবর্ণ কান্তিসমূহ দ্বারা দেদীপ্যমান শচীনন্দন জগন্নাথ মিশ্রসুত তোমা-দের হৃদয়কন্দরে—চিত্তগুহায় সর্ব্বকালে অহর্নিশ স্ফূর্ত্তি লাভ করুন।"

এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রথমাঙ্কে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলা-চরণ-শ্লোক। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর পরমদয়াল শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিচরণ আমাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ তাঁহার নিজ ব্রজ-তত্ত্বের সমস্ত উপকরণসহ ভৌম ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার বা মধুর রসের ভক্ত-গণসহ ব্রজে যথেষ্ট বিহারপূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি ত' এতাবৎকাল জগৎকে প্রেমভক্তি প্রদান করি নাই। শাস্ত্রাদি পঠন-পাঠনপূর্ব্বক জগতের লোক বিধিভক্তিমার্গে আমাকে ভজন করে। কিন্তু আমার যে পরমভাব ব্রজভাব, তাহাত' বিধিমার্গের ভক্ত কখনও লাভ করিতে পারিবে না—'বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি'। বিধিমার্গে ঐশ্বর্য্যভাবই প্রবল। ঐশ্বর্য্যমার্গীয় ভজনে প্রেম শিথিল হয় অর্থাৎ প্রেমের গাঢ়তারূপ মাধুর্য্য

আস্বাদনের বিষয় হয় না। তাহাতে আমিও প্রীত হইতে পারি না। আর ঐশ্বর্য্যমার্গের ভজনে সারূপ্য, সামীপ্য, সালোক্য এবং সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য) রূপ চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ পূর্ব্বক ঐ সকল ভক্ত বৈকুণ্ঠগতি লাভ করে। তন্মধ্যে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য-রূপ সাযুজ্য মুক্তি বিধিমার্গের ভক্তগণও প্রার্থনা করে না। কিন্তু ব্রজের প্রেমভক্তি লাভের সৌভাগ্য পাইলে সেই সকল প্রেমিক ভক্ত বৈকুণ্ঠের মুক্তিচতুষ্টয় পরি-ত্যাগপূর্ব্বক আমার সেবাসুখ লইয়া মত্ত থাকে, সুতরাং সেই প্রকার বিধিভক্তির অতীত প্রেমভক্তি প্রচারই আমার অভীষ্ট, আমি কলিযুগের ধর্ম্ম যে নামসংকীর্ত্তন, তাহা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গাররসের সহিত জগৎকে দিয়া সকলকে নৃত্য করাইব, নিজেও ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া নিজের আচরণদ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিব—

"যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তামু নামসঙ্কীর্ত্তন।
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায়।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।১৯-২১

নাম ব্যতীত আর অন্য গতি নাই, এই নামের মহিমা ভাগবতের প্রায় সর্ব্বত্রই গীত হইয়াছে। কৃষ্ণ-বর্ণং শ্লোক—'সেই ত' সুমেধা আর কলিহত জন। সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥' কলিংসভা-জয়ন্ত্যার্য্যাঃ, কলের্দোষনিধেরাজন্, কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং প্রভৃতি বহু শ্লোকে নামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া অবশেষে সমগ্র শ্রীভাগবতের ১৮০০০ শ্লোকের শেষেও উক্ত হইয়াছে—

"নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখসমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥"

অর্থাৎ যাঁহার নামসংকীর্ত্তনই কৃষ্ণবিরহকাতর ভক্তবৃন্দের কৃষ্ণপ্রাপ্তির সকল পাপ অর্থাৎ বাধাবিঘ্ন—অন্তরায় প্রকৃষ্টরূপে নাশ করেন, কৃষ্ণ তাঁহার বিরহ-কাতর ভক্তের বুকফাটা ক্রন্দনের সহিত নামসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করিলে সেই ভক্ত সর্ব্বস্ব তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণরূপ প্রণতি বিধান করেন। কৃষ্ণও তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া তাহার প্রেমে বশীভূত হইয়া পড়েন, আমি সেই নামের অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীহরি ও শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত অভিন্ন বৃন্দাবনচন্দ্র বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরসুন্দর-কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তপ্রবর শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তি বলিয়াছেন—

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনচন্দ্র আমাদের আরাধ্য বস্তু, ব্রজবধূবর্গ এবং তাঁহাদের শিরোমণি বৃষভানুরাজনন্দিনী তাঁহাকে যে ভাবে উপাসনা করিয়া-ছেন, সেই রমণীয়া শুদ্ধা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবিধায়িনী আরাধনাই আমাদের অনুসরণীয়া, বেদবেদান্তপুরাণ পঞ্চরাত্রাদি যাবতীয় সারাৎসার শ্রীমদ্ভাগবতই আমা-দের একমাত্র অমল প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানজনক অপৌরুষেয় বস্তু, পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনতত্ত্ব; ইহাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রী-গৌরসুন্দরের মত, আমাদের তাহাতেই পরম আদর, অন্য কিছুই আমাদের আদরণীয় নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ব্রজপ্রেম দিতে আসিয়াছেন, তাহা পাইবার পরম উপায় মহাপ্রভুই জানাইয়াছেন—তাঁহার পরমপ্রিয়তম পার্ষদের কণ্ঠধারণ করিয়া—পরম নিভৃত গম্ভীরার প্রকোষ্ঠে—শ্রীরাধার নিজজন পরম করুণাময় কবিরাজ গোস্বামীর মাধ্যমে—

হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেইত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্বশুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥

—চৈঃ চঃ অ ২০।৮, ৯, ১১

যেরূপে লইলে নাম প্রেম-উপজয়।
তার লক্ষণ-শ্লোক শুন স্বরূপ-রামরায়॥

—ঐ ২০।২১

তৃণাদপি সুনীচেন ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতে 'অনয়ারাধিতো নূনং' শ্লোকে যে কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর প্রেমসেবার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, সেই মহাসম্পদের অনুসরণ করিবার সৌভাগ্য প্রদান করিবার জন্য আসিয়াছেন স্বয়ং সেই

রাধানাথ রাধাভাব-কান্তি-সম্বলিত হইয়া। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের জয়গান তিনিই তাঁহার শিক্ষাণ্টকে করিয়া গিয়াছেন। নামে নিজসর্ব্বশক্তি সমর্পিত, সুতরাং সেই নামসেবায় অবহেলা করিয়া রাগানুগা-ভক্তি কখনই লভ্য হইতে পারে না, পরমকরুণাময় মহাপ্রভুর দান—অনর্পিতচর ব্রজপ্রেম লাভ করিবার একমাত্র উপায়—'নাম', শ্রীরূপ প্রভুও তাঁহার নামাষ্টকে নামী অপেক্ষাও নামের করুণাধিক্যের জানাইয়া আমাদিগকে নাম-প্রভুর কৃপা পাইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট হইতে বলিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—কৃষ্ণনাম ধরে কত বল। * *

"ঈষৎ বিকশি পুনঃ, দেখায় নিজরূপগুণ,
চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণপাশ।
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় নিজ স্বরূপবিলাস ॥"

নামামৃতে লোভোদয় হইলে নামপ্রভুই ব্রজপ্রেম বিতরণ করিবেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চণ্ডীগড় ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত দীক্ষিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য শ্রীননীগোপাল বনচারী প্রভু বিগত ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিবাসরে অপরাহ্ন ৪টা ১৫ মিঃ এ, চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯৫ বৎসর।

শ্রীননীগোপাল প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ উক্ত দিবস শেষরাত্রিতে নিউদিল্লী হইতে চণ্ডীগড়-মঠে পেঁৗছেন। ১৫ ডিসেম্বর সমস্ত রাত্রি তাঁহার কক্ষে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করেন। পরদিবস পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় তিলকাঞ্চনের এবং চরণামৃত ও ঠাকুরের প্রসাদী মালাদি অর্পণের পর দেড়শতাধিক মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্ত দুইটী-বাসে ও তিনটী মোটর কারে সংকীর্ত্তনসহ ২৫ সেক্টরস্থ শ্মশানে যাইয়া বৈষ্ণববিধানানুসারে যথাবিহিতভাবে তাঁহার অন্তিম দাহ-সংস্কার সুসম্পন্ন করেন।

২ পৌষ, ১৮ ডিসেম্বর রবিবার চণ্ডীগড় মঠে তাহার বিরহোৎসব সম্পন্ন হয়। বহু শত ভক্ত ও নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

ননীগোপাল প্রভুর পূর্ব্বাশ্রম ছিল পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলান্তর্গত সাহাপুর গ্রামে। তাঁহার পিতৃ-প্রদত্ত নাম শ্রীনিতাই চন্দ্র ঘোষ। পিতার নাম শ্রীকৃত্তিবাস ঘোষ। তিনি সদ্‌গোপ-কুলোদ্ভূত ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ইং ১৯৬৬ সনে, ২৭ নভেম্বর শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নিকট তিনি শ্রীহরিনামাশ্রিত এবং উক্ত মঠেই ইং ১৯৬৮ সনে ২রা জানুয়ারী কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁহার দীক্ষা-নাম শ্রীননীগোপাল বনচারী প্রভু। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরিমহারাজের অসুস্থলীলাভিনয়কালে শ্রীননী-গোপাল প্রভু (তৎকালে নাম শ্রীনিতাই চন্দ্র ঘোষ) তাঁহার সন্নিধানে থাকিয়া নিষ্কপটভাবে সর্ব্বপ্রকার সেবা করিয়া পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রচুর আশী-র্ব্বাদ ভাজন হইয়াছিলেন। ইহা শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় ৭ম বর্ষে ২৩১ পৃষ্ঠায় শ্রীল গিরি মহারাজের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গে লিখিত আছে। শ্রীল গিরি মহারাজের নির্য্যাণের পরেও তিনি শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ কএক বৎসর সেবা করিয়াছিলেন।

ইং ১৯৭০ সনে চণ্ডীগড়ে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি ইং ১৯৭২ সন হইতে চণ্ডীগড় মঠে থাকিয়া নিষ্কপটভাবে উক্ত মঠের সেবা

করিয়াছিলেন। তাঁহার গাভী সেবায় রুচি থাকায় প্রথম দিকে তিনি গোসেবাও করিয়াছিলেন, পরে ভাণ্ডারের সেবা দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করেন। তিনি স্নিগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় চলচ্ছক্তির অভাবকালেও তিনি সেবকের সাহায্যে প্রত্যহ দুইবেলা শ্রীমন্দিরের সম্মুখে আসিয়া ঠাকুরের আরতি দর্শন করিতেন। প্রাচীন ব্যক্তিরূপে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রয়াণে চণ্ডীগড় মঠে একজন দায়িত্বশীল স্নিগ্ধ সেবকের অভাব হইল।

তাহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই, বিশেষতো চণ্ডীগড়ের ভক্তগণ, অত্যন্ত বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীমধুসূদন দাস (শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীমধুসূদন দাস ব্রহ্মচারী বিগত ১৭ পৌষ (১৪০১) ২ জানুয়ারী (১৯৯৫) সোমবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রাত্রি ৮ ঘটিকায় ৮৩ বৎসর বয়সে দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে চতুর্থতলস্থ নিজকক্ষে শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার শেষকৃত্য কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে সুসম্পন্ন করেন শ্রীমঠের ব্রহ্মচারিগণ—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধা-মোহন চক্ষচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগিরিধারী-দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবাসুদেব দাস। তাঁহার বিরহোৎসব কলিকাতা মঠে ১৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীমধুসূদন প্রভু স্নিগ্ধ শান্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি কলিকাতা মঠে থাকিয়া বৈষ্ণবগণের আদিষ্টসেবা নিজ-যোগ্যতানুসারে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ। কলিকাতা সহরে ৯৩, বালিগঞ্জপ্লেসে তাঁহার নিবাস স্থান ছিল। তাঁহার পিতার নাম শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ। তিনি কায়স্থকুলোদ্ভূত শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে বাগারিয়া ধর্ম্মশালায় কার্ত্তিক-ব্রতকালে তিনি শ্রীল গুরুমহারাজের নিকট ১৩ অগ্রহায়ণ (১৩৮১) ২৯ নভেম্বর (১৯৭৪) শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ বিরহ সন্তপ্ত।

শ্রীজিতেন দত্ত, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা ঃ—কলিকাতা সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীজীতেন দত্ত গত ১লা অগ্রহায়ণ, ১৮ নভেম্বর রাসপূর্ণিমা তিথিতে দঃ কলিকাতাস্থ বাঙ্গর হাসপাতালে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় স্বধাম প্রাপ্ত হন। কলিকাতা মঠের ব্রহ্মচারী সাধুগণ কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে তাহার দাহ-কার্য্য সম্পাদন করেন।

তিনি অভিমানশূন্য হইয়া বহুদিন কলিকাতা মঠে অবস্থান করতঃ শ্রীমন্দিরের মার্জ্জনসেবা এবং ভক্তগণের পাদুকা-সংরক্ষণ-সেবা নিষ্ঠার সহিত করিয়াছিলেন।

তাহার আত্মার নিত্যকল্যাণের জন্য করুণাময় শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

বৈষ্ণবগুরুর আজ্ঞা পালন ক'রতে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হ'তে হয়, 'পশু' হ'তে হয়, অনন্তকাল 'নরকে' যেতে হয়—আমি অনন্তকালের তরে Contract (চুক্তি) ক'রে সেরূপ নরকে যেতে চাই। জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত ক'রব—আমি এত-দূর দাম্ভিক !

পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন, ইহাই আমার উপদেশ।

জম্মু, হরিয়াণা, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ, চণ্ডীগঢ়, উত্তরপ্রদেশ, নিউদিল্লী, রাজস্থান ও দিল্লীতে—উত্তরভারতে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার মঠের প্রচারকবৃন্দসহ শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ নবমূর্ত্তি – পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগিরিধারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরগোপাল দাস—সমভিব্যাহারে কলিকাতা-হাওড়া হইতে পূর্ব্ব এক্সপ্রেস-যোগে বিগত ২ আশ্বিন (১৪০১ বঙ্গাব্দ), ১৯ সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) সোমবার উত্তরভারত প্রচার-ভ্রমণে যাত্রা করতঃ পরদিন নিউদিল্লী পৌঁছিয়া নিউদিল্লী মঠে একরাত্রি থাকিয়া শালিমার এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া ২২ সেপ্টেম্বর প্রাতে জম্মুষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। বৃন্দাবন মঠ হইতে শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, পুরী মঠ হইতে শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী এবং দেরাদুন মঠ হইতে শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী আসিয়া নিউ-দিল্লীতে প্রচার-পার্টীর সহিত যোগ দেন। চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ মাঝে মাঝে প্রচার-পার্টীর সহিত মিলিত হন। বৃন্দাবন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ নিউদিল্লী ও জয়পুরের ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টীসহ জম্মুতে; হরি-য়াণায় জগদ্ধ্রী ও আম্বালাক্যাণ্টে; পাঞ্জাবে রাজপুরা, খান্না ও পাতিয়ালায়; হিমাচলপ্রদেশে উনা ও সন্তোষ-গড়ে; চণ্ডীগঢ়ে (কার্ত্তিক ব্রতোপলক্ষে চণ্ডীগঢ় মঠে মাসাধিকব্যাপী অবস্থান ঃ বিস্তৃত সংবাদ পৃথক্ প্রকাশিত হইবে); পুনঃ পাঞ্জাবে ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনিতে, ভাটিণ্ডা সহরে ও পাঠানকোট সহরে; উত্তরপ্রদেশে নৌঝিলে ও গোকুল মহাবন মঠে; নিউ-দিল্লীতে জনকপুরী ও পাহাড়গঞ্জে; রাজস্থানে জয়-পুরে ও পাঁচুডালায়; দিল্লীতে ময়ূরবিহারে মাসত্রয়া-ধিককালব্যাপী বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারান্তে কলিকাতা মঠে ৩০ ডিসেম্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানে প্রত্যহ দুই-তিন-চারি বার করিয়া ধর্ম্মসভার অধিবেশন, প্রত্যেক স্থানে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মসভার অধিবেশনে, নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় ও মহোৎ-সবে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। কীর্ত্তনসেবা নিষ্ঠার সহিত করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদা-নন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। গৃহস্থ ভক্তগণও অধিকাংশ প্রচার-স্থানে বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

জম্মু ঃ—অবস্থিতি ঃ ৫ আশ্বিন, ২২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ১১ আশ্বিন ২৮ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের দ্বিতল অতিথি-ভবনদ্বয়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২৩৬ পৃষ্ঠার পর]

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের জয়গান করেছেন। একমাত্র নামসংকীর্ত্তনের দ্বারাই চিত্তের মালিন্য দূর হবে, তজ্জন্য যাগযোগ ব্রতাদি কর্‌বার আবশ্যক করে না। কিন্তু এটা আমাদের বিশ্বাস হয় না। স্থূলধী আমরা মূর্খ হলেও নিজদিগকে পণ্ডিত মনে করি। একটা কিছু হাইহট্টগোল স্থূল কিছু হ'লে আমরা বুঝি কিছু হয়েছে। কানপুরে কোনও শেঠের বাড়ীতে উঠেছিলাম। তিনি আমাকে একদিন বল্লেন—"স্বামীজি, এখানে একজন বড় মহাত্মা এসেছেন, তিনি একশত মণ ঘি ঢেলেছেন।" একশত মণ ঘি ঢালা কি সোজা কথা, স্থূল কিছু বিরাট দেখ্‌লেই আমরা আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ি। কিছু খায় না, শুধু ফল খেয়ে থাকে, শুধু দুধ খেয়ে থাকে, মৌন থাকে অর্থাৎ আমরা যা করে থাকি তার বিপরীত কিছু দেখ্‌লেই আমরা তাকে মহাত্মা মনে করি, কিন্তু শাস্ত্রে কোথায়ও সাধুর ঐ সকল লক্ষণ উল্লিখিত হয় নাই। কথা না বল্লেই তিনি মহাত্মা হবেন এটা আমরা বুঝি না। চোখ বুজে আমি কি অন্য চিন্তা কর্‌তে পারি না? যে বিষয় আমি দেখেছি, শুনেছি তা আমি মনে মনে খুব চিন্তা কর্‌তে পারি। কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করে যারা মনে মনে বিষয় চিন্তা করে তাঁদিগকে মিথ্যাচারী বলা হয়েছে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ (গীঃ ৩।৬)

ভিতরে ও বাহিরে যিনি ভগবানের অনুশীলন করেন, অন্ততঃ বাহিরে না হলেও ভিতরে যিনি ভগবচ্চিন্তা করেন তিনি সাধু। বাহিরে ভড়ং থাক্‌লেও ভিতর যার ফক্কাকার সে কদাপি সাধু নহে। যিনি নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করেন তিনি যথার্থতঃ মৌন, তিনিই সাধু; কারণ তাঁর ইতর চিন্তার অবসর নাই।

জবরদস্তি করে আমরা নামকে আয়ত্ব কর্‌তে পারব না। যে'টা জবরদস্তি করে হবে অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানে করা যাবে সেটা চিন্ময় নামের Material aspect। নাম সাক্ষাৎ ভগবান্, সুতরাং আমাদের ভোগের বস্তু নহেন। আমাদের ভোগের বস্তু সরবরাহের জন্য, আমাদের খিদ্‌মদ্‌গারী কর্‌বার জন্য যখন আমরা ভগবান্‌কে ডাকি তখন ভগবান্ আসেন না, তখন ভগবানের মায়া এসে আমাদের খিদ্‌মদ্‌গারী করে। সুতরাং কর্ত্তৃত্বাভিমানে হরিনাম হয় না। শ্রীকৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রাকৃত ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য বস্তু নহেন। সেবোন্মুখ চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি গ্রাহ্য হন।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥"

বঙ্গাব্দ ১৩৭৬, ইং ১৯৬৯ কৃষ্ণনগর মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে শ্রীল গুরুদেব **তাঁহার অভিভাষণে বলেন,**—"যেখানে একাধিক ব্যক্তির বাস সেখানে পরস্পর শান্তিতে বা কম অশান্তিতে বাস করিতে হইলে নীতিমানার অত্যাবশ্যকতা অনস্বীকার্য্য। উক্ত নীতিবিচারের সুদৃঢ় ভিত্তির জন্য ধর্ম্ম মানার আবশ্যকতা। ধর্ম্ম বা ঈশ্বর বিশ্বাসের উপকারিতা বহুমুখী। পাপপুণ্যের ফলদাতা ঈশ্বর আছেন এই বিশ্বাসে লোক পাপাচরণে ভীত ও পুণ্যাচরণে অনুপ্রাণিত হয়। শুভাশুভকর্ম্মের কোন নিয়ন্তা নাই এরূপ জ্ঞানে অবিচারিত ভোগপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় এবং তদ্দ্বারা সমাজে একাধিক ব্যক্তির সুখে অবস্থান নিঃসন্দেহে বিঘ্নিত হয়। দেশনেতাগণ ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষাকে অনাদর করিয়া যাহাই করুন না কেন তদ্দ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন না।"

শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন-মহোলি, মথুরা

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য (ইং ১৯৪৬ সনে) শ্রীদীনবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, ইং ১৯৬৫ সনে শ্রীল গুরুদেবের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত

মহারাজ উত্তর প্রদেশে মাথুরমণ্ডলের অন্তর্গত মধুবনে 'শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়া ভজন করিতেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত আশ্রমটি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করেন। তদবধি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান হইতে উক্ত আশ্রমটির সেবা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য শ্রীত্রিবিক্রম ব্রহ্মচারী উক্ত আশ্রমের সেবায় নিয়োজিত আছেন। তিনি একাকী তথায় দীর্ঘদিন অবস্থান করতঃ ভজন করিতেছেন। তথায় শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চা ও গিরিধারীর সেবা মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়। যাঁহারা নির্জ্জন-ভজনে ইচ্ছুক তাঁহাদের পক্ষে উক্ত আশ্রমটি ভজনানুকূল-স্থান। শ্রীত্রিবিক্রম ব্রহ্মচারী যেকালে ব্রজের বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া ভজন করিয়াছিলেন, সেকালে আরও একজন সেবক উক্ত আশ্রমে কিছুদিনের জন্য ছিলেন। আশ্রমের অনতিদূরে ধ্রুবসিদ্ধির স্থান ধ্রুবটীলা বিদ্যমান্। দ্বাদশবনের মধ্যে মধুবন প্রথম বন। মধুদৈত্যের বাসস্থানহেতু উহার নাম মধুবন হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীহরি এখানে মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। মধুবনটি শ্রীবলদেবের মধুপান লীলারও স্থান। মধুকুণ্ডের (কৃষ্ণকুণ্ডের) পশ্চিমতীরে শ্রীমধুবনবিহারী মন্দির। এখানে কৃষ্ণকুণ্ডের তটে দাউজীর (শ্রীবলরামের) মন্দিরও আছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান হইতে পরিচালিত শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা-কালে নিবাসস্থান মথুরা হইতে মধুবন, তালবন ও কুমুদবন দর্শনান্তে মধুবনস্থ শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে ভক্তগণ অপরাহ্নে বিশ্রামের জন্য একত্রিত হন। বৃক্ষলতাবিশিষ্ট স্থানটী মনোরম। কিছু সময়ের জন্য নির্জ্জন পরিবেশ পাইয়া ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় খিচুড়ী প্রসাদ সেবা করিয়া সকলে পরম সুখলাভ করেন।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, চাকদহ, নদীয়া

বিগত ৩০ আশ্বিন (১৩৬৯), ১৭ অক্টোবর (১৯৬২) পশ্চিমবঙ্গে নদীয়াজেলার অন্তর্গত চাকদহ রেলষ্টেশনের প্রায় দেড় মাইল দূরে যশড়া গ্রামের শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের (শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের) প্রাচীন-সেবা উক্ত মন্দিরের সত্ত্বাধিকারিগণ কর্ত্তৃক দানপত্র দ্বারা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবেতে সমর্পিত হয়। কলিকাতা মঠের তৎকালীন মঠরক্ষক পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্ম-চারী প্রভু দানপত্র দলিল সম্পাদনে মুখ্যভাবে সহায়তা করেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব উক্ত সেবা গ্রহণান্তে ভগ্ন মন্দির ও গৃহাদি সংস্কার করিয়া তাঁহার ঔজ্জ্বল্য বিধান করেন। শ্রীল গুরুদেবের সেবা-গ্রহণের অব্যবহিত কিছু পরেই তথায় বৈদ্যুতিক আলোর সংযোজন হয়। তৎকালে যশড়ার শ্রীজগন্নাথ মন্দির গৃহাকারে প্রকাশিত ছিল। [শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্ধানের পর পঞ্চচূড়া মন্দিরের প্রকাশ হইয়াছে]। তথায় অতি প্রাচীন নিদর্শনস্বরূপ একটি দোল-মঞ্চ আছে। উক্ত মন্দিরের ও তৎসংলগ্ন ভূ-সম্পত্তির সত্ত্বাধিকারী ছিলেন শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী, শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। অবস্থা বৈগুণ্যক্রমে উক্ত মন্দিরের সেবা পরিচালনে অসমর্থ হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানকে তাঁহারা সম্প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবেতে উক্ত সেবা সম্প্রদানে নিমিত্ত হইয়া-ছিলেন রাণাঘাটনিবাসী শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী (শ্রীসন্তোষকুমার মল্লিক) ও স্থানীয় অধিবাসী শ্রীসুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচুঠাকুর মহাশয়)। সর্ব্বোপরি শ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছায় উক্তসেবা শ্রীল গুরুদেব প্রাপ্ত হন, যে প্রকার গোবর্দ্ধনধারী গোপালের সেবা শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন ॥' শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভু কৃষ্ণলীলায় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নী অথবা ব্রজের রসকোবিদ চন্দ্রহাস নর্ত্তক। ইঁনি শ্রীচৈতন্যশাখা ও শ্রীনিত্যানন্দশাখা উভয় শাখায় গণিত হন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ভার্য্যা দুঃখিনী ও ভ্রাতা হিরণ্য পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার তটে থাকিবার ইচ্ছায় শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আলয়ের অনতিদূরে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সহিত শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্দ ছিল। নিমাইর প্রতি শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার যে প্রকার বাৎসল্যভাব,

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু ও দুঃখিনী মাতারও তদ্রূপ বাৎসল্য ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু বাল্যলীলায় ক্রন্দনচ্ছলে একাদশী তিথিতে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর রচিত নৈবেদ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া পুরীর শ্রীজগন্নাথদেব যষ্টির সাহায্যে স্কন্ধে আরোহণ করিয়া চাকদহ-যশড়ায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বাৎসল্যপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া যশড়ায় দুইবার শুভাগমন করিয়াছিলেন। দুঃখিনী মাতার প্রেমে শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরগোপালরূপে তথায় নিত্য সেবিত। তৎকালে গঙ্গা যশড়ার সন্নিকটবর্ত্তী ছিল। স্থানের ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত আছে। সগরবংশ উদ্ধারের জন্য গঙ্গা আনয়নকালে ভগীরথের রথের চাকা তথায় দাবিয়া গিয়াছিল, এইজন্য স্থানের নাম চক্রদহ। সাধারণ লোক চলিত ভাষায় চাকদহ বলেন। ভগীরথের রথের গমনস্থান বলিয়া উহার নাম রথবর্ত্ম বলিয়াও প্রসিদ্ধ। প্রদ্যুম্ন ভগবান্ শম্বরাসুরকে তথায় বধ করায় উহার পূর্ব্ব নাম ছিল প্রদ্যুম্ননগর। বর্ত্তমানে উক্ত মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীগৌরগোপাল, শ্রীরাধাবল্লভজীউ, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম সেবিত হইতেছেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের বহু

যশড়া শ্রীপাটের প্রাচীন দোল-মঞ্চ
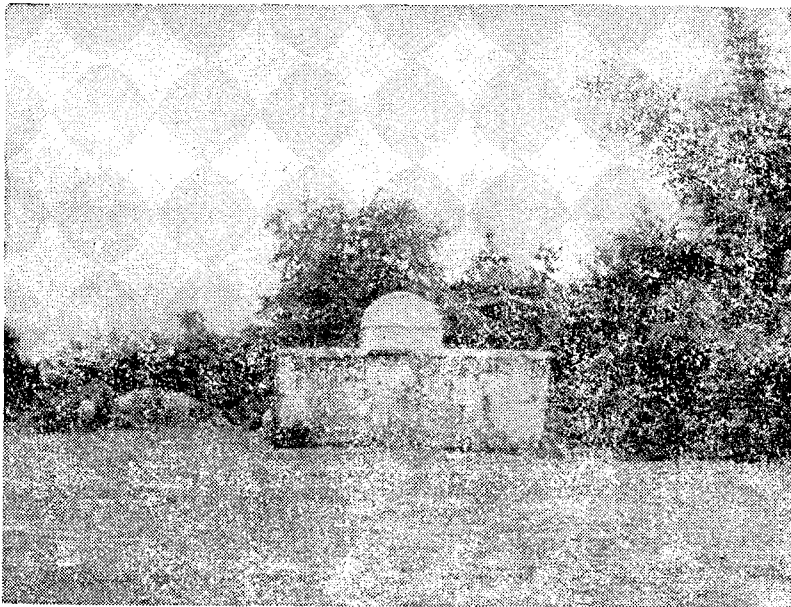
যশড়া শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানবেদী ও মেলা-ময়দান

ভূ-সম্পত্তি ছিল। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর অধস্তন সেবায়েতগণ সেবা পরিচালনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ক্রমে ক্রমে সমস্ত জমি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। কেবলমাত্র এখন শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে মেলা-ময়দানটি আছে। প্রতি বৎসর জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাকালে উক্ত ময়দানে মেলা বসে এবং সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশ হয়। যশড়া শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হয় না। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোধানের পরে তথায় প্রতি বৎসর তিরোধান উপলক্ষে বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। বার্ষিকোৎসবে মাল্‌সা ভোগ হয়। কাল্‌নার সিদ্ধ শ্রীভগবান্‌দাস বাবাজী মহারাজ যশড়া শ্রীপাটে থাকিয়া ভজন করিয়াছিলেন।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব দলিল রেজিস্ট্রী হওয়ার পরদিবস (১লা কার্ত্তিক ১৩৬৯ ; ১৮ অক্টোবর ১৯৬২) কলিকাতা হইতে সদলবলে চাকদহ ষ্টেশনে আসিয়া শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে যাঁহারা ছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী (কাপুর), শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী। শ্রীল গুরুদেব কর্ত্তৃক শ্রীপাটের সেবা গ্রহণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে বহুশত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। উৎসবানুষ্ঠানে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীরাধারঞ্জন ঘোষ, ডাক্তার শ্রীগৌরহরি দত্ত, শ্রীকমলকৃষ্ণ কর্ম্মকার, শ্রীহরিপদবাবু প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী—শিষ্যদ্বয় উক্ত শ্রীপাটের সেবায় প্রথম নিযুক্ত হন।

শ্রীল গুরুদেব তাঁহার প্রকটকালে যশড়া শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসবে এবং শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে বার্ষিকানুষ্ঠানে প্রতিবৎসর যোগ দিতেন। শ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমন্দির হইতে সংকীর্ত্তনসহ মেলা-ময়দানে স্নানবেদীতে শুভবিজয় করেন। শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে ১০৮ ঘটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। প্রতিবারই প্রায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজ উক্তানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণ ছাড়াও নদীয়া জেলার ও ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং কলিকাতা হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইত। মেলা-ময়দানে মেলা দর্শনের জন্য অগণিত নরনারীর ভীড় হইত। পৌষ মাসে শ্রীশ্রীজগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথিতে বিশেষ সমারোহের সহিত বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন, মহোৎসব অনুষ্ঠিত এবং নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীল গুরুদেবের নিয়ামকত্বে বাহির হইত, মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নর-নারী মহাপ্রসাদ সেবা করিতেন।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের সেবাপ্রাপ্তির পর জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী বিরাট বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মহোৎসব ৯ পৌষ (১৩৬৯) ; ২৫ ডিসেম্বর (১৯৬২) মঙ্গলবার হইতে ১৩ পৌষ, ২৯ ডিসেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ১৩ পৌষ মহোৎসব দিবসে পাঁচ সহস্রাধিক নরনারী মঠ-প্রাঙ্গণে এবং মঠপ্রাঙ্গণের বাহিরে মেলা-ময়দানে বসিয়া মহাপ্রসাদ সেবা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ যশড়া শ্রীপাটে এবং বিভিন্ন দিনে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী-হলে ও বিদ্যালয় আদিতেও শ্রীল গুরুদেব শুভ পদার্পণ করতঃ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী যশড়া শ্রীপাটের অন্যতম সেবকরূপে নিযুক্ত হন। শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী মঠরক্ষকরূপে দীর্ঘ-দিন থাকিয়া নিষ্ঠার সহিত শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা সম্পাদন করতঃ শ্রীল গুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সেবায় তাঁহার বিশেষ রুচি ছিল। অপরিণত বয়সে তাঁহার

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

Pin

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যান্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ—২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৪০১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ** ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর** ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখাজ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১২০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র ১৪০১
১৩ বিষ্ণু, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ৩০ মার্চ্চ ১৯৯৫ { ২য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন

[জয়পুরে গিজাগড়ের জায়গীরদার কুশল সিংজীর নিকট হরিকথা]

শ্রীযুক্ত কুশল সিংজীর সহিত কথোপকথনে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তানুসারে **শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্য ভজন।** শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই ভক্তি-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম. স্মরণাদিও কীর্ত্তন বা শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই অধীন। শ্রীনাম-কৃপা না হইলে কখনও লীলা-স্ফূর্ত্তি হয় না। পরিপূর্ণ অখণ্ড রস শ্রীনাম-কলিকা স্বল্প স্ফুট হইতে হইতেই অপ্রাকৃত শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনস্থ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্যামসুন্দরাদি মনোহররূপ বিকাশিত হয়। কুসুম-সৌরভবৎ স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ-সৌরভ অনুভূত হয়। শ্রীনাম-কুসুম পূর্ণ বিকচিত হইলে চিল্লীলামিথুনের চিন্ময়ী অষ্টকাল নিত্য-লীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও শ্রীনামকীর্ত্তনকারীর শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বলীকৃত হৃদয়ে উদিত হয়। কীর্ত্তন ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবে স্মরণাদি-চেষ্টা জড় প্রতিষ্ঠাসম্ভার মাত্র। সন্দর্ভ, ভাগবতামৃতাদি যাবতীয় সংস্কৃত গোস্বামি-গ্রন্থের পরম নির্য্যাসস্বরূপ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামক গৌড়ভাষায় লিখিত গ্রন্থে প্রবেশাধিকার না থাকায় অনেকে গোস্বামিগণ-বিরচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি পড়িয়াও বিদ্বজ্জনানুগত্যাভাবে প্রকৃত গোস্বামিসিদ্ধান্ত ধরিতে পারেন না। শ্রীল প্রভুপাদের এই কথা শুনিয়া শ্রীমান্ রামকৃষ্ণদাসজী আধুনিক কোন কোন নব্য-ভজন-প্রচলনকারী ব্যক্তির নামোল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারাও ত' নাম-সংকীর্ত্তন করেন ; তদুত্তরে প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন, কল্পিত বা রচিত ছড়া-কীর্ত্তন "শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন" নহে—উহা নামাপরাধ কীর্ত্তন, উহা 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ' বা 'ভজন' নহে। 'আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ'

অথবা ভজনের নামে ভোগ বা অপরাধমাত্র। শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণ শ্রীনামের সংকীর্ত্তনই ভজন; তাহাই সদ্যঃ প্রেমসম্পত্তি উৎপাদনে সমর্থ এবং ভজন-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সর্ব্বসাধুজন-নির্ণীত। সেই স্বয়ংপ্রকাশ নামামৃত সেবোন্মুখ একটি ইন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় মধুররসে সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম প্লাবিত করিয়া থাকে। কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এই সিদ্ধান্তই কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষ্বাবির্ভূয় তাননায়াসেনৈব তত্তদ্যুগগতমহাসাধনানাং সর্ব্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি। যত এব কলৌ ভগবতোবিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি। অত্র কলি-প্রসঙ্গেন কীর্ত্তনস্য গুণোৎকর্ষ ইতি বক্তব্যম্। ভক্তি-মাত্রে কালদেশাদিনিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎ-কীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ তু শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্গ্রাহ্যম্ ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্। অতএব যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ইতি। তত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথেত্যাদৌ। (১)

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমান্ কুশল সিংজীকে আরও বলিলেন,—"শ্রীসনাতন প্রভু বৃহদ্ ভাগবতামৃতে বলেন,—

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥" (২)

(বৃঃ ভাগবতামৃত ১।১।৯)

---

(১) **অনুবাদ**—কলিযুগে স্বভাবতঃ অতি দরিদ্র জীবগণের মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া অনায়াসেই তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব-যুগোচিত মহা-মহা সাধনলভ্য সমস্ত ফলই প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন; যেহেতু কলিযুগে এই সংকীর্ত্তন-দ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ জন্মে। এস্থলে কলিযুগ-মাহাত্ম্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে কীর্ত্তনেরই গুণোৎকর্ষ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-গুণ-বর্ণন অভিপ্রেত; যেহেতু কেবলমাত্র এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-বিষয়েই কাল-দেশাদি নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বযুগেই শ্রীযুক্তা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সামর্থ্য—সমান, কিন্তু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ (প্রচারার্থ স্বীকার) করিয়াছেন, এই নিমিত্তই কীর্ত্তনের সেই সকল প্রশংসা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি অন্যান্য (নয় প্রকার বা চতুঃষষ্টিপ্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্তি অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কীর্ত্তনের সহযোগেই যে সেই সকল ভক্তি সাধন করিবে, ইহাই কথিত হইয়াছে; যথা—"সুমেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিযুগে সংকীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ (ক্রিয়া)-দ্বারা ভগবানের আরা-ধনা করিয়া থাকেন।" তন্মধ্যে (অনধিকারীর রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তনাদির নিমিত্ত অবৈধ অক্ষরাদি সংযোগপূর্ব্বক গান অপেক্ষা) কেবল স্বতন্ত্র শুদ্ধনাম-কীর্ত্তনই অতিশয় প্রশস্ত। "কেবলমাত্র হরিনাম, হরিনাম এবং হরিনামই কর্ত্তব্য, এতদ্ব্যতীত কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই" ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে অর্থাৎ এই শ্লোকোক্ত দৃঢ়-প্রমাণসমূহ কেবলমাত্র শুদ্ধনাম-কীর্ত্তনেরই পরম প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছে।

(২) যাহা হইতে বর্ণাশ্রমাদি নিজধর্ম্ম, ধ্যান ও অর্চ্চনাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দ-স্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাস মাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তি দান করিয়া থাকেন। ইহা পরম অমৃতস্বরূপ, ইহাই আমার একমাত্র জীবন ও ভূষণ।

শ্রীল সনাতন প্রভু আরও বলেন,—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥ (৩)

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭ সংখ্যাধৃত শাস্ত্রবাক্য)

প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—চক্রবর্ত্তী ঠাকুর "শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥" (ভাঃ ২।৮।৩)—শ্লোকের টীকায় বলেন, —"সোঽপি স্মরণ-প্রযত্নঃ শ্রবণকীর্ত্তনবতো ভক্তস্য নাবশ্যক ইতি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি।"(৪)

প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকর-বৈশিষ্ট্যেণ তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপ গুণ-পরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ. এবং কীর্ত্তন-স্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্। (৫)

অথ কীর্ত্তনাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেদেতনির্ব্বিদ্যমানানাম্ ইত্যাদ্যুক্তত্বান্নামকীর্ত্তনা পরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ। (৬)

কৃষ্ণস্য নানাবিধ কীর্ত্তনেষু
তন্নামসংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্
শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ ॥ (৭)
শ্রীকৃষ্ণনামামৃতমাত্মহৃদ্যং
প্রেম্না সমাস্বাদনভঙ্গিপূর্ব্বম্।
যৎ সেব্যতে জিহ্বিকয়াঽবিরামং
তস্যাঽতুলং জল্পতু চ কো মহত্ত্বম্ ॥ (৮)

* * *

একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ
আপ্লাবয়তি সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ ॥ (৯)
মুখ্যো বাগিন্দ্রিয়ে তস্যোদয়ঃ স্বপরহর্ষদঃ।
তৎপ্রভোর্ধ্যানতোঽপি স্যান্নাম-সংকীর্ত্তনং বরম্ ॥(১০

---

(৩) হে ভরত-বংশাবতংস, যিনি শত শত পূর্ব্ব জন্মে সম্যগ্রূপে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

(৪) শ্রবণ কীর্ত্তনকারী ভক্তের স্মরণ-প্রযত্নের আবশ্যকতা নাই। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীনই—স্মরণ।

(৫) অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নাম-শ্রবণই অপেক্ষণীয় (আবশ্যক)। নাম-শ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপ-বিষয়িণী কথা-শ্রবণ-দ্বারা শ্রীরূপের উদয়যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণসকলের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণের স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকরগণের বৈশিষ্ট্য-হেতু সেবকের সিদ্ধ পরিচয়বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর,—এই সমুদয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে লীলার স্ফূর্ত্তিও যে সম্যগ্ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইল। কীর্ত্তন এবং স্মরণ-বিষয়েও এইরূপ ক্রম জানিবে।

(৬) অনন্তর কীর্ত্তনাদিদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে "হে নৃপ, বিরক্ত অকুতোভয়াভিলাষী যোগ্য-ব্যক্তিগণও হরিনামই অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন" ইত্যাদি বচনানুসারে নাম-কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ কর্ত্তব্য।

(৭) বেদ-পুরাণাদি পাঠ, কথা, গীত, স্তুতি প্রভৃতি ভেদে বহু প্রকার কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মধ্যে কৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্য; কেননা, একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তনই অবিলম্বেই কৃষ্ণে প্রেমসম্পৎ আবির্ভাব করাইতে স্বয়ং অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ হইয়াই সমর্থ। এই জন্যই ধ্যানাদি হইতেও নামসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা। নাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্ববিধ ভক্তি-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম; সজ্জনগণ ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন।

(৮) জিহ্বা-দ্বারা প্রেম-সহযোগে ভক্তিভরে স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নামামৃত—যাহা সম্যগ্রূপে অবিরাম আস্বাদিত হয়, সেই নামামৃত আস্বাদনের কোন তুলনা নাই, কেই বা তাঁহার মহত্ত্ব বর্ণন করিতে পারে?

(৯) শ্রীনামামৃত একটি ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় মধুররসে সমগ্র ইন্দ্রিয়কেই প্লাবিত করিয়া থাকে।

(১০) নিজের এবং পরের অর্থাৎ কীর্ত্তনকারীর

নাম-সংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ ॥ (১১)

তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্‌রসিকৈর্জনৈঃ ।
ভগবৎপ্রেমসম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ ॥ (১২)

সল্লক্ষণং প্রেমভরস্য কৃষ্ণে
কৈশ্চিদ্‌রসজ্ঞৈরুত কথ্যতে তৎ ।
প্রেম্নোভরেণৈব নিজেষ্টনাম-
সংকীর্ত্তনং হি স্ফুরতি স্ফুটার্ত্ত্যা ॥ (১৩)

নাম্নাস্তু সংকীর্ত্তনমার্ত্তিভারা-
ন্মেঘং বিনা প্রাবৃষি চাতকানাম্ ।
রাত্রৌ বিয়োগাৎ কুররীরথাঙ্গী-
বর্গস্য চাক্রোশনবৎ প্রতীহি ॥ (১৪)

ধ্যানং পরোক্ষে যুজ্যেত ন তু সাক্ষান্মহাপ্রভোঃ ।
অপরোক্ষে পরোক্ষেঽপি যুক্তং সংকীর্ত্তনং সদা ॥ (১৫

শ্রীমন্নামপ্রভোস্তস্য শ্রীমূর্ত্তেরপ্যতিপ্রিয়ম্ ।
জগদ্ধিতং সুখোপাস্যং সরসং তৎ সমং ন হি ॥ (১৬)

(শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতে ২য় খণ্ডে ৩য় অধ্যায়ে)

ও শ্রোতার হর্ষপ্রদ নাম-সংকীর্ত্তন সাক্ষাদ্‌রূপে বাগিন্দ্রিয়েই উদিত হইয়া থাকে। অতএব প্রভুর ধ্যান হইতেও নাম-সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ।

(১১-১৩) শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই পরমাকর্ষক মন্ত্রের ন্যায় প্রেম-সম্পত্তির বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অহো! শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকে শ্রেষ্ঠ সাধনই বা বলি কেন ? রসিক-জন শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া বিচার করেন, কারণ, ভগবানে প্রেমসম্পত্তি আবির্ভাব করাইতে সর্ব্বদা 'নাম-সংকীর্ত্তনই' অব্যর্থ ; তজ্জন্য নাম-সংকীর্ত্তনকেই 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কোন কোন রসজ্ঞ পুরুষগণ নামসংকীর্ত্তনকেই প্রেমের স্বরূপ বলিয়া বিচার করেন। নাম-সংকীর্ত্তনই কৃষ্ণে প্রেমপ্রাচুর্য্যের সদুৎকৃষ্ট লক্ষণ, যেহেতু নিজ ইষ্টের নাম-সংকীর্ত্তন হৃদয়ের আর্ত্তির সহিত প্রেমের ভরেই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। অতএব নাম-সংকীর্ত্তন ও প্রেমের পরস্পর কার্য্য-কারণতা-সম্বন্ধ-হেতু অভেদই সিদ্ধ হইল।

(১৪) বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতক-কুলের আর্ত্তস্বরে 'প্রিয়', 'প্রিয়'—এইরূপ আহ্বানের ন্যায় এবং রাত্রিকালে পতিবিরহবিধুরা কুররীর ও চক্রবাকী-বর্গের ন্যায় ভক্তসকল বিরহজ প্রেমের সহিতই নাম-সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ পরমার্ত্তিসহকারে বিচিত্র-মধুর-গাথা-প্রবন্ধে ভগবানের নাম-সংকীর্ত্তনই কর্ত্তব্য।

(১৫) মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়, সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না ; পরন্তু সংকীর্ত্তন অপরোক্ষ ও পরোক্ষ সর্ব্বদাই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

(১৬) শ্রীভগবানের সর্ব্বশোভা-সম্পত্ত্যতিশয়যুক্ত 'শ্রীনাম' নিজ বিগ্রহ হইতেও তাঁহার অতিশয় প্রিয়, কেন না, শ্রীনাম সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বপাত্রে নিজ মহিমাপ্রাচুর্য্যের সহিত প্রকাশমান। শ্রীনাম অধিকারী অনধিকারী অপেক্ষা করেন না বলিয়াই 'ভুবনমঙ্গল' নামে উক্ত হন ; যেহেতু উহা সুখোপাস্য অর্থাৎ জিহ্বাগ্র-মাত্র-দ্বারাই শ্রীনামের সেবা করা যায়। ঐ শ্রীভগবন্নাম—সরস অর্থাৎ মধুরাক্ষরময় অথবা সচ্চিদানন্দ রসময় কিম্বা অশেষ রসের সহিত বর্ত্তমান শৃঙ্গারাদি নবরসের মধ্যে ভক্তি ও প্রেমরসে তথা বিরহ ও সঙ্গমে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন বলিয়া শ্রীনাম 'সরস' অথবা রস অর্থাৎ আত্মার সাহজিক রাগের সহিত বর্ত্তমান বলিয়া সরস ; কারণ শ্রীনাম অব্যর্থরূপে আশু ভগবৎপ্রেম সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং স্বসেবক নিখিল জনেরই অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন কিংবা 'রস' অর্থাৎ বীর্য্যবিশেষ বা পরম-শক্তিমত্তার সহিত বর্ত্তমান বলিয়া শ্রীনাম 'সরস' কিংবা অখিল দীনজননিস্তারকারক বা পরম মধুর বলিয়া 'সরস', অতএব শ্রীনামের সমান অন্য কিছুই নাই।

[গৌড়ীয় (সাপ্তাহিক) ষষ্ঠ বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা
২২৫—২২৮ পৃষ্ঠা]
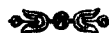
তত্ত্বসূত্র—সম্বন্ধ প্রকরণম্

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

অথ চিৎপ্রকরণ নির্ণীতানাং জীবানাং সচ্চিদানন্দপূর্ণ পরমেশ্বর প্রাপ্ত্যুপায় প্রদর্শনায় স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধদ্যোতকং চতুর্থ প্রকরণমারভতে তত্র ভক্তেঃ সিদ্ধান্ত লক্ষণমাহ।

ভক্তিঃ পূর্ণানুরক্তিঃ পরে ॥ ৩১ ॥

পরে পরমেশ্বরে পূর্ণা অব্যবচ্ছিন্না অখণ্ডিতা অনুরক্তিরেব ভক্তিরিতি ভক্তের্লক্ষণং রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি শ্রুতেঃ।

নত্বা প্রভু পদাম্ভোজং প্রেমানন্দপ্রকম্পিতঃ।
সঞ্চিনোমি প্রযত্নেন বিন্দূন্ ভক্তিসুধাম্বুধেঃ॥
নিত্যানন্দমহং নৌমি তথা সীতাপতিং প্রভুম্।
হরিদাসং বৈষ্ণবাগ্র্যং পণ্ডিতঞ্চ গদাধরম্॥
শ্রীরূপং তদ্ভ্রাতরঞ্চ বন্দে ভক্তান্ মহাজনান্।
যেষাং কৃপাজলোৎসিক্তা শ্রীকৃষ্ণ-করুণালতা॥
নরোত্তমাদীন্ বন্দেহহং প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তকান্।
সার্বভৌমং স্বরূপঞ্চ গোবিন্দাদীন্ প্রভোঃ প্রিয়ান্॥
বাল্মীকিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চ নারদং দেবদর্শনম্।
ব্যাসং বৈয়াসকিং সূতং ভবং প্রহ্লাদমুদ্ধবম্॥
সনকাদীন্ শৌনকাদীন্ বিষ্ণুরাতং মহোদয়ং।
ভীষ্মঞ্চ কপিলং দেবং ধ্রুবং প্রাচীন বর্হিষম্॥
অম্বরীষং মহাত্মানং নবযোগেশ্বরাং স্তথা।
সর্ব্বান্ ভাগবতান্ বন্দে প্রাচীনান্ ভক্তিকোবিদান্॥
এতেষাং বিশ্বমান্যানামঙ্ঘ্রিরেণু প্রসাদতঃ।
মম মন্দমতেরস্তু ভক্তিব্যাখ্যানদক্ষতা॥

চিৎ ও অচিৎ এই উভয়বিধ পদার্থের পরতত্ত্ব স্বরূপ ভগবানে, অখণ্ডিতা অনুরাগকে ভক্তি বলা যায়। রাগ ও জ্ঞানে ভেদ এই যে, শুষ্কোপলব্ধিকে জ্ঞান ও রসযুক্ত উপলব্ধিকে রাগ কহা যায়। জ্ঞান কাঠিন্যসূচক কিন্তু রাগ আর্দ্রতাযুক্ত। জ্ঞানে চিন্তার সমাপ্তি হয় কিন্তু রাগে অনুশীলনের আধিক্য হয়। জ্ঞানের হেতু আছে কিন্তু রাগ অহৈতুকী। জ্ঞানে আত্মতৃপ্তি কিন্তু রাগে আত্মবিস্মৃতি হয়। জ্ঞানে সন্তোষ কিন্তু রাগে ব্যাকুলতা দেখা যায়। জ্ঞান উদাসীন কিন্তু রাগ দাস্যপর। জ্ঞান চৈতন্যের স্বরূপ এবং রাগ আনন্দের স্বরূপ। অতএব চিদানন্দময় জীব জ্ঞান ও রাগবিশিষ্ট অথবা জ্ঞান ও রাগাত্মক। জ্ঞান জীবের স্বরূপ এবং রাগ জীবের বৃত্তি। জীবের সেই অবস্থাকে মুক্ত বলা যায় যখন ঐ রাগ-রূপ প্রবৃত্তি পূর্ণরূপে পরমেশ্বরে অবস্থিতি করে। প্রাকৃত জগতের সহিত অপ্রাকৃত বস্তুর যদিও তুলনা সম্ভব নহে, তথাপি সকলের বোধগম্য করিবার জন্য একটী তুলনা দেওয়া যাইবেক। প্রাকৃত পদার্থে একটী বিশেষ গুণ আছে তাহার নাম আকর্ষণ। প্রত্যেক পরমাণু অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করে ইহা প্রকৃতির নিত্য ধর্ম্ম। যে স্থলে পরমাণুসকল পরস্পর আকর্ষণ করিতে থাকে, তথায় অধিক পরমাণু মিলিত পিণ্ড অল্প পরমাণুযুক্ত পিণ্ডকে আকর্ষণ করে। ইহার উদাহরণ এই যে, কোন দ্রব্য পৃথিবী দ্বারা আকর্ষিত না হইয়া থাকিতে পারে না। অপ্রাকৃত তত্ত্বে চিৎ-পদার্থসকল পরস্পর আকর্ষণ করে এবং সমুদায় চিৎপদার্থ পূর্ণ চৈতন্য পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সহজেই আকৃষ্ট হয়। চিৎ পদার্থের আকর্ষণই রাগ। রাগরূপা স্বাভাবিক আকর্ষণ পরস্পর থাকায় যদি কেহ ঈশ্বরে পূর্ণানুরক্তির ব্যাঘাত বিবেচনা করেন, তাঁহাদের প্রতি উত্তর এই যে, যদিও চিৎ-পদার্থ সকল পরস্পর আকর্ষণ করে তথাপি তাহারা সকলেই পূর্ণ-চৈতন্যের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ায় পূর্ণানুরক্তির ব্যাঘাত হয় না। ইহার প্রাকৃত উদাহরণ এই যে যদি কোন ব্যোমযানস্থিত দুইটি পুরুষ পরস্পর বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে থাকে এবং ঐ ব্যোমযান বৃহৎপিণ্ড পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ পরস্পরাকর্ষণ কখনই বৃহদাকর্ষণের বেগকে কম করিতে পারে না।

এক্ষণে শাস্ত্র বিচার করা কর্ত্তব্য। তথাহি তলবকারোপনিষদি,---তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং বেদাভিহৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি।

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে—

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

তথাহি ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে,—

অহৈতুক্যব্যবহিতা যাঃ ভক্তি পুরুষোত্তমে।

তথাচ তত্রৈব,—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক কর্ম্মণাং।
সত্ত্ব এবৈক মনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী

—ভাঃ ৩।২৫।৩২

তথাচ ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং—

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

তথাচ শাণ্ডিল্য সূত্রং—সা পরানুরক্তিরীশ্বরে॥

এই সমুদায় প্রমাণের দ্বারা সূত্রবাক্য উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিৎপদার্থ ও অচিৎ পদার্থের পরস্বরূপ যে পরতত্ত্ব তাহাতেই যে ভক্তি করা প্রয়োজন তাহা যা ভক্তি পুরুষোত্তমে, কৃষ্ণানুশীলনা; সত্ত্বএবৈকবৃত্তি এবং হৃষীকেশব সেবনং'—এই সকল হইতে স্পষ্ট হইতেছে। পরমেশ্বরে যে অনুরক্তি প্রয়োজন তাহা আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ইত্যাদি বচন হইতে স্পষ্ট হইবে। পরমেশ্বরে ঐ অনুরক্তি যে পূর্ণভাবেই প্রযুজ্য,—তাহা 'অব্যবহিতা,—অহৈতুকী' প্রভৃতি শব্দ হইতে উপলব্ধ হয়। 'সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি' এই বেদবাক্য দ্বারা, ভৌতিক জগতে যে আকর্ষণের অবস্থান, তাহার ন্যায় ভক্তি যে সকল জীবের বৃত্তি তাহা প্রমাণ হইল।

এবং লক্ষিতায়াঃ পরভক্তেঃ সর্ব্বত্রাননুপলব্ধের-ধিকারিভেদেন ভক্তিভেদং নিরূপয়তি,—

তস্যাঃ স্বরূপং ফলমুপায়শ্চেতি॥ ৩২॥

জীবানাং মুক্তবদ্ধাবস্থা ভেদাদধিকারভেদেন ভক্তি স্বরূপং দ্বিবিধং ফলভক্তিরূপায় ভক্তিশ্চেতি তত্র মুক্তজীবেষু ফলভূতা ভক্তিঃ সিদ্ধিরূপা প্রেমভক্তি-মুর্খ্যা বদ্ধজীবেষু উপায়-ভক্তিস্তু ভক্ত্যুপায়ভূত সাধন-রূপা কিন্তু আয়ুর্ঘৃতমিত্যাদৌ আয়ুষ্কারণে ঘৃতে আয়ুস্তাদাত্মমিব ভক্তিসাধনেষু ভক্তিরিতি ব্যাপদেশো গৌণ এবং, যথা-সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ইত্যাদৌ কীর্ত্তনজপনমস্কারাদীনাং ভক্তিসাধনত্ব কথনাৎ ভক্তেঃ পৃথকত্বং প্রতিপাদিতামিতি।

রাগরূপা ভক্তিই জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি। জীব দুই প্রকার অর্থাৎ মুক্ত ও বদ্ধ। অতএব জীবের অবস্থাভেদে ভক্তিও দুই প্রকার। এই দুই প্রকার ভক্তির নাম ফলভক্তি ও উপায়ভক্তি। মুক্ত অবস্থার ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ, অতএব তাহার কোন বিশেষণ নাই, অতএব ফলরূপ বিশেষণ তাহাতে নিযুক্ত করা অনর্থক এরূপ সন্দেহ হইতে পারে কিন্তু বদ্ধজীবেরা যখন ভক্তিবৃত্তির বিষয় আলোচনা করিবে তখন কোন এক বিশেষণের দ্বারা মুক্ত অবস্থার ভক্তিকে ব্যাখ্যা না করিলে তাহার প্রকৃত বিচার হইতে পারে না। এই জন্যই ভক্তিকে ফলভক্তি কহা গেল, এবং সাধনকে উপায়ভক্তি আখ্যা দেওয়া হইল। গীতাতেও এই প্রকার ভক্তির বিভাগ দেখা যায় যথা—

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

—গীতা ১৮।৫২-৫৫

প্রথমে সাধন-ভক্তির দ্বারা পরাভক্তি অর্থাৎ ভাবভক্তি অর্জিত হয়। তদনন্তর ঐ ভাবের সহিত তত্ত্ববিচার থাকিলে অর্থাৎ প্রত্যাহার থাকিলে তদ্দ্বারা ভগবদ্ধাম-প্রবেশ হয় অর্থাৎ প্রেমরূপা বিশুদ্ধভক্তি লাভ হয়।

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে নৈষ্ঠিকী ভক্তি কথনে সদাশিবেনোক্তং—'অনিমিত্তা চ সুখদা হরিদাস্য প্রদা শুভা।'

নৈষ্ঠিকা অনিমিত্তা উপায়ভক্তির দ্বারা হরিদাস্য-রূপ ফলভক্তির লাভ হয়। (ক্রমশঃ)

Statement about ownership and other particulars
about newespaper 'Sree Chaitanya Bani'

1.	Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiy Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2.	Periodicity of its publication :	Monthly
3. & 4.	Printer's and Publisher's name :	Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj—(temporarily appointed as Printer & Publisher)
	Nationality :	Indian
	Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5.	Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
	Nationality :	Indian
	Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6.	Name & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Smd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj, hereby, declare that the particulars given abcve ae true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj
Signature of Publisher

Dated 30. 3 1995

ভক্ত প্রহ্লাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ১৩ পৃষ্ঠার পর]

তিনি হিরণ্যকশিপুর নাড়ীভুঁড়ি গলদেশে ধারণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার কেশরসমূহ রক্তাপ্লুত হইল। নৃসিংহদেব বহুবাহুযুক্ত হইয়া অতিভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রকট করিলেন। তিনি হিরণ্যকশিপুর হৃদ্‌পিণ্ড উৎপাটন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে আগত শাস্ত্রধারী সহস্র সহস্র অসুরকে নখের দ্বারা বিনাশ করিলেন। রাজা যেরূপ পরাভূতের সিংহাসন দখল করেন—বাহ্যতঃ উক্ত রাজনীতি প্রদর্শন করিয়াও বস্তুতঃ বৈকুণ্ঠের দ্বারপালের অভিশপ্ত অসুরদেহ নিজভৃত্য হিরণ্যকশিপুর সৌভাগ্য প্রদর্শনের জন্য তাহার উপভুক্ত সিংহাসনে নৃসিংহদেব আদরের সহিত উপবেশন করিলেন। সভামধ্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রচণ্ডানন ভয়ানক ক্রুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীতিক্রমে কেহই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া সেবা করিতে সমর্থ হইলেন না।

ত্রিলোকের শিরঃপীড়াস্বরূপ হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে দেবস্ত্রীগণ সহর্ষে স্বর্গ হইতে নৃসিংহদেবের উপর পুষ্প বর্ষণ করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের ক্রোধ প্রশমনের জন্য দূর হইতে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহাদেব, ঋষিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, মহাসর্পগণ, প্রজাপতি মনু, অপ্সরাগণ, গন্ধর্ব্বগণ, চারণ-যক্ষ-কিন্নর-বেতাল-কিংপুরুষ-বিষ্ণুপার্ষদগণ স্তব করিতে লাগিলেন—

ব্রহ্মার স্তব

'নতোঽস্ম্যনন্তায় দুরন্তশক্তয়ে
বিচিত্রবীর্য্যায় পবিত্রকর্ম্মণে।
বিশ্বস্য সর্গস্থিতিসংযমান্ গুণৈঃ
স্বলীলয়া সন্দধতেঽব্যয়াত্মনে॥'

আপনি অনন্ত, দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব, অদ্ভুত প্রভাবসম্পন্ন, ক্রোধলীলা সত্ত্বেও আপনি শুদ্ধসত্ত্বময়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা হইয়াও আপনি অব্যয়াত্মা। ভক্তরক্ষার্থই আপনার আবির্ভাব।

রুদ্রের স্তব

'কোপকালো যুগান্তস্তে হতোহয়মসুরোঽল্পকঃ ।
তৎসুতং পাহ্যপসৃতং ভক্তং তে ভক্তবৎসলঃ ॥'

ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধকাল আয়ুর অবসানে আপনার ক্রোধের সময় প্রলয় সংঘটনের জন্য। ভক্তবাৎসল্য হেতু আপনি যাহার জন্য ক্রোধ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষুদ্র অসুর নিহত হইয়াছে, সুতরাং ক্রোধ-লীলা-সম্বরণ করুন, হিরণ্যকশিপুর ভক্তপুত্র শরণাগত প্রহলাদকে রক্ষা করুন।

বিষ্ণুপার্ষদগণের স্তব

'অদ্যৈতদ্ধরিনররূপমদ্ভুতং তে
দৃষ্টং নঃ শরণদ সর্ব্বলোকশর্ম্ম ।
সোঽয়ং তে বিধিকর ঈশ বিপ্রশপ্ত-
স্তস্যেদং নিধনমনুগ্রহায় বিদ্মঃ ॥'

হে শরণাগত পালক, আজই আমরা আপনার সর্ব্বমঙ্গলময় অদ্ভুত নৃসিংহরূপ দর্শন করিলাম। হে প্রভো। এই দৈত্য হিরণ্যকশিপু আপনার ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ভৃত্য, তাঁহাকে নিধন করিয়া আপনি তাঁহার প্রতি অনুগ্রহই প্রদর্শন করিয়াছেন।

কোনও কোনও স্তবকারিগণের মধ্যে হিরণ্য-কশিপুর নিধনে নিজ স্বার্থ-সিদ্ধিহেতু আনন্দ প্রকাশ অভিব্যক্ত হইয়াছে, যথাঃ—

পিতৃগণের স্তব

যে দৈত্য বলপূর্ব্বক আমাদের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্রাদ্ধ-পিণ্ডাদি ভোজন করিত এবং তীর্থস্থানে প্রদত্ত তিলোদক পান করিত, ভগবান্ নৃসিংহদেব নখের দ্বারা সেই দৈত্যের উদর বিদীর্ণ করিয়া উহা আহরণ করতঃ আমাদিগকে দিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে প্রণাম করি।

সিদ্ধগণের স্তব

আমাদের তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত অণিমাদি সিদ্ধি যে অসাধু নিজ যোগ ও তপস্যা বলে হরণ করিয়াছিল, সেই গর্ব্বিত দুরাত্মাকে আপনি নখের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছেন। হে নৃসিংহদেব! আপনাকে আমরা প্রণাম করিতেছি।

বিদ্যাধরগণের স্তব

আমাদের অন্তর্ধানাদি বিদ্যা যে মূঢ় বলবীর্য্যের দ্বারা গর্ব্বিত হইয়া নিষেধ করিয়াছিল, সেই অসুরকে যিনি পশুবৎ বধ করিয়াছেন, সেই নৃসিংহদেবকে আমরা নিত্য প্রণাম করি।

যক্ষগণের স্তব

আপনার অনুচরগণের মধ্যে আমরা শ্রেষ্ঠ হইয়াও দিতিপুত্র হিরণ্যকশিপুর দ্বারা শিবিকা-বাহকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। হে নৃসিংহদেব! আপনি উহা অবগত হইয়া তাহাকে নিধন করিয়াছেন।

কিন্নরগণের স্তব

আপনার অনুগত কিন্নর আমাদিগকে দৈত্য নিরন্তর বিনা বেতনে কার্য্য করাইত, সেই পাপে সেই অসুর আপনার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। হে নাথ! আপনি আমাদের সুখসমৃদ্ধির কারণ হউন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ বহু স্তবের দ্বারায় শ্রীনৃসিংহ-দেবের কোপ প্রশমন করিতে পারিলেন না। দেবতা-গণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া লক্ষ্মীদেবীও ভগবানের অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব ভয়ঙ্কররূপ দর্শন করিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে অসমর্থা হইলেন। তখন ব্রহ্মা নৃসিংহদেবের ক্রোধ প্রশমনের জন্য প্রহলাদকে তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। সিংহীর বাচ্চা যেরূপ সিংহীকে ভয় পায় না, তদ্রূপ প্রহলাদ মহারাজ ব্রহ্মার আদেশে ধীরে ধীরে নৃসিংহদেবের সমীপবর্ত্তী হইয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। ['উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী। কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥' 'কেশরী যেরূপ উগ্রবিক্রম হইয়াও স্বীয় সন্তানদিগের প্রতি অনুগ্র, নৃসিংহদেব সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহলাদাদি স্বভক্তের প্রতি স্নেহপূর্ণ']

ভক্তবৎসল নৃসিংহদেব প্রহলাদকে নিজপাদপদ্মে পতিত দেখিয়া স্নেহাবিষ্ট হইয়া তাঁহার দুর্ল্লভ করকমল প্রহলাদের মস্তকে স্থাপন করিলেন। নৃসিংহদেবের করকমল স্পর্শে প্রহলাদের অসুরকুলে জন্মজনিত দোষ দূরীভূত হইল। তিনি প্রেমাপ্লুত

হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। [প্রহলাদের শ্রীমুখে নৃসিংহদেব নিজের তত্ত্ব নিজেই প্রকাশ করিতেছেন।]

'ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা মুনয়োঽথ সিদ্ধাঃ
সত্ত্বৈকতানগতয়ো বচসাং প্রবাহৈঃ।
নারাধিতুং পুরুগুণৈরধুনাপি পিপ্রুঃ
কিং তোষ্টুমর্হতি স মে হরিরুগ্রজাতেঃ ॥'

হে নৃসিংহদেব! আপনি আমার কোন্ গুণ দেখিয়া কৃপা করিবেন। আপনার তত্ত্ব দুরধিগম্য ও বিচিত্র। ধর্ম্ম-জ্ঞান-তপস্যাদি সত্ত্বগুণে অনন্যমতি ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, মননশীল ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ আজ পর্য্যন্ত বহু গুণ অলঙ্কারযুক্ত বাক্য-প্রবাহের দ্বারা আপনার আরাধনা করিতে পারেন নাই, ঘোর তামস অজ্ঞান ও অধর্ম্মে আচ্ছন্ন অসুরকুলে উদ্ভূত আমার স্তবে কি আপনি প্রসন্ন হইবেন?

'মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃ শ্রুতৌজ-
স্তেজঃ প্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥'

আমি মনে করি আপনি ধন, সৎকুল, সৌন্দর্য্য, তপস্যা (স্বধর্ম্ম-কৃচ্ছ্রাদি বা অনশন), শ্রুত (পাণ্ডিত্য), তপঃ (ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য), তেজ (কায়কান্তি), প্রভাব (প্রতাপ), বল (শারীরশক্তি), পৌরুষ (উদ্যম), বুদ্ধি (প্রজ্ঞা), যোগ (যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ-কর্ম্মযোগ-জ্ঞানযোগ) এই সকল গুণের দ্বারা প্রসন্ন হন না। গজেন্দ্র ধনাদিগুণ রহিত হইয়াও কেবল ভক্তিদ্বারা ভগবানকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। আমার একমাত্র ভরসা আপনার প্রিয় শ্রীনারদের অহৈতুকী কৃপারূপ আমাতে ভক্তিগন্ধের সংস্পর্শ।

'বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥'

[ব্রাহ্মণের দ্বাদশগুণ—'জ্ঞানঞ্চ সত্যঞ্চ দমঃ শ্রুতঞ্চ হ্যমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিশ্চ শমশ্চ মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য—মহাভারত]

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কথা আর কি বলিব, এমন কি দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণও যদি পদ্মনাভ শ্রীহরির পাদপদ্ম বিমুখ হন, তদপেক্ষা কুকুরের মাংসভোজী চণ্ডালকুলোৎপন্ন আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ, কেননা সেই চণ্ডালকুলোদ্ভূত ভক্তের মন, বাক্য, কর্ম্ম, ধন ও প্রাণ সমস্তই শ্রীহরির সেবায় অর্পিত, তিনিত' নিজে পবিত্র হনই, কুলকেও পবিত্র করেন, পক্ষান্তরে দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ভগবদ্বিমুখতা-বশতঃ নিজেকেই পবিত্র করিতে পারেন না, কুলকে পবিত্র করা ত দূরের কথা। 'ভক্তিহীনস্যৈতে গুণা গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি, ন তু শুদ্ধয়ে,' ইতি শ্রীধরস্বামি-চরণাঃ।

['বিদ্যাতপোবিত্তবপুর্বয়ঃ কুলৈঃ
সতাং গুণৈঃ ষড়্ভিরসত্তমেতরৈঃ।
স্মৃতৌ হতায়াং ভৃতমানদুর্দৃশঃ
স্তব্ধা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূয়সাম্ ॥'

—সতীর প্রতি মহাদেবের উক্তি (ভাঃ ৪।৩।১৭)

'বিদ্যা, তপস্যা, ধন, সুন্দর দেহ, যৌবন ও আভিজাত্য—এই ছয়টী সাধুব্যক্তিদিগেরই গুণ; কিন্তু এই ছয়টীই আবার অসাধু ব্যক্তিগণের নিকট বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। ঐ সকল গুণের দ্বারা অভিমান বৃদ্ধি হওয়ায় অসাধুগণের বিবেকজ্ঞান লুপ্ত হয়। সুতরাং তাহারা অভিমানদৃপ্ত হইয়া মহজ্জনের তেজ দর্শন করিতে পারে না।']

'নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥'

যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন ভগবানের নাম-রূপ গুণ-লীলাদি কীর্ত্তন করিলে, তাঁহাকে পূজা-সম্মান প্রদান করিলেই তিনি প্রসন্ন হন, তপস্যা-পাণ্ডিত্যাদির দ্বারা হন না—তাহা হইলে তিনিও স্বার্থপর, ঘুষখোর, ঘুষ দিলেই প্রসন্ন হন, ঘুষ না দিলে প্রসন্ন হন না, প্রহলাদ মহারাজ তদুত্তরে বলিতেছেন ইহা কখনই নহে, কারণ ভগবান্ নিজলাভপূর্ণ, ভগবানের বাহিরে কেহ নাই বা কিছু নাই, সবই তদন্তর্গত তদ্ক্রোড়ীভূত তদধীন, সুতরাং জাগতিক অভাবযুক্ত প্রাণীর ন্যায় তাহাকে উৎকোচ দেওয়া যায় না, যে ব্যক্তি উৎকোচ দিবেন তিনিওত তাঁহারই ভিতরে। ভগবানই এক মাত্র 'জ্ঞ', অপর সকলেই অজ্ঞ। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ-প্রদত্ত মান তিনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন, কারণ তিনি

গ্রহণ না করিলে তাহারা সমৃদ্ধ হন না। যেরূপ দর্পণে প্রতিফলিত মূর্ত্তি—প্রতিমুখের শোভা, মুখের শোভা বর্দ্ধনের দ্বারাই সম্ভব হয়, অন্য উপায়ে হয় না, তদ্রূপ দর্পণ স্থানীয় দেহেতে ভগবচ্ছক্তির প্রতি-ফলিত রূপের শোভাবর্দ্ধন তাহার কারণ ভগবানের সেবার দ্বারাই সম্ভব, অন্য উপায়ে হয় না। যে যে মান্ ভগবানে প্রদত্ত হয়, সেই সেই মানের দ্বারা মানপ্রদাতা স্বয়ংই সমৃদ্ধ হন।

যখন আপনার মহিমা কীর্ত্তনের দ্বারা সমৃদ্ধি হয়, তখন আমি অযোগ্য হইলেও আপনার মহিমা কীর্ত্তনের চেষ্টা করিব।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সত্ত্বগুণ-প্রধান, আপনার অনু-গত ভৃত্য, আমাদের মত রজস্তমোগুণজাত নহেন, তাঁহাদের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন। আপনি অবতীর্ণ হন ভক্তকে সুখ দিতে, স্বয়ং লীলাসুখ আস্বাদন এবং জগতের কল্যাণ বিধান করিতে।

যে কারণে আপনার ক্রোধ, সেই কারণ এখন আর নাই। হিরণ্যকশিপু আপনা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। সর্প-বৃশ্চিকাদির বধে সকলেরই সুখ হয়। আপনার আবির্ভাবে সাধুগণ প্রসন্ন। অতএব আপনি ক্রোধ-লীলা সম্বরণ করুন। আপনার স্মরণে সমস্ত ভয় দূর হয়। আপনি ভয়ের কারণ নহেন।

আপনার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আমার নিকট ভয়ঙ্কর মনে হইতেছে না। সংসারই ভয়ঙ্কর বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। যাহারা আপনার প্রসঙ্গ করে না, আপনার বিদ্বেষ আচরণ করে তাহারাই ভয়ঙ্কর সংসারে নিপতিত হয়। আপনার সুশীতল পাদপদ্ম আশ্রয়ই সংসার হইতে মুক্তির উপায়।

প্রিয় বস্তুর সংযোগে সুখ, বিয়োগে দুঃখ; অপ্রিয় বস্তুর সংযোগে দুঃখ, বিয়োগে সুখ। ভগবদ্বিমুখ থাকিয়া দুঃখ প্রতিকারের চেষ্টার দ্বারা আমরা দুঃখকেই বর্দ্ধন করি। আপনার পাদপদ্মসেবাই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আপনার পাদপদ্ম সেবা প্রদান করুন।

আপনি পরদেবতা, আপনি সুহৃদ্, আপনি প্রিয়। আপনার পাদপদ্মসেবারত ভক্তের আনুগত্যে ব্রহ্মার দ্বারা গীত আপনার মহিমা কীর্ত্তনের দ্বারা আমরা দুঃখ-সমুদ্র (বিরহ দুঃখ) অতিক্রম করিব।

পিতামাতা বালকের, ঔষধ রোগীর এবং নৌকা সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তির আশ্রয় নহে। আপনার পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও উপায়ে দুঃখের প্রতিকার হয় না।

(ক্রমশঃ)

চারি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ১০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে তদীয়ের সেবা বা বৈষ্ণব-সেবার বহু অলৌকিক মহিমার কথা শ্রুত হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ একটি ঘটনার কথা হরিকথা-প্রসঙ্গে প্রায়ই বলিতেন। শ্রীল রামানুজাচার্য্য প্রচার ব্যপদেশে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী শিষ্যসহ ভ্রমণ করিতে করিতে একটি স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। সেই স্থানে শ্রীরামানুজের একটি ধনী ও একটি অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ শিষ্যের নাম শ্রীবরদার্য্য। শ্রীল রামানুজাচার্য্য শিষ্যগণসহ প্রথমে ধনী শিষ্যের গৃহে আসিলেও দেখিলেন তাঁহার বৈষ্ণব সেবাতে উৎসাহ নাই, তখন তিনি গুরুনিষ্ঠ দরিদ্র শিষ্য বরদার্য্যের গৃহে সপার্ষদে শুভ পদার্পণ করি-লেন। শ্রীল রামানুজ শিষ্যের নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকিলে কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না, তিনটী তালির শব্দ শুনিলেন। বাহিরে দেখিতে পাইলেন রৌদ্রে শুকাইতে দিয়াছে বহু স্থানে সেলাই করা একটি স্ত্রীলোকের বস্ত্র। সর্ব্বজ্ঞ রামানুজ তালির শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিয়া একটি উত্তরীয় বরদার্য্যের গৃহাভ্যন্তরে নিক্ষেপ

করিলেন। বরদার্য্যের স্ত্রী উক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া গুরুদেবের সন্নিধানে আসিয়া প্রণাম বিধান করতঃ কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই গুরুদেব সপার্ষদে তাঁহার পর্ণকুটীরে পদার্পণ করিবেন। শ্রীল গুরুদেবকে বসিতে দিবেন এমন কোনও ভাল আসনও তাঁহার ছিল না। বরদার্য্যের স্ত্রী আকুলভাবে কাঁদিতে থাকিলে রামানুজাচার্য্য প্রবোধ দিয়া বলিলেন—ভগবান্ কত সুন্দর বৃক্ষতলে তৃণাসন দিয়াছেন, ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন কি হইতে পারে ? শ্রীরামানুজাচার্য্যের নির্দ্দেশক্রমে বৃক্ষতলে সাধুগণ বসিলেন, তিনি বরদার্য্যের স্ত্রীর প্রদত্ত ছিন্নাসনে উপবেশন করিলেন। রামানুজাচার্য্য প্রথমেই শিষ্যগণকে বলিয়া দিয়াছিলেন—বরদার্য্য দরিদ্র ; সাধুগণের আহারের সংস্থান করিতে পারিবেন না, কেবল মাত্র ভক্তের গৃহে কিয়ৎকাল বিশ্রামের জন্য আসিয়াছেন। গুরুদেব ও গুরুদেবের শিষ্য গুরুভ্রাতাগণ মধ্যাহ্নে গৃহে আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রসাদ ভোজনের ব্যবস্থা কি হইবে চিন্তা করিয়া বরদার্য্যের স্ত্রী ব্যাকুল হইলেন। বরদার্য্যের স্ত্রী পরমাসুন্দরী ছিলেন। তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য সেই স্থানের একজন ধনী বণিক তাঁহাকে অনেক প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু বরদার্য্যের স্ত্রী সতী-সাধ্বী ও পতিব্রতা শিরোমণি হওয়ায় তাঁহার দর্শনও বণিক লাভ করিতে পারেন নাই। পতি গৃহে নাই, বৈষ্ণবগণ অভুক্ত চলিয়া যাইবেন, এইরূপ দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া বরদার্য্যের স্ত্রী নিজ রক্তমাংসের দেহ বিক্রয়ের জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। বৈষ্ণবসেবার সামগ্রী সংগ্রহের জন্য তিনি ধনী বণিকের গৃহে উপনীত হইলেন। বণিক অকস্মাৎ বরদার্য্যের স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন, তাঁহার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বরদার্য্যের স্ত্রী গুরুদেবের এবং বৈষ্ণবগণের গৃহাগমনের কথা জানাইয়া তাঁহাদের সেবার জন্য দ্রব্য চাহিলেন, তদ্বিনিময়ে শরীর উৎসর্গ করিবেন বলিলেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যার পরেই তিনি বণিকের ইচ্ছা পূর্ত্তির জন্য তাঁহার নিকট আসিবেন বাক্য দিলেন। বণিক অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া দ্রব্যসমূহ দ্বিগুণ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ বরদার্য্যের গৃহে নিত্য নারায়ণ শালগ্রাম শিলা সেবিত হন। বরদার্য্যের স্ত্রী বহু উপচারে ঠাকুরের ভোগ দিলেন, ভোগের প্রসাদের দ্বারা গুরু এবং বৈষ্ণবগণকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন, নিজে পতির আগমন প্রতীক্ষায় উপবাসী থাকিলেন। গুরু-বৈষ্ণবগণ প্রসাদ সেবনের পর বৃক্ষতলে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন, এমন সময় বরদার্য্য অপরাহ্নে ভিক্ষার ঝুলি সহ গৃহে আসিয়া গুরু বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ আনন্দে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বহুদিন যাবৎ তিনি শ্রীল গুরুদেবের দর্শনের জন্য ব্যাকুল ছিলেন, কিন্তু স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই গুরুদেব স্বয়ংই শিষ্যগণসহ তাঁহার মত দীন দরিদ্রের গৃহে আসিবেন। তাঁহার ঝুলিতে সামান্য কিছু ভিক্ষালব্ধ চাউল ছিল। তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া গৃহে প্রবেশ করতঃ বহুবিধ ভোগ-সামগ্রী দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথা হইতে দ্রব্যসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে ? পতিকে প্রথমে প্রসাদ সেবনের জন্য স্ত্রী অনুরোধ করিলেন। বরদার্য্য বলিলেন তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে, কোথা হইতে দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে জানিতে না পারা পর্য্যন্ত তিনি এক কণও অন্ন গ্রহণ করিতে পারিবেন না। পতি বার বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে বরদার্য্যের স্ত্রী পতির চরণে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং নিজকৃত অপরাধের কথা ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বরদার্য্য অসম্ভব বাক্য শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং গম্ভীর ভাব ধারণ করতঃ প্রসাদ সেবা করিলেন। বরদার্য্যের প্রসাদ সেবার পর তাঁহার স্ত্রীও পতির অবশেষ গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ রামানুজাচার্য্য শিষ্যবর্গসহ চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে বরদার্য্য এবং বরদার্য্যের স্ত্রীকে নির্দ্দেশ করিলেন যে ব্যক্তি ভোগের জন্য দ্রব্য দিয়াছেন তাঁহাকে নারায়ণের অবশেষ প্রসাদ দিতে।

বরদার্য্যের স্ত্রী নিজবাক্য রক্ষার জন্য পতির চরণে পতিত হইয়া বিদায় গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানাইলে উভয়ে উভয়ের বিরহে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বরদার্য্য প্রকৃতিস্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন— 'আমি অত্যন্ত দরিদ্র, তোমাকে

দুইবেলা পেট ভরিয়া খাওয়াইতে পারি না, পরিধানের জন্য বস্ত্র দিতে পারি না, অলঙ্কারাদি ত' দূরের কথা। যে বণিকের নিকট তুমি তোমার শরীর বিক্রয় করিয়াছ আমি জানি সেই বণিক তোমাকে কত প্রলোভন দেখাইয়াছে, কিন্তু তোমার দর্শনও সে পায় নাই। আজ সেই তুমি গুরুবৈষ্ণবের সেবার জন্য শরীর বিক্রয় করিলে। তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেহ আছে আমি বিশ্বাস করি না, তুমি স্বচ্ছন্দে যাইতে পার।'

বরদার্য্যের স্ত্রী নিজবাক্য রক্ষার জন্য বণিকের নিকট উপনীত হইলে বণিক অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন। বরদার্য্যের স্ত্রী বলিলেন তিনি বণিকের ইচ্ছা পূর্ত্তি করিবেন, কিন্তু বণিকের প্রদত্ত দ্রব্যের দ্বারা নারায়ণের যে ভোগ হইয়াছে এবং যে প্রসাদ গুরু-বৈষ্ণবগণ সেবা করিয়াছেন, অগ্রে তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। বণিক প্রসাদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃতি দিলে বরদার্য্যের স্ত্রী গুরুদেবের অবশেষ প্রসাদ তাঁহাকে দিলেন। প্রসাদের এমনই আশ্চর্য্য গুণ, প্রসাদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বণিকের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইল, চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হইল। অনুতাপানলে দগ্ধ বণিক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বরদার্য্যের স্ত্রীর চরণে পতিত হইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে বলিলেন—'আপনি দেবি!, না মানবি! আমার নরকেও স্থান হইবে না। আপনার ন্যায় সতী সাধ্বী রমণীকে আমি ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও ও বহু প্রলোভন দেখাইয়াও আপনার সাক্ষাৎ সঙ্গ দূরের কথা, দর্শনও পাই নাই। আজ সেই আপনি সামান্য চাল-ডাল-তরিতরকারীর বিনিময়ে নিজের শরীর বিক্রয় করিতে আসিয়াছেন। আপনার গৃহে কে আসিয়াছিলেন ?'

বণিক বরদার্য্যের স্ত্রীর নিকট শ্রীরামানুজাচার্য্যের আগমনের কথা জানিতে পারিয়া রামানুজাচার্য্যের অন্বেষণের জন্য বহির্গত হইলেন। তিনি বরদার্য্য ও বরদার্য্যের স্ত্রীর সহিত রামানুজাচার্য্যের নিকট উপনীত হইয়া নিজাপরাধের কথা জ্ঞাপন করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বণিক রামানুজাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়া বরদার্য্য এবং বরদার্য্যের স্ত্রীর প্রকটকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন।

"Ramanuja, also called Ramanujacharya or Ilaiya Perumal (Tamil: Ageless Perumal (God) [b.c. 1017, Sriperumbudur, India—d. 1137, Srirangam], South Indian Brahman theologian and philosopher, the single most influential thinker of devotional Hinduism. After a long pilgrimage, Ramanuja settled in Srirangam, where he organized temple w. rship and founded Centres to disseminate his doctrine of devotion to the God Vishnu and His consort 'Shree'. He provided an intellectual basis for the practice of Bhakti (devotional worship) in three major commentaries: the Vedartha-Sangraha (on the Veda), the Shree-Bhasya (on the Brahmasutras) and the Bhagavad-geeta-Bhasya (on the BhagavadGeeta).

Information on the life of Ramanuja consists only of the accounts given in the legendary biographies about him, in which a pious imagination has embroidered historical details. According to tradition, he was born in Southern India, in what is now Tamil Nadu (formerly Madras) State. He showed early signs of theological acumen and was sent to Kanchi (Kanchipuram) for schooling, under the teacher Yadavaprakasa, who was a follower of the monistic system of Vedanta of Sankara, the famous 8th-century philosopher. Ramanuja's profoundly religious nature was soon at odds with a doctrine that offered no room for a Personal God. After falling out with his teacher he hed a vision of the God Vishnu and His

consort 'Shree' or 'Lakshmi' and instituted a daily worship ritual at the place where he beheld them.

He became a temple priest at the Varadaraja Temple at Kanchi, where he began to expound the doctrine that the goal of those who aspire to final release from transmigration is not the Impersonal Brahman but rather Brahman as identified with the Personal God Vishnu. In Kanchi as well as Srirangam, where he was to become associated with the Ranganatha Temple, he developed the teaching that the worship of a Personal God and the soul's union with Him is an essential part of the doctrines of the Upanishads on which the system of Vedanra is built, therefore the teachings of the Vaisnavas and Bhagavatas (worshippers ardent devotees of Vishnu) are not heterodox. In this he continued the teachings of Yamuna (Yamunacharya, 10th century), his predecessor at Srirangam, to whom he was related on his mother's side, He set forth this doctrine in his three major commentaries.

Although Ramanuja's contribution to Vedanta thought was highly significent, his influence on the course of Hinduism as a religion has been even greater. By allowing the urge for devotional worship (Bhakti) into his doctrine of salvation, he aligned the popular religion with the pursuits of philosophy and gave Bhakti an intellectual basis, Ever since, Bhakti has remained the major force in the religions of Hinduism. His emphasis on the necessity of religious worship as a means of salvation continued in a more systematic context the devotional effusions of the 'Alvars' the 7th—10th century Poet-mystics of Southern India, whose verse became incorporated into temple worship. This Bhakti-devotionalism, guided by Ramanuja, made its way into Northern India, where its influence on religious thought and practice has been profound.

Ramanuja's Doctrine, which was passed on and augmented by later generations, still identifies a caste of Brahmans in Southern India, the Shreevaisnavas. They became divided into two subcastes, the northern, or 'Vadakalai' and the southern or 'Tenkalai'. At issue between the two schools is the question of God's Grace. According to the 'Vadakalai', who in this seem to follow Ramanuja's intention more dosely, God's Grace is certainly active in man's quest for Him but does not supplant the necessity of man's acting toward God. The Tenkalai, on the other hand, hold that God's Grace is paramount and that the only gesture needed from man is his total submission to God (Propatti).

The site of Ramanuja's birthplace in Sriperembudur is now commemorated by a Temple and an active 'Visistadvaita' School. The doctrines he promulgated still inspire a lively intellectual tradition, and the religious

practices he emphasized are still carried on in the two most important Vaisnaba Centres in Southern India, the Ranga-nath Temple in Srirangam and the Venkateswar Temple in Tirupati, both in Tamil Nadu."

—The New Encyclopoedia Britannica, volume 9—Page 918—Extracts

[**বড়কলাই—**মর্কটন্যায় ; **তেঙ্কলাই**---মার্জ্জার ন্যায়]

মর্কটন্যায়=বানরের বাচ্চা জননী বানরীকে আঁকড়াইয়া ধরে—সাধনের প্রাধান্য।

মার্জ্জার ন্যায়=বিড়ালের বাচ্চা জননীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল শরণাপন্ন—শরণাগতির প্রাধান্য।
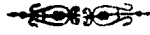
জম্মু, হরিয়াণা, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ, চণ্ডীগড়, উত্তরপ্রদেশ, নিউদিল্লী, রাজস্থান ও দিল্লীতে—উত্তরভারতে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার মঠের প্রচারকবৃন্দসহ শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ২০ পৃষ্ঠার পর]

২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর এবং ২৫ সেপ্টেম্বর হইতে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্নে গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে এবং ২২ সেপ্টেম্বর হইতে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে গ্রীণবেলটস্থ শ্রীমঙ্গলেশ্বর মন্দিরে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সমভিব্যাহারে পুরাতন সহর পঞ্চতীর্থ এলাকায় শ্রীগদাধর মন্দিরে, শাস্ত্রীনগরে অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন মিশ্রের গৃহে, শ্রীশশী মহাজনের বাসভবনে, জম্মু হইতে ২৮ কিলো-মিটার দূরবর্ত্তী বিজয়পুরস্থ শ্রীসন্তোখরামজীর আলয়ে, পুরাণাসহর---মস্তগড় শ্রীহংসরাজজী ভাটিয়ার গৃহে, পুরাণাসহর রাণীতালাবে শ্রীমদনলাল গুপ্তের বাস-ভবনে এবং ভক্ত শ্রীফকীরচাঁদের গৃহে বিভিন্ন দিনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা পরিবেশন করেন। বিজয়পুরের অদূরে গ্রামাঞ্চলে শ্রীহরেকৃষ্ণ ভক্তসমাজ আশ্রমে মধ্যাহ্নে ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। গ্রামবাসী হিন্দী ভাল বুঝেন না, পাঞ্জাবী ভাষা কিছু বোঝেন, তাঁহাদের মাতৃভাষা ডোগ্রা। এজন্য পাঞ্জাব-দেশীয় ত্রিদণ্ডী যতি শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্মসম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ তথায় কতিপয় ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শুভপদার্পণ করতঃ ভাষণ প্রদান করিয়াছেন।

২৪ সেপ্টেম্বর শনিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় শ্রীমঙ্গলেশ্বর মন্দির হইতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া গান্ধীনগরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে অনুষ্ঠিত মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবে বহু নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা), শ্রীরাস-বিহারী দাসাধিকারী, (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র), শ্রীমদনলাল গুপ্ত এবং শ্রীনন্দকিশোর রাইনার মুখ্য সেবা-প্রচেষ্টায় বার্ষিক অনুষ্ঠানটী সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

জগদ্ধ্রী (হরিয়াণা) ঃ—অবস্থিতি ঃ ১২ আশ্বিন, ২৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ১৫ আশ্বিন, ২ অক্টোবর রবিবার পর্য্যন্ত।

২৮ সেপ্টেম্বর বুধবার গোরোখপুর এক্সপ্রেসে (৪ ঘণ্টা বিলম্বে রাত্রি ১টা ৪০ মিঃ-এ ছাড়ে) যাত্রা করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে পরদিন পূর্ব্বাহ্ন ৯টা ৫০ মিঃ-এ আম্বালা ক্যান্টে শুভপদার্পণ করিলে

জগদ্ধাত্রীনিবাসী মঠাশ্রিত ভক্তদ্বয় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মিত্তল (শ্রীললিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী) ও শ্রীটেকচাঁদজী (শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী) এবং অন্যান্য ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন এবং তাঁহাদের ব্যবস্থায় তিনটী মারুতি গাড়ীতে ও একটী মিনিট্রাকে রওনা হইয়া বেলা ১১টায় জগদ্ধাত্রী সহরস্থ শ্রীমারোয়াড়ী ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপনীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব দ্বিতলে একটী সুপ্রশস্ত কক্ষে অবস্থান করেন। সাধুগণের দ্বিতলে এবং গৃহস্থ ভক্তগণের নিম্নতলায় থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ধর্ম্মশালার ভিতরে বিরাট প্রাঙ্গণে সভা-মণ্ডপে ধর্ম্মসভার আয়োজন হয় প্রত্যহ প্রাতে এবং রাত্রিতে স্থানীয় শ্রীশ্যামস্নেহী সংকীর্ত্তনমণ্ডলের পক্ষ হইতে। প্রত্যহ সভায় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন।

২৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় সহস্রাধিক নরনারী বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা ও বাদ্যাদিসহ মারোয়াড়ী ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া সহরের মুখ্য রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসেন। ধর্ম্ম-শালার প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে শ্রীসীতারাম মন্দির বিরা-জিত আছেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখেও বহুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব গুরু-গৌরাঙ্গের জয়-গানমুখে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনসহ অগ্রসর হইলে নৃত্য-কীর্ত্তনরত সাধুগণের পশ্চাতে অগণিত ভক্তগণও নৃত্য কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। স্থানীয় শ্রীশ্যামস্নেহী সংকীর্ত্তনমণ্ডলের ভক্তগণের প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। নগর-কীর্ত্তনে এইরূপ উৎসাহ ও আনন্দ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। শ্রীল আচার্য্যদেবের পরে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী এবং শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী।

শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষভাবে আহূত হইয়া সাধুগণ সমভিব্যাহারে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারীর (শ্রীটেকচাঁদ বাংশালের), গৌরী শঙ্কর লিঙ্ক রোডস্থ শ্রীসুশীল কুমার গর্গের, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মিত্তলের, স্বধামগত শ্রীব্রজভূষণ লালজীর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মিত্ররাণীর, শ্রীশ্যামস্নেহী সংকীর্ত্তনমণ্ডল মন্দিরে, যমুনানগরস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর পুষ্কর্ণার এবং জগদ্ধাত্রী ওয়ার্কসপে স্বধামগত শ্রীরাম-নাথ কাপুরের পুত্র শ্রীসঞ্জয় কাপুরের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। লুধিয়ানার মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীরাজেশ গোয়েন্দীর প্রার্থনায় জগদ্ধাত্রীস্থ তাঁহার ভগ্নীর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব যান সাধুগণসহ চলচ্ছক্তিরহিত তাঁহার পিতৃদেব শ্রীতিলকরাজজীকে দেখিতে ও তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব একদিন শ্রীটেক-চাঁদজী ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মিত্তলের বিশেষ আগ্রহ-ক্রমে তাঁহাদের পিত্তল ও স্টেনলেস স্টীল বাসনের এবং শ্বেতপাথরের কারখানাসমূহ পরিদর্শনের জন্য যান।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মিত্তলের গৃহে একদিন বৈষ্ণব-সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

জগদ্ধাত্রীতে বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হন।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মিত্তল এবং তাঁহার পরিজনবর্গ, শ্রীটেকচাঁদ বাংশাল এবং তাঁহার গৃহের পরিজনবর্গ এবং শ্রীশ্যামস্নেহী সংকীর্ত্তনমণ্ডলের সদস্যগণ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া শ্রীল গুরুদেবের এবং বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন। (ক্রমশঃ)
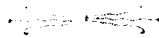
পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজের নির্য্যাণ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত প্রধান শিষ্যগণের অন্যতম পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ বিগত ২২ পৌষ (১৪০১), ৭ জানুয়ারী (১৯৯৫) শনিবার

শুক্লা-সপ্তমী তিথিবাসরে অপরাহ্ণ ৪টা ৪০ মিঃ-এ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব স্থান ও মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানে ৯১ বৎসর বয়সে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীধামমায়াপুরস্থ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রমে তাঁহার প্রদর্শিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাধি যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। শ্রীধামমায়াপুরস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ উপস্থিত থাকিয়া বিশেষভাবে সেবা-সম্পাদনে সহায়তা করেন। অন্যান্য মঠের বৈষ্ণবগণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র সন্ন্যাসী শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধন তৎপর মহারাজ শ্রীল মহারাজের নির্য্যাণের পরেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। ২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার শুক্লা-সপ্তমী তিথিতে শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রমে তাঁহার বিরহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বহু বৈষ্ণবকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মঠে থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে 'সেবাবিলাস' গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলে তিনি সতীর্থগণের নিকট 'সেবাবিলাস প্রভু' নামে পরিচিত হইলেন। তিনি গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে পারঙ্গত ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে তিনি শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে সুবর্ণবিহার মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণে মুখ্যভাবে যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্ এবং হরিকথা কীর্ত্তনে অনুরাগ-বিশিষ্ট ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালে তিনি কলিকাতা মঠে বহুবার আসিয়া ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নবদ্বীপধাম পরিক্রমায় এবং শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগদান করিয়া হরিকথা পরিবেশন করিয়াছিলেন। তিনি লোকজন দেখিলেই তাঁহাকে বসাইয়া হরিকথা শুনাইতেন। তিনি বহু ভক্তিগ্রন্থও লিখিয়াছেন। তিনি শ্রীধামে কোনপ্রকার অশাস্ত্রীয় কার্য্য না হয় তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত জীবন সংগ্রাম করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা সহরে বি-এল্ সাহা রোডে শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম প্রথমে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, পরে উহা বিক্রয় করিয়া শ্রীধামমায়াপুরে ঈশোদ্যানে অবস্থান করতঃ ভজনের জন্য উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁহার নির্য্যাণে সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী, জালাহঘাট, কামরূপ (আসাম) ঃ—আসামে কামরূপ জিলান্তর্গত জালাহ-ঘাটনিবাসী নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী প্রভু বিগত ২২ অগ্রহায়ণ (১৪০১), ৯ ডিসেম্বর (১৯৯৪) শুক্রবার শুক্লা সপ্তমী তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা স্মরণ করিতে করিতে নিজালয়ে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তি কালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৪ বৎসর। বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত অন্যতম সুযোগ্য শিষ্য শ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ সম্প্রদায়বৈভাবাচার্য্যের নিকট ইনি ১৫ বৎসর বয়সে হরিনাম প্রাপ্ত হন, পরে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণান্তে 'শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী' নামে ভক্ত-গণের নিকট পরিচিত হন। ইনি জালাহ অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য জালাহনিবাসী ভক্তগণের আহ্বানে তথায় কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে শুভপদার্পণ করিলে একদিন সদলবলে ইঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরি-বেশন করিয়াছিলেন। ইঁহার গৃহে বিশেষ বৈষ্ণব-সেবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই, বিশেষভাবে আসাম প্রদেশস্থ ভক্তগণ বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠার পর]

স্বধাম প্রাপ্তি হওয়ায় বৈষ্ণবগণ দুঃখী হইয়াছিলেন। শ্রীমধুমঙ্গল প্রভুর স্বধাম প্রাপ্তির পর শ্রীনিমাই দাস বনচারী প্রভু মঠরক্ষক-রূপে দায়িত্বশীলতার সহিত উক্ত মঠের সেবা করেন।

শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, কালীয়দহ, বৃন্দাবন

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত প্রাচীন ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য এবং তাঁহার প্রধান পার্ষদ-গণের মধ্যে অন্যতম পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ইং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে, ১৩৫০ বঙ্গাব্দে উত্তর প্রদেশে মথুরা জেলার অন্তর্গত শ্রীবৃন্দাবনে ৩২, কালীয়দহে শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপন করেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব শ্রীবৃন্দাবনে মঠ সংস্থাপনের পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের সংস্থাপিত ৩২, কালীয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে শিষ্যগণসহ অবস্থান করিতেন। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমদ্ গুরুদাস বাবাজী তথায় কুটীরে থাকিয়া ভজন করিতেন। তৎকালে কালীয়দহে জনবসতি কম ছিল। অধিকাংশ ব্যক্তি শৌচের জন্য খোলা ময়দানে যাইতেন। জমীর মূল্যও কম ছিল। কানপুরের শ্রীগিরিধারী ভার্গব পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীগিরিধারী ভার্গব বিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপনের জন্য উক্ত জমী ব্যবস্থা করিয়া দেন। পরমপূজ্য-পাদ গিরি মহারাজ গিরিধারী ভার্গবের নামে অর্দ্ধেক জমী রাখিয়াছিলেন যাহাতে গিরিধারী ভার্গব তথায় আসিয়া ভজন করেন এবং তাঁহার সহায়করূপে থাকেন। কিন্তু গিরিধারী ভার্গব বৃন্দাবনে আসেন নাই, উক্ত জমী গিরি মহারাজের সেবায় সমর্পিত বলিয়া পত্রে জানাইয়া দেন।

পরমপূজ্যপাদ গিরি মহারাজ কলিকাতায় হাজরা রোডেও একটি শাখামঠ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় থাকাকালে রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং পরবর্ত্তিকালে ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে আসিতেন এবং শ্রীল গুরুদেব কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ধর্ম্মসম্মেলনে ওজস্বিনী ভাষায় ভাষণ দিতেন। তিনি একবার গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়িলে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সুচিকিৎ-সার ব্যবস্থা করিলেন। মঠের ব্রহ্মচারীকে তজ্জন্য বহু রক্ত দিতে হইয়াছিল।

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে পরমপূজ্যপাদ গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গিরিধারীজীউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কখনও কখনও তথায় সেবকের অভাবে শ্রীবিগ্রহসেবার বিঘ্ন উপস্থিত হইলে শ্রীল গুরুদেব বৃন্দাবনস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে সেবক পাঠাইতেন। বিনোদ-বাণী গৌড়ীয় মঠে একদিন ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়া পূজ্যপাদ গিরি মহারাজ গুরুতররূপে অসুস্থ হইলে শ্রীল গুরুদেব তাঁহাকে রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে ভর্ত্তি করাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং মঠ হইতে সেবা শুশ্রূষার জন্য সেবকও পাঠান। রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে থাকাকালেই পরমপূজ্যপাদ গিরি মহারাজ তাঁহার কালীয়দহস্থ মঠের সেবা শ্রীল গুরু মহারাজের নিকট সমর্পণের প্রস্তাব করেন। শ্রীল গুরু মহারাজ প্রথমে উক্ত সেবা গ্রহণের দায়িত্ব লইতে অনিচ্ছুক হইয়া শ্রীল গিরি মহারাজকে তাঁহার অন্য কোন গুরুভাই বা শিষ্যকে দিতে বলেন। কিন্তু শ্রীল গিরি মহারাজ গুরুদেবের হাত ধরিয়া কাঁদিতে থাকিলে এবং গুরু মহারাজ উক্ত সেবা গ্রহণ করিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকিলে শ্রীল গুরু মহারাজ উক্ত সেবা গ্রহণে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি তদনুসারে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভুকে দলিল সম্পাদন করিতে বলিলে শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের সেবা যথারীতি ২৫ আগষ্ট ১৯৬৭ রেজিষ্ট্রীদলিল সম্পাদিত হইয়া শ্রীল গুরুদেবেতে সমর্পিত হয়। তদবধি চৈতন্য গৌড়ীয়

শ্রীধাম বৃন্দাবনে কালীয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ

মঠ প্রতিষ্ঠান হইতে উক্ত সেবা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীল গিরি মহারাজের অসুস্থাবস্থায় তাঁহার দেখাশুনা, সেবা ও শুশ্রূষা চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ, বিশেষভাবে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিতাই দাস (ননীগোপাল বনচারী প্রভু) ও শ্রীপ্রাণগোপাল দাস নিয়োজিত হইয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ১৬ কার্ত্তিক (১৩৭৪) ; ৩ নভেম্বর (১৯৬৭) শুক্রবার সন্ধ্যা ৮-০৫ মিনিটে শ্রীধাম বৃন্দাবনে ৬৮ বৎসর বয়সে শ্রীব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইলে প্রসাদী পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত কলেবরকে বৈষ্ণবগণ সুসজ্জিত বিমানে আরোহণ করাইয়া রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতাল হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ হাসপাতালের নিকটবর্ত্তী প্রথমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন এবং তৎপরে শ্রীরাধামদনমোহনজীউর মন্দির হইয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের সমাধি-মন্দির পরিক্রমণান্তে শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে আসিয়া পোঁছেন। সারস্বত বৈষ্ণবগণের উপস্থিতিতে 4 নভেম্বর ১৯৬৭ শনিবার মধ্যাহ্নে শ্রীল গিরি মহারাজের চিন্ময় কলেবর শাস্ত্রবিধানানুযায়ী যথাবিহিতভাবে নাম-সংকীর্ত্তন সহযোগে সমাধিস্থ করা হয়। পরবর্ত্তিকালে তথায় সমাধি-মন্দিরও নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছাক্রমে উক্ত মঠের দেখাশুনার দায়িত্বে প্রথমে ছিলেন তাঁহার সতীর্থ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী প্রভু এবং পরবর্ত্তিকালে ছিলেন শ্রীল গুরুদেবের অপর সতীর্থ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুব্রত পরমার্থী মহারাজ। শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালে এবং তৎপরেও শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের সেবা পরিচালিত হইত উত্তরাঞ্চলের প্রধান কার্য্যালয় শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে। শ্রীল গুরুদেবের অভিপ্রায় ছিল কালীয়দহ মঠে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধলীলা প্রদর্শিত হয় উপযুক্ত চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর মাধ্যমে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চণ্ডীগড়

প্রতিষ্ঠানের হেড-অফিস দক্ষিণ কলিকাতায় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্ত্তিকালে নিজস্ব ভূখণ্ডে ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ মঠের প্রতিষ্ঠা এবং তদ্‌সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠান বর্ণন-প্রসঙ্গে এবং গুরুদেবের প্রচার-ভ্রমণ বৃত্তান্তে চণ্ডীগড়ে এবং চণ্ডীগড় মঠের বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদানের বিষয়টি শ্রীল গুরুদেবের পূত চরিতামৃতে পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল গুরুদেবের অলৌকিক ব্যক্তিত্বে ও বিপুল প্রচারে পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানের বহু নরনারী শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হন। ভক্তগণ যাহাতে পরস্পর মিলিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম অনুশীলন করিতে পারেন, তজ্জন্য পাঞ্জাবে একটি প্রচারকেন্দ্র সংস্থাপনের অত্যাবশ্যকতা শ্রীল গুরুদেব উপলব্ধি করিলেণ। তৎকালে শ্রীল গুরুদেব প্রচারব্যপদেশে জলন্ধরে পৌঁছিলে শ্রীল গুরুদেব পাঞ্জাবে প্রচারকেন্দ্র সংস্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন জানিতে পারিয়া Improvement Trust হইতে একজন অফিসার আসেন Nominal Rent-এ জলন্ধর সহরে লালদুয়ারা অঞ্চলে (প্রতাপবাগে) ১ একর জমী দিবার প্রস্তাব লইয়া। এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিলেন জলন্ধরনিবাসী শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রিত শিষ্য শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল)। উক্ত স্থানটি খুব নীচু ছিল এবং সহরের নালার জল আসিয়া তথায় পড়িত। উক্ত নীচু স্থান ভরাট করিবেন কি ভাবে শ্রীল গুরুদেব চিন্তিত হইলে 'আমিনচান্দ প্যারীলাল' সংস্থার মালিক শ্রীসৎপালজী উক্ত নীচু স্থান মৃত্তিকার দ্বারা ভর্ত্তি করিয়া দিবেন বলিয়া বাক্য দিলেন। জলন্ধরের প্রচারের পরেই পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত প্রচার-সূচী অনুযায়ী শ্রীল গুরুদেব চণ্ডীগড়ে ২৩ সেক্টরে সনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে প্রচার-পার্টির সহিত শুভাগমন করিলে চণ্ডীগড় সহরের চীফ কমিশনার শ্রীবি-পি বাগ্‌চী শ্রীল গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তথায় আসেন। শ্রীল গুরুদেব কথাপ্রসঙ্গে পাঞ্জাবের ভক্তগণের জন্য একটি মঠ সংস্থাপনের অত্যাবশ্যকতার কথা এবং তদ্বিষয়ে জলন্ধর সহরে Improvement Trust হইতে এক একর জমী দিবার প্রস্তাবের কথাও তাঁহাকে বলেন। বাগ্‌চী সাহেব উক্ত প্রস্তাবের কথা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করতঃ বলিলেন তাঁহার বিচারে জলন্ধরে মঠ সংস্থাপন না করিয়া চণ্ডীগড় সহরে করিলে উহা অধিক মর্য্যাদার এবং মঠের অভীষ্ট প্রচারে অধিক সহায়ক হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। কেননা চণ্ডীগড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটেরিয়েট, হরিয়াণা ও পাঞ্জাব প্রদেশদ্বয়ের প্রশাসন, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্ট, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান থাকায় শিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অধিক সমাবেশ, যাহা জলন্ধর সহরে নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী যাহা তিনি শ্রীল গুরুদেবের নিকট শুনিলেন, উহা শিক্ষিত সমাজ কর্ত্তৃক অধিক সমাদৃত হইবে। জলন্ধর সহরে ধনাঢ্য ব্যক্তি থাকিতে পারেন, কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমাবেশ চণ্ডীগড় সহরের ন্যায় নাই। তদুপরি চণ্ডীগড় ভারতবর্ষের মধ্যে বৈদেশিক পরিকল্পনায় তৈরী একটি অভিনব সমৃদ্ধিশালী নগর। বাগ্‌চী সাহেবের উপরি উক্ত মন্তব্য শুনিয়া শ্রীল গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন চণ্ডীগড়ে মঠের জন্য জমী কে দিবে? তদুত্তরে বাগ্‌চী সাহেব বলিলেন মঠ হইতে তজ্জন্য দরখাস্ত করিলে তিনি তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন। শ্রীল গুরুদেব বাগ্‌চী সাহেবের প্রস্তাব সমীচীন মনে করিয়া মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত হাইকোর্টের রীডার শ্রীশুকদেব রাজ বক্সীকে উক্ত বিষয়ে যত্ন করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। তদনুসারে শ্রীশুকদেব রাজ বক্সী চণ্ডীগড় সহরের চীফ এড্‌মিনিষ্ট্রেটরকে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শাখামঠ সংস্থাপনের জন্য উপযুক্ত জমীর ব্যবস্থা করিয়া দিতে দরখাস্ত করেন। শ্রীশুকদেব রাজ বক্সীর সহিত শ্রীল গুরুদেবের ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীও (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজও) এ বিষয়ে আন্তরিকতার সহিত প্রযত্নশীল হন। সরকার হইতে চণ্ডীগড় সহরের বিভিন্ন সেক্টরে মঠের জন্য জমী দেখাইলে শ্রীল গুরুদেব সেক্টর ২০বি-তে রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী জমী পছন্দ করিলেন এবং উহা মঠের উপযুক্ত হইবে বলিলেন। চীফ কমিশনার বাগ্‌চী সাহেব শ্রীল গুরুদেবের

ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছা পূর্ত্তির জন্য ময়দানের অন্তর্গত রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী ২॥ বিঘা জমী (৪০০০ বর্গগজ) দিতে স্বীকৃত হইলেন। ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ ; ১৫ মে, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ শুক্রবার চণ্ডীগড় সরকার কর্ত্তৃক চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপনের জন্য সেক্টর ২০-বি-তে উপরি উক্ত জমী প্রদত্ত হয়। শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব পরদিবস উক্ত জমীতে আনুষ্ঠানিকভাবে বেদমন্ত্র পাঠ ও হরিনাম সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রকাশ ঘোষণা করেন। অস্থায়ীভাবে মঠের কার্য্য পরিচালনের জন্য জমীর নিকটবর্ত্তী ২০-এ সেক্টরে ১৯৮ নম্বর গৃহে দ্বিতলে মঠের অফিস খোলা হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীশুকদেব রাজ বক্সীর মুখ্য প্রচেষ্টায় ক্রমশঃ নক্সা মঞ্জুর হইলে গৃহ নির্ম্মাণাদি কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও উক্ত শুভ প্রচেষ্টায় সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসরকাল সেক্টর '২০-এ'তে ভাড়া বাড়ীতে দ্বিতলে মঠসেবকগণ অবস্থান করতঃ মঠের প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যও উক্ত ভাড়া বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। গ্রীষ্মকালে ভীষণ গরমে তথায় সেবকগণের নিদ্রা না হওয়ায় অনেকেই মঠের জমীতে যাইয়া সতরঞ্চি বিছাইয়া খোলা আকাশের নীচে শয়ন করিতেন। কিন্তু প্রাতে উঠিয়া দেখিতেন তাঁহাদের সতরঞ্চিতে উঁই পিঁপড়া ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে।

শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য লুধিয়ানার শ্রীনরেন্দ্র কাপুর এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া প্রথম instalment এর (কিস্তির) আনুকূল্য প্রদান করিয়া শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন। তিনি মঠ নির্ম্মাণ-সেবায় এবং পরবর্ত্তিকালে বিজয় বিগ্রহগণের প্রকাশেও আনুকূল্য বিধান করেন।

১৩৭৭ বঙ্গাব্দের ১৯ চৈত্র ; ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ২ এপ্রিল শুক্রবার শুক্লা সপ্তমীতিথি শুভবাসরে পূর্ব্বাহ্নে বিপুল সমারোহে মহা সংকীর্ত্তন মধ্যে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণবস্মৃতি

(ক্রমশঃ)
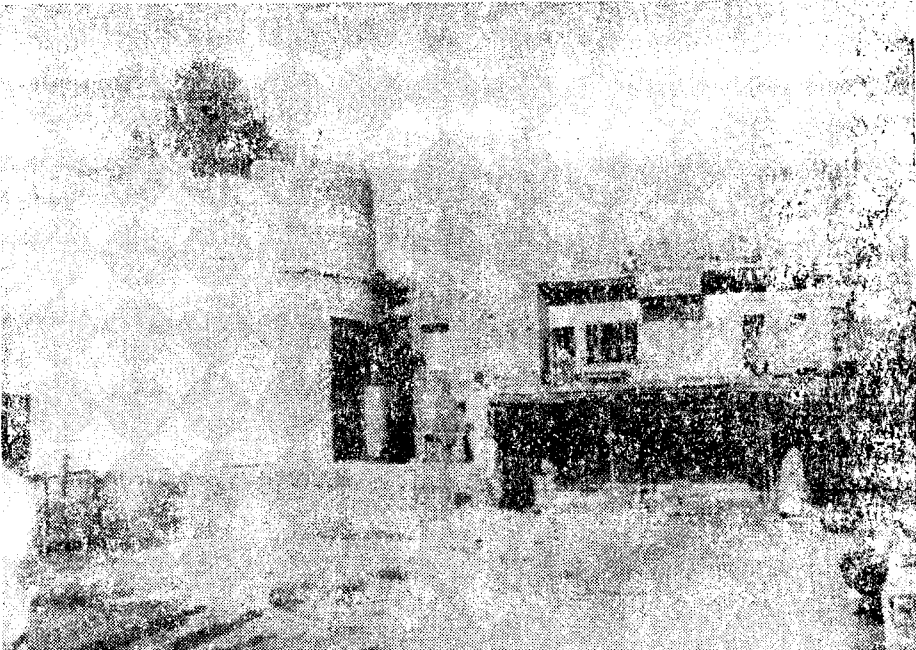
চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দির

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু " " "
(৪) গীতাবলী " " "
(৫) গীতমালা " " "
(৬) জৈবধর্ম্ম " " "
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত " " "
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি " " "
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য " " "
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা " " " "
(২৫) দশাবতার " " " "
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....
....
....
....

Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৪০২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩৫শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ ১৪০২
১৪ মধুসূদন, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, শনিবার, ২৯ এপ্রিল ১৯৯৫ | ৩য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

বিশ্বে গোলোকদর্শনাদি-প্রসঙ্গ

"ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোহলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ।।"

আপনারা এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করুন। এই জগতের যাবতীয় বস্তুই কৃষ্ণ-সেবার সামগ্রী। যেদিন আপনারা দ্বিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন, বাসুদেবময় জগৎ দর্শন করিতে পারিবেন, সেইদিন আপনাদের এই বিশ্বস্বরূপেই গোলোক দর্শন হইবে। আপনারা সমগ্র নারীজাতিকে কৃষ্ণকান্তারূপে দর্শন করুন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করুন, তাঁহাদের উপর কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি করিবেন না। তাঁহারা কৃষ্ণভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন। আপনারা পিতামাতাকে নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীরূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণের পিতৃমাতৃগণরূপে দর্শন করুন, আপনারা পুত্রকে নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের সামগ্রী না ভাবিয়া শ্রীবালগোপালের সেবকের গণরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা করুন, কদম্ব দর্শন করুন, যমুনা ও যামুন সৈকত দর্শন করুন, চন্দ্রিকা দর্শন করুন, আপনাদের বিশ্বানুভূতি থাকিবে না, গোলোক-দর্শন হইবে, গৃহে গোলোকের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে, তখন আর মায়িক গৃহবুদ্ধি থাকিবে না, গৃহব্রত ধর্ম্মের হাত হইতে ছুটি পাইবেন।

* * *

আদর্শ বিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লী

আমাদের বহুস্থানে মঠ হইতেছে এবং তাহাতে বহু সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারিগণ বাস করিয়া সদাচার শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইতেছেন ; কিন্তু মাতৃগণের হরিভজনের সুযোগ প্রদানের জন্যও আমরা বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছি। অবশ্য যাঁহারা

গৃহে থাকিয়া হরিভজন করিবার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিতে পারেন, সেই সকল মাতৃগণের পৃথক্ আবাসের দরকার নাই। কিন্তু আমরা অনেক সময় তাঁহাদের অনেকের অসৎসঙ্গ-জনিত হরিভজনের ব্যাঘাতের কথা শুনিতে পাই। তাঁহাদের জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহের নিকট শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপল্লী নির্ম্মাণের চেষ্টা করিলে তাঁহারা সেই স্থানে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিয়া যদি হরিভজন করেন, তবে তাঁহাদেরও মঙ্গল হইতে পারে। তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর গণ, সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহে থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করাই তাঁহাদের পক্ষে সমীচীন। সেখানে কোন প্রকার অন্য লোকের সংস্রব থাকিবে না, কেবল কয়েকজন ঈশান (যেমন বৃদ্ধ ঈশান শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার পর শচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন) দূরে থাকিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। মাতৃগণ পরস্পর কলহাদি না করিয়া যদি হরিভজন করিবার জন্য অবস্থান করেন প্রত্যহ শ্রীগ্রন্থপাঠ, পরস্পর সদালোচনা, প্রজল্পাদি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তি-বিষয়ক ইষ্টগোষ্ঠী, সর্ব্বতোভাবে বিলাসাদি বর্জ্জন, কেবলমাত্র হরিভজন করিবার জন্য জীবন ধারণার্থ মহাপ্রসাদের সম্মান, আদর্শ জীবন যাপন, নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করিয়া কাল যাপন করেন, তাহা হইলে এইরূপ একটি আদর্শ বিষ্ণুপ্রিয়া-খর্ব্বট হওয়া আবশ্যক। কুলিয়া সহরে যে প্রকার ধর্ম্মের আবরণে ঘৃণ্য ব্যভিচার চলিতেছে, মাতৃগণকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের মুখোস দিয়া হরিভজন দূরে থাকুক, সামান্য নীতি বিগর্হিত কার্য্যে পরিচালিত করিতেছেন, তাহা নিতান্ত শোচ্য। একটু নীতি-পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই এই জন্য কুলিয়া সহরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন।

* * *

শ্রীচৈতন্যের বাণী-সেবার প্রভাব

শ্রীচৈতন্য চন্দ্র পরম পরিপূর্ণ চেতন বস্তু। যিনি এই চৈতন্যচন্দ্রকে ভজনা না করিবেন, তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু। বর্ত্তমান সমাজ শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ না করাতে বহু বাহ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিরন্তর চৈতন্য-চরণ-কমল-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

* * *

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা-কথা যে পরিমাণে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতন বিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোলকলা বিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু, সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোল আনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত জীব দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র, কায়মনোবাক্য যথাসর্ব্বস্ব দ্বারা শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্তনা হইয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ষোল আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই জানিতে হইবে।

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

* * *

নিত্যানন্দের শ্রীচরণ আশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপালাভ অসম্ভব

নিত্যানন্দের পদকমল আশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ হয় না। নিত্যানন্দের পদাশ্রয় হইলে জীবের বিবর্ত্তবুদ্ধি দূর হয়। তখন জীব আর

অসত্যকে সত্য বলিয়া বহুমানন করে না। (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—)

"নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার ॥
অহঙ্কারে মত্ত হঞা নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে,
ভজ তাঁর চরণ দুখানি ॥
নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
এ অধম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ ॥"

*　　*　　*

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল আচার্য্য প্রভু, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু এইরূপ দৃঢ়তার সহিত নিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করিবার জন্য জীবকুলকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অপ্রকটের কিছুকাল পর হইতে অনাদি-বহির্ম্মুখ-সমাজ তাঁহাদের মঙ্গলময়ী শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক সমাজে ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক, বৈষ্ণবতার নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ, কত কি অনর্থ আনয়ন করিয়াছেন। গত তিন শত বৎসরের বৈষ্ণবজগতের ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন ; কেবল তন্মধ্যে কদাচিৎ দুই একটি ভজনানন্দী পুরুষ নিজে নিজে ভজন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এতদূর বহির্ম্মুখ সমাজের মধ্যে শুদ্ধভক্তিকথা আলাপ করিবার জন্য খুব কম লোকই পাইয়াছেন।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় যে সকল বিশুদ্ধাত্মা পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঐ প্রকার মহদ্ব্যক্তির দর্শন বোধ হয় আর আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ভাগ্যে এমন সব মহাত্মা মিলাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালীয় ভক্ত অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিভজন ও হরি-কীর্ত্তন করিতেছেন।

*　　*　　*

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম সম্বন্ধে বিচার

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥

*　　*　　*

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার।"

অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন না। অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ আমাদিগকে কোটি জন্ম কীর্ত্তন করিলেও কৃষ্ণপদে প্রেম দান করে না। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অনর্থযুক্তাবস্থায় জীব যদি নিষ্কপট ভগবদ্বুদ্ধিতে গৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অনর্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু যদি গৌর-নিত্যানন্দে ভোগবুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ 'গৌর-নিত্যানন্দ আমার উদরভরণ, প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ বা আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়া আমার ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন বস্তু' এই জ্ঞানে মুখে "গৌর গৌর" করি, তাহা হইলে আমাদের গৌর-নাম-কীর্ত্তন হইবে না, ভোগের ইন্ধন স্বরূপ মায়ার নাম কীর্ত্তন হইবে মাত্র। 'গৌর' নাম কীর্ত্তিত হইলেই নাম লইতে প্রেমের উদয় হইবে, সর্ব্ব অনর্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে। কলিকাতা হইতে হাওড়া দুই মাইল পশ্চিমে। কেহ যদি দুই মাইল পূর্ব্বদিকে হাঁটিয়া আসিয়া বলেন যে, যখন আমি কলিকাতা হইতে দুই মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন নিশ্চয়ই হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সেই ব্যক্তির এইরূপ কল্পনা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু তাহার কল্পিত হাওড়ায় আসিয়া সে ব্যক্তি ট্রেণ ধরিতে পারিবে না। সুতরাং তাহার গন্তব্যস্থানে যাওয়াও হইবে না। একবার সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, বরিশালে এক সম্প্রদায় এক সময়ে "প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ, প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ' বলিতে বলিতে ডাকাতি করিয়াছিল। ঐরূপ

ডাকাত দলের গৌরনিত্যানন্দ-নামাক্ষর গৌরনিত্যানন্দের নাম নহে।

* * *

শ্রীগৌরতত্ত্ব

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মঙ্গলাচরণে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণাম করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ।"

শ্রীগৌরসুন্দর ত্রিকাল সত্যবস্তু। অক্ষজ দ্রষ্টা, যে প্রকার গৌরসুন্দরকে মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় জগতে কোন একসময়ে প্রকট এবং কিছুকাল পরে অপ্রকট দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে 'মহাপুরুষ' বা কিছুকালের জন্য উদিত একটি 'ধর্ম্মপ্রচারক' মাত্র মনে করেন এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের তাৎকালিক উপযোগিতা প্রভৃতি কল্পনা করিয়া তাঁহার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতা-দান এবং নিত্যচরমপ্রয়োজনলাভ হইতে বঞ্চিত হন, শ্রীগৌরসুন্দর সেইরূপ বস্তু নহেন। তিনি ত্রিকাল সত্য বাস্তব বস্তু। তিনি শ্রীজগন্নাথমিশ্রের নন্দন অর্থাৎ আনন্দবর্দ্ধক। জগন্নাথ মিশ্র পিতৃরূপে তাঁহার সেবক। তিনি বিষ্ণুপর তত্ত্ব; আর কেহ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় নহেন, পিতামাতা গুরুবর্গও গুরুরূপে সেই অসমোর্দ্ধ্ব পরতত্ত্বেরই সেবক (চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ)—

পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাবে কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব দাস্যভাব সে করয়॥

প্রভুবংশের তথ্য

সেই গৌরসুন্দর ভৃত্যবর্গের সহিত, নিজ পাল্যবর্গের সহিত এবং শক্তিবর্গের সহিত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপে নিত্য বিরাজিত। তিনি নিত্যবস্তু, ত্রিকালসত্যবস্তু, সুতরাং তাঁহার ভৃত্যবর্গ, পাল্যবর্গ ও শক্তিবর্গও নিত্য। 'ভৃত্য'-শব্দের দ্বারা তাঁহার সেবকগণকে বুঝাইতেছে। আর যাঁহারা তাঁহার সেবার দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ পাল্যবর্গ-মধ্যে গণিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার পুত্র। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'——শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পাল্যবর্গের পিতা। তিনি তাঁহার পাল্যবর্গের বিশুদ্ধচিত্তে উদিত হইয়া শ্রীনামপ্রেম প্রচার করিতেছেন। ইঁহারাই তাঁহার পুত্র। ইঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ বংশ। শ্রীভগবানের এই অচ্যুত-গোত্রীয় বংশগণই জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের নামপ্রেম-প্রচার-ধারা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আর যাঁহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তুতে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া চ্যুত গোত্রের পরিচয়ে নিত্যানন্দাদ্বৈতকুলের কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ হইয়া জগতের মহা অমঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাঁহারা 'নিত্যানন্দাদ্বৈতের বংশ' বলিয়া যাহা উদ্দিষ্ট হয়, তাহা নহেন। যাঁহারা গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের অন্তরঙ্গ সেবাধিকার লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের পাল্য অর্থাৎ পুত্র। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ তাঁহাদের নির্ম্মল আত্মায় উদিত হইয়া সুকৃতিমান্ জীবগণের নিকট জগতে বিস্তার লাভ করিতেছেন।

পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া 'পুত্র' নামে সংজ্ঞিত হন। যে পুত্র হরিভজন না করিয়া ইতর কার্য্যে ব্যস্ত, সে 'পুত্র' নামের কলঙ্ক। পিতারও সেই কুলাঙ্গার পুত্রকে পুত্রত্বে স্বীকার বা গ্রহণ করিলে পুন্নামক-নরক হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। তাঁহার পুত্রোৎপাদন-কার্য্যটি জীবহিংসাপূর্ণ একটী পাপ-কার্য্য মাত্র হইয়া পড়ে। আর যে পুত্র হরিভজন করেন এবং যে পিতা পুত্রকে হরিভজনে নিয়োগ করেন, সেই পুত্রের পিতার পুত্রোৎপাদন রূপ কার্য্যটীও হরিভজনের অনুকূল ও অন্তর্গত হয়। বৈষ্ণব পুত্রে ও অবৈষ্ণব পুত্রে বৈষ্ণব পিতায় ও অবৈষ্ণব পিতায় এই ভেদ।

শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। বৈধ-বিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার কলত্র আর প্রকৃত প্রস্তাবে ভজন-বিচারে, শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনরহরি ঠাকুর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার উজ্জ্বল মধুর রসাশ্রিত ত্রিকাল সত্য কলত্র। শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও বিপ্রলম্ভাবতার। শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগময় বিগ্রহ আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—প্রেমভক্তিস্বরূপিণী। শাক্তেয়

বাদী, মনোধর্ম্মী কতিপয় ব্যক্তি নিজ ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে গৌরসুন্দরকে মাপিয়া লইবার চেষ্টায় গৌর-নাগরীরূপ পাষণ্ড মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের উজ্জ্বল মধুররসাশ্রিত ভক্তগণের সুনির্ম্মল-ভজন-প্রণালী বুঝিতে না পারিয়া সম্ভোগবাদী হইয়া এইরূপ অনর্থ জগতে প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদিগকে গৌরভক্ত না বলিয়া 'গৌরভোগী' বলা ন্যায়-সঙ্গত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য লীলা বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ স্তব করিয়াছেন, আবার সন্ন্যাস-লীলা-বর্ণনে শ্রীল কবি-রাজ গোস্বামিপ্রভুও—

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥"

—শ্লোকে তদ্রূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

তত্ত্বসূত্র—সম্বন্ধ প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩০ পৃষ্ঠার পর]

ইদানিং পরভক্তেরনন্যাপেক্ষিতাং দর্শয়তি,—

ফলভক্তে র্নান্যদঙ্গমেকত্বাৎ স্বতসিদ্ধত্বাচ্চ ॥৩৩॥

ফলভক্তেরন্যাপেক্ষা নাস্তি একত্বাৎ অদ্বিতীয়ত্বাৎ রাগবৃত্তিত্বেন স্বত সিদ্ধত্বাচ্চ ন সাধনাপেক্ষেত্যর্থ নিত্য-সিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতেতি ভক্তিসিদ্ধান্তে দর্শনাৎ আনন্দং ব্রহ্মণো রূপমিতি শ্রুতেশ্চ।

স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা ফলভক্তির আভাসমাত্র বদ্ধজীবের পক্ষে প্রতীত হয়। গাঢ় সমাধিরূপ বিচার-যোগে উপলব্ধ হয় যে, মুক্ত অবস্থার ভক্তি অদ্বিতীয় অর্থাৎ তাহার কোন অঙ্গ-প্রতঙ্গ নাই। বিশুদ্ধ রাগ-মাত্র তাহার স্বরূপ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ রূপগোস্বামী বাক্যং—

সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণাম্
জ্ঞানবৈরাগ্যযোর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥
যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতু প্রায়ঃ সতাং মতে।
সুকুমার স্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা॥

মুক্তজীবের স্বরূপই জ্ঞান এবং প্রবৃত্তিই রাগরূপা ভক্তি; অতএব জ্ঞান ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। জ্ঞান আধার কিন্তু ভক্তি আধেয়। আধার আধেয়ের অঙ্গ নহে। বৈরাগ্য শব্দের অর্থ রাগাভাব অতএব অভাবরূপী বৈরাগ্য কখনই রাগরূপা ভক্তির অঙ্গ নহে। জড়ে আসক্তি পরিত্যাগের নাম বৈরাগ্য। পরমেশ্বরে অনুরাগ হইলেই সুতরাং জড় হইতে রাগ তিরোহিত হয়। যেমত প্রদীপ থাকিলেই তাহার পশ্চাৎ ভাগে ছায়া অবশ্য থাকিবে, তদ্রূপ ভক্তি থাকিলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৈরাগ্য অবশ্য থাকিবে কিন্তু বিরোধীগুণপ্রযুক্ত বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত হইবে না। যেমত ছায়া প্রদীপের অঙ্গ নহে কিন্তু তাহার সহগামী, তদ্রূপ রাগাভাবরূপ বৈরাগ্য রাগরূপা ভক্তির সহচর মাত্র। সিদ্ধান্ত এই যে, ভক্তির সহিত জ্ঞান-বৈরাগ্য অবশ্য থাকিবে কিন্তু তাহারা অঙ্গ হইবে না। তথাহি ভাগবতে (১।২।১২)

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥

যদি বল, সেবা ভক্তির অঙ্গ হউক, তাহাও হইবে না। রাগরূপা প্রবৃত্তি-স্বরূপা অতএব ক্রিয়ারূপা। কৃষ্ণানুশীলনই একমাত্র ক্রিয়া যাহাকে মুক্তাবস্থায় সেবা কহা যায়। অতএব ভক্তিই স্বয়ং সেবা, এজন্য সেবাকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া ভক্তির অঙ্গ বলা যায় না। ভক্তি নিরুপাধিক অতএব অঙ্গরূপ কোন উপাধি ভক্তিতে লক্ষিত হয় না।

যদি বল, অনুধ্যান ভক্তির অঙ্গ হউক, তাহাও নহে। রাগ অনুধ্যানের সিদ্ধ অবস্থা অতএব শুদ্ধ-ভক্তির অঙ্গ বলিয়া অনুধ্যানকে বলা যায় না। যথা ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে সূতেনোক্তং—

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্॥

যদি বল সৎসঙ্গ ভক্তির অঙ্গ হউক, তাহাও ঘটে না। বদ্ধাবস্থার সৎসঙ্গ কেবল হরি-বিষয়ে রুচি-উৎপাদক মাত্র, ভক্তির অঙ্গ নহে।

যথা—ভাগবতে তত্রৈব,—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থা নিষেবণাৎ ॥

পুনশ্চ যদি মুক্তাবস্থায় মুক্তজীবদিগের পরস্পর অনুরাগরূপ আকর্ষণকে সাধুসঙ্গ কহা যায়, তাহা হইলেও তাহাকে ভক্তির অঙ্গ কহা যাইবে না। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভক্তি রাগরূপা, তিনি সমস্ত জীবকে আকর্ষণ করেন এজন্য কৃষ্ণনামই তাহার মুখ্য নাম। তাঁহার অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে জীব-সমষ্টির সহিত যে রাগ-বিলাস, তাহাই জীবের নিত্য অভিধেয় তত্ত্ব। এই রাসবিলাসে জীবদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও তৎসমষ্টির কৃষ্ণকর্ত্তৃক আকর্ষণই রাগ-রূপা ভক্তি। এস্থলেও মুক্তজীব-সঙ্গও রাগমাত্র। রাগ রাগের অঙ্গ হইতে পারে না, অতএব পূর্ব্বোক্ত সাধুসঙ্গ সাক্ষাৎ ভক্তিরূপ ; কিন্তু ভক্তির অঙ্গ নহে। অতএব গোপী-গীতায়াং গোপিকা বচনম্—

সুরত বর্দ্ধনং শোক নাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেহধরামৃতম্ ॥

ভাগবতের এই শ্লোকে স্পষ্ট বোধ হয় যে পরানু-রাগেই একমাত্র ভক্তি লক্ষিত হয়, ইতরানুরাগ তাহাতে থাকে না। জীব সকলকে একত্র করতঃ আকর্ষণ করা ঐ স্বতঃসিদ্ধ-রাগের স্বভাব।

সিদ্ধরূপা পরভক্তিং নিরূপ্য উপায়-ভক্তিং নিরূ-পয়িতুমারভতে।

উপায়-ভক্তেঃ পরানুশীলনাং প্রত্যাহারশ্চাঙ্গম্ ॥৩৪॥

পরানুশীলনং পরস্য ঈশ্বরস্য অনুশীলনং আনু-কূল্যেন অনুচিন্তনং প্রত্যাহারঃ ইন্দ্রিয় জয়াদিরূপং বৈরাগ্যশ্চ উপায়ভক্তেঃ অঙ্গং সাধনমিত্যর্থং। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ইতি ভগবদু-পদেশাৎ।

উপায়ভক্তির দুইটি অঙ্গ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ পরানুশীলন ও প্রত্যাহার। বদ্ধজীবের পক্ষে উপায়-ভক্তিই অবলম্বনীয়। চিদানন্দ জীবের পক্ষে পরানু-শীলনই আনন্দরূপা প্রবৃত্তির সংস্কার এবং প্রত্যাহারই চেতনরূপ স্বরূপের পঙ্কোদ্ধার বলিতে হইবে। বৈকুণ্ঠ অবস্থা হইতে প্রাকৃত অবস্থায় জীবের পতনই তাহার বদ্ধতা অতএব ক্রমশঃ পুনরাগমন-চেষ্টার নাম প্রত্যাহার। জীবের স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি, যথা ভাগবতে,—মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যব-স্থিতিঃ ॥

প্রত্যাহারই মুক্তির সাধক। যদি কেবলমাত্র ভক্তিবৃত্তির আলোচনা করা যায় অর্থাৎ প্রত্যাহারের নিয়মিত সাধনের প্রতি মনোযোগ না করা যায়, তাহা হইলে ইতরানুরাগের প্রাচুর্য্যে ভক্তির উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তির লক্ষণ পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ, বিবর্ণ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি বটে, কিন্তু লক্ষণই যে যথেষ্ট এমত নহে। রাগের লক্ষণ ইতরানুরাগেও দৃষ্ট হয়, যেহেতু ইতরানুরাগও একপ্রকার রাগ। পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বেশ্যা, উপপতি, পতি, স্বর্ণ, অলঙ্কার, গৃহ, পশু প্রভৃতিতেও কাহার কাহার রাগ এত দৃঢ় হয় যে, ঐসকল পদার্থের সংযোগ-বিয়োগ ক্রমে অথবা অপচয় বা উন্নতিতে রাগের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল উদয় হয়। এই রাগ ছায়ামাত্র যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

ক্ষুদ্রকৌতূহলময়ী চঞ্চলা দুঃখহারিণী।
রতেশ্ছায়া ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী ॥

এতএব প্রত্যাহারের সহিত রাগের অনুশীলন না করিলে ছায়ামাত্রই থাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরে রাগরূপা ভক্তির উদয় হয় না। এতএব ভাগবতে,—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যাশ্রুতগৃহীতয়া ॥

যদিও শুদ্ধরাগের কোনও অঙ্গ দেখা যায় না, তথাপি জড়কুণ্ঠিত রাগে প্রত্যাহার অবশ্যই অঙ্গরূপে পরিগণিত হইবে। ঐ জড়কুণ্ঠিত রাগের **উর্দ্ধগামী** চেষ্টাই পরানুশীলন এবং তাহার পক্ষে যে **ভয়ঙ্কর** বিক্ষেপরূপ প্রতিবন্ধক আছে তন্নিবারণের নাম প্রত্যা-হার। বদ্ধাবস্থায় প্রতিবন্ধক নিবারণরূপ কার্য্যের সাহচর্য্য না পাইলে রাগের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যদি কোনও পুরুষে রাগের লক্ষণ দেখা যায় কিন্তু প্রত্যাহার লক্ষিত না হয়, তাহার ঐ রাগলক্ষণকে ছায়া অথবা কৃত্রিম রাগ অথবা ইতরানুরাগে পরানু-রাগ-ভ্রম বলিতে হইবে। অতএব রূপগোস্বামী বাক্য,—

কিন্তু জ্ঞান বিরক্ত্যাদি সাধ্যং ভক্ত্যৈব সিদ্ধ্যতি ॥
রুচিমুদ্বহতস্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ।
বিষয়েষু গরিষ্ঠোপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে ॥

যাঁহাদের ভাবরূপা রাগের উদয় হয়, তাঁহাদের এই নিম্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়, যথা শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং---

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্ম্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥

জ্ঞান-বৈরাগ্যরূপ প্রত্যাহার যে ভাব-ভক্তির সহচর তাহা এই বাক্যে উপলব্ধ হয়। প্রত্যাহার শব্দে কেবল ইন্দ্রিয়-জয় বুঝায় এমত নয়, কিন্তু চিৎ-পদার্থের ইতরানুরাগ হইতে নিবৃত্তিই বুঝায়। ইত-রানুরাগ নিবৃত্তি যে রাগের উপযোগী তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

অনেক স্থলে পরানুশীলন ও প্রত্যাহার একই কার্য্য দ্বারা ঘটিয়া থাকে। হরিকথা শ্রবণের দ্বারা পরানুশীলনের ও প্রত্যাহার উভয়ই সম্পাদিত হয়। সামান্য বার্ত্তা ও বৃথা গীতবাদ্যাদিতে কর্ণেন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে কিন্তু কর্ণ যদি হরিকথা শ্রবণ করিতে থাকে তাহা হইলে ঐ বিক্ষেপ হইতে প্রত্যাহার সম্পন্ন হয় এবং একই কালে ও একই উদ্যমে ভাগ-বতানুশীলনও হইল ইহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রকারে যাবতীয় পরানুশীলনের প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সমুদায়ই প্রত্যাহার সম্পন্ন করে; তবে কিজন্য প্রত্যাহারকে স্বতন্ত্রাঙ্গরূপে স্থাপনা করা হইল ? এরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই যে, যদিও সমুদায় পরানুশীলনের প্রক্রিয়াতে প্রত্যাহার হইয়া থাকে, তথাপি সমুদায় প্রত্যাহারের উদ্যমে পরানুশীলন নাই। রসনার প্রত্যাহার-সাধনার্থে যদি উত্তম দ্রব্যের আস্বা-দন পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে কেবল প্রত্যা-হারই উদ্যম হইল। তাহাতে পরানুশীলন হয় না। এস্থলে পরানুশীলন ও প্রত্যাহার এই দুইটিই উপায়-ভক্তির অঙ্গ বলিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

চারি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্য

আবির্ভাব স্থান ঃ—'দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে কানাড়া জিলা ; দক্ষিণ-কানাড়া জিলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গেলোর, তদুত্তরে উড়ুপী (উডিপী)।' উড়ুপী গ্রামে পাজকাক্ষেত্র।'—শ্রীল প্রভুপাদ

'দক্ষিণ কানাড়া জিলার ম্যাঙ্গালোর সহর হইতে প্রায় ৩৬ মাইল উত্তরে এবং আরব সাগরের তট হইতে প্রায় ৩ মাইল পূর্ব্বদিকে উড়ুপী নগর। উড়ুপী হইতে প্রায় ৮ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে পাপ-নাশিনী নদীর তীরে বিমানগিরি নামক পর্ব্বত। বিমানগিরি হইতে প্রায় ১ মাইল পূর্ব্বদিকে 'পাজকা-ক্ষেত্রে' মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব স্থান। পাপনাশিনী নদী—উদিয়াবর নদীর সহিত মিলিত।'—গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য

'দাক্ষিণাত্যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে মঙ্গলোর হইতে ৩৭ মাইল পাপনাশন নদীর তীরে উড়ুপী গ্রাম।'—গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান

'দক্ষিণাপথের অন্তর্গত তুলুবনিবাসী মধিজী ভট্টের পুত্র।'—বিশ্বকোষ

'জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যে তুলব নামক স্থান।' —আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান

আবির্ভাব সন ঃ '১০৪০ শকাব্দে মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে।'—শ্রীল প্রভুপাদ

'১১৬০ শকাব্দায় (১২৩৮ খৃষ্টাব্দে) মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব।'—গৌড়ীয় দর্শন

'মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবকাল ১১২১ শকাব্দে।'
—বিশ্বকোষ

'পিতা মধ্বগেহ ভট্ট, জননী বেদবিদ্যা, শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুলে মধ্বাচার্য্য রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব তিথিতে

আবির্ভূত হন। পিতৃপ্রদত্ত নাম শ্রীবাসুদেব।'

—শ্রীল প্রভুপাদ

'পিতা মধ্বগেহ নারায়ণ ভট্ট, জননী বেদবতী।' —গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

'পিতা মধিজী ভট্ট। পিতৃপ্রদত্ত নাম বসুদেবাচার্য্য।'—বিশ্বকোষ

'পিতার নাম মধিজী ভট্ট'। —আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান

শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের প্রচলিত প্রণামমন্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

'শ্রীমদ্ধনুমদ্ভীম-মধ্বান্তর্গত-রাম-কৃষ্ণ-বেদব্যাসাত্মক লক্ষ্মী-হয়গ্রীবায় নমঃ' বলিয়া প্রণামের রীতি দেখা যায়। শ্রীমধ্ব ত্রেতাযুগের শ্রীহনুমানের অবতার বলিয়া আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীহনুমানান্তর্গত বিষয়বিগ্রহ শ্রীরাম, দ্বাপরযুগীয় শ্রীভীমাবতার বলিয়া আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীভীমান্তর্গত বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহনুমদ্-ভীমাবতার আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমধ্বের অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ বেদব্যাস, এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণবেদব্যাসাত্মক বেদোদ্ধারকর্ত্তা শ্রীলক্ষ্মী-হয়গ্রীবকে নমস্কার করা হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের বাল্য ও পৌগণ্ডলীলায় কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন যথা—'বাল্যে মধ্বাচার্য্য বাসুদেব নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি অলৌকিক আখ্যায়িকা কথিত হয়, —বাল্যকালে উড়ুপী হইতে পাজকাক্ষেত্রে প্রত্যাগমনকালে নির্ব্বিঘ্নে আগমন, মাতার অনুপস্থিতিকালে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সমক্ষে ক্রন্দন নিবৃত্তিচ্ছলে গবাদির ভোজ্য এক নাদা ভূষি ভোজন, প্রচণ্ড ষণ্ডের পুচ্ছে আবদ্ধ থাকিয়া ঝুলন এবং উত্তমর্ণের ঋণ আদায় জন্য ধন্না দিয়া থাকায় তেঁতুল বীজকেই অর্থরূপে পরিণত করিয়া তদ্দ্বারা পিতৃঋণ শোধন। পৌগণ্ডলীলায়—মেদিয়ুড়ু গ্রামের উৎসবে মধ্বের নিরুদ্দেশ ও পরে উড়ুপীতে অনন্তেশ্বরের মন্দির প্রান্তে তাঁহার পুনঃপ্রাপ্তি, নিয়াম্পল্লী গ্রামে শিব নামক ব্রাহ্মণের ভ্রম প্রদর্শন।

পঞ্চম বর্ষে তিনি উপনয়ন সংস্কার লাভ করেন। মহাভারত কথিত মণিমান্ নামক অসুর সর্পাকার করিয়া তথায় বাস করিতেন। উপনয়নের পরেই বাসুদেব পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই সর্পের সংহার করেন। মাতা অস্থির হইলে তিনি একলম্ফ প্রদান করিয়া মাতৃসমক্ষে উপনীত হন। এইকালে পাঠাভ্যাসে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। পিতার সম্পূর্ণ অসম্মতিতে তিনি অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পূর্ণপ্রজ্ঞ তীর্থ নাম লাভ করেন। দক্ষিণদেশে নানাদেশ পর্য্যটনের পর শৃঙ্গেরী মঠাধিপ বিদ্যাশঙ্কর সহ তাঁহার নানা বিচার হয়। বিদ্যাশঙ্করের অত্যুচ্চ স্থান মধ্বের নিকট অবনত হইল।'

বিশ্বকোষে উপরিউক্ত প্রসঙ্গটি কিছু অন্যভাবে লিখিত হইয়াছে—"নারায়ণ পণ্ডিত রচিত 'মধ্বাচার্য্য বিজয়' প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে লিখিত আছে—স্বয়ং বায়ু নারায়ণের আদেশে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ আবির্ভূত হইয়া মধ্বাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি বাল্যকালে অনন্তেশ্বরের মঠে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। নয়বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সনৎকুলোদ্ভব অচ্যুতপেক্ষাচার্য্যের (অপর নাম শুদ্ধানন্দের) নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার পর তিনি গুরুদত্ত পূর্ণপ্রজ্ঞ নাম লইলেন। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইয়াছিল। সংসার পরিত্যাগের পর তিনি আনন্দতীর্থ, আনন্দজ্ঞান, জ্ঞানানন্দ, আনন্দগিরি প্রভৃতি নামেও পরিচিত হইলেন।"

'মাতাপিতাকে না জানাইয়াই দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ তীর্থ। পরে অভিষেকান্তে তিনি আনন্দতীর্থ এই নামে এবং আচার্য্যত্ব প্রকাশের পর মধ্বাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন।' —গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে ঐতিহ্যবর্ণনপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বদরিকাশ্রমে শ্রীল ব্যাসদেবের দর্শন ও কৃপালাভের পর তাঁহার আদেশে তিনি ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য রচনা করেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বেদান্তের তিনটী ভাষ্য লেখেন। (১) শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্ বা সূত্রভাষ্যম্—ভাষ্যটি বৃহৎ। অন্যমতের স্পষ্ট খণ্ডন ইহাতে নাই। শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্ত

ও সঙ্গতি দেখানো হইয়াছে।

(২) অনুব্যাখ্যানম্ বা অনুভাষ্যম্—শ্লোকাকারে রচিত। এখানে অন্য মতবাদ খণ্ডন করিয়া নিজমত স্থাপন করা হইয়াছে।

(৩) অনুভাষ্যম্—এখানে বেদান্তের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্লোকাকারে সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—'সত্যতীর্থ নামক যতির সহিত শ্রীমধ্ব বদরিকায় গমন করেন। তথায় শ্রীব্যাসকে গীতাভাষ্য শ্রবণ করাইয়া সম্মতি গ্রহণ করেন। ব্যাসের নিকট হইতে অল্পকাল মধ্যেই নানাবিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। বদরিকা হইতে আনন্দমঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালেই শ্রীমধ্বের সূত্রভাষ্য রচনা শেষ হয়; সত্যতীর্থ তাহা লিখিয়া দেন। শ্রীমধ্ব বদরিকা হইতে গঞ্জামে গোদাবরী প্রদেশে গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত 'শোভন ভট্ট' ও 'স্বামীশাস্ত্রী' নামক পণ্ডিতদ্বয়ের মিলন হয়। তাঁহারাই শ্রীমধ্বপরম্পরায় পদ্মনাভতীর্থ ও নরহরিতীর্থ নাম লাভ করেন। উড়ুপীতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি একদিন সমুদ্রস্নানে যাইতে যাইতে পাঁচ অধ্যায়ে স্তোত্র রচনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় বিভোর হইয়া বালুকোপরি উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, দ্বারকার জন্য সংগৃহীত পণ্যদ্রব্যপূর্ণ একখানি নৌকা সমুদ্রে বিপন্ন হইয়াছে। নৌকাখানিকে বালুকায় প্রোথিত হইতে দেখিয়া নৌকা ভাসিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে নৌকাখানি তটে আসিতে পারিল। নৌবাহিগণ তাঁহাকে কিছু দিবার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি নৌকাস্থিত কিছু গোপীচন্দন গ্রহণ করিতে সম্মত হন। এক বৃহৎ গোপীচন্দন খণ্ড গ্রহণ করিলেন ও পথে আনিতে আনিতে বড়বন্দেশ্বর নামক স্থানে উহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্যে একটি সুন্দর বালকৃষ্ণমূর্ত্তি পাওয়া গেল। মূর্ত্তির এক হস্তে একটি দধিমন্থন দণ্ড, অপর হস্তে মন্থন-রজ্জু। কৃষ্ণলাভ হইলে তাঁহার দ্বাদশ স্তোত্রের অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায় সেইদিনই রচিত হইল। ত্রিশ-জন বলবান লোক ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় পরব্যোমস্থ সর্ব্বব্যাপী বায়ু হনুমানের বা ভীমসেনের অবতার শ্রীমধ্ব স্বয়ং মাধবকে তুলিয়া উড়ুপীতে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন। তাঁহার আটজন প্রধান শিষ্য সন্ন্যাসী উড়ুপীর অষ্টমঠের অধিপতি ছিলেন। বৃন্দারণ্যের অষ্ট গোপিকা যে প্রকার কৃষ্ণসেবা করেন, তদ্রূপ এই বালকৃষ্ণের সেবা শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বয়ং এবং তৎপরে উত্তর রাঢ়ী মঠের অধিপতি শ্রীমধ্বাচার্য্যগণ অষ্ট মঠাধিপ যতিগণের সাহায্যে পর পর করাইয়া থাকেন। আজও তাহাই চলিতেছে।'

বিশ্বকোষের বর্ণনায় জ্ঞাত হওয়া যায়—মধ্ববিজয়ে লিখিত আছে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য গীতাভাষ্য প্রণয়ন করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করেন এবং তথায় ব্যাসদেবকে ঐ গ্রন্থ উপহার দিয়াছিলেন। ব্যাসদেবও প্রীত হইয়া তাঁহাকে তিনটী শালগ্রাম শিলা অর্পণ করেন। এই শিলাত্রয় মধ্বাচার্য্যের যত্নে সুব্রহ্মণ্য, উদিপি, মধ্যতল এই তিন স্থানের মঠে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত শালগ্রাম ব্যতীত তিনি উদিপিতে এক কৃষ্ণমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও এইরূপ উপাখ্যান আছে—কোন বণিকের একখানি অর্ণবপোত দ্বারকা হইতে মলবারে গমনকালে তুলুবের নিকট গিয়া অকস্মাৎ ডুবিয়া যায়। সেই জলযানে এক কৃষ্ণবিগ্রহ গোপীচন্দন মৃত্তিকায় ঢাকা ছিল। মধ্বাচার্য্য দৈবজ্ঞানবলে তাহা জানিতে পারিয়া জল হইতে বিগ্রহকে উত্তোলনপূর্ব্বক উদিপিতে প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি উদিপি মধ্বাচারীদিগের প্রধান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইল। মধ্বাচার্য্য উদিপিতে কিছুকাল থাকিয়া ৩৭ খানি মূলগ্রন্থ ও কতকগুলি ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

(ক্রমশঃ)

ভক্ত প্রহ্লাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩৪ পৃষ্ঠার পর]

পৃথিবীতে যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে, তাহা আপনা-কর্ত্তৃকই হইতেছে। যাহা হইতে, যাহাতে, যদ্দ্বারা সবই আপনার স্বরূপ। আপনি কাহাকেও নিমিত্ত করিয়া রক্ষা-পালনাদি করিয়া থাকেন।

ষোড়শবিকারযুক্ত বহিরঙ্গা-শক্তি আপনারই শক্তি। এই বহিরঙ্গা-শক্তি হইতেই জীবের দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষাযুক্ত লিঙ্গ দেহ লাভ হয়। আপনি মায়াতীত স্বরূপশক্তিযুক্ত। আপনিই জীবকে বহিরঙ্গা-শক্তির নিষ্পেষণ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। আপনার অভয় পাদপদ্মে আমি শরণাগত হইতেছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

স্বর্গভোগাদির আকাঙ্ক্ষা যাঁহারা করেন এবং উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, সেই স্বর্গ প্রাপ্তির পরিণাম আমি দেখিয়াছি। আমার পিতা ভ্রূভঙ্গীর দ্বারা স্বর্গ দখল করিয়াছিলেন। সেই মহাপ্রতাপশালী পিতা আপনার হাতে নিহত হইলেন। আপনিই পরমেশ্বর।

সুতরাং আমি ধ্রুবের পদবী, ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য-রূপ পদবী কিছুই চাহি না, এই সমস্তই কালক্ষোভ্য।

এই মায়িক শরীর অশেষ রোগ ও দুঃখের কারণ। বিদ্বান্ ব্যক্তি মায়ামোহিত হইয়া বুঝিয়াও বুঝে না, কাম হইতে নিবৃত্ত হয় না। কামের ইন্ধনের দ্বারা কাম বর্দ্ধিত হয় ও অনলসদৃশ হইয়া ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত করে।

আমি রজস্তমোগুণযুক্ত অসুরকুলে জাত, অত্যন্ত ঘৃণ্য। আমার দুর্দ্দৈবের সীমা নাই, কিন্তু আপনি কৃপার সমুদ্র হইয়া এই দুর্গত জীবকে কৃপা করিয়াছেন, ব্রহ্মা-রুদ্র-লক্ষ্মীরও দুষ্প্রাপ্য পদ্মহস্ত আমার মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন।

আপনার উচ্চ-নীচ ভেদ দর্শন নাই। সর্ব্বত্র আপনার কৃপা সমভাবে বর্ষিত হইতেছে। আপনি কল্পতরুর ন্যায় সকলের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। আপনাকে যে যেভাবে ভজনা করেন, আপনিও সেই-ভাবে ভজনানুরূপ তাঁহার ইচ্ছা পূর্ত্তি করিয়া থাকেন।

আমি বিষয়াসক্ত হইয়া সর্পসঙ্কুল সংসার-কূপে পতিত ছিলাম। দৈববশতঃ আপনার নিজজন দেবর্ষি নারদ আমাকে কৃপা করায় আপনি আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার পার্ষদ দেবর্ষি নারদের অপরিসীম স্নেহ ও অহৈতুকী কৃপা আমি কখনই বিস্মৃত হইতে পারি না। তিনি আমার নিত্যারাধ্য গুরুপাদপদ্ম।

আপনার ভক্তের সম্বন্ধ ধারণ করি বলিয়া আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন, পিতৃদেবকে নিধন করিলেন। ইহাতে আপনার পক্ষপাত দোষ হয় নাই। কারণ আপনিই ত' সব, সমস্তই আপনার ভিতরে, আপনার বাহিরে কিছুই নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে আপনি ছিলেন, সৃষ্টির সময়েও আপনি থাকেন এবং সৃষ্টির পরেও আপনি থাকিবেন। ত্রিগুণাত্মক মায়াশক্তির দ্বারা জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গাদি কার্য্য হইতেছে। মায়া-বদ্ধ জীব তাহাতে ভেদ দর্শন করে। আপনি ত্রিগুণের কারণ হইয়াও নির্লিপ্ত। আপনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়াও কোথায়ও নাই। আপনি অধোক্ষজ। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত তুরীয় ভূমিকায় আপনার স্থিতি।

প্রলয়কালে আপনি কারণবারিতে শয়ন করিয়া নিদ্রিত থাকেন। যখন আপনার কোন ইচ্ছা হয় মায়িক জগতে সৃষ্টি-লীলা করিতে, তখন আপনার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা বহির্বিষয়ে ইন্দ্রিয় পরিচালিত করিয়া অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সহস্র দিব্য বৎসর পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও আপনাকে জানিতে সমর্থ হন না। অন্তর্ম্মুখী হইয়া বহুকাল সাধন করার পর ব্রহ্মার চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন তিনি আপনার গন্ধমাত্র অনুভব করেন। অবশেষে আপনার কৃপায় আপনার সহস্র হস্তপদযুক্ত বিরাট পুরুষকে দর্শন করিয়া তিনি সুখলাভ করেন।

আপনি হয়গ্রীবরূপে মধু ও কৈটভ দানবদ্বয়কে বধ করিয়া প্রলয়সাগর হইতে বেদোদ্ধার করতঃ ব্রহ্মাকে দেন। আপনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন।

'ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥'

—ভাঃ ৭।৯।৩৮

'এইভাবে আপনি নর, তির্য্যক, ঋষি, দেবতা ও মৎস্য প্রভৃতি অবতার কর্ত্তৃক ত্রিভুবন পালন করেন এবং জগৎদ্রোহীদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। হে মহাপুরুষ, আপনি যুগক্রমাগত ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন; আর কলিযুগে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আপনি ত্রিযুগ-নামে অভিহিত।'

[ভগবান্ সত্য ত্রেতা এবং দ্বাপরযুগে অসুরগণের বিনাশসাধন করিয়াছেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টা-বিংশ চতুর্যুগে শেষ দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। তাহারই পরবর্ত্তী কলিযুগে রাধাভাব বিভাবিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন। ঔদার্য্য-লীলাময় বিগ্রহ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দুষ্কৃতজনের বিনাশ সাধন না করিয়া নাম প্রেমপ্রদানের দ্বারা তাহাদিগের দুষ্কৃতিকেই বিনাশ করিয়াছেন। তিনি অপর তিন-যুগের ন্যায় অসুর সংহারের জন্য অস্ত্রধারণ করেন নাই। যেহেতু কলিকালে তিনি ছন্ন অর্থাৎ আত্ম-গোপন করিয়া অবস্থান করিয়াছেন। উহা অপর তিনযুগের ন্যায় সর্ব্বজন বিদিত নহে। এজন্য ভগ-বান্ ত্রিযুগ নামে অভিহিত। কলিযুগে লীলাবতার নাই, এইজন্য তাঁহাকে ত্রিযুগ বলা হয়।]

দুর্দ্দৈববশতঃ আপনার অবতারসমূহের অমৃতময়ী লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনে আমার রুচি নাই। আমি শোক, ভয় ও ধনাদি ভাবনা দ্বারা নিপীড়িত। আমার বহির্ম্মুখ পাপদুষ্ট মন আপনার কথায় প্রীতিলাভ করে না।

'জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥'

—ভাঃ ৭।৯।৪০

'হে অচ্যুত, স্বামীকে বহু সপত্নীর ন্যায় আমার অপরিতৃপ্ত জিহ্বা একদিকে, উপস্থ অন্যদিকে, চর্ম্ম ভিন্নদিকে, উদর অপরদিকে, কর্ণ পৃথক্ দিকে, নাসিকা ইতরদিকে, চঞ্চল দৃষ্টি একদিকে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় অন্যদিকে আমাকে আকর্ষণ করিয়া বিনাশ করিতেছে।'

হে নৃসিংহদেব! আপনি কৃপাময়, অসুরগণ মায়ামোহিত হইয়া পরস্পর শত্রুমিত্রভাবে ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছে। আপনি অজ্ঞানাচ্ছন্ন অসুরগণকে উদ্ধার করুন। আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। আপনি জন্ম স্থিতি ভঙ্গের কারণ, সুত-রাং আপনি উদ্ধারেরও কারণ হইতে পারেন।

[প্রহলাদের প্রার্থনা শুনিয়া নৃসিংহদেব যেন প্রহলাদকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে প্রহলাদ, তুমি ত' পাঁচ বছরের শিশু, অপরের উদ্ধারের জন্য তোমার এত চিন্তা কেন? মুনিগণ এই বিষয়ে চিন্তা করিবেন।]

'প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥'

—ভাঃ ৭।৯।৪৪

'হে দেব, প্রায়ই নিজমুক্তিকামী মুনিগণ নির্জ্জনে মৌনব্রত পালন করেন, পরার্থপর নহেন। দীনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করি না। তোমা-ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভ্রমণশীল লোকগণের রক্ষক দেখি না ॥'

(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্'ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য। আমরা সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী বা জ্ঞানী-অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত।

কে আমি ?

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

জ্ঞান ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবের মনে সর্ব্বপ্রথম যে প্রশ্নটির উদয় হয়, তা' হল, কে আমি ? সমস্ত আধ্যাত্মিকতার মূল উৎস এ প্রশ্নটীতে কে আমি ? এ প্রশ্ন হইতে সমগ্র দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সমুদ্ভূত হইয়াছে। কে 'আমি'র তত্ত্বানুসন্ধানে প্রাচীন কালে জ্ঞানী, যোগী, ঋষি ও মুনিবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সাধকগণও সাধনায় ছিলেন বা আছেন। 'আমি'র উত্তর অনুসন্ধান যারা পাইয়াছেন, তারা তত্ত্ববিদ জ্ঞানী পুরুষ বলে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

আমিটি কে বিচার করিবার যত্ন করা যাউক। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব একাদশদ্বার সংযুক্ত রক্ত মাংসাদি পূর্ণ চর্ম্মাবৃত পাঞ্চভৌতিক মৈথুন দ্বারা উৎপন্ন এই প্রাকৃত দেহই কি আমি ? তাহাও নহে। মহাপুরুষের সংকল্পে উৎপন্ন দেহ, এবং যোগিগণের যোগ প্রভাবে সৃষ্ট কায়ব্যূহ দেহ, মৈথুন দ্বারা উৎপন্ন দেহ অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ হইলেও এসব প্রাকৃত দেহই। পিতৃপুরুষ দেহ, দেবগণের দিব্যদেহ হইলেও প্রাকৃতই। সচরাচর ব্যবহারে প্রাকৃত দেহকে কেহই 'আমি' বলে না, শাস্ত্রও না।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আমি বলি না, আমার বলি, 'আমি' আমার সম্বন্ধ থাকায় আমার সঙ্গে 'আমি' ভিন্ন বস্তু। এই সমস্ত মধ্যে 'আমি' অবস্থিত নহে, দেহ 'আমি'তে অবস্থিত। আমার মনে চিন্তা করি, আমার বুদ্ধিতে বিচার করি, ইত্যাদি অন্তকরণ সূক্ষ্ম দেহও আমি নহে—আমার বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকি। এবং স্থূল দেহ সম্বন্ধীয় আমার পিতা, আমার মাতা, আমার স্ত্রী, পতি, পুত্র, কন্যা, আমার বাড়ী, গাড়ী, আমার জমিন ইত্যাদি আমার দেহ সম্বন্ধীয় আত্মীয় এবং দ্রব্য হইতে পৃথক্ 'আমি' তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

কর্ম্ম করি, ভোজন করি, পান করি, শ্রবণ করি, দর্শন করি, রস আস্বাদন করি, সুখ-দুঃখ ভোগ করি, ইত্যাদি কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব যুক্ত আমিত্ব পাই। কে এই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আমি ? প্রাণ, অপ্রাণ, সমান ইত্যাদি পঞ্চ প্রধান প্রাণই কি আমি ? তাহাও নহে, আমার প্রাণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। তবে কে আমি ?

লীলাময় সর্ব্বাবতারী ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণই, স্বয়ং সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া বারাণসীতে শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান কালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী, তথায় আসিয়া মিলিত হন, এবং তিনিও সদৈন্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন কে 'আমি' ?।

> কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
> ইহা নাহি জানি,— কেমনে হিত হয়॥
>
> —চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০২

শ্রীল সনাতন গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে 'আমি' ? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই তাপত্রয় আমাকে কেন জর্জ্জরিত করিতেছে, এবং আমার কিরূপে হিত হয়। ইত্যাদি।

পরিদৃশ্যমান জগতে যতপ্রকার স্থাবর, জঙ্গম বস্তুসমূহ দেখি, সেই সমস্তই দেহধারী, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, প্রত্যেক দেহের ইচ্ছা, ক্রিয়া দেখা যায়, সেই ক্রিয়াবান্ বস্তু দেহ হইতে নির্গত হইলে পর দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদ্যমান্ থাকিলেও ইচ্ছা ও ক্রিয়াই থাকে না। তাহাতে জানা যায় যে দেহে এমন এক বস্তু আছে, যাহার প্রভাবে সম্পূর্ণ দেহ ইচ্ছা, ক্রিয়া অনুভূতি সম্পন্ন হয়ে থাকে। যে বস্তু দেহ হইতে নির্গত হইলে পর দেহ ইচ্ছা, ক্রিয়াহীন অনুভূতিহীন হয়ে থাকে। সেই বস্তুই 'আমি'। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণে তাহাকে 'জীব' বা আত্মা বলিয়া আর্য্যঋষিগণ অভিহিত করিয়াছেন। জীবাত্মাই দেহে অবস্থান কালে আমি বলে পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। জীবাত্মার অস্তিত্বে দেহের অস্তিত্ব, জীবাত্মার অনস্তিত্বে দেহ অনস্তিত্ব। দেহে যতক্ষণ জীবাত্মা সংযুক্ত থাকে ; ততক্ষণই দেহ জীবিত। দেহ জীবাত্মার আশ্রয় বা

আধার, কিন্তু দেহ জীব নহে। দেহ স্বয়ং চেতন বা ইচ্ছা, ক্রিয়াদি করিতে পারে না। তথাপি জীবযুক্ত দেহকেই সাধারণতঃ জীব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রতম দেহধারী কীট পর্য্যন্ত জীব বলিয়া পরিচয় দেয়। জীবাত্মাই দেহে অবস্থান কালে দেহে তাদাত্মভাব প্রাপ্ত করিয়া আমার দেহ, আমার হস্ত, পদ ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। দেহ সম্বন্ধীয় আমার পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি স্থূল পরিচয় দেয়। আমার মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্ম দেহেরও পরিচয় প্রদান করে। এই জীবাত্মা কে? ইহার স্বরূপ কি? এবং কোথা হইতে প্রকাশিত হইয়া দেহে অবস্থান করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে?

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর কে 'আমি' প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রুতি, স্মৃতি ও সমস্ত শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংক্ষেপে এইভাবে প্রদান করিয়াছিলেন—

"জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ-কিরণ, যৈছে অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি হয়॥"

চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮-৯

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥"

বিঃ পুঃ ১।২২।৫৩

একস্থানস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বা আলোক যেরূপ বিস্তৃত, পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগৎ সেইরূপ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। জীবের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, জীব শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, তাহার ভেদাভেদাপ্রকাশ। যে প্রকার সূর্য্য আর সূর্য্যের অংশ কিরণ এবং অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গ। তেজোময় সূর্য্যের রশ্মি যে প্রকার এক অংশ, তাহাও পরমাণু পরিমিত তেজ, চিন্ময় পরমাত্মার এক শক্ত্যংশ জীব, তাহাও পরমাণু পরিমিত চিৎ। সূর্য্যের রশ্মি পরমাণু যে প্রকার প্রকাশিত, জীব শক্তিও তদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া পরমাত্মার শক্তি অভিব্যক্তির প্রকাশ। অনন্ত শক্তি বিশিষ্ট পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান।

"কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন—প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥
'অন্তরঙ্গা' 'বহিরঙ্গা' 'তটস্থা' কহি যারে।
অন্তরঙ্গা 'স্বরূপ-শক্তি' সবার উপরে॥
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে 'হলাদিনী' সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে 'সম্বিৎ' কৃষ্ণজ্ঞান করি' মানি॥

—চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৫০-৪

কৃষ্ণের এক চিচ্ছক্তিই 'সৎ', 'চিৎ', ও 'আনন্দ' এই তিন অংশে তিনরূপে প্রকাশ পান। আনন্দাংশে 'হলাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী' এবং 'চিদংশে' সম্বিৎ। সেই সম্বিদ্‌ই কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান। চিচ্ছক্তি স্বরূপ-শক্তি, তাহা হইতে বৈকুণ্ঠাদিধামে বৈভবানন্ত প্রকাশ। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডগণের অনন্ত বৈভব। তটস্থাখ্য জীবশক্তি হইতে বদ্ধ মুক্ত অনন্ত জীব প্রকাশিত।

চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীব শক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিনশক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥

—চৈঃ চঃ আঃ ২।১০১-৩

পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ চিদচিচ্ছক্তিযুক্ত চিন্ময় পরমেশ্বর অখিলশক্তি বিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশক্তি সমন্বিত, সর্ব্বজ্ঞ এবিষয়ে বৈষ্ণবাচার্য্য ভাষ্যকারগণও একমত।

অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্।
চিদচিচ্ছক্তি যুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥

—ভাঃ ৭।৩।৩৪

বেদান্ত জিজ্ঞাসাধিকরণে "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।" ১।১।১, সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্য তাহার প্রণীত শারীরিক ভাষ্যে "অস্তি তাবদ্ ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ বদ্ধ মুক্ত স্বভাবম্, সর্ব্বজ্ঞম্, সর্ব্বশক্তি সমন্বিত।" ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ বদ্ধ মুক্ত স্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি সমন্বিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সকলের আত্মা বলিয়া ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ। এখানে আচার্য্য

শ্রীপাদশঙ্কর ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্বা স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের শক্তির স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এবং "উপসংহার দর্শন্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি।" ২।১।২৪, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে পরিপূর্ণ শক্তিমান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—"পরিপূর্ণশক্তিং তু ব্রহ্ম, ন তস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা"। এই ভাষ্যের দৃঢ়তার জন্য তিনি শ্রুতির প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন—

"ন তস্য কার্য্য করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রীয়া চ।।"
—৩।৬।৮ শ্বেতঃ

"তস্মাৎ একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তি যোগাৎ ক্ষীরাদিবৎ বিচিত্র পরিণাম উপপদ্যতে।" আর "সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ।" ২।১।৩০ ব্রঃ সূঃ এই ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন "একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তি যোগাদুপপদ্যতে বিচিত্রো বিকার প্রপঞ্চ ইত্যুক্তং তৎ পুনঃ কথমবগম্যতে বিচিত্র শক্তিযুক্তং পরং ব্রহ্মেতি তদুচ্যতে।" এখানে তিনি জগৎ কারণ ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্বাদিগুণ ও শক্তির বিচিত্র বিকার প্রপঞ্চাদি স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং জীবশক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্ত্যংশ।

জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান।
গীতা-বিষ্ণু পুরাণাদি ইথে প্রমাণ।।
—চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১২

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা, তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।।
—বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১

বিষ্ণুশক্তি—স্বরূপশক্তি পরাশক্তি নামে অভিহিত। দ্বিতীয় শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি জীবশক্তি, এবং তৃতীয় শক্তির নাম অবিদ্যাকর্ম্মশক্তি বহিরঙ্গা মায়াশক্তি নামে খ্যাত। বিষ্ণুপুরাণ বচনে কিন্তু তিনশক্তিরই পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন "বিষ্ণুশক্তি পরাপ্রোক্তা ইত্যাদিষু বিষ্ণুপুরাণ বচনে তু তিসৃণামের পৃথক্ শক্তিত্ব নির্দ্দেশাৎ।" (পরমাত্মা সন্দর্ভ)

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।
—গীতা ৭।৫

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—"ইয়ং প্রকৃতির্বহিরঙ্গাখ্যা শক্তিঃ, অপরা অনুৎকৃষ্টা, জড়ত্বাৎ। ইতোহন্যাং প্রকৃতিং তটস্থাং শক্তিং জীবভূতাং পরামুৎকৃষ্টাং বিদ্ধি চৈতন্যত্বাৎ।" ইহাতে জানা যায় যে, জীবশক্তি চেতনময়ী চিদ্রূপাশ্রেষ্ঠা। ইহাতে স্পষ্ট হয় যে জীবশক্তি চৈতন্যস্বরূপ চিদ্রূপা শক্তি। স্থান ভেদে চিচ্ছক্তিও বলিয়াছেন। কিন্তু স্বরূপশক্তিরূপা চিচ্ছক্তি নহে বলিয়াছেন। তটস্থা জীবশক্তি স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে এবং মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে। ভাঃ ১০।৮৭।২০ টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—"ন বিদ্যতে বহির্বহিরঙ্গা মায়াশক্ত্যা অন্তরেণান্তরঙ্গ চিচ্ছক্ত্যা চ সম্যগ্ বরণং সর্ব্বথা স্বীয়ত্বেন স্বীকারে যস্য তম্।" এবমপ্রকার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির মধ্যে নিজরূপে স্বীকৃত না হওয়ায় জীবশক্তিকে স্বরূপশক্তি এবং মায়াশক্তি হইতে পৃথক্, তদুভয়ের মধ্যে স্থিত তটস্থা জীবশক্তি নামে পরিচিত।

তটস্থা অনন্ত জীবশক্তি সমষ্টিই জীবশক্তি নামক শক্তি। যেরূপ জলকণ সমূহের সমষ্টি যে প্রকার জলপদ বাচ্য, জলরাশির অণু অংশ যে প্রকার জলকণা জলপদ বাচ্য, তদ্রূপ তটস্থা সমষ্টি জীবশক্তিনামক শক্তির অংশ ব্যষ্টি জীবপদবাচ্য, সমষ্টি জীবশক্তি—শক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মার শক্তি। প্রত্যেক জীবের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা ব্যষ্টি জীব, এবং সমস্ত জীবের সমবেত সত্তা সমষ্টি জীব, জীবনামক সমষ্টি শক্তির অংশ শক্তিমানকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত ব্যষ্টি জীবশক্তির অভিব্যক্তি।

জীব যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপ অংশ ভূত, এবং জীব অনন্ত, কিন্তু এক নহে, ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। যথা—

"বালাগ্রশত ভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।।"
—শ্বেতাশ্বেতর ৫।৮

"যো যো দেবানাং প্রত্যবুদ্ধ্যত স এব তদভবৎ তথার্ষীণাং তথা মনুষ্যানাম," (বৃহঃ ১।৪) "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্।" (কঠ ২।২।১৩) ইত্যাদি উক্ত শ্রুতিসমূহ বাক্যে 'অনন্ত্যায়', 'দেবানাম্', 'ঋষি-

ণাম', 'মনুষ্যাণাম্', 'নিত্যানাম্', 'চেতনানাম্' প্রভৃতি পদ দ্বারা জীবাত্মার সংখ্যা বাচক বহুত্বই প্রতিপাদিত। জীবাত্মা সংখ্যায় বহু না হইত, তবে ঐ সমস্ত পদে বহুবচন প্রয়োগ হইত না। অদ্বৈতবাদিগণ জীব একত্ব স্থাপন করিয়াছেন। জীবের একত্ব বিষয়ে কোন শ্রুতির স্পষ্ট প্রমাণ নাই।

শ্রুতি-স্মৃতিতেও জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে। "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য"...মুণ্ডক ৩।১।৯; "অণুপ্রমাণাৎ" ১।২।৮ কঠ, "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" ভাঃ ১১।১৬।১১, সূক্ষ্ম বস্তু সমূহের মধ্যে আমি (ভগবান) জীব। জীবাত্মা এতক্ষুদ্র যে তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্র বস্তুর কল্পনা করা যায় না। 'সূক্ষ্মতা পরকাষ্ঠা প্রাপ্তো জীবঃ" (পরমাত্মা সন্দর্ভ) "নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ" ২।৩।২১ ব্রঃ সূঃ, এই সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও বেদান্ত বাক্যে জীবের অণুত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও ঐ সকল শ্রুতির ভাষ্যে ঐ একই প্রকার যুক্তির দ্বারা জীবের অণুত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অবশেষে "তদ্গুণসারত্বাতু-তদ্ব্যপদেশ প্রাজ্ঞবৎ" ২।৩।২৮, সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে জীবের অণুত্ব প্রতিপাদক ঐ সকল সূত্র পূর্ব্বপক্ষের উক্তি। জীব 'অণু' ইহা পূর্ব্বপক্ষের মত; কিন্তু সিদ্ধান্ত নহে। সিদ্ধান্ত এই যে জীব বিভু, অণু নহে। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব বিভু সর্ব্বগত, অণু নহে।

জীবাত্মা যে বিভু, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি একটি শ্রুতির বাক্য উল্লেখ করিয়াছেন। "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ং প্রাণেষু" ইত্যেবজাতীয়কা জীব বিষয়তা বিভুত্ব বাদাঃ শ্রৌতা স্মার্ত্তাশ্চ সমার্থতা ভবন্তি (শঙ্কর ভাষ্য) এই সেই মহান্ অজ আত্মা যিনি বিজ্ঞানময় এবং প্রাণসমূহে অবস্থিতি ইত্যাদি। এই জাতীয় জীববিষয়ক বিভুত্ব প্রতিপাদিত বাক্য শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা সমথিত। শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্য এই শ্রুতি বাক্যটিকে জীববিষয়ক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহা জীববিষয়ক নয়, পরন্তু ব্রহ্ম বিষয়কই সমগ্র শ্রুতিটি দেখিলেই বুঝা যাইবে।

"স বা এষ মহানজ আত্মা সোঽয়ং বিজ্ঞানময়ং প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ" বৃহ ৪।৪।২২, প্রাণেষু শব্দ দেখিলে শ্রুতিটি জীববিষয়ক বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী অংশে "সর্ব্বস্যবশী", সর্ব্বস্যেশানঃ, সর্ব্বস্যাধিপতিঃ, সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে জীব প্রতিপাদক নহে, ব্রহ্ম প্রতিপাদক। ঐ সকল শ্রুতিবাক্য হইতেছে ব্রহ্মপ্রকরণের, জীব প্রকরণের নহে। (বৈষ্ণবগণের মত) কিন্তু জীবের বিভুত্ববাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, বা শ্রীপাদ রামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেহই স্বীকার করেন নাই। সুতরাং জীব পরিমাণ অণুই।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় জীবও জন্মরহিত। শ্রুতি, স্মৃতি ও বেদান্ত সকলেই জীবাত্মাকে ব্রহ্মের ন্যায় নিত্যত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—"নাত্মা শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" ২।৩।১৬ ব্রঃ সূঃ, শ্রুতি, স্মৃতিতে জীবের উৎপত্তির উল্লেখ নাই, আত্মা নিত্য বলিয়াছেন।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"
—১।২।১৮ কঠ

শ্রুতিতে আত্মা জাত হয় না, মৃত্যুও হয় না, এই আত্মা কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হয় নাই, কোন কিছুও ইহা হইতে হয় নাই। জীবাত্মা জন্মরহিত, নিত্য শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও এই জীবাত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, স্মৃতিতে তাহাই বলিয়াছেন। যথা—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং
ভুত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"
—গীতা ২।২০

জীবাত্মা জন্মরহিত নিত্য ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্ত-

মান, এই কালত্রয় তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে না ; জন্ম মৃত্যু নাই অথবা উৎপত্তি বৃদ্ধি হয় না, পুরাণতন শরীর নাশ হইলেও আত্মা নাশ হয় না। "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবোম্রিয়ত।" সামবেদীয় ছাঃ ৬।১১।৩, এ-শরীরেরই মৃত্যু হয়, জীবাত্মার মৃত্যু হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে নয়দিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদ প্রার্থনা মুখে নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবি-র্ভাব ও মাধ্যাহ্নিক-লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে বিগত ২৫ ফাল্গুন (১৪০১), ১০ মার্চ্চ (১৯৯৫) শুক্রবার হইতে ৩ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত নয়দিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছেন। উক্ত মহদ্‌নুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। পশ্চিমদেশীয় ভক্তগণের এইরূপ বিপুল সমাবেশ পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। সহস্রাধিক নরনারীর থাকিবার জন্য গৃহাদির সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও স্থানের সঙ্কুলান না হওয়ায় বহু ব্যক্তি গৃহের অলিন্দে ও নাট্যমন্দিরে অবস্থান করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীশচী-নন্দন ব্রহ্মচারী সহ মোটরকারযোগে ২৩ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ বুধবার প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ উক্তদিবস মধ্যাহ্নে শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে শুভ পদার্পণ করেন অতিথিগণের অবস্থান ও সৎকারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা বিষয়ে পরিদর্শনের জন্য।

২৫ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস দিবসে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন ভবনে অনুষ্ঠিত বিশেষ ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব পরি-ক্রমার প্রাক্ প্রস্তুতিবিষয়ে এবং শ্রীধামমায়াপুর ও ঈশোদ্যানের মহিমা শাস্ত্রপ্রমাণসহ বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া বলেন। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য গ্রন্থও পঠিত হয়। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক বাংলা ও হিন্দী ভাষায় অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পরমার্থী মহারাজ।

২৬ ফাল্গুন ১১ মার্চ্চ শনিবার আত্মনিবেদন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ; ২৭ ফাল্গুন ১২ মার্চ্চ রবি-বার শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্ত দ্বীপ ; ২৮ ফাল্গুন ১৩ মার্চ্চ সোমবার একাদশী তিথিবাসরে কীর্ত্তন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও স্মরণ ভক্তিক্ষেত্র শ্রীমধ্য-দ্বীপ ; ৩০ ফাল্গুন ১৫ মার্চ্চ বুধবার পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ, অর্চ্চনভক্তিক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ,

বন্দনভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও দাস্যভক্তিক্ষেত্র, মোদদ্রুমদ্বীপ এবং ১ চৈত্র ১৬ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার সখ্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্য-কীর্ত্তনসহ অগ্রসর হইলে ভক্তগণও মহোল্লাসে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করেন। সংকীর্ত্তনে ভক্তগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ব্যতীত মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পরমার্থী মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, আনন্দপুরের শ্রীসুদর্শন দাস ও নিউদিল্লীর শ্রীযোগেশ। মৃদঙ্গবাদনে আনন্দপুরের ভক্তগণের হার্দ্দ্য সেবা-প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ স্থানে স্থানে বসিয়া প্রত্যেক স্থানের মহিমা শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

প্রথম দিন শ্রীধামমায়াপুর-পরিক্রমা দিবসে এবং চতুর্থদিন সহর নবদ্বীপ-চাঁপাহাটী-বিদ্যানগর-মামগাছি পরিক্রমা দিবসে শ্রীগৌরবিগ্রহ শিবিকারোহণে সৌভাগ্যবান্ ভক্তগণকে স্কন্ধে বহনরূপ সেবার সুযোগ প্রদান করতঃ কৃতার্থ করেন। প্রথম দিন অপরাহ্ণ ২-৩০ ঘটিকায় এবং চতুর্থ দিন রাত্রি ৯-৩০ ঘটিকায় ভক্তগণ পরিক্রমণান্তে শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চতুর্থ দিবস অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় বিদ্যানগরে পরিক্রমাকারী ভক্তগণ এবং তৎপশ্চাতে স্থানীয় গ্রামের নরনারীগণ মহাপ্রসাদ সেবা করেন। বিদ্যানগরের নরনারীগণের সেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ ভক্তগণকে মামগাছি হইতে গঙ্গার তটে আনয়নের জন্য ৪টী বাস রিজার্ভ করা হইলেও তাহাতে সঙ্কুলান না হওয়ায় পুনরায় একটী বাসকে মামগাছি যাইতে হইয়াছিল অবশিষ্ট যাত্রিগণকে আনিবার জন্য।

দ্বিতীয় দিবস সীমন্তদ্বীপ, বেলপুকুর, শোনডাঙ্গা পরিক্রমণান্তে ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী 'আমবাগানে' খিচুরী প্রসাদ এবং তৃতীয় দিবসে শ্রীনৃসিংহপল্লীতে অপরাহ্ণে ব্রতানুকূল ফলমূল অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন। 'আমবাগানে' স্থানীয় অধিবাসিগণের ভক্তসেবা-প্রবৃত্তি সাধুগণের হৃদয়োল্লাস বর্দ্ধন করে। তৃতীয় দিবস সরস্বতী নদী এবং চতুর্থ দিবস গঙ্গানদী নৌকাযোগে পারাপার করিতে হয় ভক্তগণকে। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপরিসীম কৃপায় আবহাওয়া অনুকূল থাকায় এবং অতিরিক্ত সূর্য্যতাপ না থাকায় ভক্তগণ আনন্দে পরিক্রমা করেন।

২৯ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ মঙ্গলবার দ্বাদশীতিথিতে শ্রীমঠে পরিক্রমাকারী ভক্তগণের বিশ্রাম অবস্থান হয়। রাত্রিতে শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশনে বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ সংস্কৃত শিক্ষা অনুশীলন ও বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন এবং বিদ্যাপীঠের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিয়া শুনান। কতিপয় ব্যক্তি বিদ্যাপীঠের নূতন সদস্য নিযুক্ত হন।

২ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা—সমস্তদিবসব্যাপী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পারায়ণ, সন্ধ্যাকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরাবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ এবং শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক পূজা-ভোগরাগ-আরতি-সংকীর্ত্তন-সহযোগে উদ্‌যাপিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক-পূজাদি সম্পাদিত হয় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরাবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ করেন। রাত্রি ৯ ঘটিকায় ভক্তগণকে ফল-মূল প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ভক্তগণ উপবাসসহযোগে ব্রত পালন করেন। উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সংকীর্ত্তনভবনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন (Annual General Meeting) এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার ভিক্ষা সংগ্রহে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন—(১) বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় ও বিহারে শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর নারসিংহ মহারাজ—তাহার সহায়ক শ্রীবাসুদেব দাস (২) মেদিনীপুর, পুরুলিয়ায় ও বাঁকুড়ায় শ্রীগোপাল প্রভু, শ্রীকরুণাময় বনচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী (৩) মেদিনীপুর জেলায় সুতাহাটা ও মেচেদাদি অঞ্চলে শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও কলিকাতা মঠের শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী। যাত্রিগণের বাসস্থান ও প্রসাদসেবনের ব্যবস্থায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, পরিক্রমা-কালে যাত্রিগণের রিক্সার ব্যবস্থার সৌকর্য্যার্থে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং গ্রন্থ বিভাগের ব্যবস্থায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরি-ব্রাজক মহারাজ মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন।

শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ হিসাব-পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত (Audited Report) ১৯৯৩-৯৪ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সভায় উপস্থাপিত করেন এবং সদস্যগণের নিকট পাঠ করিয়া শুনান। সমর্থন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ এবং উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত Audited Report-এ সহি করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ।

বৈষ্ণবাচার্য্যের নির্য্যাণে এবং ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের এবং মঠের শুভানুধ্যায়িগণের স্বধাম-প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বিরহবেদনা জ্ঞাপন করেন—

(১) পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ (শ্রীমায়াপুর), শ্রীননীগোপাল বনচারী (চণ্ডীগড় মঠ), শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী (কলিকাতা), শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী (শ্রীমায়াপুর), শ্রীভগবান দাস প্রভু (বৃদ্ধ, সরভোগ, আসাম), শ্রীমহেশ্বর প্রসাদ দাসাধিকারী (শ্রীমেঙ্গারামজী, দেরাদুন), শ্রীসুন্দর-দাসজী (দেরাদুন), শ্রীজিতেন দত্ত (কলিকাতা), শ্রীমুরারিমোহন দাস (দেরাদুন), শ্রীত্রিলোকচাঁদ আগরওয়াল (পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী), শ্রীমদনগোপাল আগরওয়াল (হোশিয়ারপুর), ডক্টর জ্যোতিষ চন্দ্র দে, (কলিকাতা) শ্রীউপেন্দ্র দাসাধিকারী (ধনুভাঙ্গা, গোয়ালপাড়া), শ্রীঅরুণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাণী মিত্র।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ চৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় যত্নের জন্য পাঞ্জাবের জলন্ধর নিবাসী শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারীকে (শ্রী-কেবলকৃষ্ণ দাসকে) "ভক্তিরত্ন" এবং হরিয়াণার আম্বালাক্যাণ্টনিবাসী কেপ্টেন শ্রীতুলসীরামজীকে "ভক্তিভূষণ" গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন।

ভক্তিশাস্ত্রানুশীলনে উৎসাহ প্রদানের জন্য শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীগৌর-পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষা গৃহীত হয়।

হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের সেবা-প্রযত্নে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের সহায়তায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম-স্কন্ধের অভিনব-সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় ভাগবতানুশীলন-কারী বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৩ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ শনিবার শ্রীজগন্নাথমিশ্রের আনন্দোৎসবে অগণিত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত মহোৎসবের পূর্ণানুকূল্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণের অশেষ আশীর্ব্বাদভাজন হন। এতদ্-ব্যতীত দ্বাদশী তিথিতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী পাদের তিরো-ভাব তিথিতে আনুকূল্য করিয়া জম্মুর শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র (শ্রীরাসবিহারী দাস) এবং বৈষ্ণবসেবায় স্থূল আনুকূল্য করিয়া আসামের কোকরাঝাড়ের ডক্টর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবনাথ (শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী) শ্রীল আচার্য্যদেবের ও বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

১ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার গৌরাবির্ভাব অধিবাস বাসরে দিবসে শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের স্নেহাকর্ষণে মঠের ত্যক্তাশ্রমী বৈষ্ণবগণ এবং পশ্চিমদেশীয় ভক্তগণ তথায় অনুষ্ঠিত মহোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। ভক্তগণ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীসুন্দরদাসজী, রাজপুর রোড, দেরাদুন ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের দেরাদুন (১৮৭ ডি, এল্ রোড)-স্থ শাখা মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ও সাহায্যকারী ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীসুন্দরদাসজী হৃষীকেশ হরিদ্বার দর্শনান্তে দেরাদুন প্রত্যাবর্তনকালে দেরাদুনের নিকটবর্ত্তী স্থানে মোটরগাড়ী দুর্ঘটনাকে নিমিত্ত করিয়া বিগত ২৫ পৌষ (১৪০১), ১০ জানুয়ারী (১৯৯৫) মঙ্গলবার শুক্লা নবমী তিথিতে স্বধাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার আকস্মিক স্বধাম প্রাপ্তির সংবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই মর্ম্মাহত। দেরাদুন মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী প্রথমে এবং পরে শ্রীসন্দরদাসজীর পুত্র শ্রীপুষ্কর রাজজী উক্ত দুঃসংবাদ প্রদান করেন। শেঠ শ্রীসুন্দরদাসজী ধনাঢ্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়াও নিরভিমান ছিলেন। দেরাদুন মঠের সমুন্নতির জন্য তিনি নিষ্কপটভাবে প্রচেষ্টা করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা সহাস্য বদন ছিলেন। নিষ্কপট ও অমায়িক স্বভাবের দ্বারা তিনি সাধুগণের হৃদয়কে জয় করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ মহারাজকে আন্তরিকভাবে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। যখনই শ্রীল আচার্য্যদেব দেরাদুনে পৌঁছিতেন, তিনি তখনই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইতেন হরিকথা শ্রবণের জন্য। প্রতি একাদশীতে তাঁহার গৃহে ভক্তগণ একত্রিত হন হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের জন্য।
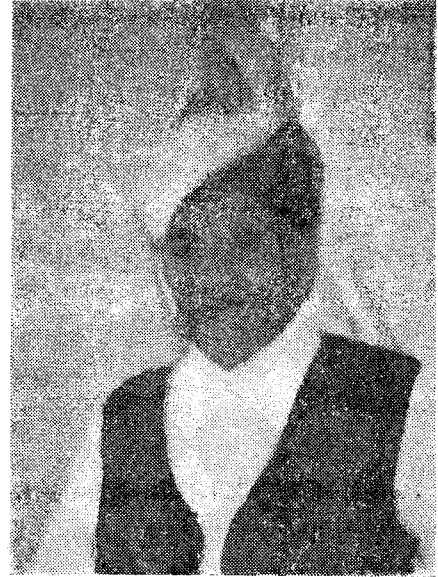
ইনি বিগত ১৯২৪ সালে ১লা আগষ্ট ঝেনাম জেলান্তর্গত পিণ্ডাদান স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। স্বধাম প্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭০।

তাঁহার শেষ পারলৌকিক কৃত্য ১২ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হরিদ্বারে সুসম্পন্ন হয়। পিতৃভক্তি-পরায়ণ পুত্র শ্রীপুষ্কররাজজী যথারীতি যাবতীয় করণীয় কার্য্য সম্পাদনে ব্যবস্থা করেন। ভক্তপ্রবর শ্রীসুন্দরদাসজীর আত্মার নিত্যকল্যাণের জন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের পাদপদ্মে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং বৈষ্ণবগণ প্রার্থনা-জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীতিলকরাজ গোয়েন্দি, লুধিয়ানা (পাঞ্জাব) ঃ— নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীহরি-নামমন্ত্রে দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য পাঞ্জাবপ্রদেশে লুধিয়ানা-নিবাসী (বি-১১-৮৬৫, কুচা লক্ষ্মীনারায়ণজী) শ্রীতিলকরাজজী গোয়েন্দি বিগত ১৩ মাঘ (১৪০১), ২৭ জানুয়ারী (১৯৯৫) শুক্রবার সন্ধ্যা ৭-১৫ মিঃএ কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে নিজালয়ে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধাম প্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬২ বৎসর। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি লুধি-য়ানা সহরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে পুত্র-পরিজনবর্গসহ উৎসাহের সহিত যোগদান করতঃ সহায়তা করি-তেন। তিনি পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে যাইয়া ধর্ম্ম-সম্মেলনে যোগ দিতেন। পাঞ্জাব-প্রচারের অন্যতম মুখ্য স্তম্ভ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের পরি-চালক সমিতির সদস্য লুধিয়ানানিবাসী স্বধামগত শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর (শ্রীনরহরি দাসাধিকারী প্রভু) তাঁহার ভগ্নীপতি ছিলেন।

গত ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে তিনি রোপরে ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের পর চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে গিয়াছিলেন। চণ্ডীগড়ে গুরুতর-রূপে অসুস্থ হইলে তাঁহার পুত্র শ্রীরাজেশ গোয়েন্দি তাহাকে লুধিয়ানায় নিজালয়ে লইয়া গিয়া সুচিকিৎ-সার ব্যবস্থা করেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ জলন্ধর ও হোশিয়ারপুরে প্রচারান্তে সদলবলে লুধিয়ানায় পেঁৗছিলে তাঁহার গৃহে ত্রিদণ্ডিযতিগণ সহ উপনীত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। শ্রীতিলকরাজজীর ২৭ জানু-য়ারী (১৯৯৫) স্বধাম প্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া চণ্ডী-গড় মঠ হইতে শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষি-কেশ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাজারামজী সঙ্গে সঙ্গে লুধিয়ানায় পেঁৗছিয়া বৈষ্ণববিধানানুসারে দাহকৃত্যে সহায়তা করেন।

ইনি পাকিস্তানে শিয়ালকোট জেলায় জোড়িয়া খাসে ৮ই আগষ্ট, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ইহার পিতা লালা রালারামজী এবং জননী শ্রীমতী সোহনদেবী।

ইঁহার স্বধাম-প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ, বিশেষতো পাঞ্জাব প্রদেশের ভক্তগণ বিরহ সন্তপ্ত।
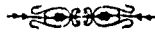
ইং ১৯৯৫ সালে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গৌরপূর্ণিমা-তিথিবাসরে (২ চৈত্র, ১৪০১ ; ১৭ মার্চ্চ, ১৯৯৫ শুক্রবার) গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

গুণানুসারে

দ্বিতীয় বিভাগ

(১) শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীরাজকুমার গর্গ), ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব)

(২) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাসাধিকারী (শ্রীকমলাকান্ত দাস), আনন্দপুর, মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ)

তৃতীয় বিভাগ

(৩) শ্রীজিতেন্দ্র দাসাধিকারী, শিলিগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ)

(৪) শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজা), জনকপুরী, নিউদিল্লী

(৫) শ্রীদীনতারণ দাস ব্রহ্মচারী, গোয়ালপাড়া (আসাম)

(৬) শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারী (শ্রীশ্যামল চন্দ্র আচার্য্য), ফলাকাটা, জলপাইগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ)

(৭) শ্রীভোলানাথ মাহাত, মৃগীপাহাড়ী, পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,

(৫) গীতমালা ,, ,, ,,

(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,

(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,

(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,

(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,

(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,

(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত

(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১০০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৬৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৫শ বর্ষ — শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২ — ৪র্থ সংখ্যা
১৬ ত্রিবিক্রম, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ৩০ মে ১৯৯৫

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

পথ দ্বিবিদ,—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃ কথা অনেক সময়ে প্রেয়ের ন্যায় প্রাকৃত হৃৎকর্ণ রসায়ন নাও হইতে পারে। কিন্তু প্রেয়ঃ কথা সকল সময়েই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর। শ্রোতা অধিকাংশস্থলেই মনে করেন, 'আমি যাহা ভালবাসি, বক্তার মুখ হইতে তাহাই বহির্গত হউক্'; কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থী মনে করেন যে, 'আপাততঃ আমার অরুচিকর হইলেও নিরপেক্ষ সত্যকথাই আমি শ্রবণ করিব।' মানুষের রুচি রকম রকম, কতকগুলি ব্যক্তি ভাবুকশ্রেণীর, কতকগুলি বিচারক, কতকগুলি সংশয়াত্মা বা সন্দেহবাদী ইত্যাদি। আমরা যে-রকম সমাজ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি, তজ্জাতীয় চিন্তাস্রোত বা রুচিতেই আমাদের অনেকটা ঝোঁক দেখা যায়। অন্য কথা আমাদের নিকট বড়ই বিরুদ্ধ [revolutionary], অশ্রুতপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়। কিন্তু আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ধৈর্য্যের সহিত শ্রবণ করিব এবং শ্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য কিম্বা আপাতরমণীয় প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণই মানব জীবনের কর্ত্তব্য, তাহাও নিষ্কপটভাবে বিচার করিব। যদি শ্রেয়ঃপন্থা চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও 'শ্রৌতবাণীই' শ্রবণ করিব। শ্রুতি বলেন,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণি শ্রোত্রীয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" শ্রীমদ্ভাগবতও সেই কথা সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়া বলেন,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥"

আপনি দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন, কিন্তু আপনার দেশের সকল লোকের ত' এদিকে রুচি উৎপন্ন হয় না। "গুরু" বৈষ্ণবকেও করা যায়, আবার অবৈষ্ণবকেও 'গুরু' বলা যায়। কিন্তু—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ ॥"

আমরা তাদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিব, যিনি শতকরা শতভাগই [১০০%] ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। নতুবা আমি ত' তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগ [১০০%] হরিসেবায় রত হইব না। শ্রীচরিতামৃতও বলিয়াছেন,—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়—
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায় ॥"

'Platform speaker' or 'Professional priest' গুরু হইতে পারেন না। আমি বিজ্ঞাপন পড়িলাম, ঝাড়ুদারের কার্য্যে আমার ভাগবত পাঠ অপেক্ষা বেশী টাকা পাওয়া যায়, অমনি আমি ভাগবত পাঠকের কার্য্য ছাড়িয়া ঝাড়ুদারের কার্য্যের জন্য আবেদন-পত্র পেস করিব। মানুষ সর্ব্বক্ষণ যদি হরিভজন না করেন, তাহা হইলে ত' তিনি ভগবানের নাম-বলে ইতরবিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার যত্ন করিতেছেন। এই 'নাম-বলে পাপবুদ্ধি' একটী মহাপরাধ। তাঁহার যেমন দশটা কাজ আছে, দশ মিনিট বেড়াইতে হয়, পনের মিনিট খাইতে হয়, বিশ মিনিট লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার করিতে হয়, তদ্রূপ ভাগবত পড়াও দশটা কাজের ভিতরে একটা কাজ। ভাগবত-সেবাই যদি তাঁহার কার্য্য হয়, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক পদবিক্ষেপে প্রত্যেক গ্রাসে প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত হরিসেবা করিবেন।

Stipend holder or a eontractor cannot explain the Bhagabat. First of all refrain from approaching the professional priest. See whether he devotes his time fully to the Bhagabat or not. পরব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তির সমস্ত সময় সেবাময়। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥"

পুরাণতীর্থ হইলেই যে ভাগবতের আদর্শ অনুসারে তাঁহার জীবন পরিচালিত করিতে পারিয়াছেন, এমন নহে। স্কুল-কলেজের শিক্ষক বা অধ্যাপকের সঙ্গে যে সম্বন্ধ ভাগবত-ব্যাখ্যাতার সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধ নহে। যে অধ্যাপক ছাত্রদিগকে মনোরমভাবে পড়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনি উত্তম অধ্যাপক বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহার জীবন বা চরিত্র যাহাই থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভাগবত-ব্যাখ্যাতার প্রতি সেরূপ দৃষ্টান্ত খাটিবে না। যিনি 'ভাগবত-ব্যাখ্যাতা' হইবেন, তাঁহার নিজে 'ভাগবত' হওয়া চাই। অর্থের লোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূপ পশ্চাৎটান থাকিলে তিনি লোকচিত্তরঞ্জক ভাগবত-পাঠক হইয়াও 'ভাগবত' হইতে বহু দূরে। তাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের বাস্তব-সত্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"
—ভাঃ ৩।২৫।২৫

"সতাং প্রসঙ্গাৎ"—কথাটি লক্ষ্য করিবেন। 'হৃৎকর্ণ-রসায়ন' বলিতে বহির্ম্মুখের ইন্দ্রিয়তর্পণজনক নহে, পরন্তু সেবোন্মুখের চিদিন্দ্রিয়-রসায়ন বা সেবা-লৌল্যপর।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা, এই পুরীধামে গোপীনাথমিশ্র-নামে এক উৎকল পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে ভাগবত-পাঠের পাঠী হইয়া জনৈক স্বাভাবিক ভাগবত, ভাগবত পাঠ করিয়া বিদ্ধভক্তি-স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া জগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের আকর স্বরূপ হইয়াছেন। তিনিই শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের সন্নিকটে ভক্তি-মণ্ডপের তলদেশে শুদ্ধ ভগবদালোচনার ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্ত্তমান জগতে তাঁহার আনুগত্যেই ভাগবত পাঠ ও হরিকীর্ত্তন সম্ভবপর হইয়াছে। ঢঙ্গকুল বা কপট সমাজ স্ব-স্ব অসদভিপ্রায় লইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবের স্থানে পড়িতে হইবে। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" যে ব্যক্তি নিজে 'শ্রীমদ্ভাগবত' নয় তাহার মুখে 'শ্রীমদ্ভাগবত' কীর্ত্তিত হয় না। সেই

ব্যক্তি তাঁহার মুখে 'শ্রীমদ্ভাগবত' কীর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া অপর লোকের বিবর্ত উৎপন্ন করে মাত্র। নিজে বঞ্চিত, তাই অপরকেও বঞ্চিত করে। বঙ্গদেশে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা মৎস্য খান, ভাগবত নিন্দিত স্ত্রী-সঙ্গ, গৃহব্রতধর্ম্ম ও নানা অসদাচরণ করিয়া থাকেন, অথচ 'ভাগবত পাঠী' বলিয়া মুখে বলেন, তাঁহাদের জিহ্বায় কি-প্রকারে অভিন্ন ভগবদ্বস্তু 'ভাগবত' নৃত্য করিতে পারেন? যাঁহার চরিত্র খারাপ, কামের চিন্তা যাঁহার প্রবল, যাঁহার প্রতিষ্ঠা ও অর্থ আবশ্যক, তিনি কখনও শ্রীমদ্ভাগবত পড়েন না,—শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবার ছলে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ করেন মাত্র। অথচ এই শ্রেণীর লোক বলেন,—যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ 'ভাগবত' পড়েন, তাহাদিগের হরিসেবার অর্থ বন্ধ করিয়া দাও, রেলের ভাড়া বন্ধ করিয়া দাও!" পরন্তু ভাগবতদিগকেই সকলে সেবা করিবেন।

যে গুরুদেব সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন, আমি সৌভাগ্যবান্ হইলে সেই গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিতাম। পণ্ডিত কে? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"পণ্ডিতো বন্ধ-মোক্ষবিৎ" (ভাঃ ১১।১৯।৪১)

আবার আমরা অনেক সময় মনে করি, আমাদের 'ভাগবত' পড়িয়া, মন্ত্র দিয়া ঠাকুর দাঁড় করাইয়া পেট-পূজা করাকে যাঁহারা গর্হণ করেন,—যাঁহারা সত্য-সত্য ভাগবত পড়েন, ঠাকুর সেবা করেন, জগতের লোককে 'শুদ্ধ বৈষ্ণব' করেন, আমরা কেনই বা না তাঁহাদের গলা টিপিব, আমাদের গর্হিত কার্য্য সমর্থনের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া বলিব, তাহারাও ত' ভিক্ষা করে, তাহাদেরও ত' অর্থের আবশ্যক হয়!! পরন্তু বিষয় তাহা নহে, যাঁহারা সত্য-সত্য 'ভাগবত' পড়েন, ঠাকুর সেবা করেন, তাহাদিগকেই সমস্ত দিতে হইবে, তাঁহাদিগেরই সমস্ত বস্তু, তাঁহারা আমার মত ভোগ করেন না, অথবা ঠাকুর সেবার ছল করিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করেন না। কিম্বা ভগবত-সেবোপকরণকে প্রাপঞ্চিক-বোধে ত্যাগ করিয়া ফল্গু বৈরাগীর জড়প্রতিষ্ঠাও সংগ্রহ করেন না।

লোকের কাছে 'নিরপেক্ষ সত্য' বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়—এই ভয়ে আমি যদি সত্য কথা কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি 'তাহা হইলে ত' আমি শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌত পন্থা গ্রহণ করিলাম, আমি 'অবৈদিক'—'নাস্তিক' হইলাম। সত্য-স্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের লেখক গ্রন্থের গোড়ায়ই লিখিয়াছেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥"
—ভাঃ ১১।২৬।২৬

গুরু কখনও 'প্রেয়ঃ-পন্থা' স্বীকার করেন না, তিনি—শ্রেয়ঃপন্থী। তাঁহার গুরুর নিকট হইতে তিনি যেরূপ সত্যপথে বিচরণ করিবার শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই তিনি অপরকে বলেন। গুরুকে কেহ যদি বলেন,—"গুরুদেব! আমি মদ খাইতে চাই!" গুরু যদি শিষ্যকে তাহাতে প্রশ্রয় না দেন, তবেই ত' আমরা 'আমার মনের রুচির অনুকূল বস্তু দিলেন না' বলিয়া তাঁহাকে গুরুপদ হইতে খারিজ করি। আর যিনি আমার ঐরূপ ইন্দ্রিয় যজ্ঞে ইন্ধন প্রদান করিতে পারেন, আমরা তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া থাকি। আমরা অনেক সময়ে 'গুরু' করি—মঙ্গল বা শ্রেয়ের জন্য নহে, পরন্তু আমাদের প্রেয়োলাভের জন্য। গুরুকরণ কার্য্যটা বর্ত্তমানকালে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে নাপিত ধোপা রাখার ন্যায় একটা লৌকিক বা কৌলিক ধারা, আর এক শ্রেণীর মধ্যে একটা 'ফ্যাসন'।

সত্য জানিবামাত্রই আমার তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যার যতটুকু আছে উহার এক মুহূর্ত্তও বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত। খট্বাঙ্গ রাজা জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্তকাল, অজামিল মাত্র মৃত্যুকালটি হরিভজনে নিযুক্ত করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বলিতে পারি, আমাদের কর্ত্তব্য-কার্য্য বাকী আছে; কিন্তু "বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ"। অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি সব জন্মেই করা যাইবে, কিন্তু জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজন এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্য সময়ে সম্পন্ন হইবে না। শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক শক্তি-উপাসক ব্রাহ্মণের রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামে একটি পুত্র ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুর্গোৎসব আগতপ্রায় দেখিয়া পুত্র রামকৃষ্ণকে কতকগুলি ছাগ-মহিষাদি শক্তিপূজার

আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের ছাগ-মহিষগুলি লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুর মহাশয় রামকৃষ্ণকে ছাগমহিষগুলির বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, রামকৃষ্ণ নিষ্কপটে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পিত্রাদেশের কথা ব্যক্ত করেন। ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশে রামকৃষ্ণের চিত্ত ফিরিয়া যায়। তিনি ছাগ ও মহিষগুলি ছাড়িয়া দেন এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্রব্যসম্ভার বিশেষতঃ পূজার মহিষ ছাগগুলির জন্য পথপানে চাহিয়া রহিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন, আত্মজ এবার মায়ের পূজার জন্য উৎকৃষ্ট ছাগ-মহিষ ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিবে; কিন্তু পুত্রকে রিক্তহস্তে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামকৃষ্ণ, তুমি মায়ের পূজার জন্য ছাগ আনিয়াছ কি"? রামকৃষ্ণ উত্তর করিল "পিতঃ! আমি ছাগমহিষগুলি ক্রয় করিয়াছিলাম বটে কিন্তু পথে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি। আর আমি আজ একজন পরমবৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি"। এইরূপ কথায় বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের কিরূপ ক্রোধের উদয় হইতে পারে, তাহা আপনারা সকলেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"রামকৃষ্ণ, আজ তুমি পিত্রাদেশ লঙ্ঘন করিলে! মায়ের পূজার বিঘ্ন জন্মাইলে, আবার অর্থগুলি পর্য্যন্ত জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিলে! তারপর তুমি ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া বৈষ্ণবের শিষ্য হইতে গেলে। আমাদের যে আর সমাজে মুখ দেখাইবার জো থাকিল না। না হয় তুমি কোন শাক্ত-ব্রাহ্মণকে 'বৈষ্ণব' বিচার করিয়া তাহার শিষ্য হইতে। তুমি আজ অবিপ্রকে গুরুপদে বরণ করিলে! ইহা অপেক্ষা অধিক অপমানের কথা আর কি আছে? আমাদের মুখে তুমি আজ চূণকালী দিতে অগ্রসর হইয়াছ। তুমি কুলের অঙ্গার হইয়াছ। মায়ের কোপে যে সর্ব্বনাশ হইবে।"

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সত্যকথা শুনিবার কারণ হইয়াছিল; তাই তিনি ঠাকুর মহাশয়ের মুখে সত্য-কথা শুনিয়া তন্মুহূর্ত্তেই জাগতিক কর্ত্তব্যগুলি অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্যজ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র হরিভজনে নিযুক্ত হইলেন।

আমাদের নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। আমার মঙ্গল এই দণ্ডেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদি আমি প্রকৃত মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের প্রতিকূলে জগতে কাহারও কথা শুনিবে না—

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥"

—ভাঃ ৫।৫।১৮
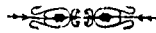
তত্ত্বসূত্র—সম্বন্ধ প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫১ পৃষ্ঠার পর]

এক্ষণে পরানুশীলন কাহাকে বলিব ইহার নির্ণয়-করণার্থে সূত্রকার কহিতেছেন—

পরানুশীলন সাধনাদি গৌণভক্তেঃ প্রত্যঙ্গানি দর্শয়তি—

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীনি পরানুশীলনোপযোগিত্বাৎ
তৎ প্রত্যঙ্গানি ॥ ৩৫ ॥

অতএব উপায়-ভক্ত্যাঙ্গস্য পরানুশীলনস্য উপযোগিত্বাৎ সাধনরূপত্বাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদীনি তস্যাঃ পূর্ব্বোক্তায়াঃ উপায়ভক্তেঃ প্রত্যঙ্গানি। সততং কীর্ত্তয়ন্তো মামিত্যত্র কীর্ত্তনাদীনাং উপাসনাঙ্গত্ব শ্রবণাৎ।

ভাবযুক্ত সাধনকে পরানুশীলন কহা যায়। বদ্ধাবস্থায় ভাব সাধনকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ভাবের বিশুদ্ধ অবস্থাকে প্রেম কহা যায়, যথা ভক্তিরসামৃত-সিন্ধৌ,—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥
আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎ স্বরূপতাং।
স্বয়ং প্রকাশরূপাঽপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ ॥

মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত প্রেমকে ভাব কহা যায়। ভাবকেই বদ্ধাবস্থায় রাগের প্রকাশ বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু ঐ ভাবরূপা প্রেমের অনুশীলন শারীরিক কার্য্যের দ্বারা করিলে সাধন নাম প্রাপ্ত হয়। ভাবব্যতীত সাধন কেবল পশুশ্রম-মাত্র যেহেতু তদ্দ্বারা পরানুশীলন হয় না।

শাণ্ডিল্য সূত্রভাষ্যে ধৃত বচনং যথা,—

গঙ্গাজলে কিং ন বসন্তি মৎস্যাঃ
দেবালয়ে পক্ষিগণা বসন্তি।
ভাবোজ্‌ঝিতাস্তে ন ফলং লভন্তে
তীর্থাচ্চ দেবায়তনাচ্চ মুখ্যাৎ ॥

যৎকালে সাধকের সাধন-কার্য্য হইতে থাকে, তখন মনে ভাব ও আত্মায় প্রেম এই উভয়ই প্রদীপ্ত হয়। অতএব সাধন-কার্য্যে ভাব ও প্রেমরূপা রাগের ক্রিয়াদ্বারা পরানুশীলন হয়। সাধনই পরানুশীলন। সাধনকালে জীবের দেহ, মন ও আত্মা এ তিনই স্বীয় স্বীয় কার্য্যে যথাবিধি নিযুক্ত থাকেন। যদি এই প্রকার সুপ্রণালীতে কার্য্য না হয় তবে সাধন সুন্দররূপে হইল এরূপ বলা যায় না। অতএব সাধন শব্দের উল্লেখেই ভাব ও প্রেম উভয়ই উল্লিখিত হয় এরূপ প্রসিদ্ধ।

সাধনই পরানুশীলন। এই সাধন দ্বিবিধ অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ-সাধনকে রাগানুগাও বলা যায়। বিশুদ্ধ-রাগের ক্রিয়াকে রাগাত্মিকা বলে। রাগাত্মিকা ক্রিয়া জীবের মুক্ত অবস্থা ব্যতীত হয় না, অতএব ব্রজবাসীদিগের পক্ষেই তাহা ঘটনীয়। বদ্ধজীবের পক্ষে রাগানুগা সাধনই প্রাপ্য। প্রেমরূপী রাগ স্বাধীন ভাবে যখন সাধনাকে চালনা করে, তখন রাগানুগা-সাধন হয়। অন্তরঙ্গ-সাধনের প্রত্যঙ্গ নির্ণয় করা কঠিন, যেহেতু রাগ যখন স্বাধীনরূপে প্রত্যঙ্গের ব্যবস্থা করিতে থাকে, তখন সে কোন বিধির বশীভূত হয় না; অতএব শাস্ত্রে তাহার প্রত্যঙ্গ নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা নাই। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি সাধনের রস ঐ অন্তরঙ্গ সাধনের অন্তর্ভূত।

বহিরঙ্গ-সাধন বৈধী। শাস্ত্রে যে সকল সাধনের নির্ণয় করিয়া বিধি স্থির করিয়াছেন, সেই সকলই বৈধী সাধন। বস্তুতঃ স্বাধীন-বিচারজ্ঞ পুরুষদিগের পক্ষে শাস্ত্রবিধি প্রয়োজন নাই অর্থাৎ রাগানুগা হইয়া কর্ম্ম করিলেই হয়, কিন্তু যাহারা বিবেকহীন এবং স্বাভাবিক রাগকে চিনিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে বৈধী সাধনও শ্রেয়ঃ।

যথা রূপগোস্বামী বাক্যং—

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥

এই বৈধী-সাধন ততদিনই কর্ত্তব্য, যতদিন ভাবের আবির্ভাব না হয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ,—

বৈধভক্ত্যধিকারিত্বে ভাবাবির্ভাবনাবধি।
অত্র শাস্ত্রা তথা তর্কমনুকূল সপেক্ষতে ॥

ঋষিগণ আপনাপন শাস্ত্রে ভগবদনুশীলনের যতপ্রকার উপায় লিখিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায়ই বৈধ। কিন্তু তাহার মধ্য হইতে হরিভক্তিবিলাসে অনেকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং রূপগোস্বামী ঐ সকলের মধ্য হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চৌষট্টিটী উপায় উদ্ধার করতঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তত্র প্রমাণ তস্য বাক্যং—

হরিভক্তিবিলাসেস্যা ভক্তেরঙ্গানি লক্ষশঃ।
কিন্তু তানি প্রসিদ্ধানি নির্দ্দিশ্যন্তে যথামতি ॥

এই বাক্য হইতে বোধ হয় যে বৈধ অঙ্গ শাস্ত্রে লক্ষ লক্ষ আছে, যাহা অবলম্বন করিলে মূঢ়-লোকেরও ভাব উদয় হয়। কেবল মাত্র চতুঃষষ্টি অঙ্গই যে নির্দ্ধারিত হইয়াছে এমত নহে। এই সমস্ত বৈধী সাধন যে সকলই করিতে হইবে, এমতও নহে। ইহার মধ্যে যে কোন মুখ্য অঙ্গ আশ্রয় করা যায় তাহাতেই লাভ হয়।

শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং,—

সা ভক্তিরেক মুখ্যাঙ্গাশ্রিতা বা বহুলাঙ্গিকা।
স্ববাসনানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকৃদ্ভবেৎ ॥

এই সকল অঙ্গ-সাধনার ফল রতি যথা রসামৃতসিন্ধৌ—

কেষাঞ্চিৎ কচিদাঙ্গানাং যৎ ক্ষুদ্রং শ্রূয়তে ফলং।
বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্ত্যৈতৎ কিন্তু মুখ্যং ফলং রতিঃ ॥

রতি উদয় হইলেই বৈধী সাধনের ফল হইল জানিতে হইবে, নতুবা সাধন মাত্রই ফল হয়।

এই চতুঃষষ্টি অঙ্গের মধ্যে শ্রীরূপগোস্বামী পাঁচটি অঙ্গ প্রধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে প্রীতি, ভাগবত-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, ভক্ত-সহবাস, নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন এবং মথুরা-মণ্ডলে বাস।

তথাচ গীতায়াং ভগবদ্বাক্যং—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

পুনশ্চ তত্রৈব শ্রীমুখবাক্যং—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব সমন্বিতা ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মমুপযান্তি তে ॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজাং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

গোস্বামী-বাক্য এবং ভগবদ্বাক্য উত্তমরূপে আলোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, পরমেশ্বরকে তত্ত্ব-বিচারের দ্বারা জানিয়া তচ্চিত্ত তদ্গতপ্রাণ হইয়া তাঁহার অপার মহিমা পরস্পর কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎ প্রসাদ লাভ হয়।

পরানুশীলনরূপ সাধনের আর এক প্রণালী শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানদ্বারা এবং ইহাদেরই দ্বারা মন বিষয়ে সংযুক্ত হইয়া পরানুশীলনে অক্ষম হইয়া পড়ে। রাগের ক্রিয়াকে অনুশীলন বলা যায়। বিষয়ানুশীলন দ্বারা রাগ ইতর পদার্থে নিযুক্ত হইলে আর পরানুশীলন কিরূপে হইবে? অতএব ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ-সকলেতে পরানুভব মিশ্রিত করিলেই কেবল অনুক্ষণ পরানুশীলনের সম্ভব। অতএব মনের দ্বারা ভগবদনুস্মরণ, চক্ষুর দ্বারা ভগবদ্ভাবোদ্ভাবনক্ষম শ্রীমূর্ত্ত্যাদি দর্শন, কর্ণ দ্বারা ভগবন্মহিমা শ্রবণ, রসনার দ্বারা ভগবদ্বিষয়িনী কথার অনুবর্ণন ও শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ ভক্ষণ, নাসিকার দ্বারা ভগবদর্পিত তুলসী-চন্দনাদির আঘ্রাণ গ্রহণ এবং ত্বকের দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ ও সাধুদিগের সহিত আলিঙ্গনই উৎকৃষ্ট সাধন বলিতে হইবে।

শ্রীমূর্ত্তিদর্শনের শাস্ত্র-প্রমাণ প্রসিদ্ধ, অতএব যুক্তি প্রমাণকেই দেওয়া যাইবে। ঈশ্বরের প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই সত্য, কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অবশ্যই স্বীকৃত। ঐ সচ্চিদানন্দের পূর্ণাবির্ভাব বদ্ধজীবে সম্ভব নাই অতএব মনুষ্য পরমেশ্বরের যে কোন ভাব ধ্যান করে, তাহাই অসম্পূর্ণ পৌত্তলিক ভাব হইবে। বাক্যের দ্বারা পৌত্তলিকতা সহজেই পরিত্যাগ হয় কিন্তু উপাসনা কাণ্ডে তাহা সম্ভব হয় না। আত্মাতে প্রেমদ্বারা পরমাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ কিয়দংশ প্রতীত হন, কিন্তু মনে ধ্যানযোগে কিঞ্চিৎ প্রাকৃত ভাবাপন্ন শ্রীমূর্ত্তির ভাব-প্রকাশ হয় এবং দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা ঐ মূর্ত্তি অধিকতর গাঢ় প্রাকৃতত্ব গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ সাধকগণ ঐ ত্রিবিধ শ্রীমূর্ত্তিতেই সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত ভাবকে অর্জ্জন করিবেন,—ইহাই বিধি। দেহ, মন ও আত্মা ঐ ত্রিবিধ অধিকরণে ভগবানের আবির্ভাবকে শ্রীমূর্ত্তি কহা যায় অতএব শ্রীমূর্ত্তি অবহেলনকারী পুরুষ-দিগকে ভক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কেবল শুষ্কজ্ঞানী বলা যায়। আত্মাতে যখন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের উদয় হয়, তখন ভক্ত্যধিকারী ব্যক্তিদের ঐ সম্পূর্ণ-ভাব উচ্ছলিত হইয়া মন পর্য্যন্ত, তদন্তে দেহ পর্য্যন্ত ব্যাপিত হয়। এইরূপ হইলে দর্শনেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারী শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ স্বভাবতই হইয়া থাকে। ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব-প্রযুক্ত কুণ্ঠিত বা অকুণ্ঠিত সমুদয় ভাবই নির্দোষ। ফলকথা এই যে, যদি শ্রীমূর্ত্তির দ্বারা ভগবদ্বিষয়িনী রতির উদয় হয়, তবে কেবল নির্ব্বিশেষ চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মচিন্তার ফলই বা কি? কেবল আত্মপ্রসাদ মাত্র। সেই আত্মপ্রসাদ যদি অধিকরূপে শ্রীমূর্ত্তি-সেবকের প্রাপ্ত হয়, তবে শ্রীমূর্ত্তির ও শ্রীমূর্ত্তিসেবকের নিন্দা কেবল আসুরিক-যুদ্ধ মাত্র। ম্লেচ্ছদিগের,—প্রেম, ভাব ও সাধন ও তত্তৎ অধিকরণরূপ আত্মা, মন ও শরীর এই সকল তত্ত্ব-বিচার এ পর্য্যন্ত না হওয়ায় এই শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে তাহাদের গাঢ় ভ্রম আছে। (ক্রমশঃ)

কে আমি ?

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৬০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রুতিসমূহে অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত হয় বলিয়াছেন,

"স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বেলোকাঃ সর্ব্বেদেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি··· ······।" ২।১।২০ বৃহঃ; যেমন মাকড়সা নিজের শরীর হইতে তন্তু (সূতা) উৎপন্ন করে, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নির অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছড়ায়, তদ্রূপ এই পরব্রহ্ম হইতে সকল জীব, সমস্ত লোক, সকল দেবতা ও সকল প্রাণী নানারূপে নির্গত হয়।

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয় সম্ভবন্তি।
যথা সত পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতী বিশ্বম্॥"—১।১।৭ মুঃ

মাকড়সা যেরূপ নিজের দেহ হইতে তন্তু উৎপন্ন করে এবং পুনরায় নিজের দেহেই উহা গ্রহণ করে, যেরূপ পৃথিবীতে ঔষধিসমূহ (ধান্যাদি) উৎপন্ন হয়, যেরূপ জীবিত পুরুষের দেহ হইতে কেশ ও লোমরাশি নির্গত হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বের যাবতীয় চেতন জড় বস্তু উৎপন্ন হয়।

"তদেতৎ সত্যম্" যথা সুদীপ্তা পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধা সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি॥"
—২।১।১ মুণ্ডক

যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে অগ্নির সমানরূপবিশিষ্ট সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ অগ্নিকণা নির্গত, সেইরূপ হে সোম্য! চিন্ময় পরব্রহ্ম হইতে চিন্ময় নানাবিধ জীব প্রকাশিত হয় এবং তাহাতেই বিলীন হয়। লীঙ্ ধাতু শ্লেষণে লয় শব্দ লীঙ্ ধাতুর দ্বারা নিষ্পন্ন, লয় শব্দ মিলন। অতএব উহার অর্থ সংযুক্ত হওয়া। সেই বস্তুর অভাব হইয়া যাওয়া নহে। যেমন লবণ জলে লয় হয়ে যাওয়া, লবণের 'সত্তা' অদৃশ্য হইলেও তাহার 'সত্তা' ধ্বংস হয়ে যায় না। তাহার পৃথক্ 'সত্তা' স্বাদের উপলব্ধি হওয়ার দরুণ জলে উহার সূক্ষ্মভাবে বিভাগও থাকেই। তদ্রূপ ব্যষ্টি জীব প্রলয়কালে ব্রহ্মে অব্যাকৃত (অবিভক্ত) ভাবে থাকে, তথাপিও উহার সত্তা এবং সূক্ষ্ম বিভাগের অভাব হয় না।

এই শ্লোকে পরব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে। প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল অসংখ্য নির্গত হইয়া যেমন পুনঃ অগ্নিতেই সংযুক্ত হইয়া যায়, সেইরূপ পরব্রহ্ম হইতে সংখ্যাতীত জীব প্রকাশিত হইয়া লয়কালে তাহাতেই সংযুক্ত হয়।

স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিরই অংশ এবং অগ্নির স্বরূপ অণু পরিমাণ তদ্রূপ জীবসমূহও ব্রহ্মেরই অংশ এবং ব্রহ্মের স্বরূপ। কিন্তু 'অংশ' শব্দ সাধারণতঃ বস্তুখণ্ড বুঝায়, যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেই অর্থে ব্রহ্মের কোনও অংশ হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম অবিভাজ্য ব্যবচ্ছেদ রহিত। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক জীবই ব্রহ্মের এক একটি শক্ত্যংশ অণু ব্রহ্মরূপ, ব্রহ্মের প্রকাশ। স্ফুলিঙ্গ ও তন্তুসমূহ যেমন অগ্নিকে এবং মাকড়সাকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, অগ্নির আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না, তদ্রূপ জীবও ব্রহ্মের আশ্রয়ে বিদ্যমান, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না। শক্তিমানকে আশ্রয় করেই প্রকাশিত।

কি প্রকারে জীব প্রকাশিত, তদ্বিষয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এইভাবে প্রদান করিয়াছেন। "সূর্য্যাংশ কিরণ, যৈছে অগ্নিজ্বালাচয়।" অর্থাৎ সূর্য্য, অন্তর্মণ্ডলস্থিত তেজঃ সদৃশ মণ্ডল, মণ্ডল বহির্গত কিরণ ও তাহার প্রতিচ্ছবি এই চারি রূপ। শক্তিও অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। অন্তরঙ্গাস্বরূপ শক্তিপ্রভাবে পূর্ণ স্বরূপ বিগ্রহ এবং বৈকুণ্ঠ গোলোক প্রভৃতি স্বরূপ বৈভব। দুর্ঘটঘটকত্বই অচিন্তনীয়। শক্তিও ত্রিবিধা-তটস্থাশক্তিপ্রভাবে কিরণ স্থানীয় চিন্ময়শুদ্ধ জীববিগ্রহ

এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে প্রতিচ্ছবিগত বর্ণ-শাবল্যস্থানীয় তৎসম্বন্ধীয় বহিরঙ্গা বৈভব জড়প্রধানরূপ এই চারিপ্রকার। (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অনুভাষ্য)

সূর্য্যাদি প্রকাশক বস্তুর শক্ত্যংশভূত কিরণ-প্রভাবেই মেঘাদি দ্বারা অবরুদ্ধ হয় এবং মলমূত্রাদি অপবিত্র দ্রব্য দ্বারা সংস্পৃষ্ট দেখা যায়, কিন্তু অংশী সূর্য্য তদ্রূপ হয় না, ঔষধমন্ত্রাদির দ্বারা যেরূপ অগ্নির দাহকত্বরূপ শক্ত্যংশই অবরুদ্ধ হয়, অগ্নি হয় না। তদ্রূপ ব্রহ্মের শক্ত্যংশভূত জীবেরই অণুত্ব কারণ বহিরঙ্গা মায়ার গুণসমূহ দ্বারা আবদ্ধ হয় এবং উচ্চ-নীচ যোনি প্রাপ্ত হইয়া স্বকৃত কর্ম্মদ্বারা সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে। শ্রুতি-স্মৃতিও তাহাই বলিয়াছেন।

"যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবাণু বিধাবতি॥"
—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় ২।১।১৪ কঠ

মেঘ বর্ষাকালে সমানভাবে শুদ্ধজল উচ্চ-নীচ স্থান পর্ব্বতে বর্ষণ করে, কিন্তু শুদ্ধজল নীচে প্রবাহ-কালে বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকার বর্ণ ও গন্ধধর্ম্ম ধারণ করে প্রবাহিত। তদ্রূপ অনন্তশক্তিমান্ পরমাত্মার অসংখ্য শক্ত্যংশ অণুচিৎকণ জীবাত্মা প্রকাশিত হইয়া, কৃষ্ণসেবাবিমুখ হইয়া বহিরঙ্গা মায়াকে ভোগ করিবার ইচ্ছায় বহিরঙ্গা প্রকৃতির গুণ বর্ণসমূহ দ্বারা রঞ্জিত হইয়া বিভিন্ন গুণধর্ম্মের পরিচয় দেয়।

শ্লোকের তাৎপর্য্য যে মেঘ শুদ্ধজল সমানভাবে বর্ষণ করে, কিন্তু অসংখ্য শুদ্ধজলবিন্দুসমূহ কোন কোন পুষ্করিণীতে, কুয়ায় ও গর্ত্তে পতিত হয়, কোন কোন জলবিন্দু স্রোতস্বিনী নদীতে পতিত হয় এবং অন্য বিন্দুসমূহ আপন কারণসমুদ্রে নিপতিত হয়। যেগুলি শুদ্ধজলবিন্দু পুষ্করিণীতে, কুয়ায় এবং গর্ত্তে পতিত সেইগুলি আপন কারণসমুদ্র-সঙ্গ লাভে সুদুষ্কর হইল এবং স্রোতস্বিনী নদীতে যেগুলি পতিত, সেইগুলি সময়ান্তরে আপন কারণসমুদ্র-সঙ্গ লাভ হইবে, আর যে বিন্দুগুলি সমুদ্রে নিপতিত হইল, সেইগুলি সুখেই আপন কারণসমুদ্রের সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইল। তদ্রূপ জীবাত্মাসমূহও আপন কারণ ভগবান্ হইতে প্রকাশিত হইয়া বহিরঙ্গা মায়ার গুণে আকৃষ্ট হইয়া গুণের দ্বারা আবদ্ধ হইল, তাহাদিগকে নিত্যবদ্ধ বলা হইল, আর যাঁহারা মায়ায় আবদ্ধ হইয়া শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত পাইল এবং সদ্গুরু নির্দ্দিষ্ট সাধনপথে চালিত হইয়া মায়াবদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎপাদপদ্ম-সেবা লাভ হইল, তাঁহারা বদ্ধমুক্ত জীব-সঙ্গ লাভ করিল। আর যাহারা বহিরঙ্গা মায়ার গুণে আকৃষ্ট না হইয়া আপন কারণ ভগবানে আকৃষ্ট হইয়া ভগবৎ-সেবা প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগকে নিত্য মুক্তজীব বলা হইল, তাহারা ভগবৎ সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়া ভগবদ্ধামে স্থিতি নিত্য হইল। "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ"। —গীতা ১৪।২। "এষ আত্মা অপহত পাপ্মা বিজয়ো বিমৃত্যু বিশোকো বিজিঘিৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি।" —ছাঃ। পাপরাহিত্য, জরারাহিত্য, মৃত্যুরাহিত্য, শোকরাহিত্য, ক্ষুধাপিপাসারাহিত্য, সত্য-সঙ্কল্পত্ব, সত্য-কামত্ব এই অষ্টপ্রকার ব্রহ্মের সাধারণ ধর্ম্ম (গুণ)। মুক্তজীব উক্ত অষ্টগুণসম্পন্ন হয়। অগ্নি-সংযোগে যে প্রকার লৌহ অগ্নিধর্ম্মকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত মুক্তজীবও সেইপ্রকার ধর্ম্মসমূহকে প্রাপ্ত হয়। ইহাই তৎ সাধর্ম্ম্য।

"যথোদকং শুদ্ধেশুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনে বিজানন্ আত্মা ভবতি গৌতম্॥"
—২।১।১৫ কঃ

যে প্রকার নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে মিশ্রিত হইলে সে নির্ম্মল জলের সমানই হয়। সেই প্রকার পর-তত্ত্বানুভবসম্পন্ন ব্যক্তির আত্মা পরম তত্ত্ব সদৃশ হয়। "তাদৃগেব" তাহার সমান, ইহাতে "এব" কার দ্বারা তৎ সাদৃশ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা সূচিত হইতেছে। তাহাই হয় না। যে প্রকার নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে মিশ্রিত হইলে নির্ম্মল জল হয় না। অথবা অসমান ধর্ম্মনিবন্ধন পৃথক্ উপলব্ধির বিষয়ও হইতে পারে না অর্থাৎ ভিন্ন বস্তু হয় না। ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে।

শুদ্ধজলে অপর শুদ্ধজল মিশ্রিত হইলে পর মিশ্রিত হইবার প্রথম জলেই থাকে না, কিন্তু পরিমাণাধিক্যও হয়। মুক্তজীব পরতত্ত্বানুভব করিলে পরতত্ত্বের সহিত একত্ব লাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করিতে পারে না। "তাদৃক্" পদের দ্বারা দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক উভয় স্থলেই ঐক্য নিষেধ হয় এবং সাদৃশ্যের বিধান হয়। জলমিশ্রণে

জলের যে প্রকার বৃদ্ধি হয়, সেই প্রকার মুক্তজীবও উপরি-উক্ত পাপরাহিত্য প্রভৃতি গুণাষ্টক সমন্বিত হয়। শুদ্ধজলের বৃদ্ধি পরিমাণে হয়, আর মুক্ত-জীবেরও বৃদ্ধি গুণসমূহে হয়। যদি মুক্তিতে জীব এবং ব্রহ্মের একত্ব সম্ভাবনা হইত, উক্ত শ্রুতি "তাদৃগেব ভবতি" না বলিয়া "তদেব ভবতি" বলিত। অর্থাৎ তাহার সমান হয়, ঐপ্রকার না বলিয়া "তাহাই হয়" এই প্রকার বলিত।

শুদ্ধজলে শুদ্ধজল মিলিত হইলে পর উভয় জল-গত ভেদ স্বরূপতঃ থাকে না। দৃষ্টান্তগত এ যাথার্থ্য সত্য। দার্ষ্টান্তিকে মুক্তজীব এবং ব্রহ্মের স্বরূপগত অভেদ হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম যে প্রকার চিৎস্বরূপ, শুদ্ধ-জীবও তদ্রূপ চিৎস্বরূপ ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

বস্তুতঃ "তাদৃগেব ভবতি" তাহার সমান হয়, দৃষ্টান্তগত এই বাক্যাংশের অনুবৃত্তি দার্ষ্টান্তিকেও হয়। তাহাতে ব্রহ্মবিৎ পুরুষের আত্মা ব্রহ্মসদৃশ হয়। এই প্রকার অর্থে উভয়ের সাম্য জ্ঞান হয়। এই সাম্য-স্বতঃসিদ্ধ গুণ বা পরিমাণগত নহে, কেবল চিৎ স্বরূপগত। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মত। অতএব বদ্ধ, মুক্তজীব অবস্থাদ্বয়ের, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন ঃ

"সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার।
এক—'নিত্যমুক্ত' এক 'নিত্যসংসার' ॥"
—চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২

"সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥"
—গীতা ১৪।৫

সত্ত, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় জড়াপ্রকৃতি মায়া হইতে সম্ভূত। তটস্থা-প্রকৃতি হইতে জড়াপ্রকৃতিতে জাত জীব অব্যয় চিৎস্বরূপ জীবকে দেহিরূপে প্রাপ্ত হইয়া দেহে আবদ্ধ করে।

"যত্তটস্থং তু চিদ্রূপং স্ব সংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥"
(শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র)

জড়াপ্রকৃতির সত্ত, রজঃ, তমঃ গুণ সঙ্গবশতঃই গুণধর্ম্ম দ্বারা জীব আরোপিত হয়। জড়াপ্রকৃতি মায়ার অষ্টবৈভবকে জীব নিজত্বে অঙ্গীকার করিয়া নেয় এবং সূক্ষ্ম ও পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরোপাধি-রূপে পরিচিত বিষয়কে চিৎকণরূপ জীব জড়ে নিজেকে তাদাত্ম্যপন্ন করিয়া লয়। অতএব শরীর-দ্বয়কে উপচারে জীবাত্মা বলে। এই জীবাত্মা স্থূল, সূক্ষ্ম শরীররূপ দেহদ্বয়ের জ্ঞাতা এবং সাক্ষী। অত-এব তাহাতে ব্যষ্টি ক্ষেত্রদ্বয়ের জ্ঞাতা সাক্ষী, এই ক্ষেত্রদ্বয়ের জ্ঞাতা সাক্ষীই 'আমি'।

আমার ভাবধারাকে পরিষ্কার করার জন্য বিভিন্ন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মত সংগৃহীত করা হইয়াছে।

ভক্ত প্রহ্লাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫৫ পৃষ্ঠার পর]

[প্রহলাদের প্রতি নৃসিংহদেবের স্বগত উক্তি—প্রহলাদ। যাহাদের জন্য তুমি চিন্তা করিতেছ, তাহারা ত উদ্ধার চায় না, তাহারা ত বিষয়সুখকেই ভাল মনে করে, তুমি বৃথা কেন তাহাদের জন্য চিন্তা করিতেছ? মুনিগণ অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্য যেভাবে তপস্যা করেন, তাহাদিগকে সেইভাবে তপস্যা করিতে বল।]

'যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥'

[প্রহলাদের উক্তি—অসুরগণ অত্যন্ত মূঢ়। স্ত্রী-সম্ভোগাদি সুখকেই তাহারা সুখ বলিয়া মনে করি-তেছে। যাহাদের কণ্ডূয়ন ব্যাধি হয়, তাহারা কণ্ডূয়নের দ্বারা যে সুখ লাভ করে, উহা ঠিক তদ্রূপ। উহাতে সুখ নাই, কেবল যন্ত্রণা। উক্ত বিষয়সুখ মায়াকল্পিত, মিথ্যা।]

'গৃহমেধিগণের স্ত্রীসঙ্গাদিজনিত সুখ অতীব তুচ্ছ, উহাতে করদ্বয় কণ্ডূয়নের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখই দৃষ্ট হয়। কামুক ব্যক্তিগণ বহু দুঃখ ভোগ করিয়াও গৃহমেধীয় সুখে পরিতৃপ্ত হয় না। (ভগবানের কৃপায়) কোন কোন ধীর ব্যক্তি কণ্ডূতির (চুলকানির) ন্যায় কামকে ধারণ করিতে সমর্থ হন।'

কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি মৌনব্রত, বেদ-পাঠ, তপস্যাদি অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ হইতে মুক্ত হন, কিন্তু উহাও হে নৃসিংহদেব, আপনার কৃপাতেই। অসুরগণকে মুনিগণের মৌনাদি তপস্যার বিধি শিক্ষা দিলে অজিতেন্দ্রিয়তাবশতঃ তাহারা তপস্যা করিতে সমর্থ হইবে না, পরে মৌনাদিকে জীবিকার উপায়রূপে ব্যবহার করিবে। অসুরগণের মধ্যে দাম্ভিকতা থাকায় তাহারা পার্থিব সুবিধাও লাভ করিতে পারে না।

হে নৃসিংহদেব! ভক্তিযোগ ব্যতীত মৌনাদি দ্বারা আপনাকে পাওয়া যায় না। আপনি কাষ্ঠের বহ্নির ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, আবার কোথায়ও নাই।

['ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥'
—ভাঃ ১১।১৪।২১

'শ্রদ্ধাজনিত অনন্য-ভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্রভাব-সম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিয়া থাকে।']

মুনিগণ জ্ঞানমার্গে মৌন-তপস্যা-স্বাধ্যায়াদি সাধন-প্রয়াসের দ্বারা আপনাকে না পাইয়া পরিশেষে তাহা হইতে বিরত হন। ['জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙমনোভির্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥' —ভাঃ ১০।১৪।৩। বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥—গীঃ ৭।১৯]

'তত্তেঽর্হত্তম নমঃ স্তুতিকর্ম্মপূজাঃ
কর্ম্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত ॥'
—ভাঃ ৭।৯।৫০

'অতএব হে পূজ্যতম, আপনার প্রতি নমস্কার, স্তব, কর্ম্মসমর্পণ, পূজন, চরণযুগল স্মরণ এবং লীলা-শ্রবণ—এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত লোকে কি পরমহংসগণের প্রাপ্য আপনার প্রতি ভক্তি লাভ করিতে পারে?'

[ভক্তিধর্ম্মে-ভাগবতধর্ম্মে সকলের অধিকার। মৌন-তপস্যা-স্বাধ্যায়াদিতে সকলের অধিকার নাই এবং তাহা সাধন করিয়াও আপনাকে পাওয়া যায় না। শরণাগত ভক্ত ভক্তিসাধনের দ্বারা আপনার কৃপা লাভ করেন। ভক্তিসাধনের আনুষঙ্গিক ফল-রূপে সংসারদুঃখ দূর ও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। আমি আপনার ভক্তের সেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। অন্য কিছুর জন্যই আমার স্পৃহা নাই।]

ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব প্রহলাদের স্তবে প্রসন্ন হইলেন। ভক্তের প্রতি অত্যাচারহেতু শ্রীনৃসিংহ-দেবের ভয়ঙ্কর ক্রোধ-লীলা প্রহলাদের আনন্দদর্শনে উপশান্ত হইল।

সুপ্রসন্ন শ্রীনৃসিংহদেব প্রহলাদকে বর দিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন—'হে আয়ুষ্মন্, আমার প্রসন্নতা ছাড়া কেহই আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। যদি কাহারও দর্শন হয়, পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি-হেতু শোকাদি দুঃখ থাকে না। তজ্জন্য আত্যন্তিক মঙ্গলপ্রার্থী সাধুগণ আমাকে সন্তুষ্ট করিতে সর্ব্বতো-ভাবে যত্ন করেন। আমার নিকট তোমার অভীষ্ট-বর প্রার্থনা কর।'

[ভগবান্ ভক্তবৎসল ও পরমোদার, তাঁহার নিকট হইতে বর চাহিতে সঙ্কোচ করা উচিত নহে।]

শ্রীনৃসিংহদেব বহুবিধ বর দিতে চাহিলেও প্রহলাদ মহারাজ তদ্দ্বারা প্রলোভিত হন নাই। অনন্যভক্তি-প্রযুক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত মাধুর্য্য আস্বাদনহেতু তাঁহার কোন প্রকার বর গ্রহণের স্পৃহা হয় নাই।

['একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥'
—ভাঃ ৮।৩।২০

'একান্ত ভগবৎপ্রপন্ন জনগণ সমস্ত বাঞ্ছাশূন্য

হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অত্যদ্ভুত সুমঙ্গল চরিত কীর্ত্তনপূর্ব্বক আনন্দসমুদ্রে মগ্ন হন।']

বালক প্রহলাদ বরসমূহ ভক্তিযোগের অন্তরায় বিচার করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন—'হে ভগবন্, স্বভাবতঃ আমি কামাসক্ত, আমাকে বরের দ্বারা প্রলোভিত করিবেন না, আমি আপনার শরণাগত।'

[শ্রীনৃসিংহদেবের স্বগতোক্তি,—'আমি ভক্তকে প্রলোভিত করিতেছি, একথা সত্য নহে। ভক্তের সর্ব্বোত্তম নিষ্ঠা জগতে খ্যাপনের জন্যই আমার ঐপ্রকার উক্তি। আমার ভৃত্যের লক্ষণ কি তাহা প্রতিপাদনের জন্যই এবং সকলকে জানাইবার জন্যই ঐপ্রকার বাক্যের অবতারণা। বর দিলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না।]

হে প্রভো! আপনি ভক্তের লক্ষণ জিজ্ঞাসু হইয়া সংসারে বীজস্বরূপ আমাকে কামবিষয়ে প্রেরণা দিতেছেন।

'নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥'
—ভাঃ ৭।১০।৪

হে নৃসিংহদেব, আপনি অখিলগুরু ও করুণাময়। আপনার ভক্তকে বর প্রদানেচ্ছা ভক্তের ভক্তি নিষ্ঠা পরীক্ষার ও ভক্তের মহিমা খ্যাপনের জন্য। আপনার নিকট যে ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে, সে বণিক্। প্রভুর নিকট যে সেবক সেবার বিনিময়ে বিষয় প্রার্থনা করে, সে সেবক নহে এবং যে প্রভু ভৃত্যের নিকট হইতে প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি প্রভু নহেন। আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত এবং আপনি আমার নিরুপাধিক প্রভু। রাজা ভৃত্যের ন্যায় আমাদের সম্বন্ধ নহে।

[শ্রীনৃসিংহদেবের স্বগতোক্তি—হে প্রহলাদ! তুমি যদি আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ না কর, আমার বরদর্ষভ নামের (বরদাতাগণের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ,—এই নামের) কলঙ্ক হইবে। তদুত্তরে প্রহলাদ বলিতেছেন—]

'হে বরদর্ষভ, আপনি বর না দিলে যদি আপনার বরদর্ষভ নামের কলঙ্ক হয়, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন, আমার যেন কখনও বর গ্রহণের স্পৃহা না হয়। কামের উৎপত্তিমাত্র ইন্দ্রিয়সকল, মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, লজ্জা, সম্পদ, তেজ, স্মৃতি, সত্য সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! কামনাসমূহ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি আপনার ন্যায় ঐশ্বর্য্যলাভে সমর্থ হন। হে ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, সকলদুঃখহন্তা, পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীনৃসিংহদেব! আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি।'

প্রহলাদের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া নৃসিংহদেব বলিলেন—'আমার অনন্যভক্ত ঐহিক বা পারত্রিক কোন সুখ চায় না। তথাপি তুমি মন্বন্তরকালাবধি দৈত্যগণের অধীশ্বর হইয়া বিষয়সকল উপভোগ কর। তুমি বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মসকল সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগ দ্বারা আমার উপাসনা কর। প্রারব্ধকর্ম্মাবসানে তুমি পাপ-পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমার সাধনসিদ্ধ এবং নারদাদির ন্যায় নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদরূপ প্রাপ্ত হও।'

['এবং প্রহলাদস্যাংশেন সাধনসিদ্ধত্বং নিত্যসিদ্ধত্বঞ্চ নারদাদিবজ্‌জ্ঞেয়ম্'—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ।]

প্রহলাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেও নিজ পিতৃদেবের জন্য তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার পিতৃদেব হিরণ্যকশিপু মৃত্যুসময়ে নৃসিংহদেবের কটাক্ষ দর্শনে পবিত্র হইলেও নৃসিংহদেবের ভগবত্তা ও তেজ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে নিজভ্রাতৃহন্তারূপে মিথ্যা দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধদৃষ্টি প্রয়োগ ও নিন্দা করিয়াছিলেন, প্রভুর অঙ্গে গদাঘাত করিয়াছিলেন এবং নৃসিংহদেবের আরাধনা করেন বলিয়া ভক্ত প্রহলাদের প্রতিও অত্যাচারও করিয়াছিলেন, সেই দুস্তর অপরাধ হইতে হিরণ্যকশিপুকে উদ্ধারের জন্য প্রহলাদের প্রার্থনা।

[(নৃসিংহদেবের স্বগতোক্তি প্রহলাদের প্রতি—বৎস প্রহলাদ, তুমি তোমার পিতৃদেবকে পবিত্র করিবার জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাও নিরর্থক। নরকস্থ প্রাণী আমাকে স্মরণমাত্রই পরিত্রাণ লাভ করে। তোমার পিতা আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন এবং যুদ্ধকালে আমাকে স্পর্শ করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নিজ অঙ্কে স্থাপন করিয়াছি এবং তাঁহার

উদর হইতে নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া নিজ গলদেশে ধারণ করিয়াছি, এখনও কি তোমার পিতা অপবিত্র আছেন ?) তুমি যে কুলে অবতীর্ণ হইয়াছ তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার পূর্ব্বতন একুশ পিতামাতা পবিত্র হইয়া গিয়াছেন ।]

'ত্রিঃসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহতেঽনঘ ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ ।।'

—ভাঃ ৭।১০।১৮

'হে অনঘ, হে সাধো, পূর্ব্বতন একবিংশতি পুরুষের সহিত তোমার পিতা পবিত্র হইয়াছেন, কারণ সেই বংশে কুলপাবন তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ ।'

[প্রহলাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রহলাদের পূর্ব্বতন একুশ পিতামাতা পবিত্র হইয়াছেন, এখানে পূর্ব্বতন একুশ পিতামাতা অর্থে প্রহলাদের পিতামাতা, তাঁহাদের পিতামাতা, তাঁহাদের পিতামাতা—এইরূপ নহে, প্রহলাদের এই জন্মের পিতামাতা, তাঁহার পূর্ব্বজন্মের পিতামাতা—এইভাবে একুশ পিতামাতা যাঁহারা প্রহলাদকে সাক্ষাৎভাবে সাহায্য করিয়াছেন, পবিত্র হইয়াছেন । 'জন্মান্তর পিতৃভিস্ত্রিসপ্তভিঃ ।' —মধ্বাচার্য্য]

নৃসিংহদেব অতঃপর ভক্তের মহিমা এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন—যেখানে যেখানে প্রশান্ত সমদর্শী সাধু সদাচারযুক্ত ভক্তগণ বাস করেন, সেই সেই স্থান অশুদ্ধ হইলেও এবং সেই সেই স্থানের নিবাসিগণ অশুদ্ধ হইলেও পবিত্র হইয়া যান। ভক্তিপরায়ণ ভক্তগণ স্পৃহাশূন্য হওয়ায় উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট প্রাণিগণকে হিংসা করেন না । ঐরূপ ভক্তের দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রহলাদ অর্থাৎ ভক্তগণের মধ্যে প্রহলাদ শ্রেষ্ঠ ।

'কুরু ত্বং প্রেতকৃত্যানি পিতুঃ পূতস্য সর্ব্বশঃ ।
মদঙ্গস্পর্শনেনাঙ্গ লোকান্ যাস্যতি সুপ্রজাঃ ।।'

—ভাঃ ৭।১০।২২

'হে অঙ্গ, আমার অঙ্গস্পর্শমাত্রেই সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র তোমার পিতার প্রতি পুত্রের যে কর্ত্তব্য—প্রেতকার্য্য সম্পাদন কর ; তাহা হইলে তিনি সুপ্রজা হইয়া উত্তম লোকে গমন করিবেন ।'

['মদঙ্গস্পর্শনেনৈব সর্ব্বশঃ পূতস্য তে পিতুঃ পাপশঙ্কেব নাস্তি, তদপি প্রেতকার্য্যাণি প্রেতস্যেব কৃত্যানি কুরু কেবলং ব্যবহাররক্ষার্থমিত্যর্থঃ ।' —বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী । শ্রীহরিতে সমর্পিতাত্ম ভক্ত ভক্তিসদাচারযুক্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরির প্রসন্নতা বিধানের দ্বারা পিতৃমাতৃ, দেবদেবী, ঋষিগণের, মনুষ্যগণের এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি যথার্থ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন । তাঁহারা কাহারও নিকট ঋণী বা কাহারও অধীন নহেন । এইরূপ একান্ত ভক্তগণের কর্ম্মকাণ্ডাত্মক শ্রাদ্ধ বা প্রেতকৃত্যাদির অত্যাবশ্যকতা নাই । তথাপি গৃহস্থ ভক্তগণ অনধিকারী ব্যক্তিগণের জন্য ব্যবহার-রক্ষার্থ বৈষ্ণব-বিধানানুসারে পারলৌকিক কৃত্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন ।]

(ক্রমশঃ)
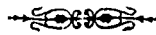
উত্তরভারতে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩৯ পৃষ্ঠার পর]

আম্বালাক্যাণ্ট, হরিয়াণা ঃ— অবস্থিতি ঃ ১৬ আশ্বিন (১৪০১), ৩ অক্টোবর (১৯৯৪) সোমবার হইতে ১৮ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর বুধবার পর্য্যন্ত

স্থান ঃ শ্রীবাঙ্কেবিহারী মন্দির, আম্বালাক্যাণ্ট

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতিগণ এবং দুইমূর্ত্তি ব্রহ্মচারিসহ জীপ গাড়ীতে এবং অন্যান্য সকলে মিনি ট্রাকে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় জগদ্ধ্রী হইতে রওনা হন । কিন্তু জীপগাড়ী যথা সময়ে আসিলেও আম্বালাক্যাণ্ট সহরের প্রবেশপথে মিনি ট্রাকের জন্য আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর পৌনে এগারটায় এবং মিনি ট্রাক রাস্তায় খারাপ হওয়ায় বেলা ১টার পর মন্দিরে পৌঁছে । জীপগাড়ীর দ্বারা দুইবারে কিছু প্রয়োজনীয় মালপত্র এবং কতিপয় ভক্তগণকে পূর্ব্বে আনা হয় ।

৪ অক্টোবর অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীবাঙ্কেবিহারী মন্দির হইতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীমন্দিরে

ফিরিয়া আসে।

প্রত্যহ রাত্রিতে এবং ৩ অক্টোবর ও ৫ অক্টোবর অপরাহ্ণকালীন ধর্ম্মসভায় শ্রীমঠের আচার্য্যের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ আম্বালাক্যাণ্টের ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত গৃহস্থ শিষ্য ক্যাপ্টেন শ্রীতুলসী রামজী শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

রাজপুরা (পাঞ্জাব) ঃ—অবস্থিতি ঃ ১৯ আশ্বিন, ৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার হইতে ২২ আশ্বিন, ৯ অক্টোবর রবিবার পর্য্যন্ত

স্থান ঃ শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দির

আম্বালাক্যাণ্ট হইতে রাজপুরা যাত্রার দিনও বিভ্রাট হয় যানবাহন চলাচল বন্ধ হওয়ায় (ট্রাফিক জাম থাকায়)। রাজপুরার মুখ্য ব্যবস্থাপক মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরঘুনাথ সাল্‌দিপ্রভু মিনি ট্রাক ও জীপসহ রাজপুরা হইতে আম্বালাক্যাণ্টে বিলম্বে পেঁৗছেন। আম্বালাক্যাণ্ট হইতে রাজপুরা গাড়ীতে আধা ঘণ্টার পথ। কিন্তু প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় রওনা হইয়া জীপগাড়ী মন্ত্রীর গাড়ীর পিছনে পিছনে চলিয়া গ্রামের রাস্তা দিয়া বিপজ্জনকভাবে ময়দান অতিক্রম করিয়া পুর্ব্বাহ্ণ ৯-৩০ ঘটিকায় এবং মিনি ট্রাক সদর রাস্তা দিয়া চলিয়া বেলা ১১টা ১০ মিঃ-এ রাজপুরায় সনাতনধর্ম্ম মন্দিরে আসিয়া পেঁৗছে।

৬ ও ৭ অক্টোবর শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে এবং ৮ ও ৯ অক্টোবর শ্রীমহাবীর মন্দিরে প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায়, ৭ অক্টোবর হইতে ৯ অক্টোবর পর্যান্ত প্রত্যহ প্রাতে শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ।

সনাতনধর্ম্ম মন্দিরে প্রথম দিনের অধিবেশনে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানীয় এম্-এল্-এ শ্রীরাজকুমার খুরানা এবং কংগ্রেস-প্রধান শ্রীরাজেন্দ্র রাজা।

৮ অক্টোবর শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির হইতে বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যায় শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়।

৬ অক্টোবর অপরাহ্ণে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীকে-এল্ সিঙ্গলার বাসভবনে, ৭ অক্টোবর অপরাহ্ণে দেশমেশ কলোনিস্থ শ্রীরঘুনাথ সাল্‌দি প্রভুর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

মঠাশ্রিত ভক্তদ্বয় শ্রীরঘুনাথ সাল্‌দি প্রভু পরিজনবর্গসহ এবং শ্রীকে-এল্ সিঙ্গলা শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে নিষ্কপটভাবে যত্ন করিয়া পূজনীয় বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

খান্না (পাঞ্জাব) ঃ— খান্নানিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমূলরাজ বালিয়াজীর আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধু ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে ৬০ মূর্ত্তি একটী এম্বেশাডর কারে, দুইটী মারুতি ভ্যানগাড়ীতে এবং একটী মিনি ট্রাকে ৯ অক্টোবর রবিবার রাজপুরা হইতে প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা ২৫ মিঃ-এ খান্না সহরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তথা হইতে নগর-সংকীর্ত্তন সহযোগে সকলে চলিয়া বেলা ১১ ঘটিকায় শ্রীমূলরাজজীর বাসভবনে আসিয়া উপনীত হন। গৃহের ছাদে সভামণ্ডপে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীল আচার্য্যদেব এবং চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের পূর্ব্বাশ্রম খান্নায় হওয়ায় তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছিলেন।

মধ্যাহ্নে মহোৎসবের আয়োজন হয়। সাধু ও অতিথিগণ ব্যতীতও সভায় যোগদানকারী নরনারীগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীমূলরাজ বালিয়া ও তাঁহার পরিজনবর্গ

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে যত্ন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় খান্না হইতে রাজপুরায় ফিরিয়া আসেন রাত্রির ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য।

পাতিয়ালা (পাঞ্জাব) ঃ— পাতিয়ালা-ত্রিপুরী-নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীভগবান্দাস পাহুজা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী সাধু ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে রিজার্ভবাসযোগে রাজপুরা হইতে ১০ অক্টোবর সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ পাতিয়ালায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে একঘণ্টার মধ্যে পৌঁছিয়া শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণ সমভিব্যাহারে পদব্রজে চলিয়া বেলা ১১-৩০ ঘটিকায় ত্রিপুরীস্থিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসহ সেবক শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমন্দিরের নিকটে শ্রীভগবান্দাস পাহুজার গৃহে দ্বিতলে দুইটী কক্ষে এবং অন্যান্য সকলে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের অতিথিভবনে দ্বিতলে অবস্থান করেন।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে মধ্যাহ্নে বিশাল সভামণ্ডপে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। অপরাহ্নকালীন ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। সভায় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন।

মধ্যাহ্নে ধর্ম্মসভায় যোগদানকারী ভক্তগণকে মিষ্ট প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষভাবে আহূত হইয়া স্থানীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীকিষণচাঁদ উত্রেজীর গৃহে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীভগবান্দাস পাহুজা, তাঁহার স্ত্রী ও পরিজনবর্গ নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সেবা করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

উনা (হিমাচল প্রদেশ) ঃ—অবস্থিতি ঃ ২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর মঙ্গলবার হইতে ২৬ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত

স্থান ঃ মিউনিসিপ্যালিটী অতিথিভবন

শ্রীল আচার্য্যদেব রিজার্ভবাসে ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে পাতিয়ালা-ত্রিপুরী হইতে প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ মধ্যাহ্নে পৌনে ১টায় উনায় শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন।

স্থানীয় গীতামন্দিরে ১১ অক্টোবর মঙ্গলবার অপরাহ্নে এবং রাত্রিতে এবং ১২ ও ১৩ অক্টোবর প্রত্যহ রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ।

১৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় শ্রীগীতামন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে দ্বিপ্রহর ১২ ঘটিকায় শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসে। মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে নৃত্য কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী।

মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত এড্ভোকেট শ্রীরাজেন্দ্র শেখরির সংগৃহীত জমীতে গৃহের ভিত্তি-সংস্থাপন অনুষ্ঠান সপরিকর শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভ উপস্থিতিতে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে সংকীর্ত্তন সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মিউনিসিপ্যালিটী অতিথিভবনে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

গৃহস্থ ভক্তদ্বয় শ্রীপ্রেম শেখরি ও এড্ভোকেট শ্রীরাজেন্দ্র শেখরির এবং তাঁহার গৃহের পরিজনবর্গের হার্দ্দী সেবা-প্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার ও মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীবিজয় কুমার শর্ম্মা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-সেবায় আনুকূল্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীসন্তোষগড়, উনা জেলা (হিমাচল প্রদেশ) ঃ— রোপরনিবাসী শ্রীল আচার্য্যদেবের সতীর্থ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযোগরাজ শেখরি (শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারী)

এবং তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাসাধিকারী (শ্রীপুরুষোত্তম শেখরির) বিশেষ আহ্বানে ও ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে চণ্ডীগড় যাওয়ার পথে কএকটী মোটর-কার, মারুতিভ্যান ও রিজার্ভ বাস-যোগে ২৭ আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর শুক্রবার শ্রীরাম-চন্দ্রের বিজয়োৎসব তিথিবাসরে প্রাতে উনা হইতে যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্নে সন্তোষগড়ে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তনসহ বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। সন্তোষগড় সহরের প্রবেশ-মুখ হইতে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীল আচার্য্যদেব এবং সাধুগণ নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রায় এক কিলোমিটার দূরবর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য-স্থানে আসিয়া পেঁ ৗছেন। শ্রীশ্যামলাল পুরীর গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসম্মেলনে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে তথায় মহোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ব্যক্তিগণের ধর্ম্মানুরাগ ও সেবাপরা-য়ণতা দেখিয়া সাধুগণ প্রসন্ন হন।

উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় সন্তোষগড় হইতে সকলে রিজার্ভ বাসযোগে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে প্রতীক্ষমান ভক্তগণ পূজাদির দ্বারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে যত্ন করিয়া শ্রীশ্যামলাল পুরী এবং তাঁহার পরিজনবর্গ অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চণ্ডীগড় ঃ—অবস্থিতি ঃ ২৭ আশ্বিন (১৪০১ বঙ্গাব্দ), ১৪ অক্টোবর (১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ) শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব তিথি হইতে ১ অগ্রহায়ণ, ১৮ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের রাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত। চণ্ডীগড় মঠে মাসব্যাপী কার্ত্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত, নিয়মসেবা, শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা, প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব তিথিপূজা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনাসহ সুসম্পন্ন হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুশত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল [অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ পৃথক্ প্রকাশিত হইবে]।

ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব) ঃ—(১) ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনিতে অবস্থিতি ঃ ২ অগ্রহায়ণ, ১৯ নভেম্বর শনিবার হইতে ৫ অগ্রহারণ, ২২ নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

(২) ভাটিণ্ডা সহরে শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে এবং তন্নিকটবর্ত্তী মিউনিসিপ্যালিটী অতিথিভবনে অব-স্থিতি ঃ ২৩ নভেম্বর বুধবার হইতে ২৯ নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

প্রচারপার্টির সাধুগণ ও গৃহস্থ ভক্তগণ ভাটিণ্ডার ভক্তগণের ব্যবস্থায় রিজার্ভ বাসযোগে ১৯ নভেম্বর শনিবার প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় চণ্ডীগড় হইতে রওনা হইয়া মধ্যাহ্নে পৌনে একটায় ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনিতে পেঁ ৗছেন। শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির সভায় উক্ত দিবস উপস্থিত থাকিতে হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব পরদিন শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, শ্রীশচী-নন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী (ছোট) সমভিব্যাহারে মেটাডোর ভ্যানযোগে প্রাতঃ ৮টা ২০ মিঃ-এ রওনা হইয়া মধ্যাহ্ন ১২টা ২০ মিঃ-এ থার্ম্মেল কলোনিতে নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থানে শুভপদার্পণ করেন। ভাটিণ্ডার গৃহস্থ ভক্ত শ্রীওম-প্রকাশ লুম্বা (শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারী) শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে যাইতে এবং প্রাক্ ব্যবস্থাদি করিতে পূর্ব্বেই চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া পেঁ ৗছিয়াছিলেন।

২০ নভেম্বর রবিবার অপরাহ্নে ন্যাশনাল ফার্টি-লাইজার কলোনিস্থিত (N. F. L. Colonyস্থ) শ্রীগোবিন্দমন্দিরে ; ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনিতে শ্রীহরিমন্দিরে ২০ নভেম্বর হইতে ২২ নভেম্বর প্রত্যহ রাত্রিতে, ২০ নভেম্বর অপরাহ্নে এবং ২২ নভেম্বর পূর্ব্বাহ্নে ; ভাটিণ্ডা সহরে শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে ২৩ নভেম্বর বুধবার হইতে ২৯ নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে, ২৪ ও ২৫ নভেম্বর প্রত্যহ অপরাহ্নে, ২৭ নভেম্বর পূর্ব্বাহ্নে ও ২৯ নভেম্বর অপরাহ্নে ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহা-রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

২১ নভেম্বর সোমবার থার্ম্মেল কলোনিতে শ্রীহরি-মন্দির হইতে প্রাতে এবং ২৬ নভেম্বর রবিবার অপ-রাহ্ন ভাটিণ্ডা সহরে শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দির হইতে শ্রীনগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। ২২ নভেম্বর থার্ম্মেল কলোনিতে হরিমন্দিরে এবং ২৭ নভেম্বর রবিবার শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। (ক্রমশঃ)

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমদনগোপাল আগরওয়াল, হোশিয়ারপুর (পাঞ্জাব) ঃ—ইনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য ছিলেন। পাঞ্জাব-প্রদেশে হোশিয়ারপুরে নিজনিবাসে বিগত ২৮ মে (১৯৯৪) ইনি স্বধামপ্রাপ্ত হন। ইঁহার বিরহ-সংবাদ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ৩৪শ বর্ষের ৭ম সংখ্যা ১৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বর্ত্তমান বর্ষে (১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে) ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ২১ এপ্রিল শুক্রবার হোশিয়ারপুরে বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য উপনীত হইলে স্বধামগত মদনগোপাল প্রভুর পুত্রদ্বয়ের—শ্রীইন্দ্রমোহনজী এবং ডাঃ রাকেশজীর আহ্বানে ২৩ এপ্রিল রবিবার অপরাহ্নে হিরা-কলোনিস্থ তাঁহাদের বাসভবনে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ সংকীর্ত্তনভবনে ভক্তগণের সমাবেশে তাঁহার অভিভাষণে মদনগোপাল প্রভুর বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় নিষ্ঠা, শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে উৎসাহ, সরলতা ও অমায়িক ব্যবহারের কথা উল্লেখ করতঃ শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪৪ পৃষ্ঠার পর]

বিধানানুসারে সাধুনিবাসবুকটীর সম্মুখস্থ কক্ষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার বিবিধ-সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী। শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বৈষ্ণবহোম-কার্য্য সম্পাদন করেন। উক্ত বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১৭ চৈত্র, ৩১ মার্চ্চ বুধবার হইতে ২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত আয়োজিত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিচারপতি এ-ডি কোশল, হরিয়াণার সেচবিভাগের মন্ত্রী শ্রীরামধারী গৌড়, ডক্টর বিশ্বনাথ, ভূতপূর্ব্ব চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপি-এল্ বর্ম্মা, পাঞ্জাব বিধানসভার ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীডি-ডি খান্না, বিচারপতি শ্রীটেক্‌চান্দ, শ্রীএস্-এন্ বাসুদেব, বিচারপতি শ্রীএইচ-আর সোধি, শ্রীশম্ভুলাল পুরী, বার-এট্-ল এবং চণ্ডীগড়ের চীফ কমিশনার শ্রীবি-পি বাগ্‌চী আই-সি-এস্। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, কীর্ত্তনবিনোদ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ অনেকেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল গুরুদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত ভাষণ প্রদান করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন তাঁহার কৃপাভিষিক্ত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ
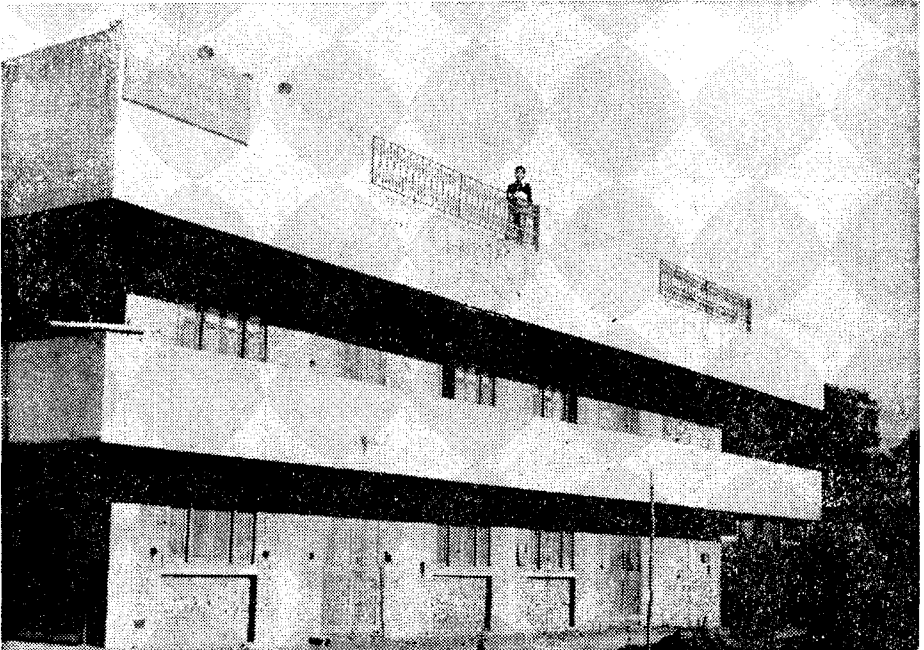
চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বিশাল সংকীর্ত্তন-ভবন

মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং মহোপদেশক শ্রীমৎ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন। ধর্ম্মসভার আয়োজন হয় নবনির্ম্মীয়মাণ বিশাল নাট্যমন্দিরে। উক্ত নাট্যমন্দিরের এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-রাধা-মাধব শ্রীবিগ্রহগণের সেবানুকূল্য করেন পাঞ্জাবের জলন্ধরনিবাসী 'আমিনচাঁদ প্যারীলালের' মালিক শ্রীজিৎপালজী ও শ্রীসৎপালজী। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অপার করুণায় পাঞ্জাবের ধর্ম্মপ্রাণ জনগণের আগ্রহাতিশয্যে জমী সংগ্রহের পরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তথায় সপ্তপ্রকোষ্ঠ ও বিশাল নাট্যমন্দিরবিশিষ্ট মঠালয় প্রকাশিত হইয়াছে। ২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল রবিবার বেলা ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুসজ্জিত রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ ২০, ২১, ২২, ২৩, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ সেক্টরসমূহ পরিভ্রমণান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯ চৈত্র শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাদিবসে মধ্যাহ্ন ভোগারতির পর মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে অন্ন-ব্যঞ্জন-পরমান্ন-দধি-দুগ্ধ-ফল-মিষ্টান্নাদি ব্যতীত ৭।। মণ আটার পুরী, ৩ মণ মোহনভোগ, ৩ মণ বুঁদে তৈরী হইয়াছিল। সহস্রাধিক নরনারী পরিতৃপ্তির সহিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, কলিকাতা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে সন্ন্যাসী, বান-প্রস্থী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ কএক শত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল—মঠ লোকে লোকারণ্য। অতিথিগণের অবস্থানের জন্য মঠের খালি জমীতে বহু তাঁবু খাটান এবং মঠটীকে বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়।

চণ্ডীগড় মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৯৭১ এপ্রিল মাসে পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়ঃ 'শ্রীবিগ্রহ সেবা ও পৌত্তলিকতা' সম্বন্ধে শ্রীল গুরুদেব যে দীর্ঘ অভি-ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম শ্রীল গুরুদেবের পূত চরিতামৃতে ২য় খণ্ডে ১৩৪ পৃষ্ঠা হইতে ১৩৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে শ্রীল গুরুদেব চণ্ডীগড়ে সেক্টর ২০বি-তে মঠের জন্য সংগৃহীত জমিতে ভিত্তি-সংস্থাপন অনুষ্ঠান ইং ১৯৭০ সনে জুলাই মাসে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। জমীতে সভামণ্ডপে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশে সংকীর্ত্তন-সহযোগে ভিত্তি-সংস্থাপন অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীল গুরুদেব ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শাখামঠ সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া বলেন। তিনি বলেন পৃথিবীতে কোন সদ্ধর্ম্ম হিংসা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন না, বরং ভগবৎপ্রেম এবং তৎসম্বন্ধে সর্ব্ব জীবে সম্প্রীতির কথাই প্রচার করেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত শিক্ষার দ্বারাই জগতে হিংসা প্রসারিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মই জগতে স্থায়ী শান্তি সংস্থাপনে সমর্থ।

স্থানীয় ইংরাজী দৈনিক ট্রিবিউন পত্রিকায় অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশিত হয়ঃ—

"Politics, Not Religion to blame for current ills

Chandigarh, July 16, A Hindu Divine Yesterday said that it was bad politics and not religion that had brought greatest mischief to mankind and vitiated the whole atmosphere.

Addressing a huge congregation Swami Bhakti Dayita Madhav Goswami, President, All India Sree Chaitanya Gaudiya Math, said : "No religion in the world preaches violence, instead love of God instills among human beings of all animated beings. World Peace can be achieved only through fostering of love of God.

He was laying the foundation stone of Chandigarh branch of the Math in Sector 20B here."　　—The Tribune, 17th July, 1970

চণ্ডীগড় মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রায় পাঁচমাস বাদে পাঞ্জাব প্রদেশস্থ ইস্পাত কারখানা স্থান মণ্ডী গোবিন্দগড়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাকে অগ্রাহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীল গুরুদেব অসুস্থ শরীর লইয়াই তথায় যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া কলিকাতা মঠে মাত্র ফিরিয়াছিলেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের জন্য। সেই সময় পুনঃ পুনঃ এক্সপ্রেস্ টেলিগ্রাম ও ট্রাঙ্কল আসায় তিনি যাইতে বাধ্য হন। প্রচারপার্টি ট্রেনে যাত্রা করেন। শ্রীল গুরুদেব মঠের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজসহ ইং ১৯৭১, ১১ সেপ্টেম্বর বিমানযোগে পূর্ব্বাহ্নে দিল্লীতে পৌঁছিয়া মটর কারযোগে মণ্ডী গোবিন্দগড়ে শুভ পদার্পণ করেন। তথায় সকাল হইতে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রোগ্রামে যোগ দিতে হওয়ায় বিশ্রামের অবকাশ না হওয়ায় চণ্ডীগড় মঠে পৌঁছিয়া অসুস্থতা অনুভব করেন। উক্ত বৎসর শ্রীল গুরুদেবের নিয়ামকত্বে ও শুভ উপস্থিতিতে চণ্ডীগড় মঠে ১ অক্টোবর হইতে ৩০ অক্টোবর পর্য্যন্ত শ্রীদামোদরব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। কয়েকদিন প্রাতে নগরসংকীর্ত্তনে বাহির হইবার পরেই তিনি হৃদ্‌রোগের অসুবিধা অনুভব করেন। তাঁহার আবির্ভাব তিথি উত্থানৈকাদশী তিথিতে মন্দিরাভ্যন্তরে পূজা করিবার পর তিনি অধিক অসুস্থতার লীলাভিনয় করিলে চিফ ইঞ্জিনিয়ার পি-এল্ বার্ম্মা শ্রীল গুরুদেবের সুচিকিৎসার জন্য স্থানীয় পি-জি-আই হাসপাতালে ভর্ত্তির ব্যবস্থা করেন। উপরি উক্ত বিষয়টীও পূর্ব্বে শ্রীল গুরুদেবের পূত চরিতামৃতে ২য় খণ্ডে ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৪২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

৩ চৈত্র ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে ; ১৭ মার্চ্চ ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীগড় মঠে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধামাধবজীউ বিজয় বিগ্রহগণ শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে মহা-সংকীর্ত্তনমুখে প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীবিজয়বিগ্রহগণের ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা উৎসবের পূর্ণানুকূল্য বিধান করিয়া পাঞ্জাব প্রচারের অন্যতম মূল স্তম্ভ লুধিয়ানানিবাসী শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর শ্রীল গুরুদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীবিজয়বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানে চণ্ডীগড়ের বিশিষ্ট নাগরিকগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হরিয়াণা প্রদেশের মান্যবর রাজ্যপাল শ্রীবি-এন্ চক্রবর্ত্তী মহোদয়।

২৭ চৈত্র, ১৩৭৯ ; ১০ এপ্রিল, ১৯৭৩ মঙ্গলবার চণ্ডীগড় মঠে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়াছিলেন পাঞ্জাবের গভর্ণর মান্যবর ডক্টর ডি-সি পাবাটে। সহরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত মহদনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের পূত চরিতামৃত ২য় খণ্ডে উহা বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাধুনিবাসের একটি কক্ষে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণ এবং বিজয়বিগ্রহগণ বিরাজিত থাকায় শ্রীল গুরুদেব পৃথক্‌ভাবে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের আবশ্যকতার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি ভক্তগণের নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন নবধা ভক্তির স্মারকরূপে যাহাতে নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দিরের প্রকাশ হয়। তদনুসারে শ্রীমন্দিরের নক্‌সা করিতেও তিনি নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু চণ্ডীগড় সহরকে বৈদেশিক ফরাসীদেশের সহরের অনুরূপ অতি আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে নির্ম্মাণের পরিকল্পনা থাকায় প্রাচীন পদ্ধতি ও নক্‌সা অনুসারে গৃহ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে কর্ত্তৃপক্ষ অনুমতি দেন না। শ্রীল গুরুদেব আধুনিকীকরণের নামে ভারতীয় সনাতনধর্ম্মের পৌরাণিক কৃষ্টি পরিত্যাগে অনিচ্ছুক হইয়া চণ্ডীগড়ের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ও চীফ আর্কিটেক্টের (architect-এর) সহিত মঠের নিজকক্ষে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। চীফ আর্কিটেক্ট মন্দিরের অধিক উচ্চতা সম্বন্ধেও আপত্তি করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব তাঁহাকে সত্যকথা শুনাইতে দ্বিধা করিলেন না—জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহারা সম্মুখস্থ মস্‌জিদের অধিক উচ্চতা কি করিয়া অনুমোদন করি-

লেন ? চীফ আর্কিটেক্ট বলিলেন তিনি মন্দিরের নক্‌সা তৈরী করিয়া গুরু মহারাজকে দেখাইবেন। কতিপয় দিবস পরে মন্দিরের নক্‌সা তৈরী করিয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থাপিত করিলে শ্রীল গুরুদেব মন্দিরের নক্‌সা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, উক্ত নক্‌সার সঙ্গে মন্দিরের পবিত্র স্মৃতির কোন সম্পর্কই নাই। শ্রীল গুরুদেব নক্‌সা কাটিয়া নাকচ করিয়া দিলে শ্রীল গুরুদেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট থাকায় চীফ আর্কিটেক্ট তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই। বহু ঘটনায় দেখা গিয়াছে শ্রীল গুরুদেবের অলৌকিক মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্বের নিকট সকলেরই মাথা নত হইয়াছে এবং শ্রীল গুরুদেবকে প্রসন্ন করিতে পারিলে নিজদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন। শ্রীল গুরুদেব তাঁহার নিজকক্ষে চীফ আর্কিটেক্টকে চণ্ডীগড় সহরের প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার পি-এল্ বার্ম্মা সাহেবকে এবং অন্যান্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সকলকে বলিলেন চণ্ডীগড় সহরকে আধুনিকীকরণের নামে ২৩ সেক্টরে সনাতন ধর্ম্মসভায় যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা না মন্দির, না চার্চ্চ, না মস্‌জিদ, না প্যাগোডা, কিম্ভুতকিমাকার অদ্ভুত একটা কিছু করিলেই যে সহরের বৈশিষ্ট্য খ্যাপিত হইবে, এমন নহে।

চণ্ডীগড়সহরনির্ম্মাতা ফরাসীদেশের পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার পি-এল্ বার্ম্মা সাহেব শ্রীল গুরুদেবকে প্রগাঢ়রূপে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি গুরুদেবকে বহুপ্রকারে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন তিনি গুরুদেবের ইচ্ছানুসারেই মন্দিরের নক্‌সা তৈরী করিবেন এবং তাহা মঞ্জুর করাইবারও ব্যবস্থা করিবেন। পি-এল্ বার্ম্মা সাহেব নয় পার্শ্বযুক্ত (Ninesided Temple) মন্দিরের নক্‌সা করিয়া শ্রীল গুরুদেবকে দেখাইলেন। তিনি উক্ত নক্‌সা তৈরী করিতে অত্যধিক পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন। পি-এল্ বার্ম্মাসাহেব মঠের বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ প্রদানকালেও নবপার্শ্বযুক্ত মন্দিরের ও নয় নম্বরের মহিমা বহু উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতেন। তাঁহারই চেষ্টায় নক্‌সা মঞ্জুর হয়।

শ্রীল গুরুদেব শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের আনুকূল্য কিভাবে সংগৃহীত হইবে চিন্তান্বিত হইলে জগদ্দীনিবাসী শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রিতা শিষ্যা শ্রীব্রজভূষণলাল গুপ্তের পত্নী শ্রীমতী মিত্ররাণী পঞ্চাশ হাজার টাকা আনুকূল্য দিলে শ্রীল গুরুদেব মনে করিলেন উহাদ্বারা মোটামুটী মন্দিরের কাঠামো তৈরী হইয়া যাইবে। কিন্তু মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হওয়ার পর দেখা গেল সমস্ত অর্থই মাটির নীচে ভিত্তি সংস্থাপনে ব্যয়িত হইয়াছে। উহাতে শ্রীল গুরুদেব অত্যন্ত হতাশ হইয়া ইঞ্জিনিয়ারদের বলিলেন তাঁহারা ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অর্থ মাটীর নীচে পুতিয়া ফেলিলেন। শ্রীল গুরুদেবকে হতাশ হইতে দেখিয়া এবং শ্রীল গুরুদেবের হতাশার কারণ অবগত হইয়া বার্ম্মা সাহেব শ্রীল গুরুদেবকে বুঝাইলেন যে প্রকার মন্দিরের উচ্চতা ও কাঠামো তাহাতে ভিত্তি (foundation) তদ্রূপ না দিলে মন্দিরের ক্ষতি হইতে পারে, এমনকি পড়িয়াও যাইতে পারে। শ্রীল গুরুদেব জানেন সজ্জনগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত ভিক্ষালব্ধ অর্থের দ্বারা মঠের বৃহৎ কার্য্যসমূহ ধীরে ধীরেই সম্পাদিত হয়। কিন্তু তিনি অধিকদিন জগতে থাকিবেন না এইরূপ অভিজ্ঞানবশতঃ তাঁহার প্রকটকালেই যাহাতে শ্রীমন্দির প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার আরাধ্য অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ তাহাতে শুভ প্রবেশ করতঃ সমাসীন হন এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের কাঠামো দ্রুত সম্পাদিত না হওয়ায় তিনি হতাশ হইয়াছিলেন এই ভাবিয়া হয়ত তাঁহার প্রকটকালে শ্রীমন্দিরের প্রকাশ এবং শ্রীবিগ্রহগণের শুভ প্রবেশ দেখিতে পাইবেন না। ধার্ম্মিক বার্ম্মা সাহেব শ্রীল গুরুদেবের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে না পারিয়া শ্রীল গুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা প্রদান করতঃ বলিতে লাগিলেন ভগবদিচ্ছায় বিশাল সুরম্য শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থাদি ধীরে ধীরে সবই সংগৃহীত হইবে, তাহাতে চিন্তার কোন কারণ নাই। শ্রীল গুরুদেব বার্ম্মা সাহেবের নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টা ও স্নেহের জন্য অন্তঃকরণে প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছাক্রমেই তাঁহার অপ্রকটের পর তাঁহার আরব্ধ শ্রীমন্দিরের সুবিশাল ও অতীব রমণীয়রূপে প্রকাশ নিমিত্ত হইয়াছেন তাঁহার অনুকম্পিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু .. .. ..
(৪) গীতাবলী .. .. ..
(৫) গীতমালা .. .. ..
(৬) জৈবধর্ম্ম .. .. ..
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত .. .. ..
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি .. .. ..
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য .. .. ..
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road

Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ—৫ম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৪০২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখাজ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ় ১৪০২
১৭ বামন, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, শুক্রবার, ৩০ জুন ১৯৯৫ { ৫ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীগৌর-নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলাশক্তি

(১) পরিপ্রশ্ন—শ্রী, ভূ ও নীলা কি তত্ত্বে অভিহিত হইবেন ? গৌরলীলায় তাঁহারা কে ?

শ্রীল প্রভুপাদের উত্তর—ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ পরতত্ত্ব-বস্তু নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলা—এই তিনটি শক্তি। কমলা বা লক্ষ্মী—শ্রীশক্তি, বিষ্ণুভক্তিই—ভূশক্তি, আর নারায়ণের পদালিঙ্গিতা আধারভূতা বিচরণ-ভূমিই—নীলাশক্তি, ইহাকেই 'দুর্গাশক্তি' বলে ; ইনি জগতের আধার-স্বরূপা। গৌর-নারায়ণে এই তিনটি শক্তিই বর্ত্তমানা। অবতারীর দেহে সর্ব্বাবতারের স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণে কৈমুতিকন্যায়ানুসারে 'নারায়ণত্ব'ও বিরাজিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন। সুতরাং তাঁহাতে কোন তত্ত্বেরই অভাব নাই। এই জন্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'ক্ষীরোদশায়ী' বিষ্ণু বলিয়া এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও—"ভক্তের বাক্য ব্যভিচারী হইতে পারে না"—ইহা দেখাইয়া অংশী-শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সর্ব্বতত্ত্বের সমাবেশ আছেন—প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গয়া-গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণলীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলায় তিনি তাঁহার নারায়ণস্বরূপই প্রকাশিত করিয়াছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরের গার্হস্থ্যলীলা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। গৌরগণোদ্দেশের ৪৩ সংখ্যায় কবি কর্ণ-পূর বলিয়াছেন যে, যিনি পূর্ব্বে মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে বল্লভাচার্য্য ; সেই বল্লভাচার্য্যের কন্যাই লক্ষ্মীপ্রিয়া। জানকী ও রুক্মিণী,—এই দুই একত্রে মিলিয়া 'লক্ষ্মী'-নাম্নী তাঁহার এক কন্যা হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি স্বরূপ প্রকাশ করিবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্হিত

হইলেন অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমভক্তিস্বরূপিণী, তিনি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইতেছিলেন, তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌর-নারায়ণের সেবিকাস্বরূপে বিরাজিতা ছিলেন। ক্রমে সেই প্রেমভক্তি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তত্ত্ববিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভূশক্তিস্বরূপিণী। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন যে, পুরাকালে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে 'সনাতন রাজপণ্ডিত' নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভূশক্তিস্বরূপিণী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহারই কন্যা। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কবিকর্ণপূর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-প্রচারকার্য্যে সহায়কারিণী। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণমিলিততনু, সুতরাং ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িনী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে 'রাধাকৃষ্ণের সেবিকা' বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে একজন বৃষভানুনন্দিনীর সহচরী, ভক্তা পরমেশ্বরী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর আদিলীলায় অর্থাৎ গয়া-গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণস্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইবার পরও তিনি যে লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা মিশ্রভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাতেও ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন শ্রীবাস-ভবনে চতুর্ভুজ নৃসিংহরূপ ও মুরারিগুপ্তের গৃহে বরাহমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রকট করিয়াছেন, কখনও বা বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়াছেন। গৃহাবস্থানের শেষ লীলায় তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মাধুর্য্যপর কৃষ্ণলীলার কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার গৃহাবস্থানের মধ্যলীলায়ও যে তিনি কৃষ্ণলীলা-কথা প্রকাশ করেন নাই, তাহা নহে। তিনি গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরে স্বয়ংরূপ বিষয় হইয়াও আশ্রয়ের ভাবে "গোপী" "গোপী" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। ঠাকুর হরিদাস, নিত্যানন্দকে জগতের দ্বারে-দ্বারে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনের আজ্ঞা দিলেন।

শ্রীগৌর-গদাধর তত্ত্ব

২নং— প্রশ্ন—শ্রীগৌরসুন্দর যদি কৃষ্ণ হন এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত যদি রাধিকা হন, তাহা হইলে কি পরস্পরের মধ্যে সম্ভোগরস বর্ত্তমান?

উত্তর—শ্রীগৌরসুন্দরই রাধাকৃষ্ণমিলিত তনু। তাঁহার শরীর কৃষ্ণের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট; তিনি বৃষভানুনন্দিনীর ভাবে এরূপ বিভাবিত যে, ঐ ভাব ওতপ্রোতরূপে তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার কৃষ্ণ-বর্ণকে শ্রীমতীর গাত্রবর্ণদ্বারা বাহিরে পর্য্যন্ত আবৃত করিয়াছে। তাঁহার অন্তর যেমন সর্ব্বতোভাবে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তদ্রূপ তাঁহার বাহ্য শরীরও শ্রীমতীর কান্তি-দ্বারা আবৃত। পণ্ডিত গদাধর সেই বৃষভানু-নন্দিনীর ভাবরূপে গৌরলীলায় বর্ত্তমান, আর শ্রীদাস গদাধর শ্রীমতীর কান্তিরূপে প্রকাশিত। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশের ১৫৩ ও ১৫৪ সংখ্যায় কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন,—

> অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাত্রিরূপতাম্।
> অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ।
> রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।
> সদ্য গৌরাঙ্গ-নিকটে দাসবংশ্য গদাধরঃ॥

রাধাভাব-সুবলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা দ্বারা স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ, রাধিকারূপ ও ললিতারূপ—এই ত্রিবিধরূপ হইয়াছেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত সেই রাধিকার ভাবরূপ অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকাই ভিন্ন মূর্ত্তিতে তাঁহার ভাব প্রকাশ করিবার জন্য গদাধররূপে প্রকাশিত এবং শ্রীমতী রাধিকাই তাঁহার কান্তি প্রকাশ করিবার জন্য দাস গদাধররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এইরূপ বিচার নহে যে, মহাপ্রভু সম্ভোগবিগ্রহ কৃষ্ণ আর গদাধর পণ্ডিত রাধিকা। শ্রীগৌরসুন্দরও এইস্থলে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তিনি আশ্রয়ের ভাবে মত্ত হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণান্বেষণে ব্যস্ত। আবার গদাধরও স্বতন্ত্ররূপে আশ্রয়ের ভাবে মত্ত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরেরই বিপ্রলম্ভরসের সহায়-কারী। উভয়েই বিপ্রলম্ভরসে মত্ত। তবে যে গৌর-গদাধরের ভজন-প্রণালী রহিয়াছে বা গদাধরকে 'শক্তিতত্ত্ব' এবং গৌরসুন্দরকে 'শক্তিমত্তত্ত্ব' বলা হয়, তাহার দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনের দেহ ও শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ। গদাধর পণ্ডিত সেই রাধিকারই ভাব-প্রকাশ বা কায়ব্যূহস্বরূপ। গদাধর পণ্ডিত

কিছু শ্রীমতীর দেহ লইয়া প্রকাশিত হন নাই ; কিন্তু তিনি আশ্রয়জাতীয় শক্তিতত্ত্ব, শ্রীমতীর ভাব-রূপিণী। বিপ্রলম্ভ-লীলা ও সম্ভোগলীলায় যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, কল্পনার দ্বারা তাহা লোপ করিবার চেষ্টা করিলে রসাভাস দোষ উপস্থিত হয়। এইরূপ দোষ হইতেই গৌর-নাগরীবাদ এবং নানাবিধ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মতবাদ জগতে উপস্থিত হইয়াছে।

সাধনসিদ্ধ জীব কাঁহারা ?

৩নং প্রশ্ন—মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব ছিলেন কি ? যদি থাকেন, তাঁহারা কে ?

উত্তর—মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব না থাকার কোন কারণ নাই। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ; যিনি পুর্ব্বে কর্ম্মফলাধীন বৃহস্পতি ছিলেন (গৌঃ গঃ ১১৯), গোপীনাথ আচার্য্য যিনি কর্ম্মবিধাতা ব্রহ্মা ছিলেন (গৌঃ গঃ ৭৫), তাঁহাদিগকে সাধনসিদ্ধ বলা যায়। প্রভুপার্ষদ-বিচারে তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। মুক্তাবস্থায় সেবাপরতাই নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ। নিত্য-সিদ্ধকে প্রাপঞ্চিক চক্ষে বিদ্ধদর্শনে 'সাধনসিদ্ধ' বলিয়া মনে হইতে পারে।

ঠাকুর হরিদাস কি সাধনসিদ্ধ ?

৪নং প্রশ্ন—শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে কি বলিব ? তাঁহাকে ত' কেহ কেহ ব্রহ্মা বলেন। তবে তিনি কি সাধনসিদ্ধ ?

উত্তর—ঠাকুর হরিদাসে প্রহলাদ প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। গৌরগণোদ্দেশ (৯৩ সংখ্যা) বলিয়াছেন,—ঋচিক মুনির পুত্র মহা-তপা ব্রহ্মা প্রহলাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনিই ঠাকুর হরিদাস। চৈতন্যচরিত গ্রন্থে শ্রীল মুরারিগুপ্ত বলিয়াছেন যে, উক্ত মুনিপুত্র তুলসীপত্র আহরণপূর্ব্বক প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হন। তিনি এখন পরম ভক্তিমান্ হরি দাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। যাঁহারা নিত্যকাল হরিসেবোন্মুখ, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ, আর যাঁহারা নিত্যবহির্ম্মুখ, পরন্তু ভগবান্ ও ভগবদ্ভ-ক্তের কৃপায় সেবোন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহারাই সাধন-সিদ্ধ। প্রহলাদ নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।

জগাই মাধাই সাধনসিদ্ধ কি নিত্যসিদ্ধ

৫নং প্রশ্ন—জগাই-মাধাই কি সাধনসিদ্ধ অথবা নিতসিদ্ধ ?

উত্তর—জয় বিজয়ই গৌরাবতারে জগাই মাধাই-রূপে অবতীর্ণ হন। (গৌঃ গঃ ১১৫) তটস্থলীলা প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধই বলা যাইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী কাহারা ?

৬নং—প্রশ্ন—ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন, "গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি' মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ"—এই স্থানে 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী' বলিতে কাহাদের বুঝিব ?

উত্তর—যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের বিপ্রলম্ভভাবের সহা-য়ক, তাঁহারাই "গৌরাঙ্গের সঙ্গী"। যাঁহারা গৌর মনোহভীষ্টের পূরণকারী, তাঁহারাই 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী'। যাঁহারা নিত্যকাল গৌরসেবার জন্য গৌরাঙ্গের নিকট অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী'। নতুবা শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' দক্ষিণ দেশে প্রচার কালে গ্রামকে গ্রাম সকল লোককে বৈষ্ণব করিয়া-ছিলেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-পূরণ-কার্য্যে সতত নিযুক্ত হন নাই, সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ করেন নাই, তাঁহাদিগকে কি প্রকারে "গৌরাঙ্গের সঙ্গী বলা যাইতে পারে ? 'সঙ্গ' অর্থাৎ সম্যগরূপে গমন করেন যিনি, তাঁহাকেই 'সঙ্গী' বলে। যাঁহারা অনুক্ষণ সঙ্গ করি-লেন না, তাঁহাদিগকে 'সঙ্গী' বলা যায় না, তাঁহারা মহাপ্রভুর ভক্ত হইতে পারেন। 'সঙ্গী' অর্থে 'পার্ষদ'। আবার ঠাকুর নরোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আবির্ভূত না হইলেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী ; কারণ, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্টই পূর্ণ করি-বার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি নিত্য-কাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় মত্ত। মহাপ্রভুর হৃদ্গত-ভাবে বিভাবিত। তিনি বিপ্রলম্ভভাবের পরিপোষ্টা। সুতরাং ঠাকুর মহাশয় "নিত্যসিদ্ধ"।

কংসাদির গোলোকে অবস্থান বিচার

৭নং প্রশ্ন—গোলোকে কংস ও জরাসন্ধ প্রভৃতির ব্যতিরেক ভাবটি কি ?

উত্তর—গোলোক—শুদ্ধ চিন্ময়ধাম। সেখানে প্রপঞ্চের কোনও হেয়তা, নশ্বরত বা অবরতা নাই; সুতরাং সেখানে হিংসা বা রক্তপাতাদির কোন ব্যাপার থাকিতে পারে না। তবে লীলাপুষ্টির জন্য সেই স্থানে তত্তদ্ব্যতিরেক অবস্থাগুলির আকরভাবরূপে বর্ত্তমান। নন্দ-যশোদাদির বা তদনুগত কৃষ্ণসেবকগণের হৃদয়ে অনুকূল কৃষ্ণ সেবোৎকর্ষ নবনবায়মানভাবে বৃদ্ধি করিবার জন্য কংস প্রভৃতির অস্তিত্বের একটী মূলভাব মাত্র তথায় বর্ত্তমান আছে; পরন্তু উহা ভৌমলীলার ন্যায় স্থূলগত বাস্তব-স্বরূপে তথায় নাই।

জীবাত্ম-স্বরূপের অচিদ্বৃত্তি আছে কি ?

৮নং প্রশ্ন—জীবাত্ম-স্বরূপের নিত্যচিদ্বৃত্তির ন্যায় অচিদ্বৃত্তিও আছে কি ?

উত্তর—জীবাত্মার কোন অচিদ্বৃত্তি বা মায়ার ধর্ম্ম নাই। যে-স্থানে বদ্ধ জীবে অচিদ্বৃত্তি পরিলক্ষিত হইতেছে, সেই স্থানে জীবাত্ম-স্বরূপ সুপ্ত বা স্তব্ধ। চিদাভাস-ই সেই স্থানে অচিতের ক্রিয়ায় ব্যস্ত আছে। জীবাত্ম স্বরূপের সেবাবৃত্তি বা চিদ্বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোনও ক্রিয়া নাই। বিবর্ত্তক্রমে জীব চিদাভাসের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছে।

জীবাত্মা-স্বরূপের সাধনের আবশ্যকতা কি ?

৯নং প্রশ্ন—যদি জীবাত্মা স্বরূপতঃ মায়াবৃত্তি হইতে সর্ব্বদা মুক্তই থাকে এবং অচিতের ক্রিয়া যদি দেহ ও মনের উপরই ক্রিয়াবতী হয়, তাহা হইলে ত' উহা মায়াবাদী যুক্তির ন্যায় হইয়া পড়ে আর ঐরূপ অবস্থায় সাধনেরই বা আবশ্যক কি ?

উত্তর—ইহা মায়াবাদীর যুক্তি হইতে পারে না। মায়াবাদিগণ নিত্য জীবাত্মার অবস্থান স্বীকার করেন না এবং জীবাত্মার হরিসেবারূপা নিত্যাবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, তাহাও মায়াবাদী বলেন না। নশ্বর সাধনক্রিয়া কিছু আত্মার উপর হয় না। পরিণামময়ী সাধনক্রিয়া চিদাভাসের ভূমিকায়ই হইয়া থাকে। কালাধীন হরিবৈমুখ্যনাশিনী সাধনক্রিয়া ও নিত্যা সাধনভক্তিতে প্রকার-ভেদ আছে। যে-সকল অঙ্গ যাজন দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করা হয় তাহাই সাধনক্রিয়া। উদাহরণ, যেরূপ একটি দর্পণে বহুকালের সঞ্চিত ধূলিরাশি জমিয়া রহিয়াছে, সুতরাং ঐ দর্পণে আর মুখ দেখা যাইতেছে না; কিন্তু ঐ আদর্শ কিছু নষ্ট হইয়া যায় নাই বা ইহা হইতে মুখ প্রতিবিম্বিত হওয়ার যোগ্যতাও বিলুপ্ত হয় নাই। মুখ প্রতিবিম্বিত হইবার যোগ্যতা উহাতে পূর্ব্বের ন্যায়ই পূর্ণমাত্রায় ঠিক আছে। ঐ আদর্শের উপর হইতে ধূলিরাশিগুলি ঝাড়িয়া দিলেই আবার মুখ দেখা যাইতে পারে। এই 'ঝাড়িয়া দেওয়া' কার্য্যটি সাধনক্রিয়া, জীবাত্মার উপরে যে চিদাভাসের আবরণ রহিয়াছে এবং চিদাভাসে আত্মবুদ্ধি করিয়া যে বিবর্ত্তজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে ঝাড়িয়া ফেল, তাহা হইলেই জীবাত্মা-স্বরূপের ক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকিবে। যেমন সঞ্চিত শক্তিবিশিষ্ট একটি ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া তৎকালে 'ইঞ্জিনে'র ক্রিয়া-শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, তদ্রূপ জীবাত্মস্বরূপেও নিত্য-সেবাবৃত্তি সক্রিয় না হইলেও বিরাজমান আছে। অনর্থাপগমে সেবাবৃত্তি স্বতঃই বিকশিত হয়। সাধন-ক্রিয়া আত্মার উপর কার্য্যকরী নহে। কিন্তু সাধন-ভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্যা ক্রিয়াবতী। সাধন-ভক্তির পরিপক্বাবস্থাই ক্রমে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির প্রকাশ, যেমন, একটি আম্রফলের কাঁচা, ডাসা ও পাকা অবস্থা। পক্ব ফলটি কৃষ্ণসেবার সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু সাধনক্রিয়া সে জাতীয় বস্তু নহে। উদাহরণ-স্বরূপ যেমন একটি কাচের শিশিতে নির্ম্মল মধু রহিয়াছে। হঠাৎ শিশির গায়ে খানিকটা কাদা লাগিয়া গেল। ঐ কাদা শিশির গায়ে লাগিয়াছে বটে, কিন্তু মধুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। শিশির গায়ে কাদা লাগিয়াছে বলিয়া অন্তরস্থ মধুকে জলদ্বারা প্রক্ষালন করিতে হইবে না। কেবল মধুর আবরণী স্বরূপ কাচভাণ্ডটীই ধোওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ আত্মার উপর কোন সাধনক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না। বিকারযোগ্য চিদাভাস মনের উপরই সাধন ক্রিয়াদি প্রযুক্ত হয়। এই জন্যই শ্রীভাগবত বলিয়াছিলেন, —"সর্ব্বে মনোনিগ্রহ-লক্ষণান্তাঃ"। সাধনাদি যাহা কিছু সকলই মনোনিগ্রহ করিবার জন্য। মনোধর্ম্ম নিগৃহীত হইলেই আত্মবৃত্তি বিকাশ লাভ করে। আত্মবৃত্তিতে সাধনভক্তি প্রকাশিত হইলে জীব ক্রমে ভাব ও প্রেমভক্তিতে আরূঢ় হন। জগ-

তের সর্ব্বত্রই 'সাধনভক্তি' ও 'সাধন ক্রিয়া'র পরস্পর সম্বন্ধ ও ভেদ বুঝিতে না পারায় নানাপ্রকার মতবাদ ও মনগড়া সাধন প্রণালী সৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সকলই জীবের অনর্থ বৃদ্ধি করিবার হেতু।
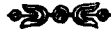
তত্ত্বসূত্র—সম্বন্ধ প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৭০ পৃষ্ঠার পর]

হরিস্মরণাত্মক শ্রবণ-কীর্ত্তন বিষয়ে কোন পক্ষেরই বিবাদ নাই।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মে,—

সর্ব্বাশ্রমাভিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্।
ন তথা ফলদং সৌ তে নারায়ণ কথা যথা॥

তথাচ বিষ্ণুপুরাণে,—

তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরণ পুরুষো মুনে।
ন যাতি নরকং শুদ্ধং সংক্ষীণাখিল কল্মশঃ॥

শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ হরিস্মরণই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ ইহা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। অন্য কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয় অংশে,—

কৃতে পাপেহনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্ত তস্যৈকং হরিস্মরণং পরম্॥

এই হরিস্মরণের সংখ্যা রাখার নাম জপ, অতএব জপকে পৃথক্ প্রত্যঙ্গ কহা যায় না। মালা জপদ্বারা পুনঃ পুনঃ সংস্মরণই হইয়া থাকে; অতএব 'যেন তেন প্রকারেন কর্ত্তব্যং স্মরণং হরেঃ'—এই শাস্ত্র বাক্যই জপের মূল। ধ্যান ও ধারণাও সংস্মরণ মাত্র, তাহাদের স্বতন্ত্র প্রত্যঙ্গতা স্বীকার করা যায় না।

অতএব ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

এই নয় প্রকার ভক্তি লক্ষণে কিছু কিছু ভেদ আছে, কিন্তু সকলগুলিই স্মরণাত্মক। শ্রবণ কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যের প্রমাণস্বরূপ ঐ বচনটী উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ সেবনের প্রতি অনেক তর্কবাদীর সংশয় হইয়া থাকে। শাস্ত্রে অনেকানেক স্থানে ভগবৎ প্রসাদের মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে, অতএব কেবল যুক্তিই এ-স্থলে প্রয়োজন। নির্ব্বিশেষ বাদীগণ ভগবানকে অমূর্ত্ত ও পূর্ণস্বরূপ মনে করিয়া তাঁহাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি অর্পণ করা অযুক্ত হয় এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত তাহারা বুঝিতে পারেন না যে, আত্মপ্রসাদই উপাসনার একমাত্র লক্ষ্য। বাক্যের দ্বারা স্তব বন্দনাদি এবং ভগবানের মহিমা বর্ণন করারই বা প্রয়োজন কি? ভগবান পূর্ণস্বরূপ, অতএব তিনি কোনপ্রকার উপাসনা, স্তব, পূজা, বন্দনা বা কীর্ত্তন বাঞ্ছা করেন না; তবে যে ভক্তগণ অহরহঃ তাঁহার যশকীর্ত্তন করতঃ আর্দ্র হইয়া ভ্রমণ করেন, সে কেবল তাঁহাদের রাগোত্তেজিত কার্য্য বই আর কিছুই নহে। আত্মপ্রসন্নতাই তাহার মুখ্য। তদ্রূপ পূজা ও ভোগাদির জন্য যে দ্রব্য সংগ্রহ তাহাও প্রেমোত্তেজিত বলিতে হইবে। যাঁহারা এই অপূর্ব্ব প্রকরণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা ভক্তি-হীন ও দুর্ভাগা। ভক্তের সমুদায় জীবনই ঈশ্বর প্রীত্যর্থ নিযুক্ত হয়, এ কারণ আহার-বিষয়েতেও ভক্তদিগের ঈশ্বর ভাবের সহিত সংশ্রব আছে। অনিবেদিত দ্রব্য আহার করিলে স্বার্থসাধন-রূপ প্রলোভন বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ভক্তিপূর্ব্বক ভগবদর্পিত নিষ্পাপ-দ্রব্য ভোজন করিবার সময় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রেমের কার্য্য হইয়া থাকে। প্রেমের অনুশীলন অত্যন্ত দুর্ল্লভ, অতএব যে কার্য্যের দ্বারা তাহা হয়, তাহারই মাহাত্ম্য আছে। ইহাকে অত্যন্ত পবিত্র কহা যায়, যেহেতু জড়ানন্দরূপ ভ্রম-পাপকে ইহার দূরীভূত করিবার সামর্থ্য আছে। ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয়, 'ভোগোপি সাধয়তি যোগফলং হি যত্র।' কর্ম্মশাস্ত্রের শাসনরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই সর্ব্বদা ভক্তির নিকট তুচ্ছ, অতএব বর্ণের উচ্চতা-নীচতা-রূপ যে অজ্ঞানবিধি

তাহাও এই পবিত্র ভগবৎ-প্রসাদের দ্বারা সংস্কৃত হয় অতএব শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদকে অদ্ভুত বীর্য্য সম্পন্ন কহা যায়।

তুলস্যাদি আঘ্রাণের দ্বারা অপর লাম্পট্যবৃত্তির উত্তেজকরূপ তীব্রগন্ধাদি পরিত্যক্ত হয়। গন্ধ দ্রব্যের লাম্পট্যে জগতে অনেক বিপদ ঘটে। কর্ম্মসাধনরূপ দেহকে গন্ধ দ্রব্যের দ্বারা প্রলেপন করতঃ মূঢ়গণ স্ত্রীলাম্পট্য এবং আলস্য প্রভৃতি অনেক অনর্থের উদয় করে। ঐ বৃত্তিকে দমন করণার্থ সরল-গন্ধযুক্ত তুলসী চন্দনকে ভগবন্নিবেদিত করিয়া ধারণ করিলে প্রত্যাহার ও পরানুশীলন উভয়ই হইতে পারে। বৈষ্ণবচিহ্নসকল ধারণ করিবার জন্য শাস্ত্রে বিধি আছে। কিন্তু অশ্বত্থ-পূজা প্রভৃতি সামান্য বিধির মধ্যে তাহা পরিগণিত, যদি বাস্তবিক ভক্তিক্রমে চক্রতিলকাদি ধৃত হয়, তাহা হইলে বৈধভক্তির উপকার করে, কিন্তু কেবলমাত্র ঐসকল বাহ্যলিঙ্গ ধারণ করার নাম ধর্ম্মধ্বজিত্ব। ধর্ম্মধ্বজীরা ভাগবত শাস্ত্রের অধিকারী নহে, অতএব তাহাদিগকে বৈষ্ণব সাধুদিগের সহিত সমান মান্য করা উচিত নহে। কেবল বাহ্য-চিহ্ন যাহারা ধারণ করে, তাহারা দাম্ভিক অতএব তাহাদের সহিত সদ্ধর্ম্মালাপকরণ বা তাহাদিগকে ভগবদ্ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার প্রতি ভাগবতে একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যং—

নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্ব্বিনীতায় দীয়তাং ॥

সরলতার সহিত সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবচিহ্ন ধৃত ব্যক্তিদিগকে বিশেষ আদর করা আবশ্যক। সিদ্ধান্ত এই যে, যদি বৈষ্ণব চিহ্নাদি ধারণ করিলে ভক্তির উন্নতি হয়, তবে সেই সকল চিহ্ন ধারণ করার আপত্তি কি আছে! বাহ্য চিহ্ন সকলের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা করিলে আন্তরিক বৃত্তির প্রতি স্বাভাবিক অমনোযোগ হইয়া উঠে। এ বিষয়ে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণের সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। অন্তর্বৃত্তিকে বাহ্যচিহ্নের অধীন করা কদাচ বিধির মর্ম্ম নহে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে ভক্তি যদি অনুরাগই হয়, তবে অন্য জীবের প্রতি ভ্রাতৃভাবকে পরানুশীলনের প্রত্যঙ্গ বলিয়া স্বীকার না করার কারণ কি, যেহেতু সর্ব্বজীবে দয়া না করিলে ভক্তির উদারতা হয় না। উত্তর এই যে, যেমত মুক্তাবস্থায় রাগের একাঙ্গত্ব প্রযুক্ত ভ্রাতৃপ্রেমকে অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা যায় নাই, ভ্রাতৃপ্রেম ঐ রাগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, তদ্রূপ বদ্ধাবস্থায়ও ভ্রাতৃপ্রেমকে পরানুশীলনের অঙ্গ বলা যায় না, অর্থাৎ পরানুশীলনের স্বরূপ বলা যায়। শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি অঙ্গের দ্বারা যেমত পরভক্তি হয়, তদ্রূপ সাধুসঙ্গরূপ অঙ্গের দ্বারা পরভক্তির অংশভূত ভ্রাতৃপ্রেম পরিপক্ব হয়। অন্য জীবের প্রতি দয়াই যে ভক্তির অংশ, ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কর্দ্দমের প্রতি ভগবদ্বাক্যে প্রতীত আছে যথা,—

কৃত্বা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্বাচাভয়মাত্মবান্।
ময্যাত্মনং সহজগৎ দ্রক্ষস্যাত্মনি চাপি মাং॥

অতএব পরোপকার পরানুশীলনের অঙ্গ নহে, কিন্তু তৎস্বরূপ জানিতে হইবে। যথা গীতায়াং পরমেশ্বর বাক্যং—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

পুনশ্চ তত্রৈব,—

সমোঽহং স্বর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

পুনশ্চ তত্রৈব চরম সিদ্ধান্তে,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

ভগবদ্ভক্তি ও সর্ব্বজীবে দয়া এই দুইকে যিনি স্বতন্ত্র বৃত্তি করিয়া জানেন এবং তদনুযায়ী সাধন করেন, তাঁহার পরানুশীলন হয় না, কিন্তু পরানুশীলনের আভাস মাত্র হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে কপিলদেব বাক্যং,—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেহর্চ্চিতোহর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥
আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্ ॥
অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥

অতএব দয়া, মৈত্রী, ক্ষমা, দান ও মান প্রভৃতি যতপ্রকার পরোপকার লক্ষণ আছে, সে সকলি ভক্ত্যন্তর্ভূত। ইহার মধ্যে উচ্চ, সম, ও অধম পাত্রভেদে মান, মৈত্রী ও দয়া ইহারা অনুরাগের স্বরূপাংশ, অতএব ভক্তির অংশ। দান (ঔষধ, বস্ত্র, আহার, জল প্রভৃতি দান), আশ্রয় (বিপদকালে সহায়তা), শিক্ষা (অর্থকরী ও পরমার্থপ্রদায়িনী বিদ্যাদান) এই প্রকার ক্রিয়াসকল পরানুশীলনের প্রত্যঙ্গ। সূত্রকার সূত্রে শ্রবণ কীর্ত্তনাদীনি শব্দের দ্বারা এই সমস্ত উদ্দেশ্য করিয়াছেন।

পরানুশীলনের প্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ সংখ্যা দেওয়া যায় না, যেহেতু তাহাও অনেক। কেবলমাত্র প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রত্যঙ্গ সকলের উল্লেখ করা গেল। সংক্ষেপতঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন, অনুস্মরণ ও পরোপকার ইহারাই প্রধান প্রত্যঙ্গ। এই পরানুশীলনরূপা ভক্তি কীদৃশী তাহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কে কথিত হইয়াছে,—

অন্তঃ প্রসাদয়তি শোধয়তীন্দ্রিয়াণি
মোক্ষঞ্চ তুচ্ছয়তি কিং পুনরর্থকামৌ।
সদ্যঃ কৃতার্থয়তি সন্নিহিতৈক
জীবানানন্দসিন্ধুবিবরেষু নিমজ্জয়ন্তী ॥

(ক্রমশঃ)

চারি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫৩ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমধ্বাচার্য্য মায়াবাদ বিচার (অতত্ত্ববাদ বিচার) খণ্ডন করিয়া তত্ত্ববাদ বিচার প্রচার করায় তাঁহার সম্প্রদায় তত্ত্ববাদী সম্প্রদায় নামে খ্যাত হইয়াছে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বায়ুর তৃতীয় অবতার। বায়ুর প্রথম অবতার শ্রীহনুমান, দ্বিতীয় অবতার শ্রীভীমসেন, তৃতীয় অবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য। এইজন্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মহাবলশালী অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার পূতচরিত্রে তাঁহার অলৌকিক শক্তির বহু ঘটনাবলীর কথা প্রচারিত আছে। কতিপয় ঘটনাবলী পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। পূজনীয় বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রুত একটি অলৌকিক ঘটনার কথা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে—

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একদিন বাল্যবয়সে তাঁহার পিতা মধ্যগেহ শ্রীনারায়ণ ভট্টের নিকট বলিলেন, তিনি শঙ্করাচার্য্যপাদের মায়াবাদ বিচার খণ্ডন করিবেন। পুত্রের ঐ প্রকার ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য শুনিয়া পিতা অসন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন—'শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বিচার সমগ্র ভারতে প্রচারিত ও বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁহার বিচার খণ্ডন করিতে পারে, এইপ্রকার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কেহ আছেন বলিয়া আমি মনে করি না। আমার হস্তস্থিত যষ্টি বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া যেমন ফল দিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার পক্ষে মায়াবাদ-বিচার খণ্ডন করা অসম্ভব মনে করি। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য পিতৃবাক্য শুনিয়া পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে পিতঃ! যদি আপনার যষ্টি বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া ফল দেয়, তাহা হইলে আপনি বিশ্বাস করিবেন কি?' এই প্রকার বলিয়া পিতার নিকট হইতে যষ্টি গ্রহণ করিয়া মহাবলশালী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যষ্টিকে সজোরে প্রোথিত করিয়া বলিলেন—'হে যষ্টি, যদি আমি মায়াবাদ-বিচার

খণ্ডন করিতে পারি, তুমি এখনই বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া ফল দাও।' এইকথা বলিবামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে যষ্টিটি বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া অতি উপাদেয় সুমিষ্ট ফল প্রদান করিল। মধ্বাচার্য্য উক্তফল পিতৃদেবকে এবং অন্যান্য সকলকে প্রদান করিলেন। অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া মধ্বাচার্য্যের পিতৃদেব বুঝিলেন, এই পুত্র সামান্য মনুষ্য নহেন, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোন মহাপুরুষ হইবেন, বিশ্বাস করিলেন, ইহার দ্বারা মায়াবাদ বিচার খণ্ডিত হইবে। বস্তুতঃ মায়াবাদ বিচারে একশত দোষ প্রদর্শন করতঃ মধ্বাচার্য্য 'মায়াবাদ-শতদূষণী' নামক গ্রন্থ লিখেন।

শ্রীমধ্বমুনি হনুমানের ন্যায় ভারী ও হাল্কা হইতে পারিতেন। ৩০ জন পুরুষের বলধারী 'করঞ্জয়' নামক একজন বলশালী ব্যক্তি ভূমিতে সংলগ্ন মধ্বাচার্য্যের পদাঙ্গুষ্ঠকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। আবার ক্ষীণকায় হইয়া বালকের স্কন্ধদেশে চড়িয়া বেড়াইলেও বালকের আদৌ ভারবোধ হয় নাই। বাল্যাবস্থায় তিনি তেঁতুল বীজকে অর্থে পরিণত করিয়া পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

মধ্বাচার্য্যের পিতার নাম মধ্বগেহ নারায়ণ ভট্ট হওয়ার কারণ এইরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে—

'রামভোজ নামক রাজার আনীত সকুটুম্ব ১২০ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা পাজকাক্ষেত্রে গ্রামের মধ্যভাগে গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহারাই 'মধ্যগেহ' নামে পরিচিত হন। মধ্যগেহ নারায়ণভট্ট দৈববাণী হইতে পুত্রকে 'অসুদেব' বা বায়ুর অবতার এবং শ্রীভগবান বাসুদেবের পরম ভক্ত বলিয়া জানিতে পারিয়া শিশুপুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—বাসুদেব।'—পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ৩৮টি মূল গ্রন্থ এবং কতকগুলি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। মূল গ্রন্থাবলী—(১) গীতাভাষ্য, (২) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, (৩) অণুভাষ্য, (৪) অনুভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান, (৫) প্রমাণলক্ষণ, (৬) কথালক্ষণ, (৭) উপাধিখণ্ডন, (৮) মায়াবাদ খণ্ডন, (৯) প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন, (১০) তত্ত্বসংখ্যান, (১১) তত্ত্ব-বিবেক, (১২) তত্ত্বোদ্যোত, (১৩) কর্ম্ম-নির্ণয়, (১৪) শ্রীমদ্বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়, (১৫) ঋগ্ভাষ্য, (১৬) ঐতরেয়-ভাষ্য, (১৭) বৃহদারণ্যকভাষ্য, (১৮) ছান্দোগ্য-ভাষ্য, (১৯) তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য, (২০) ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্য, (২১) কাঠকোপনিষদ্ভাষ্য, (২২) অথর্বণোপনিষদ্ভাষ্য, (২৩) মাণ্ডুক্যোপনিষদ্-ভাষ্য, (২৪) ষট্প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য, (২৫) তলবকারোপনিষদ্ভাষ্য, (২৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-তাৎপর্য্যনির্ণয়, (২৭) শ্রীমন্ন্যায়বিবরণ, (২৮) নরসিংহ-নখস্তোত্র, (২৯) যমক-ভারত, (৩০) দ্বাদশস্তোত্র, (৩১) শ্রীকৃষ্ণামৃতমহার্ণব, (৩২) তন্ত্রসারসংগ্রহ, (৩৩) সদাচার-স্মৃতি, (৩৪) শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য, (৩৫) শ্রীমন্মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়, (৩৬) যতি-প্রণবকল্প, (৩৭) জয়ন্তীনির্ণয়, (৩৮) শ্রীকৃষ্ণস্তুতি।

শ্রীমাধ্ব-তত্ত্ববাদসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ উড়ুপী-গ্রামে মূল মাধ্বমঠকে উত্তরাঢ়ী মঠ বলেন। উড়ুপীর অষ্টমঠের মূল পুরুষের ও মঠসমূহের নাম—(১) বিষ্ণুতীর্থ—শোদমঠ, (২) জনার্দ্দন তীর্থ—কৃষ্ণপুর মঠ, (৩) বামনতীর্থ—কনুর মঠ, (৪) নরসিংহতীর্থ—অদমর মঠ, (৫) উপেন্দ্রতীর্থ—পুতুগী মঠ, (৬) রামতীর্থ—শিরুর মঠ, (৭) হৃষীকেশ তীর্থ—পলিমর মঠ, (৮) অক্ষোভ্যতীর্থ—পেজাবর মঠ।

মাধ্ব-সম্প্রদায়ের উর্দ্ধতন গুরুপরম্পরা—(১) হংস পরমাত্মা, (২) চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, (৩) চতুঃসন, (৪) দুর্ব্বাসা, (৫) জ্ঞাননিধি (৬) গরুড়বাহন, (৭) কৈবল্যতীর্থ, (৮) জ্ঞানেশতীর্থ, (৯) পরতীর্থ, (১০) সত্যপ্রজ্ঞতীর্থ, (১১) প্রাজ্ঞতীর্থ, (১২) অচ্যুত-প্রেক্ষাচার্য্য তীর্থ, (১৩) শ্রীমধ্বাচার্য্য-১০৪০ শকাব্দ।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব তিথিতে মঙ্গলাচরণে এই-ভাবে মধ্বাচার্য্যের জয়গান করিয়াছেন—

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥

'সেই আনন্দতীর্থ নামক শ্রীমধ্বমুনিকে আমি সসম্ভ্রমে অভিবাদন করি, তাঁহার জয় হউক। পণ্ডিত-গণ তাঁহাকে সংসারসাগর পার হইবার নৌকাসদৃশ বলিয়া কীর্তন করেন। সেই যতিরাজ—সুখময়ধাম।'

"বাংলাদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সকলেই সেই বৃদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যের অনুগত। তাঁহার অপর নাম শ্রীমধ্বমুনি। সেই শ্রীপাদ আনন্দ-

তীর্থ বা পূর্ণপ্রজ্ঞের অষ্টাদশ অধস্তন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, সপ্তদশ অধস্তন—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। এই তিন প্রভু শ্রীমধ্বমুনিকে স্বীয় গুরুপরম্পরামধ্যে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমধ্বমুনি কেরল দেশের উত্তরাংশে (বর্ত্তমান কেনাড়া জেলায়) আবির্ভূত হন। এই মহাত্মা ভারতবর্ষে পঞ্চোপাসনার পরিবর্ত্তে একমাত্র বিষ্ণুপাসনারই কর্ত্তব্যতা প্রচার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে মায়াবাদাচার্য্য শিবগুরুতনয় শঙ্করপাদ আর্য্যধর্ম্ম-সংস্থাপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীমধ্বমুনি পুনরায় সেই আর্য্যধর্ম্মের মধ্যে ভগবদানুগত্য বা ভগবদ্‌সেবাই প্রচার করেন। শ্রীমধ্বমুনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক শ্রদ্ধালু জগদ্বাসীকে দেখাইলেন, জীবের অধিষ্ঠানে যে নিত্য ভগবৎসেবাতাৎপর্য্য, তন্মূলেই আস্তিক্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের আনুগত্য ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই।

* * * *

শ্রীমধ্বানুগগণ অপর দেবগণকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানেন। তাঁহারা বিষ্ণুর পারতম্য এবং বিষ্ণুপ্রসাদদ্বারা দেবতান্তরের পূজা করেন। উড়ুপীর উত্তরাংশে এক স্থানে শিবের উপরিভাগে শ্রীবিষ্ণুশিলা সংরক্ষিত হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন। শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভের হস্তের নিম্নে শ্রীশিববিগ্রহ বর্ত্তমান। দেবতা ও পিতৃ প্রভৃতি দেবপূজা শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে অনাদৃত হয় নাই, তথাপি তাঁহারা পঞ্চোপাসকের নামে জড়সমন্বয়ের পক্ষপাতী নহেন।" —শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী প্রথম খণ্ড।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ৭৯ বৎসর বয়সে মাঘী শুক্লানবমী তিথিতে শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয়োপনিষদ্‌ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে তিরোধান-লীলা করেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতবাদ

তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মত সংক্ষিপ্তভাবে একটী শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

'শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ ॥'

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মতে—শ্রীহরি বা বিষ্ণুই পরতমতত্ত্ব ; জগৎ সত্য ; ঈশ্বর, জীব ও জড়ে নিত্যভেদ, জীবসমূহ শ্রীহরির অনুচর ; জীবগণের মধ্যে অধিকারভেদে পরস্পর উচ্চনীচভাব তারতম্য বর্ত্তমান ; নৈজসুখ স্বরূপগত আনন্দানুভূতিই মুক্তি ; অমলা ভক্তিই মুক্তিরূপ প্রয়োজনের সাধন ; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটীই মূল প্রমাণ ; শ্রীহরিই অখিল আম্নায়বেদ্য।

ডক্টর নাগরাজ শর্ম্মা তাঁহার রচিত 'The Philosophy of Madhva Dvaita Vedanta' প্রবন্ধে উক্ত শ্লোকটী ন্যায়ামৃতকার শ্রীব্যাসরাজ লিখিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার রচিত 'প্রমেয়রত্নাবলী'-গ্রন্থে উপরি উক্ত শ্লোকের একটী অনুরূপ শ্লোকে শ্রীমধ্বমত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

'শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য
হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ ॥'

শ্রীমধ্বাচার্য্য বলেন—বিষ্ণুই পরতমতত্ত্ব ; তিনি অখিলাম্নায় বেদ্য ; বিশ্ব সত্য ; জীবসকল বিষ্ণু হইতে ভিন্ন ; তাঁহারা শ্রীহরির চরণসেবক ; তাঁহাদের মধ্যে তারতম্য বিদ্যমান ; বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মোক্ষ ; শ্রীবিষ্ণুর শুদ্ধভজনই মুক্তিলাভের উপায় ; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ। ভগবান্ হরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রও এই উপদেশ করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৯ম অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মধ্বসম্প্রদায়ের তত্ত্বালোচনা-প্রসঙ্গে জ্ঞাত হওয়া যায়—তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের মত—'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করাই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন এবং সেই সাধনবলে শ্রেষ্ঠ সাধ্যরূপ পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধ ব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করেন।' শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত মত শুনিয়া বলিয়াছিলেন—'শাস্ত্রমতে শ্রবণ-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন, সেই সাধনবলে কৃষ্ণপ্রেমসেবা-রূপ সাধ্যফলের লাভ হয়।'

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন ঃ—'কর্ম্মার্পণ ইত্যাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ

হয় ; চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গ-বলে অনন্য কৃষ্ণ-ভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ সাধনভক্তি হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত বিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার সর্ব্বত্র সম্ভাবনা নাই। কেননা, (শুদ্ধকৃষ্ণ-ভক্তি) সৎসঙ্গজনিত 'শরণাপত্তি' লক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে।

'প্রভু কহে কর্ম্মী, জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥
সবে, একগুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
'সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে' করহ নিশ্চয়ে ॥'

—চৈতন্যচরিতামৃত ম ৯।২৭৬-৭৭

'প্রভু কহিলেন—ওহে তত্ত্ববাদি আচার্য্য, তোমার সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ ; তথাপি ঈশ্বরের সত্য ও নিত্যবিগ্রহ স্বীকাররূপ একটী মহদ্‌গুণ তোমার সম্প্রদায়ে দেখিতেছি। তাৎপর্য্য এই যে মদীয় পরমগুরু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এই প্রধান সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া মাধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন।' —শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

'ইহাতে মনে হয় শ্রীমাধবেন্দ্র প্রথমে কোন 'পুরী' সন্ন্যাসীর নিকট লব্ধদীক্ষ হইলেও শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ে নিত্য-সত্য-সনাতন জ্ঞানঘনানন্দময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের সবিশেষত্ব বা চিদ্বিলাস স্বীকারসূচক এক মহদ্ গুণ দর্শনে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থপাদকে গুরুত্বে বরণ পূর্ব্বক শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন। এইজন্যই আমাদের সম্প্রদায় শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া প্রসিদ্ধ'।

—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ

'শ্রীমধ্বের মতবাদ 'দ্বৈতবাদ' নামে খ্যাত। ইহার নামান্তর স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ, স্বাভাবিক-ভেদবাদ, কেবলভেদবাদ, তত্ত্ববাদ। 'স্বতন্ত্র' ও অস্বতন্ত্র ভেদে দ্বিবিধ-তত্ত্ব—'স্বতন্ত্রতত্ত্ব' ঈশ্বর হইতে পরতন্ত্র তত্ত্ব-সমূহের নিত্য ভেদ। জীবে ঈশ্বরে, জীবে জীবে, ঈশ্বরে জড়ে, জীবে জড়ে, জড়ে জড়ে—এই পঞ্চভেদ বা 'দ্বৈত' নিত্য, সত্য ও অনাদি।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতের পার্থক্য।

(ক) শ্রীশঙ্কর এক ব্যতীত দ্বিতীয় তত্ত্ব স্বীকার করেন না। শঙ্করের সগুণব্রহ্ম মিথ্যা, নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য।

শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রভেদে দ্বিবিধতত্ত্ব স্বীকার করেন। স্বতন্ত্রতত্ত্ব পরমেশ্বর হইতে পরতন্ত্র-তত্ত্বসমূহের নিত্য ভেদ। দ্বৈত বা ভেদ—নিত্য, সত্য ও অনাদি।

(খ) শ্রীশঙ্করের মতে জীব—অবিদ্যোপাধিক, ভ্রান্তব্রহ্ম। বুদ্ধি উপাধিহেতু পরিকল্পিতস্বরূপ-ব্যতীত পরমার্থতঃ জীবের অস্তিত্ব নাই।

শ্রীমধ্বমতে জীব—পরতন্ত্রতত্ত্বমধ্যে চেতনস্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন, বিভিন্নাংশ বা প্রতিবিম্বাংশ। জীব—সত্য, অনন্ত ও অণুপরিমাণ।

(গ) শ্রীশঙ্করের মতে জগৎ—ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, সুতরাং মিথ্যা ; জগতের ব্যবহারিক সত্তা মাত্র—পারমার্থিক সত্তা নাই।

শ্রীমধ্বমতে জগৎ—ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন। জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানপূর্ব্বিকা সৃষ্টি ; সুতরাং সত্য। জগৎ বিষ্ণুর বশবর্ত্তী এবং ইহার নিত্যতা প্রবাহক্রমে বর্ত্তমান।

(ঘ) আচার্য্যশঙ্করের মতে তত্ত্বমসি বাক্যের 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদের সমানাধিকরণরূপ সম্বন্ধ—সুতরাং উহা জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ ঐক্যবোধক।

শ্রীমধ্বমুনি 'তত্ত্বমসি' এই পাঠটীই স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন—স আত্মাতত্ত্বমসি=স আত্মা+অতত্ত্বমসি ; অতএব ভেদ। শ্রীমধ্বাচার্য্য বলেন—ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুকে 'অতত্ত্বমসি', ইহা দৃষ্টান্তের সহিত নয়বার বলিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদোপদেশ করা হইয়াছে। সামসং-হিতায়ও 'অতত্ত্বমসি'-পাঠ পাওয়া যায়। ন্যায়ামৃতে 'স আত্মাতত্ত্বমসি' বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। শ্রীমধ্ব-মতাবলম্বী নারায়ণভট্টশিষ্য তত্ত্বমুক্তাবলীকার গৌড় পূর্ণানন্দ 'তস্য ত্বমসি' অর্থাৎ তাঁহার তুমি (তুমি পরমাত্মার দাস বা তদীয়) এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন।'—গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য

"Madhva, also called Anandatirtha or Purnaprajna (b c 1199, Kalyanpur,

near Udipi, Karnatak, India—d.c. 1278 Udipi), Hindu philosopher, exponent of Dvaita (qv. dualism or belief in a basic difference in kind between God and individual souls). His followers are called Madhvas.

Born into Brahmin family, his life in many respects parallels the life of Jesus Christ. Miracles attributed to Christ in the New Testament were also attributed to Madhva.

Madhva set out to refute the non-dualistic Advaita philosophy of Sankara who believed the individual self to be a phenomenon and the absolute spirit (Brahman) the only reality."

—Encyclopædia Britannica, volume 7 page 654.

ভক্ত প্রহ্লাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৭৬ পৃষ্ঠার পর]

তুমি তোমার পিতৃপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মৎ-পরায়ণ হইয়া বেদবিহিত কর্ম্ম কর। [বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—'যদ্যপি মদ্ভক্তস্য তব নাস্তি কর্ম্মাধিকারস্তদপি মদাজ্ঞয়ৈব ব্যবহাররক্ষার্থং কর্ম্মাণি কুরু।']

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের আজ্ঞাক্রমে প্রহলাদ মহারাজ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। দেবাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত ব্রহ্মা নৃসিংহদেবের পূর্ব্বের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে প্রসন্ন সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রস্বস্তি হৃদয়ে বহুবিধ বাক্যের দ্বারা স্তব করিলেন। ব্রহ্মা স্তবে বলিলেন—'হে ভূত-ভাবন! সকল লোক-সন্তাপকারী হিরণ্যকশিপু আমাদের সৌভাগ্যফলে আপনার দ্বারা নিহত হইয়াছে। এই অসুর আমার সৃষ্ট প্রাণিগণের দ্বারা অবধ্য হইবে, এইরূপ আমার নিকট বর গ্রহণ করিয়া, তপোপ্রভাবে গর্ব্বিত হইয়া, সমস্ত বেদবিহিত ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিয়াছে। ভাগ্যক্রমে আপনার শরণাগত হিরণ্যকশিপুর শিশুপুত্র মহাভাগবত প্রহলাদকে আপনি রক্ষা করিয়াছেন। হে ভগবন্! আপনার এই নৃসিংহরূপ যিনি ধ্যান করিবেন, তিনি সমস্ত ভয় ও আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবেন।'

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব সর্পগণকে অমৃতদানের ন্যায় অতিশয় ক্রূরস্বভাব অসুরগণকে উক্ত প্রকার বর দিতে ব্রহ্মাকে নিষেধ করিলেন। অধোক্ষজ ভগবান্ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর প্রহলাদ মহারাজ কর্ত্তৃক ব্রহ্মা, মহাদেব, প্রজাপতিগণ ও দেবতাগণ বন্দিত ও পূজিত হইলে পদ্মাসন ব্রহ্মা শুক্রাচার্য্যাদি মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রহলাদকে দৈত্য ও দানবগণের অধিপতি করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ প্রহলাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করতঃ স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন।

প্রহলাদ-চরিত্র শ্রবণ-মাহাত্ম্য

প্রহলাদ-চরিত্রে যে ধর্ম্ম দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, সেই ভাগবত-ধর্ম্ম বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণুর বীর্য্যপূর্ণ পবিত্র আখ্যান যিনি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন। আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর নৃসিংহলীলা-রূপে দৈত্যপতির বধবৃত্তান্ত যিনি সমাহিতচিত্তে পাঠ করেন এবং দৈত্যাত্মজ সাধুশ্রেষ্ঠ প্রহলাদের পবিত্র প্রভাব শ্রবণ করেন, তিনি অকুতোভয় হইয়া বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হন।

'এইমত প্রভু প্রিয় গদাধর সঙ্গে।
তান মুখে ভাগবত শুনি থাকে রঙ্গে॥
গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনিঞা প্রকাশে প্রভু প্রেমভাব যত॥

প্রহলাদ-চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র।
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত ॥
আর কার্য্যে প্রভুর নাহিক অবসর।
নাম-গুণ বলেন শুনেন নিরন্তর ॥'

—চৈঃ ভাঃ অ ১০।৩২-৩৫

'শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের সপ্তম স্কন্ধে প্রহলাদ-চরিত্র ও চতুর্থ স্কন্ধে ধ্রুবোপাখ্যান বর্ণিত আছে। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক এবং শ্রীগৌর-সুন্দর সেই পাঠের শ্রোতা। তিনি গদাধরের মুখে প্রহলাদ ও ধ্রুবের ভক্ত্যনুশীলন-কথা বিশেষ সাবধানে শত শতবার আবৃত্তি করিতে করিতে শুনিলেন।'

'অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে ॥
এই সব বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে ॥
প্রহলাদ যেহেন দৈত্য, কপি হনুমান্।
এইমত হরিদাস নীচ-জাতি নাম ॥'

—চৈঃ ভাঃ আ ১৬।২৩৮-২৪১

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে সিংহাচলমে পর্ব্বতোপরি জিয়ড় নৃসিংহ দর্শন করিয়া বহু নৃত্যগীত ও স্তুতি করিয়াছিলেন। 'শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ। প্রহলাদেশ জয় পদ্মামুখ-পদ্মভৃঙ্গ ॥' 'উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃ-কেশরী। কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥' 'কেশরী যেরূপ উগ্রবিক্রম হইয়াও স্বীয় সন্তানদিগের প্রতি অনুগ্র, নৃসিংহদেব সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহলাদাদি স্বভক্তের প্রতি স্নেহপূর্ণ।' শ্রীনৃসিংহদেব জীবহৃদয়ে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-আকাঙ্ক্ষারূপ অসুরকে বিনাশ এবং জীবাত্মার নিত্যাবৃত্তি ভক্তিরূপ প্রহলাদকে সুসমৃদ্ধ করেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি লিখিত 'হরিবংশে' প্রহলাদ-চরিত্র বর্ণনে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। 'হরি-বংশে' বর্ণনের সংক্ষিপ্ত সারকথা—"সত্যযুগে দৈত্য-দিগের আদিপুরুষ হিরণ্যকশিপু ঘোরতর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করে যে, দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস বা মানব ইহাদের কাহারও দ্বারা সে বধ্য হইবে না; মুনিগণ যেন তাহাকে শাপ দিতে সমর্থ না হন; অস্ত্র-শস্ত্র, গিরি-পাদপ, শুষ্ক ও আর্দ্র পদার্থ দ্বারাও যেন তাহার বিনাশ না হয় এবং স্বর্গাদি কোন লোকে, দিবা বা রাত্রি ইহার কোনকালেই যেন তাহার মৃত্যু না হয়। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া এইসকল বরই দিয়াছিলেন। হিরণ্য-কশিপু এই বরপ্রভাবে অতিশয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। দৈত্যপতি স্বর্গলোকের অধীশ্বর হইয়া দেবগণকে নানা-প্রকারে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিল। দেব-গণ আর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু দেবগণকে অভয় দিয়া কহিলেন, 'আমি অচিরকাল মধ্যেই সেই বরদর্পিত দানবেন্দ্রকে সগণে নিহত করিতেছি।' ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে বিদায় দিয়া কি উপায়ে দুর্দ্দান্ত হিরণ্য-কশিপুর বধ সাধন করিবেন, তাহারই ধ্যান করিতে করিতে হিমালয়-পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে দৈত্য, দানব ও রাক্ষসদিগের ভয়াবহ এক অপূর্ব্ব নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করাই স্থির হইল। তখনই অর্দ্ধভাগ মনুষ্য ও অর্দ্ধভাগ সিংহাকৃতিরূপ আশ্রয় করিলেন। ইঁহার তেজে সূর্য্যও হীনপ্রভ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে এই নরসিংহ মূর্ত্তি হিরণ্যকশিপুর সমীপস্থ হইলেন; তৎকালে দানবপতি অপূর্ব্ব সভায় উপবেশন করিয়া বিরাজিত ছিলেন; দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ বিশুদ্ধ তানলয়সহ-কারে তাহাকে সঙ্গীত আলাপ শুনাইতেছিলেন।

ভগবান্ সভায় উপস্থিত হইয়া হিরণ্যকশিপুর প্রতি বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হিরণ্য-কশিপুর পুত্র প্রহলাদ দিব্যচক্ষুতে সেই সমাগত দেব-মূর্ত্তি ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া দৈত্যপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি দৈত্যদিগের প্রধান। এই মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন ইনি কোন অব্যক্ত দিব্যপ্রভাবশালী। ইঁহা হইতেই আমা-দের দৈত্যকুল বিনষ্ট হইবে। এই মহাত্মার শরীরে যেন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল জগৎ রহিয়াছে, ইনি কোন অসাধারণ পুরুষ হইবেন।'

দনুজাধিপতি প্রহলাদের এই কথা শুনিয়া অনুচর দানবগণকে আদেশ করিলেন, 'তোমরা এই সিংহকে

অচিরে বিনাশ কর।' দানবগণ প্রবল বিক্রমে সিংহকে আক্রমণ করিল, কিন্তু অচিরে সকলেই বিনষ্ট হইল। নরসিংহ বদন বিস্তার করিয়া অন্তকের ন্যায় ঘোরতর সিংহনাদ করিতে করিতে দৈত্যসভা একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তখন হিরণ্যকশিপু স্বয়ং তাঁহার উপর ঘোরতর অস্ত্রবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। দুইজনে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

দানবগণ বিষ্ণুকে আক্রমণ করিল, কিন্তু বিষ্ণু কর্ত্তৃক তাহারাই নিহত হইল। হিরণ্যকশিপু ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া রোষানলে সকল দগ্ধ করিতে লাগিল, মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল, সাগরসকল ক্ষুব্ধ হইল, সকানন ভূধরগণ বিচলিত হইতে লাগিল, সমুদয় জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায় আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ঘোর উৎপাত ও ভয়সুচক বায়ুসকল বহিতে লাগিল। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যে সকল লক্ষণ হয়, সেই সকলই অনুভূত হইতে লাগিল। সূর্য্য প্রভাহীন ও অসিতবর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর ধূমশিখা উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন, সপ্তসূর্য্যও তিমিরবর্ণ আকার ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন। আকাশ হইতে ঘন ঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া ওষ্ঠদংশন ও গদা গ্রহণপূর্ব্বক তীব্রবেগে ধাবিত হইলে দেবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ভগবান্ নরসিংহদেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'দেব! দুষ্টমতি হিরণ্যকশিপুকে অনুচরবর্গের সহিত বিনাশ করুন। আপনি ভিন্ন ইহাকে বিনাশ করিতে পারে, এরূপ লোক জগতে কেহ নাই। অতএব লোকহিতের জন্য ইহাকে বধ করিয়া ত্রিলোকের শান্তি বিধান করুন।'

নরসিংহদেব দেবগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া গম্ভীর ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ভীষণ নখের প্রহারে দৈত্যপতির হৃদয় বিদারণ করিয়া তাহাকে সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিলেন।

ভীষণ শত্রু দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে পৃথিবী, পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি ও নদী শৈলাদি সকলেই প্রসন্নতা লাভ করিল। তখন দেবগণ মিলিত হইয়া নরসিংহকে স্তব করিতে লাগিলেন, অপ্সরাগণ নৃত্যগীত করিতে লাগিল। নৃত্যাদি শেষ হইলে গরুড়ধ্বজ নারায়ণ নরসিংহরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন এবং অষ্টচক্র ও অতি প্রদীপ্ত ভূতবাহন রথে উঠিয়া ক্ষীরোদসাগরের উত্তরকুলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে নরসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিলেন।"

—(হরিবংশ ৩০-৩৯ অ—বিশ্বকোষ হইতে উদ্ধৃত)

প্রহলাদ মহারাজ কি করিয়া শ্রীনৃসিংহপাদপদ্মে ভক্তি লাভ করিলেন, তাহা বৃহন্নারসিংহপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। হরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থেও উহা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রহলাদের প্রতি নৃসিংহদেবের উক্তি ঃ—

'পুরাকালে অবন্তীনগরে বসুশর্ম্মা নামে এক বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সদাচারসম্পন্না পত্নী সুশীলাও আদর্শ পতিভক্তির দরুণ ভুবনত্রয়ে বিখ্যাতা হইয়াছিলেন। বসুশর্ম্মার ঔরসে ও সুশীলার গর্ভে পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রগণের মধ্যে প্রথম ৪টী পুত্র বিদ্বান্ সদাচারপরায়ণ ও পিতৃভক্ত ছিলেন। কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র (তুমি) বেশ্যার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চরিত্রভ্রষ্ট হইলে। তখন তুমি বসুদেব নামে অভিহিত ছিলে। বেশ্যার সঙ্গে তোমার সদাচারাদি সব নষ্ট হইল। নৃসিংহচতুর্দ্দশী তিথিতে বেশ্যার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় তোমরা উভয়েই অযাচিতভাবে উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলে। তাহাতে নৃসিংহচতুর্দ্দশী-ব্রত পালনের ফল উভয়ে লাভ করিলে। বেশ্যা দেবলোকে অপ্সরারূপে বহুবিধ ভোগ-সম্ভোগ করিয়া পরে আমার প্রিয়পাত্রী হইয়াছে। তুমিও হিরণ্যকশিপুর পুত্র হইয়া আমার প্রিয় ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমার এই ব্রতপালনদ্বারা ব্রহ্মা সৃষ্টিশক্তি, মহেশ্বর ত্রিপুরবিনাশাদিরূপ সংহারশক্তি, সকলে সকলপ্রকার শক্তি ও সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে।'

'প্রহলাদহৃদয়াহলাদং ভক্তাবিদ্যাবিদারণম্।
শরদিন্দুরুচিং বন্দে পারীন্দ্রবদনং হরিম্॥'

—শ্রীধরস্বামিকৃত শ্লোক

'যিনি প্রহলাদের হৃদয়ে আনন্দঘনরূপে বিরাজমান এবং ভক্তবৃন্দের অবিদ্যার বিদারক, যাঁহার

অঙ্গকান্তি শারদীয় চন্দ্রসদৃশ, সেই সিংহবদন হরিকে বন্দনা করি।'

'বৈশাখস্য চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়াং শ্রীনৃকেশরী।
জাতস্তদস্যাং তৎপূজোৎসবং কুর্ব্বীত সব্রতম্ ।।'

—পদ্মপুরাণ

'বৈশাখের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং উক্ত তিথিতে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজারূপ উৎসব উপবাসাদি নিয়ম-সহকারে পালন করা উচিত।'

'প্রহলাদ-ক্লেশনাশায় যা হি পুণ্যা চতুর্দ্দশী।
পূজয়েত্তত্র যত্নেন হরেঃ প্রহলাদমগ্রতঃ ।।'

—আগমে

'প্রহলাদের ক্লেশনাশের জন্য যে পবিত্র চতুর্দ্দশী তিথির উদ্ভব, সেই তিথিতে নৃসিংহপূজার পূর্ব্বে যত্ন-পূর্ব্বক প্রহলাদের পূজা করা উচিত।'

উত্তরভারতে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৮০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষভাবে আহূত হইয়া সদলবলে থার্ম্মেল কলোনিতে—শ্রীচিমনলালজী বাংশাল ও শ্রীদেবরাজ ডোগ্রার গৃহে, ভাটিণ্ডা সহরে—শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীরাজকুমার গর্গ), শ্রীতারসেমলাল গর্গ, শ্রীরাজকুমার কাটিয়া, শ্রীজগদীশ রায় গুপ্তা, বৈদ শ্রীওমপ্রকাশ শর্ম্মা, শ্রীবেদপ্রকাশ লুম্বা, এড্ভোকেট শ্রীরাজেশ গুপ্তা, শ্রীঅমরনাথ শর্ম্মা, শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তলের বাসভবনে বিভিন্ন দিনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীরাজকুমার গর্গের নবনির্ম্মিত গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমন উপলক্ষে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, ধর্ম্মসভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীজগদীশ রায় গুপ্তার বাসভবনে ধর্ম্মসভাতেও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশ ও মহোৎসব এবং ভাটিণ্ডা সহরে বিবিওয়ালা অঞ্চলে বৈদ ওমপ্রকাশ শর্ম্মার নবনির্ম্মিত গৃহে এইবার ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ভাটিণ্ডার মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

নৌঝিল, মথুরা (উত্তরপ্রদেশ) ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টিসহ ভাটিণ্ডা সহর হইতে ১৩ অগ্রহায়ণ (১৪০১), ৩০ নভেম্বর (১৯৯৪) বুধবার বম্বে জনতা এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পৌনে চারি ঘটিকায় দিল্লীতে পৌঁছিয়া শ্রীস্বরূপদামোদর দাসাধিকারীর (শ্রীসতীশ আগরওয়ালার) ব্যবস্থায় দুইটী রিজার্ভ মেটাডোর ভ্যানযোগে দিল্লী হইতে যাত্রা করতঃ রাত্রি ৯-৩০ ঘটিকায় গোকুলমহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভপদার্পণ করেন।

নৌঝিলনিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শেঠ শ্রীছজ্জনলালজী এবং তাঁহার পুত্রগণ—শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীহরিশঙ্কর ও শ্রীভগবানস্বরূপের বিশেষ আহ্বানে তাঁহাদের ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব দুইটী মোটরকারে এবং একটী রিজার্ভ মিনিবাসে ৩০ মূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্ত সমভিব্যাহারে পরদিন (১লা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার) পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় রওনা হইয়া মথুরাজেলার বদ্ধিষ্ণু গ্রামে (কসবা) নৌঝিলে বেলা ১১টায় উপনীত হইলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্য কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে দুইঘণ্টা নগর ভ্রমণ করেন। নগরসংকীর্ত্তনে স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব বেলা ১টায় সভামণ্ডপে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণান্তে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে কএকশত নরনারীকে বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায়

সকলে মোটরকার ও বাসযোগে গোকুলমহাবন মঠে ফিরিয়া আসেন।

শ্রীছজ্জনলালজীর পুত্রগণ শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে ঐকান্তিকভাবে যত্ন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুলমহাবন (মথুরা) ঃ ১৩ অগ্রহায়ণ, ৩০ নভেম্বর বুধবার হইতে ১৬ অগ্রহায়ণ, ৩ ডিসেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীগোকুলমহাবন মঠের ঊনবিংশতিতম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়।

২ ও ৩ ডিসেম্বর প্রত্যহ প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন সহযোগে ভক্তগণ গোকুলমহাবনস্থ দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করেন। মহাবনবাসী ভক্তগণের সুখবর্দ্ধনের জন্য সহরের কেন্দ্রস্থলে বাজার অঞ্চলেও বিভিন্ন গলিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে নগরসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। ২ ও ৩ ডিসেম্বর রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন।

৩ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, স্থানীয় পাণ্ডা শ্রীবাবুরামজী শর্ম্মা ভাষণ প্রদান করেন।

উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক ব্রজবাসী ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। স্থানীয় রমণরেতি আশ্রমের সাধুগণও বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন।

ভাটিণ্ডানিবাসী গৃহস্থ ভক্ত শ্রীনির্ম্মলজী গোকুলমহাবন মঠে তাঁহার জননীর স্মৃতিতে সাধুনিবাসের দ্বিতলে কক্ষ নির্ম্মাণের আনুকূল্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারীর মুখ্য সেবা-প্রচেষ্টায় এবং ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বার্ষিক উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পাঠানকোট (পাঞ্জাব) ঃ— অবস্থিতি ঃ ১৯ অগ্রহায়ণ, ৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে ২২ অগ্রহায়ণ, ৯ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্ত— ২৬ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে 'চতুর্বেদী ব্রজ বিহার বাস সার্ভিসে'র রিজার্ভ মিনিবাসে গোকুলমহাবন মঠ হইতে ৪ ডিসেম্বর রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জে আসিয়া পৌঁছেন। পৌঁছিতে ৯॥ ঘণ্টা সময় লাগে। বাস সদর রাস্তা দিয়া না চলিয়া অত্যন্ত খারাপ সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া চলায় বাসটী নয়ডায় পৌঁছিয়া খারাপ হয় এবং যাত্রিগণ অশেষ দুর্ভোগ ভোগ করেন। নিউদিল্লীতে সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা মঠে এবং গৃহস্থভক্তগণের শ্রীপঞ্চায়তী ধর্ম্মশালায় হইয়াছিল।

৫ ডিসেম্বর সোমবার সকলে দিল্লীজংশন হইতে রাত্রি ৯টা ১০ মিঃ-এ জম্মুতাওয়াই মেলে যাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতঃ ৮টা ১০ মিঃ-এ পাঠানকোট রেলস্টেশনে পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিযতিগণ রামনগর রোডস্থ শ্রীবিজয় কুমার শারিণের বাসভবনে এবং ব্রহ্মচারিগণ ভদ্রায়ামহল্লায় সর্দ্দার শ্রীহরবংশ সিং সৈনীর দ্বিতল বাসগৃহে অবস্থান করেন।

ইন্দ্রপুরী ভদ্রায়াস্থিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী বিরাট সভামণ্ডপে ৭ ডিসেম্বর হইতে ৯ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় এবং ৬ ডিসেম্বর হইতে ৮ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্ববিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। ৯ ডিসেম্বর বর্ষার দরুণ সভামণ্ডপে শ্রোতৃবৃন্দের বসার অসুবিধা হইলে নিকটবর্ত্তী সর্দ্দার শ্রীহরবংশলাল সৈনীর গৃহ-প্রাঙ্গণে ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। উক্ত দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজও ভাষণ দেন।

৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বাহির হইয়া সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। নগরসংকীর্ত্তনে বিপুল সংখ্যক নরনারী পরমোৎসাহে যোগ দিয়াছিলেন।

৮ ডিসেম্বর অপরাহ্ণে স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীগিরিধারীলাল কাউল এবং তাঁহার স্ত্রী প্রিন্সিপাল শ্রীরাজদুলারী কাউলের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে তাঁহাদের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা-

মৃত পরিবেশন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ভদ্রায়াস্থিত এঞ্জেল গার্ডেন পাব্লিক স্কুলে এবং উক্ত স্কুলের প্রধান অধ্যাপক মঠাশ্রিত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীনদীয়াবিহারী দাসের (শ্রীনরেশ ধীমানের) গৃহেও শুভপদার্পণ করেন। ৯ ডিসেম্বর অপরাহ্নে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মঠাশ্রিত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীনদীয়াবিহারী দাস (শ্রীনরেশ ধীমান), তাঁহার গৃহের পরিজনবর্গের নিষ্কপট অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীগীতা-প্রচারিণী সনাতনধর্ম্মসভা-মন্দির, জনকপুরী-ব্লক সি-২ (নিউদিল্লী) ঃ— অবস্থিতি ঃ— ২৩ অগ্রহায়ণ, ১০ ডিসেম্বর শনিবার হইতে ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৬ ডিসেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টীসহ পাঠানকোট হইতে সন্ধ্যা ৬-২০ মিঃ-এ জম্মু মেলের প্রথম শ্রেণীতে ৪ মূর্ত্তি ও অন্যান্য সকলে স্লিপার-কোচে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতঃ ৫-৫০ মিঃ-এ দিল্লী জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিয়া একটী মোটরকারে এবং দুইটী ভ্যান গাড়ীতে গীতা-প্রচারিণী-সভায় শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় গীতা-প্রচারিণী-সভার সভাপতি শ্রীস্বর্ণকুমার চৌধুরী, সেক্রেটারী শ্রীরমেশ চন্দ্র গুপ্ত, প্রচারমন্ত্রী শ্রীরাজকুমার আগরওয়াল প্রভৃতি কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। তাঁহাদের ইচ্ছায় শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিতলে হৃদ্‌রোগের ব্লক উদ্‌ঘাটন করেন।

১০ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে ১০ ঘটিকায় এবং ১১ ডিসেম্বর হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা এবং রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা এবং শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীগীতা-প্রচারিণী সনাতনধর্ম্ম মন্দিরে প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। স্থানীয় স্বামীজীগণও রাত্রির সভায় প্রারম্ভে ভাষণ প্রদান করেন।

১১ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে ৯ ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। নিউদিল্লী ও দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তগণ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে আগত শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীহিরণ্ময় সরকারও নগর-সংকীর্ত্তনে যোগ দেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষভাবে আহূত হইয়া জনকপুরী (ব্লক A1)-স্থিত শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজা), চন্দননগরস্থ শ্রীরাম হনুমান মন্দিরের সেক্রেটারী শ্রীওমপ্রকাশ অরোরা, জনকপুরীস্থিত (ব্লক A2) শ্রীকপিলদেব বাংশাল, পশ্চিমপুরীস্থিত শ্রীরামপ্রসাদজী, জনকপুরীস্থিত (ব্লক C2B) শ্রীকামদেব দাসাধিকারী (শ্রীকাশ্মিরীলাল চোপরা), পশ্চিমবিহারস্থ শ্রীমনমোহন আগরওয়ালের বাসভবনে সদলবলে বিভিন্ন দিনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজা) এবং তাঁহার পুত্র পরিজনবর্গের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার ও বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ।

সুধার সভা (বরাতঘর), পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী ঃ নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জ হরিমন্দির রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিংশতিতম বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন পাহাড়গঞ্জস্থ বরাতঘর সুধার সভায় (২৭৬৭-এ ভগতসিং গোলি) ১লা পৌষ, ১৭ ডিসেম্বর শনিবার হইতে ৪ পৌষ, ২০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী চুণামণ্ডী ভগতসিং ষ্ট্রীটস্থ শ্রীসুরেন্দ্র চাল মহাশয়ের দ্বিতল বাসভবনে অবস্থান করেন। অন্যান্য সকলের থাকিবার ব্যবস্থা বরাতঘরে হয়।

২০ ডিসেম্বর বিশেষ অধিবেশনে দিল্লী কর্পোরেশনের কমিশনার শ্রীগোবিন্দরাম বার্ম্মা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীসতীশ চন্দ্র খাণ্ডেলওয়াল,

এম্-এল্-এ প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। উভয়েই তাঁহাদের ভাষণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৮ ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় সুধারসভা হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা পাহাড়-গঞ্জের মুখ্য মুখ্য রাস্তা দিয়া বাহির হয়। ১৯ ডিসেম্বর সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত নামসংকীর্ত্তন ও হরিকথার পর মহোৎ-সবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদসম্মান করেন।

নিউদিল্লী মঠের মঠরক্ষক শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্ম-চারী, মঠের অন্যান্য ব্রহ্মচারী সেবকগণ এবং চৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন ও মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

জয়পুর (রাজস্থান) ঃ—অবস্থিতি ঃ ৫ পৌষ, ২১ ডিসেম্বর বুধবার হইতে ৭ পৌষ, ২৩ ডিসেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত।

গঙ্গাপোলস্থ (সামাদ্ হাউসের নিকটে) শ্রীজয়-সীতারাম মন্দিরের নূতন ধর্ম্মশালায় সাধুগণের ও গৃহস্থ ভক্তগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। বৃন্দাবন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজও পার্টীর সঙ্গে আসেন।

২১ ডিসেম্বর শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে আহমেদাবাদ-এক্সপ্রেসে দিল্লী-সরাই-রোহিলা জংশন হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৯টা ২৫ মিঃ-এ যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস অপরাহ্নে ৫টা ১০ মিঃ-এ জয়পুর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীযুধিষ্ঠির দাসাধিকারী (শ্রীওমরাও সিং শেখাওত) শ্রীরঘুবীর সিং শেখাওত, শ্রীসত্যেন্দ্রভান চতুর্ব্বেদী প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। তিনটী মোটর যানে এবং একটী মিনিবাসে ৪৪ মূর্ত্তি সাধু ও ভক্ত নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান জয়সীতারাম মন্দিরে আসিয়া পেঁছেন। গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে যাহারা আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেরাদুনের শ্রীতুলসীদাস প্রভু ও শ্রীপ্রেম-দাস প্রভু, জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত, জলন্ধরের শ্রীবিপিন আগরওয়াল, চণ্ডীগড়ের শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (পাটিয়ালা), ভাটিণ্ডার শ্রীদামোদর দাস, পাঠান-কোটের শ্রীকেশব দাস ও শ্রীশুকদেব দাস, পাটিয়ালার শ্রীভগবানদাস পাহুজা পরিজনবর্গসহ, নিউদিল্লীর শ্রীঅশোক সাহনি পরিজনবর্গসহ, পণ্ডিত শ্রীপ্রভুদয়াল শর্ম্মা, শ্রীফতেরাম গয়রোলা, শ্রীওমপ্রকাশজী ও শ্রীশ্যামানন্দ দাস। পরবর্ত্তিকালে যোগ দেন ভাটিণ্ডা হইতে —পরিজনবর্গসহ শ্রীপ্রেম শেখরি, পরিজনবর্গসহ শ্রীরাজকুমারজী, শ্রীভূপেন্দ্রজী, পরিজনবর্গসহ শ্রীরাম-কুমারজী, শ্রীসুরেন্দ্র গোয়েল, শ্রীকুলদীপ চোপরা (শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী), শ্রীরাজকুমার কাটিয়া ও শ্রীসাধুরামজী ; জলন্ধর হইতে—শ্রীকেবলকৃষ্ণজী (শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাস) ও শ্রীযমুনাবিহারী দাস (শ্রী-যোগেন্দ্রজী)।

২২ ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিরহোৎসবে বহু নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। জয়সীতা-রাম মন্দির হইতে প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় নৃত্যকীর্ত্তন-রত শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে ভক্তগণ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে পূর্ব্বাহ্ন ৯টায় শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরে উপনীত হইয়া সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। শ্রীল আচার্য্য-দেব বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত দিবস রাত্রিতেও শ্রীজয়সীতারাম মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা বলেন।

পরদিবস শ্রীল আচার্য্যদেব হরিনাম-মন্ত্রাদি-প্রদান-সেবায় ব্যস্ত থাকায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজের নেতৃত্বে প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ মন্দির দর্শন করা হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরে ভাষণ প্রদান করেন।

স্থানীয় বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তিদ্বয় শ্রীরাজেন্দ্র টাবি ও শ্রীঅবোধবিহারী টাবির আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত দিবস (২৩ ডিসেম্বর শুক্রবার) তাঁহাদের আলয়ে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণের সমাবেশে শ্রীপ্রহলাদ-চরিত্রাবলম্বনে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে তাঁহাদের গৃহে মহোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

অবসরপ্রাপ্ত আই-টি-ও শ্রীসত্যেন্দ্রভান চতুর্ব্বেদীর

আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার বাসভবনেও শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন। উক্ত দিবস রাত্রিতে শ্রীসত্যেন্দ্রভান চতুর্ব্বেদীর ব্যবস্থায় সকলে বাসযোগে সহরের একপার্শ্বে পর্ব্বত-গাত্রে বিশাল হনুমান মন্দির দর্শন করেন। 'খোলে কা হনুমান'—এই নামে মন্দিরটী প্রসিদ্ধ। শ্রীল আচার্য্যদেব হনুমানের পূত চরিত্রাবলম্বনে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। উক্ত মন্দিরে ডাল-বাটি-চূর্ম্মা আদি রাজস্থানের উপাদেয় প্রসাদ সকলে পরমানন্দে গ্রহণ করেন। মন্দিরের নির্ম্মাণকর্ত্তা শ্রীরাধেলাল চতুর্ব্বেদী এবং প্রতিষ্ঠাতা বাবাজী শ্রীনির্ম্মল দাস। শ্রীমন্দিরের কার্য্য এখনও চলিতেছে, সম্পূর্ণ হইতে বহু কোটী টাকা ব্যয় হইবে।

মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীললিতাপ্রসাদ রাওত, শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী, শ্রীরঘুবীর সিং শেখাওত, শ্রীসত্যেন্দ্রভান চতুর্ব্বেদী প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ছিন্দ কা ধন্নি, পাঁচুডালা, জিলা জয়পুর (রাজস্থান) ঃ—অবস্থিতি ঃ ৮ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর শনিবার হইতে ১০ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত।

ভাটিণ্ডার গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বা) পাঁচুডালার অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

২৪ ডিসেম্বর শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে রিজার্ভ বাসযোগে জয়পুর শ্রীজয়সীতারাম মন্দির হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ মধ্যাহ্নে পাঁচুডালা গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলে গ্রামবাসিগণের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া প্রথমে শ্রীফকিরচাঁদ শেঠের গৃহে শুভপদার্পণ এবং পরে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীবংশীধর আগরওয়ালের ভ্রাতার বাসভবনে যাইয়া সকলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম গ্রহণ করেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ভক্তগণ ফলমূলপ্রসাদের দ্বারা সৎকৃত হন। গৃহের সম্মুখবর্ত্তী বিস্তৃত প্রাঙ্গণে শ্রীল আচার্য্যদেব সমবেত গ্রামবাসিদের উদ্দেশ্যে তাঁহার ভাষণে 'সাধুগণের আগমন এবং তাঁহাদের নিকট হরিকথা শ্রবণের' সৌভাগ্যের কথা শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তিসহ বুঝাইয়া বলেন। তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেবের গুরুভ্রাতা নিষ্ঠাবান্ স্থানীয় গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযুধিষ্ঠির দাসাধিকারী (শ্রীওমরাও সিং শেখাওত) সাধুসঙ্গের মহিমার কথা বর্ণনান্তে সাধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে চলিয়া টীলার ন্যায় পাহাড় অতিক্রম করিয়া পাঁচুডালার সংলগ্ন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম 'ছিন্দ কা ধন্নি'তে শুভপদার্পণ করিলে মহিলা ভক্তগণ আর্ত্তিভরে গুরুর মহিমা কীর্ত্তন ও কৃপা প্রার্থনা করিতে থাকিলে সাধু ও ভক্ত সকলের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং সন্ন্যাসিগণ গুরুভ্রাতা শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারীর (শ্রীওঙ্কার সিং শেখাওতের) পাকা-গৃহে অবস্থান করিলেন। শ্রীযুধিষ্ঠির দাসাধিকারী প্রভু প্রভৃতি ভক্তগণের গৃহে অন্যান্য সকলের থাকিবার ব্যবস্থা হয়।

শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারীর গৃহ-প্রাঙ্গণে সায়ংকালীন সভায় এবং ২৫ ডিসেম্বর প্রাতের সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনামুখে হরিকথা বলেন। ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর প্রাতের সভায় বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ ডিসেম্বর বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ নামমন্ত্র গ্রহণে আগ্রহান্বিত হওয়ায় উক্ত সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত দিবস প্রাতের সভায় যোগ দিতে পারেন নাই। এখানেও উৎসবে রাজস্থানের উপাদেয় ডাল-বাটি-চূর্ম্মা প্রসাদ বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করেন। দেখা গেল ছোট ছোট বালক-বালিকা, নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেই অন্নের সহিত বুরা-চিনি মিশ্রিত করিয়া পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেছেন।

ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই পর্ব্বতোপরি উঠিয়া গ্রামের দৃশ্যাদি উপভোগ করেন। পূর্ব্বে পর্ব্বত ব্যাঘ্র-সর্প-সঙ্কুল ছিল।

শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী ও তাঁহার পুত্র পরিজনবর্গ এবং শ্রীযুধিষ্ঠির দাসাধিকারী ও তাঁহার পরিজনবর্গ দিবারাত্র বৈষ্ণবসেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া সাধুগণের প্রীতির ভাজন হইয়াছেন।

২৭ ডিসেম্বর শ্রীল আচার্য্যদেব সাধু ও অধিকাংশ ভক্তসহ পাঁচুডালা হইতে জীপগাড়ী ও বাসযোগে পূর্ব্বাহ্নে রওনা হইয়া কোট্‌পুটলিতে দিল্লীর বাস ধরিয়া অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় নিউদিল্লীতে পৌঁছিয়া ভক্তগণের গৃহে অবস্থান করেন। পাঞ্জাবের ভক্তগণ অনেকে ভিউয়ানি হইয়া নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে ফিরিয়া যান।

ময়ূরবিহার, নিউদিল্লী

শ্রীল আচার্য্যদেব ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর নিউদিল্লীতে অবস্থান করতঃ সদলবলে রিজার্ভ বাসযোগে প্রত্যহ অপরাহ্নে বিশেষভাবে আহূত হইয়া নিউদিল্লীতে ময়ূরবিহারে শ্রীচৈতন্যবাণী বিপুলভাবে প্রচার করেন। স্থানীয় মহিলা সেবা-সমিতিতে সভার আয়োজন হইয়াছিল।

তিনি প্রচারপার্টী সহ ৩০ ডিসেম্বর পূর্ব্ব এক্সপ্রেসে নিউদিল্লী হইতে রওনা হইয়া পরদিন সন্ধ্যায় কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।
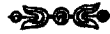
কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক বাসরে প্রতিষ্ঠা তিথিকে অবলম্বন করিয়া ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতি বৎসর যে বার্ষিক অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে, এই বৎসরও তদুপলক্ষে ২৯ পৌষ (১৪০১), ১৪ জানুয়ারী (১৯৯৫) শনিবার হইতে ৪ মাঘ, ১৮ জানুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত একোনচত্বারিংশ-তম বার্ষিক অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে, মফঃস্বল হইতে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। হায়দরাবাদ হইতেও মঠাশ্রিত ভক্তদ্বয় শ্রীকরুণাকর ও শ্রীজগৎদাসজী উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ সুরম্য রথারোহণে ১ মাঘ, ১৫ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মঠে ফিরিয়া আসেন। নরনারীগণের মধ্যে রথাকর্ষণে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ২ মাঘ, ১৬ জানুয়ারী সোমবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে শ্রীবিগ্রহ-গণের বিশেষ মহাভিষেক, পূজা ও ভোগরাগান্তে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক, কলিকাতা হাইকোর্টের অবসর-প্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী, যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীচন্দন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও পদ্মশ্রী ডাক্তার শ্রীঅনুতোষ দত্ত। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীঅবনীমোহন সিন্‌হা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লসের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ শ্রীনক্ষত্র কুমার রায়-চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ পর্য্যটন বিভাগের ম্যানেজিং ডাই-রেক্টর শ্রীরাধারমণ দেব ও দেশবন্ধু কলেজ ফর্ গার্লসের রীডার অধ্যাপক ডঃ পলাশ মিত্র। প্রথম দিনের অধিবেশনে বিশিষ্ট বক্তারূপে ছিলেন ডাক্তার হৈমীপ্রসাদ বসু এম্-এল্-এ।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, হায়দরাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, বাঁকুড়া-কেঞ্জাকুড়াস্থিত শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

'ভবব্যাধির মহৌষধ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন', 'ধর্ম্ম শব্দের তাৎপর্য্য এবং বর্ত্তমান সমাজে ইহার উপযোগিতা', 'পরতত্ত্বের স্বরূপ—সাকার অথবা নিরাকার' ও 'মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু'—নির্দ্দিষ্ট বক্তব্য বিষয়ের উপর সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তাগণ বিভিন্ন দিক্ আলোচনামুখে ভাষণ প্রদান করতঃ প্রচুর আলোকসম্পাত করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ, বিশিষ্ট সদস্য শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী এবং মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।
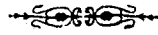
বিরহ-সংবাদ

শ্রীকরুণাময় বনচারী, মানখণ্ড, পোঃ মাথুর ২৪ পরগণা ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অনুকম্পিত হরিনাম ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত শিষ্য শ্রীকরুণাময় বনচারী বিগত ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ৩১ মে বুধবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে ৭২ বৎসর বয়সে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি স্বধাম প্রাপ্তিকালে দুই পুত্র—শ্রীদেবপ্রসাদ বিশ্বাস ও শ্রীউমা বিশ্বাসকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম স্বধামগত মতিলাল বিশ্বাস। তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাদের গৃহে বৈষ্ণব-বিধানমতে গত ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১১ জুন রবিবার শুক্লা-ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ-কৃত্য সম্পন্ন করেন।

তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাবস্থলী ও মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানে শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে ১৭ ফাল্গুন (১৩৮৬), ১লা মার্চ্চ, ১৯৮০ হরিনাম ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া করুণাময় বনচারী নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল শ্রীকাশীনাথ বিশ্বাস। শ্রীহরিনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি একাদিক্রমে ১৫ বৎসর আসামে শোণিতপুর জেলায় তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ উক্ত মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের আনুগত্যে থাকিয়া নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছিলেন। তিনি নিরলস সেবক ছিলেন।

তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

যাহারা পাঁচমিশাল ধর্ম্ম যাজন করে, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারে না। পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন, ইহাই আমার উপদেশ। সকলে মিলিয়া মিশিয়া ও এক তাৎপর্য্যপর হইয়া হরিসেবা করুন। শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-253

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

Pin

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বাষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৪০২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ ১৪০২
২০ শ্রীধর, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১ আগষ্ট ১৯৯৫ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার বৈশিষ্ট্য

জনৈক ভক্ত—প্রভো! শ্রীমন্মহাপ্রভুই যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন করিলেই ত' সব হয়, পৃথক্ কৃষ্ণারাধনার আবশ্যক কি?

পরমহংস ঠাকুর—এইরূপ বিচার সেবাহীন জনগণের কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদবুদ্ধি হইতেই উদিত হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক গৌরানুগত্যের ছলনা করিয়া যে গৌরভজন কৃষ্ণভজন হইতেও বড় বা কৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা নাই প্রভৃতি প্রলাপ বকিয়া থাকেন, তাহা গৌর-ভজন নহে ; তাহা কপটতা ও ভণ্ডতামাত্র।

শ্রীগৌরপার্ষদ গোস্বামিপাদগণের অনুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত মতবাদ জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলে পাষণ্ডতা ব্যতীত আর কি? শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যেমন আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন,—"শচীসূনুং নন্দীশ্বর পতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ"—হে মন, তুমি শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রিয়তম স্বরূপে নিরন্তর স্মরণ কর। এই স্থানে শ্রীদাসগোস্বামিপ্রভু শচীনন্দনকে নন্দনন্দনরূপেই স্মরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নন্দনন্দনের আরাধনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তি-পদে শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দদয়িতরূপে জ্ঞান করিতে বলিতেন না। শ্রীগুরুদেব—আচার্য্য, তিনি আচরণ করিয়া শিষ্যকে ভজনশিক্ষা দেন। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা মুকুন্দের আরাধনা তৎপর, তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রাধাপ্রিয়সখী। কৃষ্ণ হইতে বড় বস্তুর কল্পনাই মনোধর্ম্ম বা মায়া। যাঁহারা হরিলীলা মায়ান্তর্গতা এইরূপ অপরাধময়ী বুদ্ধি পোষণ করিয়া দুরভিসন্ধি-

মূলে ইন্দ্রিয়তোষণপর ভোগবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সম্ভোগবাদি ভোগী। তাঁহারা গৌরে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিকৃত-মস্তিষ্ক, আর কতকগুলি ভজনহীন নির্ব্বোধ; সুতরাং বঞ্চিত হইবার জন্যই তাঁহাদের অনুগত। অনর্থময় সাধকের বর্ত্তমান অবস্থারও উপাস্য শ্রীগৌরসুন্দর, আর অনর্থহীন সাধকের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। সাধকের শ্রীকৃষ্ণোপাসনার পূর্ব্বাভাসই গৌরোপাসনা, আর সিদ্ধের গৌরোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণোপাসনা। অসিদ্ধ অর্থাৎ অনর্থযুক্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারেন না, যাইবার ছল করিলে কৃষ্ণ, বিষ্ণুর দ্বারা অঘ-বক-পূতনার ন্যায়, অকালে তাঁহার বধ সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু পরমৌদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বিষয়ীকে, জগাই মাধাইয়ের ন্যায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকেও অনর্থ হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণারাধনায় নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা প্রদান করেন। কতকগুলি শাক্তেয়বাদী ও বঞ্চিত ব্যক্তি বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এবং রূপানুগ শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করিয়া মাটিয়া-বুদ্ধিবলে জড়ভোগতৎপর হইয়া 'গৌরভজা' বা 'গৌরবাদী' হইয়া পড়িয়াছেন। আবার কতকগুলি লোক গৌর বাদ দিয়া গৌর-নাম-মন্ত্রে বিরোধ করিয়া ত্রিগুণ-চালিত হইয়া জড়াহঙ্কারে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলা-বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিবার দাম্ভিকতা দেখাইয়া ঘৃণিত প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িয়াছেন। এক সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট, আর এক সম্প্রদায় মুখে 'গৌর' মানিয়া অন্তরে গৌরবিরোধী ও কৃষ্ণকে মায়িক ভোগ্য বস্তুমাত্র জ্ঞানে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট।

*　　*　　*

আবার, আর এক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা গৌরভজা হইবার পরিবর্ত্তে গুরুভজা বা 'কর্ত্তাভজা' নাম ধারণ করিয়াছেন। ইঁহাদের ধারণা এই যে, গুরুই কৃষ্ণ। সুতরাং কৃষ্ণারাধনার আর আবশ্যকতা নাই। এই সকল স্বতন্ত্র জড়-বুদ্ধিজীবী পাষণ্ডমতবাদী ব্যক্তির অনুগত ব্যক্তিগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-প্রমত্ত 'জরদ্গবতুল্য' গুরুব্রুবকে কৃষ্ণ সাজাইয়া নিজেরা ইন্দ্রিয়তর্পণে রত হয় এবং বহু মূর্খ ব্যক্তিকে সেই অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত করাইয়া থাকেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ঐ সকল অপরাধি-ব্যক্তিগণের কথা খুব সরল ভাষায় বলিয়াছেন—

কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া 'নারায়ণ'॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
—চৈঃ ভাঃ আদি ১।১৪।৮৪-৮৫

উদর ভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি', মূলে জরদ্গব॥
গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লঞা।
কেহ বলে,—'আমি রঘুনাথ ভাব' গিয়া॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ,—ইহারে লইয়া।
বলয়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণু-মায়া-মুগ্ধ হৈয়া॥
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৪৮০-৪৮২

এই সকল ব্যক্তি আত্মতুল্য শিষ্যগণের দ্বারা শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য স্বীয় জড়পিণ্ডের পদদেশে তদীয়া তুলসী (?) সমর্পণ করাইবার দুঃসাহস ও পাষণ্ডতা দেখাইয়া অনন্ত রৌরবের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকে। এই সকল পাষণ্ডের কথা বহু লোক আমাদের নিকট জানাইতেছেন, কিন্তু ইহারা নরক-গমনের জন্য এতদূর কৃতসঙ্কল্প যে, কোনও ভাল কথা কিম্বা শাস্ত্রীয় কথা ইহাদের কর্ণমূলে প্রবিষ্ট হয় না। এই যে ত্রিগুণা দেবীর যূপকাষ্ঠমুখে পূজা হইতেছে, তাহাতে এই সকল পাষণ্ডবুদ্ধিরূপ মস্তক বিচ্ছিন্ন হইলে আর ভোগপরতা বিষ্ণুতে আরোপিত হয় না। এই 'গুরুভজা' মত জগতে বহু প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মূর্খ লোকই এই সকল মতের আদর করিয়া থাকে।

*　　*　　*

গোস্বামিপাদগণ ও শ্রীল রূপানুগ ভক্তগণ ভজনের প্রণালী কিরূপ সুন্দরভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু প্রথমে শ্রীগুরুদেব, তৎপরে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শেষে শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ভজন কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার স্তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ইন্দ্রিয়-প্রমত্ত গুরুভজাগণের গুরুই 'গৌরাঙ্গ'—এইরূপ পাষণ্ডমতবাদ প্রচার করেন নাই। গুরু-ভজনের ছল দেখাইতে গিয়া গৌরাঙ্গের ভজন বাদ দেন নাই। আবার

গৌরভজা হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের সহিত বিরোধ করেন নাই।

"বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ, পরম মঙ্গল ॥
যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৫ম ২২৮-২২৯ সংখ্যা

* * *

শ্রীগুরুদেব গৌরাভিন্নবিগ্রহ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব গৌরাঙ্গের প্রকাশবিগ্রহ। তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব। বিষয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্বের সহিত তাঁহাকে একীভূত করিয়া বিষয়তত্ত্বের বিলোপ সাধন করিবার চেণ্টা অপরাধময় নির্ব্বিশেষ-বাদীর চেণ্টামাত্র। উহাই মায়াবাদ বা পাষণ্ডতা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যদ্যপি আবার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥"

অন্যস্থানে আরও বলিয়াছেন—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥"

তিনি শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে কৃষ্ণভজনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বহু স্থানে এই সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন—

হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।

* * *

নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইর চরণ দু'খানি।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধো, লোকনাথ দীনবন্ধো,
মুঞি দীনে কর অবধান।
রাধা-কৃষ্ণ, বৃন্দাবন, প্রিয়নর্ম্মসখিগণ,
নরোত্তম মাগে এই দান ॥

* * *

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।"

* * *

"শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল-চরণ ॥"

* * *

গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ,
পরিবার গোপ-গোপী সঙ্গে।
নন্দীশ্বর যা'র ধাম, গিরিধারী যা'র নাম,
সখী-সঙ্গে তা'রে ভজ রঙ্গে ॥
প্রেমভক্তি তত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি।
শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই, এসব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী অনুচরি ॥
অহঙ্কার অভিমান, অসৎসঙ্গ, অসদ্‌জ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্ম-নিবেদন, দেহ-গেহ-পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব, রতি মতি ভাবে সেব,
প্রেমকল্পতরু দাতা।
ব্রজরাজনন্দন, রাধিকা-জীবন-ধন,
অপরূপ এই সব কথা ॥

—শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম

শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভু গুরুদেবকে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের প্রিয়তমতত্ত্ব বলিয়াছেন। শ্রীল দাস গোস্বামীর পরমপ্রিয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার ভজন-প্রণালী এই শ্লোকটিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদ-
কমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-
রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-
সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-
ললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

সর্ব্বপ্রথমে মন্ত্রদীক্ষাদাতাশ্রীগুরুদেবের ভজন, তৎপরে পরম, পরাৎপর প্রভৃতি গুরুবর্গ যথাঃ—শ্রীমদানন্দতীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে চতুর্যুগোদ্ভূত ভাগবতবৈষ্ণবগণের ভজন, তৎপরে অভিধেয়াচার্য্য যুগলচরণ-ভজন-প্রদানের মালিক শ্রীরূপ প্রভুর ভজন, তৎপরে রূপানুগযূথ শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব প্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে অদ্বৈত প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত

সাবরণ ঈশতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভজন। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই "কৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব কৈল ধন্য"। তিনি অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বলরসপ্রদাতা। শ্রীরূপপাদ তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।"

তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা বলিয়াই মহাবদান্য। তাঁহার উপদেশ—"যা'রে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ"। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার রূপ—গৌর, তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান। এই নাম, রূপ, গুণ ও লীলা তাৎকালিক বা কাল-ব্যবধানগত কোন বস্তু নহে, উহা নিত্য। কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলা (গৌরলীলা)—এই উভয় নিত্য লীলার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহাও নিত্য। এই দুই নিত্যলীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্যের বিলোপসাধন করিবার বৃথা প্রয়াস করিলে ইন্দ্রিয়-তর্পণোত্থ অপরাধময় নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন করা হয়। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভরসময়বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দরের সম্ভোগরসময়বিগ্রহ। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত ভজনই গোপীর আনুগত্যে শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজন। আচার্য্য শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থোমহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো ন পরঃ॥

তত্ত্বসূত্র—সম্বন্ধ প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৯১ পৃষ্ঠার পর]

এক্ষণে সূত্রকার প্রত্যাহার বর্ণন করিতেছেন,—

ইদানিং পূর্ব্বোক্তোপায় ভক্ত্যঙ্গভূতস্ত প্রত্যাহারস্য স্বরূপং লক্ষয়তি—

দেহরথং মনঃ সারথিমিন্দ্রিয় হয়মাস্তিক্যজ্ঞানেন যুক্তবৈরাগ্যেন চ বিষয়মার্গাচ্চৈনৈনিবর্ত্তয়েদেষ এব প্রত্যাহারঃ॥ ৩৬॥

অত্র দেহ এব রথং চেতনপ্রেরিতত্বাৎ মনঃ সারথিরূপং ইন্দ্রিয়নিয়ন্ত্রিতত্বাৎ ইন্দ্রিয়ানি হয়া শরীর রথচালকত্বাৎ ইহরথী জীব ইত্যাদি সূত্রকারস্যাভিপ্রেত অবগন্তব্যং আত্মানং রথিনং বিদ্ধি ইত্যাদি শ্রুতয়ঃ প্রমাণং। আস্তিক্য জ্ঞান যুক্তবৈরাগ্যোভয়বিধ সাধনেন পূর্ব্বোক্ত রথাদীনামসদ্বিষয় মার্গাৎ ক্রমে প্রত্যানয়নং প্রত্যাহার লক্ষণং, শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃত গৃহীতয়া ইতি গীতায়াং। পূর্ব্ব সূত্রের ভাষ্যে পরানুশীলনের প্রত্যঙ্গ-সকলে যে প্রত্যাহার দর্শিত হইয়াছে, তাহা প্রদীপের ছায়ার ন্যায় রাগের অনুগামী; এজন্য তাহাদিগকে এক্ষণে স্বাধীন প্রত্যাহারের মধ্যে গণনা করা যাইবে না।

চিদানন্দ জীব বিষয়-মৃগয়ায় প্রবেশপূর্ব্বক কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন। জীবের স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তনের নাম প্রত্যাহার, অতএব দেহকে রথের, মনকে সারথির, ইন্দ্রিয়সকলকে অশ্বের সহিত তুলনা করত একটা রূপক ব্যাখ্যা হইয়াছে। এই রূপকের শ্রুতি-প্রমাণ কঠোপনিষদি,—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥
যস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥
বিজ্ঞান সারথির্যস্ত মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

যাবতীয় শাস্ত্র জীবের উপকারের জন্য রচিত হইয়াছে অর্থাৎ শাস্ত্রে যত প্রকার প্রক্রিয়া নির্ণীত হইয়াছে সে সমুদায়ই প্রত্যাহারের উপযোগী। তপস্যা, যজ্ঞ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ত্যাগ, শম, দম, তিতিক্ষা, আর্জ্জব, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, অক্রোধ, সত্য, ধী, বিদ্যা এবং সাংখ্য এই প্রকার অনেক শব্দ শাস্ত্রে

দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি দেহের, কতক-গুলি মনের ও কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের উপকার করে। বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ত্যাগ, শম, দম, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ এই প্রকার যত প্রক্রিয়া কথিত আছে, সে সমুদায়ই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহারের উপযোগী। তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও অনেক প্রকার যোগসাধন শরীরের প্রত্যাহার সম্পন্ন করে। তিতিক্ষা, আর্জ্জব, অস্তেয়, অক্রোধ, সত্য ধী, বিদ্যা, সাংখ্য এই প্রকার অনেক প্রক্রিয়ার দ্বারা মনের নিগ্রহ সাধিত হয়। এই সমুদায় প্রক্রিয়ার ফল যে এক অর্থাৎ 'প্রত্যাহার সাধন' তাহা সমুদায় গীতাবাক্যে প্রমাণিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইল,—

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্ন কর্ম্মকৃৎ ॥
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তু মযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥

এই সমুদায় সাধনের প্রক্রিয়া এস্থলে বর্ণন করার প্রয়োজন নাই, যেহেতু অন্যান্য শাস্ত্রে ঐ সকল প্রক্রিয়া বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে। এস্থলে ইহাই কথিতব্য যে, ঐ সমুদায় উপায় দ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়-সকল বশীভূত হইলে আত্মার স্বরূপোপলব্ধি সম্পন্ন হয়। প্রাকৃত বিষয়সকল হইতে অতন্নিরাকরণ দ্বারা আত্ম-তত্ত্ব পরিষ্কৃত হইলে আত্মার স্ববৃত্তিরূপ ভক্তির প্রকাশ হয়। তথাহি গীতায়াং—

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥

পুনশ্চ তত্রৈব,—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগত কল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥

এই সমুদায় যোগসাধনের ফল যে ভক্তি তাহা ভগবান্ গীতায় কহিয়াছেন, যথা—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

এই সকল দৈহিক, ঐন্দ্রিয় ও মানসিক সাধনের দ্বারা দৈহিক, ঐন্দ্রিয় ও মানসিক পাপসকল নষ্ট হয়। ঐ সমস্ত পাপ জীবের আত্মতত্ত্ব বিনির্ণয়ের পক্ষে সর্ব্বদা ব্যাঘাত জন্মায়। সমূহ পরানুশীলন উপায়-ভক্তির একটি অঙ্গ, তদ্রূপ ভক্তি-সাধনরূপ প্রত্যাহারও তাহার দ্বিতীয় অঙ্গ জানিতে হইবে। এই পাপসকল পরিত্যাগের দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয় ও ভক্তি স্বীয় বৃত্তির প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, যথা গীতায়াং—

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্য কর্ম্মণাং।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

অনেকের মনে একটি দৃঢ় ভ্রম আছে যে সাংখ্য, যোগ, কর্ম্ম ও তপস্যা প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন ফল আছে। তাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক গীতার অষ্টমাধ্যায়ের শেষ সিদ্ধান্ত-শ্লোক শ্রবণ করুন।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎপুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদংবিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম ॥

অদ্বৈতসাধনও প্রত্যাহারের একটি প্রত্যঙ্গ। ইহার দ্বারা চিত্তের সম্যক্ প্রত্যাহার সাধিত হইতে পারে; যথা—ভাগবতে দ্বাদশে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেবস্য চরমোপদেশম্—

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে ॥
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ ॥

এই প্রকার অদ্বৈত চিন্তার ফল গীতায় ভগবদ্-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যথা,—

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

অহংকাররূপ বিষয় বন্ধন হইতে আত্মাকে ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মের অস্তিত্বে স্থাপনা করিলে আর চিত্ত-বিক্ষেপের সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে পরাভক্তিরূপ নিরুপাধি দ্বৈতসিদ্ধি হয়।

প্রত্যাহারের অঙ্গও অনেক। ঋষিগণ বহুবিধ উপায়ের দ্বারা প্রত্যাহার সাধন করিবার বিধান

করিয়াছেন। ঐ সমুদায় অঙ্গই যে সাধন করা কর্ত্তব্য এরূপ নহে। যেরূপ পরানুশীলনের পক্ষে এক বা অধিক অঙ্গ বিধি হইয়াছে তদ্রূপ প্রত্যাহারের পক্ষেও জানিতে হইবে। অতএব অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবদুপদেশ এই,—

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥
অথৈতদপ্যশক্তোহসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥

সিদ্ধান্ত এই যে, যে কোন পূর্ব্ববিহিত বা ভাবী নিশ্চিতব্য উপায়ের দ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয়, তাহাই প্রত্যাহারের প্রত্যঙ্গ। অতএব তত্তৎ প্রত্যঙ্গের নিশ্চিত সংখ্যা দেওয়া যায় না।

প্রত্যাহার উপায়-ভক্তির অঙ্গবিশেষ হইলেও অবিবেকী-লোকের পক্ষে তাহা বিপদ-জনক হয়। অনেকেই তপস্যা, কর্ম্ম, অদ্বৈতজ্ঞান, যোগ, ঋত, ব্রত প্রভৃতি প্রত্যাহারের প্রত্যঙ্গকে মুখ্যফল বলিয়া স্বীয় স্বীয় উন্নতির দ্বাররুদ্ধ করেন ; ইহা অত্যন্ত শোচনীয়, যেহেতু পরিশ্রম করিয়া যদি মুখ্য ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে দুর্ভাগ্যের একশেষ হইল বলিতে হইবে। শ্রীক্ষেত্রের যাত্রীগণ যদি কটকস্থ কোন পান্থ-নিবাসকে ক্ষেত্রবোধ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তাঁহাদিগের অপেক্ষা আর দুর্ভাগা কে আছে। অতএব সাধকগণ সাবধানতাপূর্ব্বক উপায়-ভক্তির প্রত্যঙ্গ-সকলকে কেবল উপায়রূপে জ্ঞান করিবেন ; কখনই ফল বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না।

উপায়ভেদে সাম্প্রদায়িক-ভেদ হইয়া থাকে, অতএব যে কাল পর্য্যন্ত সকলেরই উপায়কে 'উপায়' ও ফলকে 'ফল' বলিয়া নিশ্চয় থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত পরস্পরের উপায়ের ভিন্নতা প্রযুক্ত সাম্প্রদায়িক বিবাদ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ বিবাদ অপ্রয়োজন।

অতএব দ্রষ্টব্য এই যে, আস্তিক্য-জ্ঞান ও যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত প্রত্যাহারকে সুসম্পন্ন করিতে হইবে।

ননু জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি শ্রুতিসিদ্ধান্ত ডিণ্ডিমস্য জাগরুকতয়া জ্ঞানে আস্তিক্য পদং কিমর্থমুপন্যস্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ শ্রীসূত্রকারঃ।

চারি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীবিষ্ণুস্বামী

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

চতুঃসম্প্রদায়ের অন্তর্গত রুদ্রসম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য শ্রীরুদ্র উক্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে বিষ্ণুস্বামীকে গ্রহণ করিয়াছেন। তৎপর হইতেই রুদ্রসম্প্রদায় বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় নামে খ্যাত হয়। বিষ্ণুস্বামী সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার বর্ণন পরিদৃষ্ট হয়। 'গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য' গ্রন্থে বিষ্ণুস্বামী সম্বন্ধে বিভিন্নমতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈত-মতবাদ প্রবর্ত্তক আচার্য্য ছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য বিষ্ণুস্বামী প্রবর্ত্তিত শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদকে বিশেষভাবে প্রচার করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের পৌত্র শ্রীযদুনাথজী কর্ত্তৃক সংস্কৃত 'শ্রীবল্লভদিগ্বিজয় গ্রন্থে' শ্রীবল্লভাচার্য্য বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের অধস্তন আচার্য্যরূপে স্থাপিত হইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থপাঠে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর ধারাবাহিক ইতিহাস জ্ঞাত হওয়া যায়।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সঠিক আবির্ভাব স্থানের নির্দ্দেশ কোথায়ও সুস্পষ্টভাবে নাই। আদি শ্রীবিষ্ণুস্বামী প্রাচীন দ্রাবিড়দেশান্তর্গত পাণ্ড্যদেশের রাজা পাণ্ড্যবিজয়ের পুরোহিত দেবস্বামীর পুত্ররূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের শিষ্যপারম্পর্য্যে সাতশত আচার্য্যের পর শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামী নামক দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর আবির্ভাব হয়।

তিনি দ্বারকাতে দ্বারকাধীশ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পরে শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামী কাঞ্চীতে যাইয়া দ্রাবিড়-যতিরাজ শ্রীবিল্বমঙ্গলকে স্বীয় অধস্তন আচার্য্যরূপে অভিষিক্ত করেন। শ্রীবিল্বমঙ্গল পুনঃ দেবমঙ্গলকে অধস্তন আচার্য্যরূপে নিয়োগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। এইরূপ শ্রুত হয় শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে একটি বৃক্ষতলে বিল্বমঙ্গল সাতশত বৎসর যোগবলে বাস করিয়াছিলেন। এই সাতশত বৎসরের মধ্যে শ্রীপ্রভু বিষ্ণুস্বামী নামক তৃতীয় বিষ্ণুস্বামীর আবির্ভাব হয়। তৃতীয় প্রভুবিষ্ণুস্বামী সপ্তবোধি পণ্ডিত, সোমগিরি যতি প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণকে নৃসিংহ-উপাসনায় নিয়োজিত করেন। তৃতীয় বিষ্ণুস্বামীর গৃহস্থ-শিষ্যপরম্পরায় শ্রীলক্ষ্মণ ভট্টের আবির্ভাব। লক্ষ্মণ ভট্টের পুত্র শ্রীবল্লভ ভট্ট অর্থাৎ শ্রীবল্লভাচার্য্য।

'রামপটল' নামক একটি গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে বৈষ্ণবগণের পঞ্চ সংস্কারের কথা উল্লিখিত আছে।

ভবিষ্যপুরাণের বর্ণনে জানা যায় **কলিঞ্জর নগরে শিবদত্তের পুত্র শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা ভাদ্রপূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়া** বিষ্ণুকেই সর্ব্বেশ্বর, বিশ্বকারণ ও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে উপাসনা ও প্রচার করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি বিষ্ণুস্বামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ডক্টর ফর্কুহার এইরূপ বলেন শ্রীবিষ্ণুস্বামী দাক্ষিণাত্যের কোনস্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি মধ্বাচার্য্যের ন্যায়ই দ্বৈতবাদী কৃষ্ণোপাসক ছিলেন। পার্থক্য এই শ্রীমধ্বমুনি শ্রীরাধার উপাসনা করেন নাই, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুস্বামী রাধার সহিত কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছেন। এইরূপ কথিত হয় শ্রীবিষ্ণুস্বামী বেদান্তসূত্রভাষ্য, শ্রীগীতাভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবত-ভাষ্য, বিষ্ণুরহস্য ও তত্ত্বত্রয় নামক গ্রন্থ লিখেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর পুষ্টিমার্গীয় বৈষ্ণবসঙ্গ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কলিকাতা সহরে ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ বৈষ্ণবসভায় বল্লভাচার্য্যের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রীতিসম্বন্ধ ও মিলনের কথা বলিবার প্রসঙ্গে বলেন শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীবল্লভ-তনয় শ্রীবিঠ্ঠলনাথকে বালগোপাল ও শ্রীকিশোর-গোপাল-সেবায় অধিকার প্রদান করেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দেখা যায় পুরুষোত্তমধামে শ্রীমার্কণ্ডেয় সরোবরের নিকটে শ্রীবিষ্ণুস্বামী আখড়ায় শ্রীমহাবীর বা শ্রীবজ্রাঙ্গজীর বিগ্রহ বিরাজিত আছেন। গুণ্ডিচা মন্দিরে যাইবার পথে দক্ষিণ দিকে শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের দুইটী আখড়া আছে। কাহারও মতে শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানস্থ মঠটিও আদি বিষ্ণুসম্প্রদায়ের পীঠস্থান ছিল। শ্রীরায় রামানন্দের কুলগুরু বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। এইজন্য শ্রীরায় রামানন্দ অনেক সময় শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে আসিয়া অবস্থান করিতেন।

"পূর্ব্বে শ্রীবল্লভদিগ্বিজয় গ্রন্থে দ্বিতীয় অবচ্ছেদে শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও তৎসম্প্রদায়ের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে এইরূপভাবে বর্ণিত আছে—প্রাচীন দ্রাবিড়-দেশে পাণ্ড্যদেশাধিপতি রাজার পরম ভাগবত পুরোহিতের নাম ছিল শ্রীদেবস্বামী। দেবস্বামীর পুত্রই শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীবিষ্ণুস্বামী। শ্রীবিষ্ণুস্বামী বাল্যকাল হইতেই বালগোপালের উপাসক ছিলেন। এক বৎসর উপাসনার পর তিনি বালগোপালের সাক্ষাৎ দর্শন না পাইয়া মনের দুঃখে সম্পূর্ণ অনাহারে থাকিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতে থাকেন। সপ্তম দিবসে শ্রীবালগোপালরূপী শ্রীভগবান্ বালক বিষ্ণুস্বামীকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন দান করতঃ বেদধর্ম্ম প্রচার, শ্রীশুকদবে গোস্বামী উপদিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবত এবং ব্যাসদেব অভিপ্রেত বেদান্তব্যাখ্যা সাক্ষাৎভাবে শুনিয়া জগতে প্রচারের জন্য আদেশ করেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী গন্ধমাদন পর্ব্বতে গিয়া শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার ও উপদেশ লাভ করেন। যে ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীনারায়ণ হইতে সঙ্কর্ষণ, তাহা হইতে পুরারি শ্রীরুদ্র, তাহা হইতে নারদ, তাহা হইতে ব্যাস লাভ করিয়াছিলেন তাহাই শ্রীবিষ্ণুস্বামী প্রাপ্ত হন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী কাঞ্চীতে 'দেবদর্শন', 'শ্রীকণ্ঠ', 'সহস্রার্চি', 'শতধৃতি', 'কুমারপাদ', 'পরাভূতি' প্রভৃতি শিষ্যগণকে ভাগবত ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী নিজশিষ্য দেবদর্শনকে স্বপূজিত শ্রীবিগ্রহ ও নিজ শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রদান করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী শিষ্যপারম্পর্য্যে সাতশত আচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল।" —শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ লিখিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

শ্রীবিষ্ণুস্বামী-মত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

এই মতে ঈশ্বর শুদ্ধ ও নিত্য, ভগবত্তনু শুদ্ধ ও নিত্য, ভজনকারী ভক্ত শুদ্ধ ও নিত্য। জীব, জগৎ, মায়ার আশ্রয়স্বরূপে ঈশ্বর অদ্বয়তত্ত্ব। এইহেতু বিষ্ণুস্বামী-মত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ। জীব ঈশ্বরের মায়ার দ্বারা সম্যক আবৃত। স্বরূপতঃ চেতন ও স্বপ্রকাশ হইয়াও দুঃখের আধার। জীব দুইপ্রকার। বদ্ধ ও মুক্ত। মুক্ত জীব সংখ্যায় বহু।

মায়া—ঈশ্বরাধীনা, জীব-পীড়নকারিণী ও অবিদ্যা। শ্রীধর স্বামিপাদের উক্তি হইতে জানা যায় শ্রীবিষ্ণুস্বামী সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তি স্বীকার করিয়াছেন।

মনুসংহিতার মেধাতিথিকৃত ভাষ্যে বিষ্ণুস্বামীর নাম দৃষ্ট হয়।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সহিত শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতের পার্থক্য
[গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য]

(১) শ্রীশঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদের নামান্তর নির্ব্বিশেষ বস্তৈক্যবাদ। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র।

বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদে পরমেশ্বরের শুদ্ধত্ব। ভগবত্তনু ও ভজনকারিগণের শুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব। জীব, জগৎ ও মায়ার তদাশ্রয়ত্বরূপে ঈশ্বরের অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত।

(২) শ্রীশঙ্করের মতে নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব। সবিশেষ, সাকার ও গুণশালী হইলেই তাহা মায়িক, অনিত্য, ব্যবহারিক ও মিথ্যা।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী মতে সৎ-চিৎ-নিত্য-নিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈক বিগ্রহ—চরম তত্ত্ব। তাঁহার তনু নিত্য সচ্চিদানন্দ, পারমার্থিক বাস্তব সত্য। পরতত্ত্ব নিত্য সাকারবিশিষ্ট, তাহা কখনও মায়িক অনিত্য নহে।

(৩) শ্রীশঙ্করের মতে মায়া—অনির্বাচ্য। মায়া—শ্রৌতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্বচনীয়া ও লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তব।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতে মায়া সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীনা; মায়া জীবকে পীড়ন করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে স্পর্শও করিতে পারে না। পরমেশ্বরের মধ্যে মায়া নাই, জীবের মধ্যেও পরমেশ্বরের মুখ্যা স্বরূপশক্তি নাই।

(৪) শ্রীশঙ্কর মতে অবিদ্যোপাধিক ভ্রান্তব্রহ্মই জীব। পরমার্থত জীব-নামক কোনো বস্তুরই সত্তা নাই।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতে জীব—পরমাত্মার মায়াদ্বারা আবৃত, মায়ালাঞ্ছিত, স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ (চেতন) হইয়াও দুঃখের আধার। মুক্তজীবগণ ভগবদিচ্ছায় নিত্যবিগ্রহ-ধারণপূর্ব্বক নিত্যতনু সবিশেষ শ্রীভগবানের সেবা করেন।

শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্ত্তী তাঁহার রচিত 'শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনে' শুদ্ধাদ্বৈত মতের বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার লিখিত গ্রন্থে উপক্রমণিকায় এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন,—এতদুদ্দেশ্যে শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন দার্শনিক ও রসগ্রাহী সুধীসমাজের সম্যকালোচনার বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সর্ব্বভূমির পরম কল্যাণসাধনক্ষম এই উচ্চতম ও উপাদেয়তম দর্শন সুগভীর জ্ঞানের আধার হইয়াও অদ্যাপি কেবলমাত্র সম্প্রদায়বিশেষের আলোচ্য হইয়া রহিয়াছে।

"Vallabhacharya himself belonged to the Rudra sect established by Vishnusvamin and his philosophical system of 'Pure Nondualism' (Suddhadvaita) —i.e. the identity of God and the Universe—closely follows that of the Vishnusvami tradition. God is worshipped not by fasting and physical austerities but by love of him and of the universe. Salvation arises only by virtue of the Grace of God. In order to receive divine love, the devotee must surrender himself wholly (Samarpana) to God's gift of love."

—Encyclopædia Britannica
Volume 12 page 247

প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীবিষ্ণুস্বামীর কতিপয় বাক্য উদ্ধার এবং কতিপয় বাক্য সর্ব্বজ্ঞসূক্তির অন্তর্গত করিয়াছেন।

"যেখানে আমার স্বরূপবিস্মৃতিতে ভেদাভেদ-প্রকাশ অপ্রকটিত, সেইখানেই আমি ভক্তোকরক্ষক শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের অভিন্নতনু শ্রীধরস্বামিপাদের শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া বসিতেছি; শুদ্ধাদ্বৈত বিচারকে কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত ভ্রম করিয়া আমি আমার প্রাণবল্লভের প্রিয় সেবনকার্য্যে বঞ্চিত হইতেছি,—শ্রীব্যাসের অনুগমনে বঞ্চিত হওয়ায় ভক্তি-সিদ্ধান্তরহিত হইয়া অবিদ্যার আবাহনে অহঙ্কারবিমূঢ় প্রাকৃত ভোক্তা বা বিচারকসূত্রে শ্রৌতপথ পরিহার করিতেছি।"—শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী প্রথম খণ্ড ১৮-১৯ পৃষ্ঠা।

"শ্রীনারায়ণের শিষ্য 'রুদ্র' কৃপাময়।
তাঁর শিষ্য—প্রশিষ্যের অন্ত নাহি হয়॥
বিষ্ণুস্বামী – শিষ্য হইলেন সেই গণে।
ভক্তিরস-মত্ত হৈলা নিজ শিষ্য-সনে॥
পরম প্রভাব—বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে।
বিষ্ণুস্বামি—সম্প্রদাখ্যা হৈল তাঁহা হৈতে॥"
—ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ ২১২৪-২৬

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার রচিত 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থে' 'রুদ্রদ্বীপে'র মহিমা-বর্ণনে 'শ্রীবিষ্ণুস্বামীর' নবদ্বীপধামে আগমন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপা-লাভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

'কদাচিৎ বিষ্ণুস্বামী আসি' দিগ্‌বিজয়ে।
রুদ্রদ্বীপে রহে রাত্রে শিষ্যগণ লয়ে॥
হরি হরি বলি' নৃত্য করে শিষ্যগণ।
বিষ্ণুস্বামী শ্রুতি-স্তুতি করেন পঠন॥
ভক্তি-আলোচনা দেখি' হ'য়ে হরষিত।
কৃপা করি' দেখা দিল শ্রীনীল-লোহিত॥
বৈষ্ণবসভায় রুদ্র হৈল উপনীত।
দেখি' বিষ্ণুস্বামী অতি হৈল চমকিত॥
কর যুড়ি স্তব করে বিষ্ণু ততক্ষণ।
দয়ার্দ্র হইয়া রুদ্র বলেন বচন॥
"তোমরা বৈষ্ণবজন মম প্রিয় অতি।
ভক্তি-আলোচনা দেখি' তুষ্ট মম মতি॥
বর মাগ, দিব আমি হইয়া সদয়।
বৈষ্ণবে অদেয় মোর কিছু নাহি হয়॥"
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া বিষ্ণু মহাশয়।
কর যুড়ি বর মাগে প্রেমানন্দময়॥
'এই বর দেহ প্রভু আমা সবাকারে।
ভক্তি-সম্প্রদায়-সিদ্ধি লভি অতঃপরে॥'
পরম আনন্দে রুদ্র বর করি দান।
নিজ সম্প্রদায় বলি' করিল আখ্যান॥
সেই হৈতে বিষ্ণুস্বামী স্বীয়-সম্প্রদায়।
শ্রীরুদ্র-নামেতে খ্যাতি দিয়া নাচে গায়॥
রুদ্রকৃপাবলে বিষ্ণু এইস্থানে রহিয়া।
ভজিল শ্রীগৌরচন্দ্র প্রেমের লাগিয়া॥
স্বপ্নে আসি শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুরে বলিল।
মম ভক্ত রুদ্র-কৃপা তোমারে হইল॥
ধন্য তুমি নবদ্বীপে পাইলে ভক্তিধন।
শুদ্ধাদ্বৈত মত প্রচারহ এইক্ষণ॥
কতদিনে হবে মোর প্রকট সময়।
শ্রীবল্লভ ভট্ট-রূপে হইবে উদয়॥'

"মধ্ব হইতে সারদ্বয় করিব গ্রহণ।
এক হয় **কেবল-অদ্বৈত নিরসন**॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি নিত্য জানি তাঁহার সেবন।
সেই ত দ্বিতীয় সার জান মহাজন॥
রামানুজ হৈতে আমি লই দুই সার।
অনন্য-ভকতি, ভক্তজন-সেবা আর॥
বিষ্ণু হইতে দুই সার করিব স্বীকার।
তদীয় সর্ব্বস্বভাব, রাগমার্গ আর॥
তোমা (নিম্বার্ক) হৈতে লব আমি দুই মহাসার।
একান্ত **রাধিকাশ্রয়, গোপীভাব** আর॥"
—'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' (শ্রীবিল্বপক্ষ—বেলপুকুর মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে)

শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সাহিত্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ উল্লিখিত হইয়াছে—
শ্রীকান্তি মিশ্রের 'সাকারসিদ্ধি', শ্রীবিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত', শ্রীবরদরাজের 'ভাগবতলঘুটীকা'।

মৈত্রেয় ঋষি

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি লিখিত সর্ব্বশাস্ত্র-সার শ্রীমদ্ভাগবতে 'মৈত্রেয় ঋষি'র কথা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুযায়ী মৈত্রেয় ঋষির পিতা ছিলেন কুশারু ঋষি। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে মৈত্রেয় ঋষিকে কৌশারব এইরূপ সম্বোধন করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় মৈত্রেয় কুশারু ঋষির পুত্র ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনির পিতা পরাশর ঋষির শিষ্য মৈত্রেয় ঋষি। 'মৈত্রেয়ঃ পরাশরস্য শিষ্য'—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকা ভাগবত ৩।৪।৯। মৈত্রেয় মুনিকে উদ্ধব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনির সুহৃৎ ও সখা এবং মহাভাগবতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

"তস্মিন্ মহাভাগবতো দ্বৈপায়নসুহৃৎ সখা।
লোকাননুচরন্ সিদ্ধ আসসাদ যদৃচ্ছয়া ॥"
—ভাঃ ৩।৪।৯

'হে বিদুর, তৎকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সুহৃৎ এবং সখা মহাভাগবত মৈত্রেয় মুনি ত্রিভুবন পর্য্যটন করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।'

পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী যে মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদ বলিয়াছিলেন শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক স্বপুত্র দুর্য্যোধনাদির অন্যায় কার্য্যে সমর্থন ও প্রশ্রয়দান, এমনকি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশকে অগ্রাহ্য করায় বিদুর দুর্য্যোধনাদিকে বুঝাইয়া উক্ত গর্হিতকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির পরামর্শে বিদুরকে মর্ম্মভেদী বাক্যে তিরস্কার করিলে বিদুর মর্ম্মাহত হইয়া হস্তিনাপুর ও বন্ধুবান্ধবগণকে ত্যাগ করেন। অবধূতের ন্যায় নানা তীর্থ পর্য্যটন ও বিষ্ণুতীর্থ দর্শন করিয়া তিনি প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন। যদুবংশের ধ্বংসের কথা শুনিয়া তিনি মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত ও সন্তপ্ত হইয়া মৎস্য কুরু জাঙ্গলাদি দেশে উদাসীন হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনার কুলে ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়।

বিদুর শ্রীকৃষ্ণের পার্যদ বৃহস্পতির পূর্ব্বশিষ্য নীতিকুশল প্রশান্তমূর্ত্তি উদ্ধবকে দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে স্নেহ সহকারে আলিঙ্গন করিলেন। উৎকণ্ঠিতভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত জ্ঞাতিগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে উদ্ধব প্রেমাবিষ্টতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারিলেন না। বিদুর কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইলে উদ্ধব বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন 'হে বিদুর! কৃষ্ণসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছেন। কালরূপ মহাসর্প আমাদের গৃহসকলকে গ্রাস করিয়াছে। এমতাবস্থায় কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণের বন্ধুগণের কুশল সংবাদ আমি আর কি বলিব?' শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম হইতে মথুরায় যাইয়া কংস বধাদি যে সকল কার্য্য এবং দ্বারকাপুরীতে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় উদ্ধব বিদুরের নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। পূর্ব্বশ্রুত বন্ধুবিনাশবার্ত্তা এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের কথা শুনিয়া বিরহ-সন্তপ্ত বিদুর বিরহ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য আত্মতত্ত্ব প্রকাশক পরম গুহ্যজ্ঞান উদ্ধবের নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইলে উদ্ধব বিদুরকে মৈত্রেয় ঋষির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিদুর শ্রীকৃষ্ণের কৃপা স্মরণ করিয়া প্রেমবিহ্বলাবস্থায় অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে ভাগীরথীর তটে মৈত্রেয় ঋষির নিকট উপনীত হইলেন।

[বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকের টীকাতে লিখিয়াছেন—'দ্যুনদ্যা গঙ্গায়াঃ দ্বারি হরিদ্বারে'। দ্যুনদী—গঙ্গা, গঙ্গার দ্বারে অর্থাৎ হরিদ্বারে।]

কৌরবশ্রেষ্ঠ বিদুর সুরধুনীর দ্বারে উপবিষ্ট হইয়া অপরিসীম জ্ঞানশালী মৈত্রেয় ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোকো
ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং
যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ ॥'
—ভাঃ ৩।৫।২

'হে মুনে, লোকসমূহ জড়সুখের নিমিত্ত কর্ম্ম

করিয়া থাকেন, কিন্তু তদ্দ্বারা জড়সুখ অথবা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু তৎসমুদায় হইতে পুনর্বার দুঃখলাভই হইয়া থাকে; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব এই সংসারে আমাদের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

এতদ্‌ব্যতীত বিদুর সুখস্বরূপ ভগবজ্‌জ্ঞান, ভগবদবতারসমূহের লীলা, ভগবানের সৃষ্টাদি ক্রিয়া, ভগবানের নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে শ্রবণের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন।

মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের প্রশ্নসমূহ শুনিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করতঃ বলিলেন—'হে সাধো, আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। আপনি কৃষ্ণগতপ্রাণ। জীবের কল্যাণ বিধানের জন্য আপনার এই প্রশ্ন। আপনি ভগবান্ বেদব্যাসের ঔরসজাত সন্তান, আপনি পূর্ব্বজন্মে লোকদণ্ডবিধাতা মহারাজ যম ছিলেন। মাণ্ডব্যমুনির অভিশাপে বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যাস্বরূপে গৃহীতা দাসীর গর্ভে এবং সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি শ্রীহরির নিত্য পার্ষদ। ভগবান্ প্রপঞ্চ হইতে বৈকুণ্ঠধামে গমনকালে আপনার নিকট তত্ত্বজ্ঞান উপদেশের জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন।'

'ভবান্ ভগবতো নিত্যং সম্মতঃ সানুগস্য চ।
যস্য জ্ঞানোপদেশায় মাদিশদ্ভগবান্ ব্রজন্ ॥'

—ভাঃ ৩।৫।২১

'আপনি ভগবান্ শ্রীহরির চিহ্নিতভক্ত; ভগবান্ বৈকুণ্ঠে গমনসময়ে ভগবৎপার্ষদ আপনার নিকট তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থ আমাকে আদেশ করিয়া যান ॥'

অধোক্ষজ ভগবান্ চিদ্বিলাসযুক্ত নিত্যধামে স্বরাটপুরুষরূপে নিত্য সেবিত। তাঁহার স্বাংশভূত প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু অব্যক্ত প্রকৃতিতে চিদাভাস আধান করেন। অব্যক্ত মায়া হইতে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব বিকৃত হইলে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ অহঙ্কারের উৎপত্তি। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দেবতাগণ, রাজস অহঙ্কার হইতে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ এবং তামস অহঙ্কার হইতে শব্দের উৎপত্তি; শব্দ হইতে আকাশ; আকাশ হইতে স্পর্শ-তন্মাত্র; তাহা হইতে বায়ুর সৃষ্টি হয়; বায়ু আকাশের সহিত মিলিত হইয়া রূপতন্মাত্র জ্যোতিঃ; জ্যোতিঃ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া রসতন্মাত্র জল; জল জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়া কাল ও মায়া সংযোগে গন্ধগুণাত্মিকা পৃথিবী সৃষ্টি করে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ ও শব্দ, তেজের গুণ রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, জলের গুণ রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এবং ভূমির গুণ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ।

বিষ্ণুর তিনটী রূপ। পণ্ডিতগণ তাঁহাদের প্রত্যেককে একটি একটি পুরুষাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রথম মহৎতত্ত্বের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয় গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী পুরুষ, তৃতীয় ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী পুরুষ—তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অন্তর্য্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মারূপে বিরাজিত। এই তিনটী তত্ত্ব উপলব্ধি হইলে জড়বুদ্ধি হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একস্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥

—লঘুভাগবতামৃত

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের প্রারম্ভে শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে যখন বলিলেন পরীক্ষিৎ মহারাজ যে প্রশ্ন তাঁহাকে করিয়াছেন, উক্ত প্রশ্ন বিদুর মৈত্রেয় ঋষির নিকট করিয়াছিলেন, তৎশ্রবণে পরীক্ষিৎ মহারাজের উক্ত প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে শুনিবার ইচ্ছা হইলে শ্রীশুকদেব গোস্বামী তৃতীয় স্কন্ধে 'বিদুর-মৈত্রেয়' প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক তত্ত্বোপদেশ করিলেন। বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদে কপিল দেবহূতি প্রসঙ্গও আলোচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ (১ম অধ্যায় হইতে শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত) এবং চতুর্থ স্কন্ধ আলোচনা-দ্বারা 'বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদে'র গূঢ় বিষয়গুলি তাঁহাদের কৃপায় সম্যকভাবে উপলব্ধ হইবে।

'চোদিতো বিদুরেণৈবং বাসুদেবকথাং প্রতি।
প্রশস্য তং প্রীতমনা মৈত্রেয়ঃ প্রত্যভাষত ॥'

—ভাঃ ৪।১৭।৮

'মৈত্রেয় শ্রীভগবান্ বাসুদেবের কথার প্রতি বিদুরের এতাদৃশ আগ্রহ-দর্শনে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন এবং বাসুদেব-কথা কীর্ত্তন করিলেন।'

যুধিষ্ঠির মহারাজ রাজসূয়যজ্ঞে যে সকল বেদ-নিপুণ সুযোগ্য ব্রাহ্মণগণকে হোতারূপে বরণ করিয়া-ছিলেন তন্মধ্যে মৈত্রেয় ঋষি অন্যতম। বিদেহরাজ্য মিথিলায় শান্ত, বিষয়ে অনাসক্ত, অনায়াসলব্ধ আহার্য্য বস্তু দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী শ্রুতদেব নামক একজন কৃষ্ণৈকশরণ ভক্ত বাস করিতেন। শ্রুতদেবের ন্যায়ই জনকবংশজাত বিদেহরাজ্যের অধিপতি রাজা 'বহুলাশ্ব' অহঙ্কারশূন্য হইয়া তথায় অবস্থান করিতে-ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে সকল মুনিগণকে লইয়া তাঁহাদের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে 'মৈত্রেয় ঋষি' অন্যতম।

শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধে শেষ ১২শ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীহরির মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনই সর্ব্বোত্তম ভক্তিসাধনরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। নামসংকীর্ত্তনের মহিমা কীর্ত্তনের দ্বারাই ভাগবত সমাপ্ত হইয়াছে। 'নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশম্। প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥' যে সকল বাক্যের দ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্ত্তিত হয়, সে সকল বাক্যই সত্য ও মঙ্গলপ্রদ। তদ্ভিন্ন বাক্যমাত্রই অসৎ। ভাগবতে যে সকল প্রসঙ্গ এতৎসম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে তন্মধ্যে 'বিদুর-মৈত্রেয়' সংবাদের আলোচনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত 'মৈত্রেয় ঋষি' বৌদ্ধগণের 'মৈত্রেয়' হইতে পৃথক।

পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর ও বীরভূমে শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া (নদীয়া) ঃ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীমঠের অন্যতম শাখা যশড়াস্থিত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের—শ্রীজগন্নাথ মন্দি-রের বার্ষিক উৎসব ১৭ পৌষ (১৪০১), ২ জানুয়ারী (১৯৯৫) সোমবার হইতে ১৯ পৌষ, ৪ জানুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্য-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদারিদ্র্য-ভঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী ও পাঠানকোটের শ্রীআদিকেশব দাস। কলিকাতা হইতে ভ্যানগাড়ীযোগে প্রাতঃ ৬-২৫ মিঃ-এ রওনা হইলেও মধ্যমগ্রামে গাড়ী খারাপ হওয়ায় এবং মেরামতে বিলম্ব হইতে থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব যথাসময়ে যশড়ায় পৌঁছিবার জন্য ট্যাক্সিযোগে শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ ও শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্ম-চারীকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৫০ মিঃ যশড়া শ্রীপাটে শুভপদার্পণ করেন। প্রায় আধা ঘণ্টা বাদে ভ্যানগাড়ী আসিয়া পৌঁছে। যশড়া শ্রীপাটের দ্বিতল সাধুনিবাসের নির্ম্মাণ-সেবায় নিয়োজিত শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী গুরুতররূপে অসুস্থ হওয়ায় তাহাকে এম্বু-লেন্স গাড়ীতে কলিকাতায় প্রেরণ করা হয় রামকৃষ্ণ সেবাসদন-হাসপাতালে সুচিকিৎসার জন্য। সঙ্গে সহায়করূপে ছিলেন শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। উক্ত মঠের মঠরক্ষক শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী পূর্ব্বেই কলিকাতা হইতে যশড়া মঠে পৌঁছিয়াছিলেন প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সাহায্যের জন্য।

শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তন-সহযোগে উক্ত দিবস

পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠের নূতন দ্বিতল সাধুনিবাসের উদ্ঘাটন কার্য্য সম্পন্ন করেন। উদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্নকালীন ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর শ্রীপাটের মহিমা বর্ণনমুখে তাঁহার ভাষণে শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারীর নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

পরদিন অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাদ্যাদিসহ বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া যশড়া গ্রামের ও চাকদহ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে পরবর্ত্তিকালে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী। অদ্য রাত্রির সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

৪ জানুয়ারী মহোৎসব দিবসে শ্রীমঠে বিশেষ সভার আয়োজন হয় পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায়। শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ ব্যতীত বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে ১১ ঘটিকায় আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে সংকীর্ত্তনসহ স্থানীয় জনসাধারণের হিতার্থে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মঠের প্রদত্ত জমীতে উপনীত হইয়া মঠের মুখ্য আনুকূল্যে নির্ম্মিত শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী যশড়া জুনিয়র হাইস্কুলের নবনির্ম্মিত গৃহের উদ্ঘাটন কার্য্য সম্পাদন করেন। সভায় বহু নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। ধর্ম্মঘটের দরুণ যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় এইবার কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, শ্রীমায়াপুর এবং নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহিরাগত অতিথি ভক্তগণ আসিতে পারেন নাই। চাকদহ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীহরিপদ দত্ত, প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীসুভাষ সরকার, যশড়ার কমিশনার শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচু ঠাকুর), শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব অভিভাষণ প্রদান করিয়া ফিরিয়া আসেন মঠের মাধ্যাহ্নিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য। বিদ্যালয়ের সভার কার্য্য মুখ্যভাবে পরিচালনা করিয়াছিলেন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী শ্রীসাধন গোপাল সাহা।

শ্রীমঠে মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগান্তে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মঠরক্ষক শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীদীনবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমোহিনীমোহনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীমোহন দাসাধিকারী, শ্রীভীষ্ম প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক আনীত ভ্যানগাড়ীতে শ্রীল আচার্য্যদেব, আটমূর্ত্তি সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিসহ ৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কলিকাতা মঠে অপরাহ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কয়াডাঙ্গা—কল্যাণগড় (উত্তর ২৪ পরগণা) ঃ—অবস্থিতি ঃ—২২ পৌষ, ৭ জানুয়ারী শনিবার ও ২৩ পৌষ, ৮ জানুয়ারী রবিবার।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত প্রাচীন নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমদ্ শ্রীধর দাসাধিকারী প্রভুর (শ্রীশান্তিরঞ্জন দত্তের) আমন্ত্রণে বিগত ২২ পৌষ, ৭ জানুয়ারী শনিবার নবমূর্ত্তি সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারিসহ শ্রীল আচার্য্যদেব একটী জীপগাড়ীতে ও একটী মটরকারে কলিকাতা মঠ হইতে ১০-৩০ ঘটিকায় রওনা হইয়া অপরাহ্ন ১-৩০ ঘটিকায় কয়াডাঙ্গায় শ্রীধর দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে শুভপদার্পণ করিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীদেবকীসুত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী এবং অণ্ডাল হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের সতীর্থ শ্রীনীলমাধব দাস প্রভু (শ্রীনির্ম্মল মজুমদার) একদিন পূর্ব্বে তথায় পৌঁছিয়াছিলেন প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার

জন্য। শ্রীধর দাসাধিকারীর গৃহেই শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত প্রচারপার্টীতে ছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীলভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ গোপালদাস বনচারী প্রভু, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীল আচার্য্যদেব কয়াডাঙ্গায় আসিবার কালে পথে অশোকনগরে শ্রীভদ্রভূষণ হালদার মহাশয়ের প্রার্থনায় তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

কল্যাণগড় নাট্যমন্দিরে দিবসদ্বয়ব্যাপী ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। ৮ জানুয়ারী রবিবার কল্যাণগড় নাট্যমন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় বাহির হইয়া বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় নাট্যমন্দিরে ফিরিয়া আসে। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে শ্রীধর দাসাধিকারীর গৃহে কএকশত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীশ্রীধর দাসাধিকারী প্রভু সস্ত্রীক, তাঁহাদের পুত্রত্রয়—শ্রীসমীর দত্ত, শ্রীসঞ্জীব দত্ত ও শ্রীসুব্রত দত্ত, গৃহের পরিজনবর্গ এবং অণ্ডালের শ্রীনীলমাধব দাস প্রভু শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে ও বৈষ্ণবসেবায় যত্ন করিয়া শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

খারো—কুমরা-কাশিপুর (উত্তর ২৪ পরগণা) ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত প্রাচীন নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত এবং শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠের দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক শ্রীমদ্ কৃষ্ণপদ দাসাধিকারী প্রভুর (শ্রীকালীপদ দেবনাথ মহোদয়ের) পৌত্র শ্রীপ্রদীপ দেবনাথের আহ্বানে ২৪ পৌষ, ৯ জানুয়ারী সোমবার মছলন্দপুর যাওয়ার পথে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে মটরকার-যোগে কয়াডাঙ্গা হইতে খারো-কুমরা-কাশিপুর গ্রামে প্রদীপবাবুর গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন; শ্রীহরিসংকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে মহোৎসবে সাধুগণ ব্যতীত গ্রামের নরনারীগণও মহাপ্রসাদ সেবা করেন। প্রাতে বর্ষণের ফলে কয়াডাঙ্গা হইতে রওনা হইতে বিলম্ব হওয়ায় মহাপ্রসাদ বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে বেলা ২টা হয়। শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারীর পুত্র শ্রীঅনিল দেবনাথ ছোটমোল্লাখালি হইতে উৎসবানুষ্ঠানে আসিয়া যোগ দেন। গ্রামের শান্ত পরিবেশে কিছু সময়ের জন্য অবস্থানের সুযোগ পাইয়া সাধুগণ সুখ লাভ করেন।

শ্রীপ্রদীপবাবু এবং তাঁহার পরিজনবর্গ বৈষ্ণব-সেবা-প্রচেষ্টার দ্বারা ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

মছলন্দপুর (উত্তর ২৪ পরগণা) ঃ— শ্রীল আচার্য্যদেব মোটরকার ও মিনি ট্রাকযোগে বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে রওনা হইয়া মছলন্দপুর ডাকখানার অন্তর্গত বেতপুলস্থ মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারীর গৃহে (২৪ পৌষ, ৯ জানুয়ারী) অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসের গৃহে নিত্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণের সেবা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। পরদিন পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বেতপুলের ও মছলন্দপুরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে বেলা ১১টায় সভামণ্ডপে সমাপ্ত হয়। নগর-সংকীর্ত্তনে গ্রামের নরনারীগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রির বিশেষ সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও গৃহের পরিজনবর্গ বিশেষভাবে যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন।

১১ জানুয়ারী সোমবার বেটপুর হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব মোটরকার ও মিনিট্রাকে বেলা ৯টায় রওনা হইয়া মধ্যাহ্নে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কেশিয়াড়ী শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

[১৬ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ বুধবার হইতে ১৯ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত]

কলিকাতা (বেহালা), খড়্গপুর ও শ্রীপুরীধাম-স্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রমের এবং কেশিয়াড়ী শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে কেশিয়াড়ী শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব (১৩৫১-১৪০১) বিগত ১৬ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ বুধবার হইতে ১৯ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা, সৎ-শিক্ষা-প্রদর্শনী, শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সংলগ্ন ময়দানে বিরাট সভামণ্ডপে ধর্ম্মসম্মেলন, শ্রীগৌরলীলাকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তন, ওড়িষ্যার নৃত্যানুষ্ঠান, মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহে নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হয়। ন্যূনাধিক চল্লিশ হাজার নরনারী মহোৎসবে মহাপ্রসাদ সেবা করেন। বিদ্যুৎ আলোকমালায় সমস্ত কেশিয়াড়ীকে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রথম দিবস অধিবাস-বাসরে প্রাতে ১০৮ মৃদঙ্গ-করতালসহ বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল।

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন পুরীর গজপতি মহারাজ শ্রীদিব্যসিংহদেব। প্রত্যহ ধর্ম্মসভায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের কৃপাকর্ষণে এবং কেশিয়াড়ী শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবকমিটির সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাগর মহারাজের আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ আসাম-প্রচারান্তে, কলিকাতা মঠে শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের বিরহোৎসবে যোগদানান্তে দ্বাদশ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তসহ ৩ মার্চ্চ শুক্রবার উক্ত উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব-সমভিব্যাহারে ছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (পাতিয়ালা), শ্রীকেশব (পাঠানকোট), শ্রীকানাইলাল সাহা (আগরতলা)। খড়্গপুর ষ্টেশনে শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের সেবকগণ এবং আনন্দপুরের শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী (শ্রীতারক রায়) অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

৩ মার্চ্চ সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, সাউরী প্রপন্নাশ্রমের শ্রীসতীশ চন্দ্র ভক্তিবাচস্পতি, শ্রীহরিদাস ভক্তিশাস্ত্রী ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক'।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজও উক্ত মহদনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। পুরীর গজপতি মহারাজকে পুরী হইতে উৎসবানুষ্ঠানে আনিবার জন্য তাঁহার উপরই দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল। পরদিন ৪ মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে কেশিয়াড়ীতে ৪ মার্চ্চ প্রাতের নগর-সংকীর্ত্তন-অনুষ্ঠানে যোগদান ও মঠে বিচিত্র প্রসাদ সেবনান্তে তিনটী মোটরগাড়ীতে আনন্দপুরের বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দিতে প্রাতঃ ১০ ঘটিকায় কেশিয়াড়ী হইতে প্রস্থান করেন।

আনন্দপুর (মেদিনীপুর) ঃ—অবস্থিতি ঃ ১৯ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ শনিবার হইতে ২১ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত।

শ্রীসনাতন দাসাধিকারী (ডাঃ সরোজ রঞ্জন সেন) এবং আনন্দপুরের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রয়োদশ মূর্ত্তিসহ কেশিয়াড়ী হইতে ৪ মার্চ্চ শনিবার অপরাহ্ন ১ ঘটিকায় আনন্দপুরে পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুল-ভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান শ্রীসনাতন দাসাধিকারীর গৃহে আসিয়া উপনীত হন। পরদিন শ্রীমঠের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজও উৎসবানুষ্ঠানে আসিয়া যোগ দেন।

আনন্দপুর পুরাতন হাইস্কুল প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় বিদ্যাসাগর বি-টি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সত্যশঙ্কর গোস্বামী, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ অভিভাষণ প্রদান করেন। বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। সভাপতি মহোদয় ডাঃ গোস্বামী বক্তাগণের সারাংশ উদ্ধৃত করতঃ প্রতিদিনের বক্তব্যবিষয়-সম্বন্ধে আলোকসম্পাত করেন। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'কলিযুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও প্রয়োজনীয়তা', 'ধর্ম্ম শব্দের তাৎপর্য্য এবং বর্ত্তমান সমাজে ইহার উপযোগিতা', 'হিংসার কারণ ও তৎপ্রতিকার'। প্রত্যহ সভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

৫ মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসে। শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়া অগ্রসর হইলে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। সংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণকে চিড়াপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

৬ মার্চ্চ সোমবার মধ্যাহ্নে মহোৎসবে কএক শত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

মেদিনীপুরসহরস্থ শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে পদার্পণের জন্য মঠের বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজের সেবাপ্রচেষ্টায় উক্ত মঠের সংস্কারসাধন ও নবরূপ-প্রদান দর্শনের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে বাসযোগে উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ কি কি কার্য্য হইয়াছে এবং কি কি কার্য্য বাকী আছে দ্বিতল ভবন ঘুরাইয়া দেখাইলে মঠের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া সকলে সুখ লাভ করিলেন। জলযোগের জন্য বৈষ্ণবগণ প্রদত্ত বিচিত্র প্রসাদ গ্রহণ করার পর মারুতিভ্যান-যোগে সকলে পৌনে ১২টায় আনন্দপুরে ফিরিয়া আসেন।

পরদিন শ্রীল আচার্য্যদেব চৌদ্দ মূর্ত্তিসহ প্রাতে বাসযোগে আনন্দপুর হইতে যাত্রা করতঃ মধ্যাহ্নে হাওড়া বাসষ্ট্যাণ্ডে আসিয়া ট্যাক্সিযোগে কলিকাতা মঠে পৌঁছেন।

শ্রীসনাতন দাসাধিকারী প্রভু এবং তাঁহার পরিজনবর্গ বৈষ্ণবসেবার জন্য যত্ন করিয়া শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

বোলপুর (বীরভূম) ঃ—অবস্থিতি ঃ ৮ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার ও ৯ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ শুক্রবার

বোলপুরবাসী ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব নব মূর্ত্তি—শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীদেবকীসুতদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী (কলিকাতা), শ্রীনীলমাধবদাস ব্রহ্মচারী (ওড়িষ্যা) ও শ্রীকৃষ্ণশরণদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীকানাই) সমভিব্যাহারে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে ৮ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা-হাওড়া হইতে যাত্রা করতঃ বোলপুর ষ্টেশনে পৌনে ১টায় শুভপদার্পণ করিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। স্থানীয় মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালায় সাধুগণ অবস্থান করেন। বাসন্তীতলাস্থিত শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারীর (শ্রীগোরাচাঁদের) গৃহে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হয়।

শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ এবং কৃষ্ণনগর মঠ হইতে মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ উৎসবানুষ্ঠানে আসিয়া যোগ দেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে দিবসদ্বয়ব্যাপী ধর্ম্মসভার সান্ধ্য অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ। ডাক্তার শ্রীচপল কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী সভাপতিরূপে ভাষণ দেন।

৯ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ শুক্রবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালায় মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীমঠের আশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য স্বধামগত শ্রীকালীপদ পাত্রের পুত্র শ্রীতপন পাত্রের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে উক্ত দিবস সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

আমধারার শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস প্রভু, শ্রীস্বপন কুমার ঘোষ, শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীভোলানাথ ঘোষ, শ্রীঅজিত সরকার, শ্রীকমল তরফদার, শ্রীমধুসূদন রায়, শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারীর সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

আসামে শ্রীমঠের আচার্য্যদেব ও প্রচারকবৃন্দ
তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটী ও সরভোগ মঠে বার্ষিক উৎসব
লক্ষীমপুরে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় আসামে উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে শোণিতপুর জেলাসদর **তেজপুর সহরে** প্রতিষ্ঠানের শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠে (১৯ মাঘ ১৪০১, ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ বৃহস্পতিবার হইতে ২১ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীবসন্ত পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত) ; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মেঘালয়ের নিকটবর্ত্তী গোয়ালপাড়া জেলাসদর **গোয়ালপাড়া সহরে** শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে (২৫ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত) ও আসামের রাজধানী **গুয়াহাটী সহরে** পূর্ব্বাঞ্চল-প্রচারকেন্দ্র শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে (২৯ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ১ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত), বরপেটা জেলায় শ্রীমঠের পরিচালনাধীন চকচকাবাজারস্থ **সরভোগ** শ্রীগৌড়ীয় মঠে (৫ ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ৭ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত) বার্ষিক উৎসব প্রতিবৎসরের ন্যায় এই বৎসরও নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তেজপুর, গোয়ালপাড়া ও গুয়াহাটী মঠসমূহে বাদ্যাদি ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ সুরম্য রথারোহণে অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের নগরভ্রমণে এবং সরভোগ মঠের নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন। প্রত্যেক মঠেই মহোৎসবে অগণিত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথিতে সরভোগ মঠে শ্রীব্যাসপূজা, তেজপুর-গোয়ালপাড়া-গুয়াহাটী মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের প্রকট তিথিতে

বিশেষ পূজা-মহাভিষেকাদি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম্ম-সম্মেলনের অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। এতদ্ব্যতীত তেজপুর মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ এবং গোয়ালপাড়া মঠে শ্রীমদ্ উদ্ধব দাসাধিকারী প্রভু হরিকথা পরিবেশন করেন। তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ, গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক শ্রীগোবিন্দসুন্দরদাস ব্রহ্মচারী এবং সরভোগ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ এবং তত্তৎমঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রচেষ্টায় বার্ষিক উৎসবসমূহ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

গোয়ালপাড়া মঠে বি-টি-কলেজের অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রপতি গোস্বামী, দলগোমা আঞ্চলিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীউত্তমচন্দ্র শর্ম্মা ও শ্রীহেমচন্দ্র ভরালী এবং সরভোগ মঠে বরপেটা এম্-সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রভুনারায়ণ সিংহ প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সরভোগে ১৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার পূর্ব্বাহ্নে গোরখিয়া গোসাঁই ঘরে সভামণ্ডপে বিশেষ অধিবেশনে ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের অসমীয়া ভাষায় বক্তৃতার পর বরনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীহীরেণ মজুমদার সভাপতি এবং শ্রীধনেশ্বর নাথ প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ প্রদান করেন।

তেজপুরে মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীনকুল চন্দ্র পাল মহোদয়ের বাসভবনে, গোয়ালপাড়ায় শ্রীহারাণ কংস বণিকের গৃহে, গুয়াহাটীতে স্বধামগত শ্রীউপেন্দ্র হালদার প্রভুর এবং শ্রীপূর্ণকান্ত গগৈ এর গৃহে, সরভোগে শ্রীজগদীশ সাহা, শ্রীঅবিনাশ সাহা ও শ্রীপ্রিয় মাধব দাসাধিকারীর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। সরভোগ মঠে আসামের জালাহ অঞ্চলের ভক্তগণের 'সাক্ষীগোপাল'—অভিনয় চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

শ্রীল আচার্য্যদেব দ্বাদশমূর্ত্তিসহ কলিকাতা হইতে ২৪ জানুয়ারী মঙ্গলবার কামরূপ-এক্সপ্রেসযোগে আসাম-প্রচারভ্রমণে যাত্রা করেন। দ্বাদশমূর্ত্তি—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীকান্ত বনচারী শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্য-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীআদি কেশব (পাঠানকোট), শ্রীমাণিক ব্রহ্মচারী ও কৃষ্ণনগরের শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (বড়) ও চণ্ডীগড়ের শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী (ছোট) গুয়াহাটী পৌঁছিয়া পার্টীর সহিত যোগ দেন। শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী চণ্ডীগড় হইতে গুয়াহাটী হইয়া তেজপুর মঠে যাইয়া অবস্থান করেন।

লক্ষীমপুরে প্রচার

বিহপুরিয়া, লক্ষীমপুর (আসাম) ঃ—অবস্থিতি ঃ ১৩ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ১৫ মাঘ, ২৯ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তদ্সমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (ছোট, চণ্ডীগড় মঠ), শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী (কৃষ্ণনগর, নদীয়া) ও শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী (শ্রীসতীশ ঘোষ, তিনসুকিয়া)—দ্বাদশ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্ত তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ডিলাক্স বাসযোগে বিগত ১৩ মাঘ (১৪০১), ২৭ জানুয়ারী (১৯৯৫) শুক্রবার প্রাতঃ ৭-৪০ মিঃ-এ যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে আসামপ্রদেশে লক্ষীমপুর জেলান্তর্গত বিহপুরিয়া সহরে প্রথমবার শুভপদার্পণ করিলে

স্থানীয় শ্রীরাধাগোবিন্দ-মন্দিরের পরিচালন-সমিতির সভাপতি শ্রীসুবল চন্দ্র দাস, সেক্রেটারী শ্রীসুধাংশু-মোহন সাহা এবং অন্যান্য সদস্য ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডী যতিগণ এবং কতিপয় ব্রহ্মচারী সুধাংশুবাবুর গৃহে এবং অন্যান্য সকলে নিকটবর্ত্তী ভক্তের গৃহে অবস্থান করেন। নির্ম্মীয়মাণ শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরের সভা-মণ্ডপে প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীরাধাগোবিন্দ-মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীমন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়।

পরদিন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘের স্থানীয় শাখার ৪৭তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় বিরাট সংকীর্তন-শোভাযাত্রা হস্তী আদি সহ বাহির হইয়া বেলা ১টায় সমাপ্ত হয়। সংঘের সদস্যগণের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণসহ পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় শোভাযাত্রায় যোগ দেন। স্থানীয় নর-নারীগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরি-লক্ষিত হয়।

সুধাংশুবাবুর গৃহেই প্রত্যহ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সুধাংশুবাবু এবং তাঁহার গৃহের পরি-জনবর্গ বৈষ্ণবসেবার জন্য যত্ন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

লালুক, লক্ষীমপুর (আসাম) ঃ—অবস্থিতি ঃ ১৬ মাঘ, ৩০ জানুয়ারী সোমবার হইতে ১৭ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত। শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে বিহপুরিয়ার হইতে ১৬ মাঘ সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ তন্নিকটবর্ত্তী লালুকগ্রামে পূজাবাড়ীতে বেলা ১০টায় শুভপদার্পণ করিলে পূজাবাড়ীর সদস্যগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। পূজা বাড়ীতে শ্রীমন্দিরে নিত্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ পূজিত হন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে সহস্রাধিক লোক বসিতে পারেন এইরূপ সুপ্রশস্ত নাট্যমন্দির। উক্ত নাট্যমন্দিরে যাত্রা নাটকাদি অভিনয়ও হইয়া থাকে। নাট্যমন্দিরের সংলগ্ন একটী কক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং সম্মুখবর্ত্তী দুইটী কক্ষে সাধুগণ ও ভক্তগণ অবস্থান করেন। সুপ্রশস্ত উন্মুক্ত পরিবেশ পাইয়া সকলেরই আনন্দ হইল। পূজাবাড়ীর জমীর মধ্যে গৃহাদি, রন্ধনশালা, দুইটী ইন্দারা, শৌচালয়, স্নানাগার সব ব্যবস্থাই আছে। এখানে পেঁৗছিয়া সকলের সরভোগ গৌড়ীয় মঠের স্মৃতি হইল।

পূজাবাড়ীতে প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত শেষের দিনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজও বক্তৃতা করেন।

১৭ মাঘ মঙ্গলবার পূজাবাড়ী হইতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। স্থানীয় ব্যক্তিগণ নগর-সংকীর্ত্তনে নৃত্য কীর্ত্তন এবং সভায় ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ বাণী শ্রবণ করতঃ খুবই প্রভাবান্বিত হন।

পূজাবাড়ীর সেক্রেটারী শ্রীঅসিত কুমার রায় মুখ্যভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে যত্ন করেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণ অনেকেই তাঁহার যোগ্যতা ও কার্য্যক্ষমতার প্রশংসা করিলেন। শ্রীঅধীর চন্দ্র কুণ্ডু ও শ্রীমিহির কৃষ্ণ কর ব্যবস্থাদি বিষয়ে দেখাশুনা করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টী সহ ১৮ মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী বুধবার তেজপুর মঠে বাসযোগে ফিরিয়া আসেন উক্ত মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য।

বিরহ-সংবাদ

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরুষোত্তম দাস ব্রহ্মচারী, বৃন্দাবন, উত্তরপ্রদেশ ঃ—বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাভিষিক্ত দীক্ষিত শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পুরুষোত্তম দাস ব্রহ্মচারী প্রভু বিগত ১০ অগ্রহায়ণ (১৪০১), ২৭ নভেম্বর (১৯৯৪) রবিবার কৃষ্ণা দশমীতিথিবাসরে মধ্য রাত্রি ১২-১০ মিঃ-এ ৮০ বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণলীলা চিন্তা করিতে করিতে ব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গুজরাটে বিজয়া দশমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ শ্রীগুরুমনোভীষ্ট সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর Stenographer রূপে প্রথমদিকে কিছুদিন সেবা করিয়াছিলেন, পরে তিনি গ্রন্থমুদ্রণ-বিভাগের সেবায় নিয়োজিত হন। তিনি ভাল প্রুফ্ দেখিতে পারিতেন। ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার গুরুদেবের বিভিন্ন মঠের সেবা নিজ যোগ্যতানুসারে করিয়া পরে বৃন্দাবনে থাকিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হন। বৃন্দাবনে ১১৭ নং গোপীনাথ ঘেরায় অবস্থানকালেই তিনি প্রয়াণ লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রগ্রন্থ হইতে তিনি প্রত্যহ বহু স্তব-স্তুতি পাঠ করিতেন। স্তবকল্পদ্রুম, স্তবরত্ননিধি, স্তবাবলী, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীআনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ প্রভৃতি গ্রন্থ মুদ্রণ সেবার প্রুফ্ সংশোধন করিয়া তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন। সতীর্থ শ্রীরাঘব চৈতন্য দাস প্রভুর সহিত পুরুষোত্তম প্রভুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, দীর্ঘকাল এক সঙ্গেই অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম প্রভু শ্রীরাঘব চৈতন্য দাস প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণের সহিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় ও শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রয়াণে শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ বিরহ সন্তপ্ত।

'দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥'

—শ্রীরূপগোস্বামী-বিরচিত শ্রীউপদেশামৃত

এই প্রপঞ্চে অবস্থিত ভগবদ্ভক্তের নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ ; কদর্য্যবর্ণ, কুগঠন, পীড়া-জ্বরাদিজনিত কুদর্শন প্রভৃতি বপুদোষ প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখিতে নাই অর্থাৎ প্রাকৃত জীব জ্ঞান করিতে নাই। বুদ্‌বুদফেন পঙ্কদ্বারা মিলিত হইলেও নীরধর্ম্ম-প্রভাবে যেরূপ গঙ্গা ব্রহ্মদ্রবধর্ম্ম অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব কদাপি পরিত্যাগ করেন না তদ্রূপ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ-লব্ধ বৈষ্ণবের প্রাকৃতদোষ দেখিতে নাই।

'যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন। যে সকল ভক্তিপথাশ্রিত বৈষ্ণব কেবলমাত্র প্রভুবংশ্য, আচার্য্যবংশ্য ও বৈষ্ণব-বংশ্যগণের মধ্যে হরিভক্তি আবদ্ধ আছে জানিয়া নিজের প্রাকৃতদর্শনে বপুদোষাদি দৃষ্টি করেন অথবা ভক্তির অলৌকিক চেষ্টাসমূহ বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতকে খর্ব্বদৃষ্টিতে মধ্যমভাগবতের অধীন করিবার প্রয়াস পান, তাঁহাদের ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে।'

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৮৪ পৃষ্ঠার পর]

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ (শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী)। শ্রীল গুরুদেবের আরব্ধ শ্রীমন্দিরের কার্য্য ১৯৭৩ সনে প্রারম্ভ হইয়া দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর পরে ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলেন।

ভগবানের আবির্ভাবের মূল কারণ ভক্ত। ভগবদিচ্ছাক্রমেই বা ভগবানের শক্তিশালী পার্ষদগণের দ্বারাই ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও অসুর-সংহারাদি কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত না হইলে ভক্তের বিরহদুঃখ দূরীভূত হয় না। প্রেমিক ভক্ত তাঁহার শুদ্ধ অন্তঃকরণে দৃষ্ট নিজের আরাধ্যদেবকে বাহিরে প্রকাশ করেন আরাধ্যদেবের নিরন্তর দর্শন, সেবা ও স্বীয় বিরহদুঃখ অপনোদনের জন্য। ভগবান্ ভক্তের জন্য অর্চ্চাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া আনুষঙ্গিকভাবে অন্যান্য জীবেরও কল্যাণ বিধান করেন।

বঙ্গাব্দ ১৩৭৮, খৃষ্টাব্দ ১৯৭২ শ্রীল গুরুদেব সংস্কৃত শিক্ষা অনুশীলন ও বিস্তারের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য সংস্কৃত বিদ্যালয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে হৃদয়ের আদান-প্রদানের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা শিক্ষালয়, বিভিন্ন ধর্ম্মমতের তুলনামূলক গবেষণা ও শিক্ষার সুযোগ দিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ গ্রন্থাগার এবং সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ দাতব্য চিকিৎসালয় চণ্ডীগড় মঠে সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ২২ চৈত্র, ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের ৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ২৬ চৈত্র, ৯ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত চণ্ডীগড় মঠে বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হয়। উক্ত মহদনুষ্ঠানে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী-কীর্ত্তনবিনোদ প্রভু, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাঁচুগোপাল দাস। শ্রীল গুরুদেবের কৃপাসিক্ত ত্রিদণ্ডিযতিগণের মধ্যে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীআর-এন্ মিত্তল, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীএম্-আর শর্ম্মা, শ্রীশম্ভুলাল পুরী এড্ভোকেট, হরিয়াণা বিধানসভার স্পীকার শ্রীবানারসী দাসগুপ্ত, চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় সরকারের ডেপুটী কমিশনার শ্রীজে-ভি গুপ্ত আই-এ-এস্, শ্রীরামলাল আগরওয়াল এড্ভোকেট, ডক্টর শ্রীজগদীশ শরণ শর্ম্মা, ডক্টর ভি-সি পাণ্ডে। ৮ এপ্রিল রবিবার সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীবিগ্রহগণের রথারোহণে নগর ভ্রমণ এবং পরদিবস যথারীতি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৩৮০ বঙ্গাব্দ ১৩ চৈত্র, ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ ২৭ মার্চ্চ বুধবার হইতে ১৭ চৈত্র, ৩১ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত; ২ বৈশাখ (১৩৮২), ১৬ এপ্রিল (১৯৭৫) বুধবার হইতে ৬ বৈশাখ, ২০ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত; ১১ চৈত্র (১৩৮৩), ২৫ মার্চ্চ (১৯৭৭) শুক্রবার হইতে ১৫ চৈত্র, ২৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত—বার্ষিক উৎসবসমূহে শ্রীল গুরুদেবের সেবানিয়ামকত্বে চণ্ডীগড় মঠে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাবের মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী জ্ঞানী জৈল সিং, বিচারপতি শ্রীএইচ্-আর সোধি, চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের শ্রীজে-ভি গুপ্ত, এড্ভোকেট শ্রীচাঁদ গোয়েল, চণ্ডীগড়স্থ শ্রীগুরুগোবিন্দ সিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগুরুবক্স্ সিং শেরগিল, পাঞ্জাবের পূর্ত্তমন্ত্রী গুরুবক্স্ সিং সিবিয়া, চৌধুরী শ্রীসুন্দর সিংজী এম্-এল্-এ, হরিয়াণা বিধানসভার স্পীকার শ্রীকেবলকৃষ্ণজী, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর ডক্টর আর-সি পাল, চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের ডেপুটী কমিশনার শ্রীএম্-জি দেবসহায়ন, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীআর-এস্

নরুলা, ডক্টর ভি-সি পাণ্ডে, বিচারপতি শ্রীএস্-আর শর্ম্মা, চণ্ডীগড় সহরের প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদ্মশ্রী শ্রীপি-এল্ বার্ম্মা, ডক্টর শ্রীরঘুনাথ সফায়া, বিচারপতি শ্রীএম্-আর শর্ম্মা, ডক্টর ও-পি ভরদ্বাজ, শ্রীজগদীশ চন্দর, চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় সরকারের চীফ কমিশনার শ্রীটি-এন্ চতুর্ব্বেদী, হরিয়াণার মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীজয়সুখলাল হাথী, এড্‌ভোকেট শ্রীহীরালাল ছিব্বল, চণ্ডীগড় পুলিশবিভাগের অধীক্ষক শ্রীগৌতম কাউল, বিচারপতি এম্-পি গোয়েল।

উপরি উক্ত চণ্ডীগড় মঠের বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে পাঞ্জাব, হরিয়াণা, নিউদিল্লী, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়াছিলেন বহুশত ভক্ত শ্রীল গুরুদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এবং তাঁহার মুখ-পদ্মবিনিঃসৃত বীর্য্যবতী হরিকথা শুনিতে। চণ্ডীগড় সহরের বিশিষ্ট নাগরিকগণও শ্রীল গুরুদেবের সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে এবং বিভিন্ন বক্তব্যবিষয়ের উপর তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ আসিতেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পুরী

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর, শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীস্বরূপরূপানুগবর্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ৩৮৭ শ্রীগৌরাব্দ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ, ১৭৯৫ শকাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দে ২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের নিকটে নারায়ণছাতা নামক মঠের সংলগ্ন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংকীর্ত্তন-মুখরিত বাসভবনে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীভগবতী দেবীকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হন। 'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' —এই শ্রীব্যাসবাণীর সার্থকতা অর্থাৎ উৎকল হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র কৃষ্ণভক্তি প্রচারিত হইবে এই ভবিষৎ বাণীর সার্থকতা পুরুষোত্তমধামে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের পরেই সম্পাদিত হয়। নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাবস্থলীতে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শতকোটী হরিনাম-যজ্ঞ কঠোর বৈরাগ্যের সহিত সংসাধন-লীলা করেন। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও দীক্ষাগুরু শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক সমগ্র পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধ প্রেম-ধর্ম্মের বাণী প্রচারে আদিষ্ট হইয়া তিনি শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠ এবং ভারতের বিভিন্নস্থানে ও ভারতের বাহিরে চৌষট্টিটী প্রচারকেন্দ্র সংস্থাপন করেন। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপরিসীম কৃপায় তাঁহার পার্ষদগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র গুরু-মনোভীষ্টসেবায় নিষ্কপটভাবে প্রযত্ন করায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সুযশ সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত শ্রীল স্বরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমানযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারের মূল পুরুষ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব-স্থান দর্শন এবং তাঁহাতে প্রণতি জ্ঞাপন।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব কলিকাতা মঠের এবং বিভিন্ন স্থানের ধর্ম্ম-সম্মেলনে হরিকথামৃত পরিবেশনের জন্য তাঁহার সতীর্থ আচার্য্যগণকে ও ত্রিদণ্ডিযতিগণকে সশিষ্যে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাইতেন। তাঁহারাও শ্রীল গুরুদেবের আমন্ত্রণে বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্মেলনে যোগ দিতে আসিতেন। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণ শ্রীল গুরুদেবের নিকট পুরুষোত্তমধামে তাঁহাদের গুরুদেবের আবির্ভাবস্থলী প্রকাশের জন্য পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিতেন। তাঁহাদের বক্তব্য—শ্রীল গুরুদেব ভিন্ন এই কার্য্যটী বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারেন, এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহারা দেখিতে পাইতেছেন না। শ্রীল গুরুদেব যাহা মুখে বলিতেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করিয়া চলিতেন, এইরূপ অলৌকিক বৈশিষ্ট্য তাঁহার পূত-চরিত্রে জাজ্বল্যমানরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। তিনি নিজেকে বৈষ্ণবদাস বলিয়া জানিতেন, বৈষ্ণবসেবার জন্য যতপ্রকার ঝঞ্ঝাট ও অসুবিধা মাথায় তুলিয়া লইতেন। পূজনীয় বৈষ্ণবগণ বার বার গুরুদেবকে অনুরোধ

করিতে থাকিলে শ্রীল গুরুদেব সংকল্প গ্রহণ করিলেন শ্রীল প্রভুপাদের (শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের) আবির্ভাবস্থান উদ্ধারের জন্য। কর্ত্তব্যবিচারে তিনি উক্ত শুভকার্য্যে প্রবিষ্ট হওয়ার পুর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজকে, যিনি তৎকালে মূল শ্রীচৈতন্য মঠ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত পুরুষোত্তমধামে শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠের সেবাধ্যক্ষতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলী উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করিতে সকল বৈষ্ণবগণের উক্ত বিষয়ে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ শ্রীল গুরুদেবের প্রস্তাবকে বহুমানন করিলেন না। তিনি বলিলেন তাঁহার গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবস্থানের জন্য মাথা ঘামান নাই, তিনি শ্রীমায়াপুরের সেবাসৌষ্ঠব বর্দ্ধনের জন্য চিন্তা করিতেন। শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ উক্ত বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সতীর্থ বৈষ্ণবগণের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য অসুস্থ শরীর লইয়াও সকল প্রকার দুঃখকে অগ্রাহ্য করতঃ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান উদ্ধারের জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিতে ব্রতী হইলেন। যাঁহাদের গুরু, বৈষ্ণব, ভগবানের সেবাই একমাত্র মৃগ্য তাঁহারা কোন প্রকার ক্লেশ-ঝঞ্ঝাটকে গ্রাহ্য করেন না। শ্রীল গুরুদেব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকিতে অভ্যস্ত হইলেও তাঁহার গুরুদেবের সেবার জন্য কতই না কষ্ট করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করা যায় না। তিনি ভুবনেশ্বরে অপরিচ্ছিন্ন দুধওয়ালা ধর্ম্মশালায় ছারপোকাযুক্ত কামরায় এবং পুরীতে দুধওয়ালা ধর্ম্মশালায় পিপীলিকাসঙ্কুল কামরায় দিনের পর দিন দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তদানীন্তন মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীল গুরুদেবকে অসুস্থশরীর লইয়া ঐ প্রকার অসম্ভব কার্য্যে বৃথা কষ্ট করিতে নিষেধ করিলে, তিনি তাঁহার কোন উত্তর না দিয়া, তদানীন্তন ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসদাশিব ত্রিপাঠীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যবস্থা করিতে নির্দ্দেশ করিলেন এবং তাঁহাকে দরখাস্ত লিখিবার জন্য dictation করিলেন। তিনি পর পর দুইজন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসদাশিব ত্রিপাঠী ও শ্রীবীরেন মিত্র, Endowment Commissioner দরখাস্তসহ স্বয়ং যাইয়া সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। উদালা মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ কর্ত্তৃক কটকের তদানীন্তন এড্‌ভোকেট শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য শ্রীল গুরুদেব প্রার্থিত হইলেন। শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্রের স্বনামধন্য পিতৃদেব শ্রীগোদাবরীশ মিশ্র শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত ও সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। শ্রীল গুরুদেবকে নিরুৎসাহিত না হইয়া পরমোৎসাহের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান উদ্ধারের জন্য মিশ্র সাহেব পুনঃ পুনঃ প্রেরণা দিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থানের স্বত্বাধিকারী পুরীর শ্রীদক্ষিণপার্শ্ব মঠ। দক্ষিণপার্শ্ব মঠের মহন্ত উক্ত স্থানটী ৯৯ বৎসরের জন্য আঢ্যপরিবারকে (বিমল আঢ্য, গোপীনাথ আঢ্য এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষকে) ইজারা দিয়াছিলেন। আঢ্য পরিবার সেই অধিকৃত জমীতে দ্বিতল গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেকালে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পরিচালনে সরকারপক্ষ হইতে প্রশাসক নিযুক্ত ছিলেন, সেকালে তিনি আঢ্যদের গৃহে অবস্থান করিতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুরীতে অবস্থিতিকালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব হয়।

আঢ্যদের সহিত দক্ষিণপার্শ্ব মঠের ইজারাকাল অতিক্রান্ত হইলে দক্ষিণপার্শ্ব মঠ নিজস্থানের পুনরধিকার লাভের জন্য মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলা মুনসেফ কোর্ট, জজকোর্ট, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট পর্য্যন্ত গিয়া দক্ষিণপার্শ্ব মঠের অনুকূলে রায় হইলে দক্ষিণপার্শ্ব মঠ পুনরায় আঢ্যদের বাসগৃহ ব্যতিরিক্ত জমী-বাড়ী নিজাধিকারে পাইতে সমর্থ হন। দক্ষিণপার্শ্ব মঠ আঢ্যদের বাড়ীর সত্ত্বাধিকার প্রাপ্ত হইলেও উহাতে ১৪।১৫ জন ভাড়াটিয়া বহুদিন যাবৎ দখলকার হিসাবে থাকায় তাঁহারা দখলকার হিসাবে তথায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই। দক্ষিণপার্শ্ব মঠের মহন্তের সহিত আঢ্যদের মামলা এবং বহু ভাড়াটিয়া দখলকার হিসাবে থাকায় ইস্কন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ব্যক্তিগণ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের

আবির্ভাবস্থান উদ্ধার করা সম্ভব কিনা দেখিতে আসিয়া বহু ঝঞ্ঝাট ও গোলযোগ দেখিয়া তাঁহারা আশা পরিত্যাগ করতঃ সরিয়া পড়েন। কিন্তু পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব যাহা একবার ধরিতেন তাহা কখনও ছাড়িতেন না। সকলেই অসম্ভব বলিয়া উক্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করা নিরর্থক মনে করিলেন। শ্রীল গুরুদেব সেই সব কথা গ্রাহ্য না করিয়া তদ্বিষয়ে ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা চালাইয়া গিয়াছেন। মঠের ভিতরের ও বাহিরের কাহারও কথার কোন মূল্য তিনি দেন নাই। দক্ষিণপার্শ্ব মঠের মহন্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন ভাড়াটিয়া সরাইয়া জমী বাড়ী বিক্রী করা তাঁহাদের জীবনে কখনও সম্ভব হইবে না। এই-জন্য তাঁহারা ভাড়াটিয়া সমেত জমী-বাড়ী বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছাবিশিষ্ট হইলেন। দক্ষিণপার্শ্ব মঠের আইন-গত বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা ও সহায়ক ছিলেন এড্‌ভোকেট শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র। শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্রের প্রেরণাক্রমে দক্ষিণপার্শ্ব মঠ ভাড়াটিয়াসমেত উক্ত জমী শ্রীল গুরুদেবকে দিতে স্বীকৃত হইলেন। ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের এন্‌ডাওমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত কেহ দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। এইজন্য দক্ষিণপার্শ্ব মঠের পরামর্শক্রমে শ্রীল গুরুদেব এন্‌ডাওমেণ্ট কমিশনারের নিকট তদ্বিষয়ে দরখাস্ত পেশ করেন। দরখাস্তানুযায়ী এন্‌ডাওমেণ্ট কমিশনার ২৮ জুন, ১৯৭৩ শুনানীর ধার্য্যদিনে উভয়পক্ষের কথা শুনিয়া জমী লইতে অনুমোদন করিলেন। এই অনুমোদন পাইতে অনেক কাঠখড়ি পোড়াইতে হইয়াছে, সহজে হয় নাই। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে তদানীন্তন মঠের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রতি দায়িত্ব অর্পিত হইলে, তিনি বহুবার এন্‌ডাওমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে, দক্ষিণপার্শ্ব মঠে ও এড্‌-ভোকেটদের বাড়ীতে যাতায়াত করিয়াছেন। উক্ত মহৎকার্য্যের সেবাপ্রচেষ্টায় মঠের শুভানুধ্যায়ী বন্ধুপ্রবর মিশ্রসাহেব সর্ব্বদাই উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন প্রভু, উদালার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ ও শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী সেইসময় পুরীতে অবস্থান করতঃ উক্ত সেবা-কার্য্যে বিভিন্নভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন।

এন্‌ডাওমেণ্ট কমিশনারের পারমিট পাওয়ার কিছু পূর্ব্বে একটি ঘটনা হয়। তাহা উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি। শ্রীল গুরুদেবের অলৌকিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশনের প্রমাণস্বরূপ। এন্‌ডাওমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে যাতায়াতকালে কয়েকজন এন্‌ডাওমেণ্ট কমিশনার পরিবর্ত্তিত হয়। ওড়িষ্যার পুরীনিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এড্‌ভোকেট শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্রের সহিত মিশ্র সাহেবের মাধ্যমে শ্রীল গুরুদেবের পরিচয় হয়। গঙ্গাধর মহাপাত্র শ্রীল গুরুদেবকে তাঁহার মহৎকার্য্য সিদ্ধির জন্য সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিবেন বাক্য দেন। শ্রীল গুরুদেব মঠের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও অন্যান্য মঠসেবকসহ পাঞ্জাবে অমৃতসরে প্রচারে ছিলেন। এমন সময় শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র শ্রীল গুরুদেবের নিকট একটি জরুরী সংবাদ প্রেরণ করেন এই মর্ম্মে দক্ষিণপার্শ্ব মঠের নিকট অপর একটী মঠ হইতে দরখাস্ত বহু কাগজপত্র প্রমাণসহ পেশ হইয়াছে যে তাহাদের মঠই মূল মঠ ও আসল মঠ। শ্রীল গুরুদেব যে মঠের পক্ষ হইতে দরখাস্ত করিয়াছেন তাহা আসল মঠ নহে। শ্রীল গুরুদেব উক্তপ্রকার দুঃসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া-ছিলেন। তিনি পুরীধামে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান উদ্ধারের প্রয়াসের পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মঠের আচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের সহিত দেখা করিয়া প্রস্তাব রাখিয়াছিলেন। তিনি উহা অনু-মোদন না করায় শ্রীল গুরুদেব নিজেই সচেষ্ট হন এবং উক্ত জমীর জন্য দাতাগণের নিকট দানও সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং এখন তাঁহার পক্ষে উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হওয়া সম্ভব নহে। শ্রীগঙ্গাধরবাবু ইহাও লিখিয়া জানাইয়াছিলেন অপরপক্ষে গভর্ণর, মুখ্যমন্ত্রী আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আছেন, এইজন্য শ্রীল গুরুদেবের শীঘ্র পুরীতে ফিরিয়া আসা অত্যাবশ্যক। শ্রীল গুরুদেব উক্ত পত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী মঠের সেক্রেটারী শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজকে শীঘ্র পুরীতে যাইয়া বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীল গুরুদেবের নিকট নিবেদন করিলেন, যে পক্ষে গভর্ণর, মুখ্যমন্ত্রী আদি

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৪০২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৫শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র ১৪০২ | ৭ম সংখ্যা
২২ হৃষীকেশ, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ

শ্রীচৈতন্যদেব সাধারণ লোকের ধারণায় জাতি-ভেদ মানা বা না মানা ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, বরং অভক্ত কর্ম্মজড় সমাজে যাহাতে উচ্ছ্‌ৃঙ্খলতা উপস্থিত না হয় এবং অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মিলে পাছে জগতে আরও অধিকতর উৎপাত উপস্থিত হয়, তজ্জন্য তিনি বঞ্চিত অভক্তকুলকে বিমোহিত করিয়া তাহাদের দৃষ্টিতে বাহ্যে লোকব্যবহার স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তগণে তিনি কোনদিন জাতি-বুদ্ধি করেন নাই। তিনি অভক্ত ব্রাহ্মণব্রুবের অন্ন গ্রহণ করেন নাই ; তিনি বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ, লক্ষ হরিনাম গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ, এমন কি অস্পৃশ্যতোয় সানোড়িয়ার হস্তে পর্য্যন্ত তাঁহাদের হরিভক্তি দর্শনে উঁহাদিগকে ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণবিচারে তাঁহাদের হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। আবার তিনি দাস গোস্বামীর নিকট হইতে মহাপ্রসাদ কাড়িয়া লইয়া খাইয়াছেন। তাঁহার অভিন্নস্বরূপ জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দদ্বারা তিনি যে-কোন কুলোদ্ভব ভক্তগণের পাচিত অন্ন গ্রহণ করাইয়া বৈষ্ণবে ও মহাপ্রসাদে জাতিবুদ্ধি বা ভাত-ডাল বুদ্ধি করা অত্যন্ত অপরাধের কথা, এই উপদেশই জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। বর্ত্তমান অদৈব কর্ম্মজড় স্মার্ত্তসমাজ-প্রচলিত জাতিভেদ-প্রথা এবং ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্ত্তিত উচ্ছ্‌ৃঙ্খলতা উভয়ই মৎসরতাযুক্ত। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ ও তথাকথিত ব্রাহ্মণ উভয়েই পরস্পর মৎসরতা ও প্রতিহিংসামূলে একে অন্যের প্রতি বিরোধ পোষণ করেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ নির্ম্মৎসর, তাঁহাদের যাব-তীয় কার্য্য কৃষ্ণসেবানুকূলপর পূর্ব্বোক্ত পরস্পর বিরোধী সমাজের ন্যায় স্ব-স্ব ভোগপর নহে। বৈষ্ণবের বিচারে যে কার্য্যে কৃষ্ণসেবাগন্ধ নাই, সে কার্য্যে জাগতিক বিচারে পরম শ্লাঘ্য হইলেও অত্যন্ত ঘৃণ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈব বিষ্ণুভক্তিপর বর্ণাশ্রমে অবস্থিত

হইয়া হরিভজনের আদেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ধর্ম্ম বিকৃত সমাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশ—সমাজ চিরকালই বিশুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্মের অধীন থাকিবে, তবেই হরিসেবানুকূল বলিয়া সমাজের মূল্য, নতুবা উহা অদৈব বা আসুর-সমাজ।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আরও বলিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ কখনও স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে বহু দেবতার উপাসনা করেন না বা কাঠের পুতুল, মাটীর পুতুল পূজা করেন না—তাঁহারা পৌত্তলিক নহেন। [এই কথা শ্রবণ করিয়া উক্ত * * * মহোদয় অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন—'মহাশয়, তবে যে আমাদের গ্রামে 'বৈষ্ণবগণকে' (?) নানা দেবদেবীর পূজা করিতে আমরা দেখিতে পাই! শ্রীল পরমহংস ঠাকুর বলিলেন,] ঐ সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব-নামধারী হইলেও বিশুদ্ধ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রানুগত বৈষ্ণব নহে। যাঁহাদের হৃদয় মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের পরমোদার আত্মধর্ম্মের মহত্ত্ব এবং শ্রীরূপানুগ ভজনের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরম মাধুর্য্যের একটু আভাসালোক স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহারা কখনও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য উপাসনা ব্যতীত সকাম নানাদেবসেবী হইয়া কৈতবযুক্ত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের প্রার্থী হইতে পারেন না। দৈব-কর্ত্তৃকই যাঁহাদের অদৃষ্ট খারাপ, সেইরূপ দুষ্কৃত ব্যক্তিগণ এই কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন ও অবৈষ্ণবের পুতুলপূজা এক নহে। বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহ অনিত্য বা জড়বস্তু নহেন। ভগবান্‌কে নিরাকার আখ্যা প্রদান করিলে তাঁহার নিত্য সচ্চিদানন্দ-রূপ ও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিত্বের অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমত্তার অভাব কল্পিত হয়। ভগবানের জড়ীয় রূপ নাই বটে, কিন্তু তিনি নিরাকার নন। অতাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ ভগবৎ-স্বরূপ-জ্ঞান-লাভে অসমর্থ হইয়া ভক্তগণ-সেবিত অবিমিশ্র চিদ্বিলাস-প্রকটিত শ্রীবিগ্রহ-সেবাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করেন। পাশ্চাত্যদেশীয়গণের অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টীয়ানুগণের অক্ষজবিচার ও তদুভয়ের অনুগত ব্রাহ্মধর্ম্ম অক্ষজ জ্ঞানোন্মত্ত হইয়া শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবা-প্রথার নিন্দা করিয়া থাকেন। অবশ্য যাঁহারা মনে করেন, ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ, তাঁহার স্বরূপ বা বিগ্রহ নাই, কিন্তু সেই নিরাকারতত্ত্ব উপলব্ধির উদ্দেশ্যে কিছু সময়ের জন্য কল্পিত ও অনিত্য আকৃতি সৃষ্টি করিয়া তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য—এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পৌত্তলিক। ভক্তের নিকট শ্রীবিগ্রহ নিত্য চিন্ময় স্বরূপ-বিগ্রহের অর্চ্চাবতার। শ্রীবিগ্রহ নিত্যচিন্ময় ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন, তাহা অন্য বস্তু নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬ পঃ)—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ডী॥

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আরও বলিলেন যে, তথাকথিত কর্ম্মজড় স্মার্ত্তসমাজ ও তদ্‌বিরোধী ইংরেজী চালচলন-অনুকরণকারী সমাজ উভয়েই গৃহব্রতধর্ম্ম ও যোষিৎসেবার পক্ষপাতী। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, গৃহব্রত ও যোষিৎসঙ্গী বা যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গিগণের কৃষ্ণে মতি হইতে পারে না। ইঁহারা যদি নিজ নিজ মনোধর্ম্মের কথা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হরিজনের উপদেশ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার চরণে আত্ম-নিবেদন করেন, তবেই ইঁহাদের মঙ্গল হইতে পারে।

* * *

বৌদ্ধধর্ম্ম

শ্রীবুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার। আমাদের শ্রীমদ্-ভাগবত গ্রন্থ বলেন (ভাঃ ১।৩।২৫)—

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্না জিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥

একবিংশাবতারে কলিযুগ সমাগত হইলে দেব-বিদ্বেষী তামসিক লোকসমূহের সম্মোহনের জন্য বিষ্ণু 'বুদ্ধ' এই নামে জিন-পুত্ররূপে কীকট প্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন। সুতরাং বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার ও বৈষ্ণবের মান্য, কিন্তু তিনি অসুর-মোহনের জন্য যে মত প্রচার করিবেন, তাহা বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিবেন না। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৬)—

আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

শঙ্করকে মহাপ্রভু 'আচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করি-

লেন ; কিন্তু আচার্য্যের নাস্তিক মত অসুর-বিমোহনের জন্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনপর। সুতরাং নিত্যধর্ম্মযাজী বৈষ্ণবের গ্রহণীয় নহে। বৈষ্ণবগণ বুদ্ধ-শ্রীমূর্ত্তি বা শঙ্করের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলে প্রথমোক্ত শ্রীমূর্ত্তিকে বিষ্ণু ও শেষোক্ত প্রতিমূর্ত্তিকে বৈষ্ণবজ্ঞানে প্রণামাদি করিবেন ; কিন্তু তাঁহাদের অসুর-বিমোহনপর বৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদ গ্রহণ করিবেন না। শ্রীগীতগোবিন্দলেখক শ্রীজয়দেব গোস্বামী বৈষ্ণব ছিলেন ; তিনি স্তবে লিখিয়াছেন—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশবধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥"

সুতরাং বৈষ্ণবগণ যে চক্ষে বুদ্ধদেব দর্শন ও শ্রদ্ধা করেন, তাহা হইতে বৌদ্ধগণের দর্শন পৃথক্। বৈষ্ণবগণ আস্তিক। তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে কায়মনোবাক্যে অহিংসা যাজন করেন। বৌদ্ধগণ মুখে 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' বলিয়াও ভাগবতীয় "নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ" এই দশম স্কন্ধের শ্লোকানুসারে পক্ষঘাতী বা আত্মঘাতী। এমন কি, তাঁহাদের প্রাথমিক সদাচার পর্য্যন্ত নাই, উঁহারা কেহ কেহ মৃতপ্রাণীর মাংসভোজনাদি কার্য্যে ব্যস্ত। সুতরাং বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্ত্তি বৈষ্ণবের দ্বারা পূজিত হইলেই তাঁহার যথার্থ পূজা হয়।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর বলিলেন যে, বুদ্ধদেবের মন্দির সদাচারী হিন্দুর হস্তেই থাকা যুক্তিযুক্ত, তবে সেই স্থানে যাহাতে ছাগবলি প্রভৃতি না হয় এবং যাহাতে সাত্ত্বিক বিষ্ণু-ভক্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীবুদ্ধদেবের অর্চ্চা বিগ্রহের পূজা হয়, তৎসম্বন্ধে হিন্দুপক্ষ হইতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। তৎপরে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর বৌদ্ধছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্ত্তিকে বুদ্ধদেবের বাস্তবসত্তা (Personality) হইতে পৃথক্ মনে করেন অথবা এক ভাবেন ? তাঁহারা বলিলেন যে, বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে তাঁহারা বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্ন—Emblem মাত্র মনে করেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন যে, বৈষ্ণবগণ শ্রীমূর্ত্তিকে মূর্ত্তবিগ্রহের বাস্তব স্বরূপসত্তা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন জ্ঞান করেন। বৌদ্ধবাদ অচিন্মাত্রবাদ ও শাঙ্করমতবাদ চিন্মাত্রবাদ—প্রাকৃত চিন্তাস্রোত হইতে পরিপুষ্ট—উহা আরোহবাদীর অক্ষজ জ্ঞানোত্থ চেষ্টা। শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয় মতকেই নাস্তিকমত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত মতটি বেদবিরোধী নাস্তিক্যবাদ ; দ্বিতীয় মতটি মুখে বেদ স্বীকার করিলেও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৮)

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥"

সুতরাং অচিন্মাত্রবাদ যেমন নাস্তিক্যবাদ, চিন্মাত্রবাদও তদ্রূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত জনৈক মহাপণ্ডিত বৌদ্ধাচার্য্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত বৌদ্ধাচার্য্যের নাস্তিক্যবাদপূর্ণ পাণ্ডিত্যকে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খণ্ডিত করিয়া দেন।

"যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিল প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥
বৌদ্ধাচার্য্য 'নবপ্রশ্ন' সব উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তিতর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধ পাইল লজ্জা ভয় ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম

চারি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য

'তৈলঙ্গদেশের'* মুঙ্গেরপত্তন বা মুঙ্গিপটন নগরে ত্রৈলঙ্গ ব্রাহ্মণবংশে শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব হয়। ইঁহার পিতার নাম শ্রীআরুণি মুনি ও মাতার নাম শ্রীজয়ন্তী দেবী †। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা-তিথির সন্ধ্যাকালে শ্রীবিষ্ণুর

* 'দাক্ষিণাত্যের বেরার ও গোলকুণ্ডার মধ্যবর্ত্তী একটি রাজ্য। এই রাজ্যকে মুসলমানদের সময়ে তেলেঙ্গু

সুদর্শন চক্রের অবতাররূপে তিনি আবির্ভূত হন।‡ মতান্তরে নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব বৈশাখী শুক্লা-তৃতীয়া তিথিতে। কিংবদন্তী—নিম্ববৃক্ষারূঢ় হইয়া তিনি যোগবলে সূর্য্যকে অস্তাচলগমন হইতে প্রতিরোধ করিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অতিথি যতিগণের সৎকার করায় নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্ক নামে খ্যাত হন।'

—গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়মতে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের সভায় আগত অরুণ মুনির বংশধরই নিম্বার্কের পিতা আরুণি নামে খ্যাত। অরুণ মুনির নাম শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যথা ঃ—

'অন্যে চ দেবর্ষিমহর্ষিবর্য্যা
রাজর্ষিবর্য্যা অরুণাদয়শ্চ।
নানার্ষেয়প্রবরান্ সমেতা-
নভ্যর্চ্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে ॥'

—ভাঃ ১।১৯।১১

(গঙ্গার তটে শুকরতলে) 'অন্যান্য দেবর্ষি, মহর্ষি ও রাজর্ষি এবং অরুণ প্রভৃতি কাণ্ডর্ষিগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ঋষিগণকে সমবেত দর্শন করিয়া রাজা তাঁহাদিগের যথাবিধি পূজা করিলেন ও ভূম্যবলুণ্ঠিতমস্তকে বন্দনা করিলেন।'

কাণ্ডর্ষি ঃ—বেদভাগের বিচারক ও বেদভাগ-বিশেষের মীমাংসক ঋষি।

'অরুণ (পুং) ঋচ্ছতি ইয়র্ত্তি বা সততং গচ্ছতি ঋ-(অর্ত্তেশ্চ। উণ্ ৩।৬০) ইত্যুনন্। সূর্য্য। সূর্য্যের সারথি। গরুড়।'—বিশ্বকোষ

'অরুণ গরুড়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। পিতা মহর্ষি কশ্যপ। মাতা বিনতা। তাঁহার সপত্নী কদ্রু (দক্ষ প্রজাপতির কন্যা, মহর্ষি কশ্যপের পত্নী, নাগমাতা) সহস্র অণ্ড প্রসব করেন ও প্রত্যেকটি অণ্ড হইতে একটি একটি সর্প বাহির হয়। ঈর্ষান্বিতা বিনতা দুইটী অণ্ড প্রসব করেন এবং অপক্বাবস্থাতেই একটি অণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এই অপক্ব অণ্ড হইতেই ঊরুহীন অরুণের জন্ম হয়। তিনি সূর্য্যের সারথি হন। তাঁহার পত্নীর নাম শ্যেনী। সম্পাতি ও জটায়ু তাঁহার দুই পুত্র।'—আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবকাল সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত আদিলাবাদ হইতে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে একটি স্থানে আবিষ্কৃত জয়নাথ শিলালিপি পাঠে এইরূপ অনুমান করা যায় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য খৃষ্ট ১১শ শতাব্দীর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উপরিউক্ত শিলালিপিতে এইরূপ পাঠ লিখিত আছে—ওঁ নমঃ সূর্য্যায় ॥

'অকালেঽপি রবের্ব্বারে নিম্বপুণ্যোদ্গমৈরয়ম্।
প্রত্যয়ং পূরয়ন্ ভানুন্নিরত্যয়মুপাস্যতাম্ ॥'

'যিনি সকলের অভীষ্ট পূরণ করেন, সেই সূর্য্যকে অকালেও অর্থাৎ নিষিদ্ধকালেও রবিবারে নিম্ববৃক্ষের পবিত্র পত্রপুষ্পাদির দ্বারা অপতিতভাবে উপাসনা কর।'

শিলালিপির পাঠ তাৎপর্য্যানুধাবনে বুঝা যায় পূর্ব্বে সূর্য্যোপাসনার বিধি প্রবর্ত্তিত ছিল। ভবিষ্য-পুরাণে লিখিত আছে নিম্ববৃক্ষ ও নিম্ববৃক্ষের পত্র-পুষ্পাদি সূর্য্যের বিশেষ প্রিয়। তজ্জন্য নিম্ববৃক্ষ সূর্য্যের প্রতীকরূপে উপাস্য। 'নিম্বঞ্চ সূর্য্যদেবস্য বল্লভং দুর্ল্লভং তথা।'

'শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিমাৎশাখার প্রবর্ত্তক। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাধুপুরুষ ছিলেন। বৃন্দাবনের সন্নিকটে ধ্রুব-পাহাড়ে বাস করিতেন। এখানে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার তিরো-ধানের পর গদি স্থাপন করেন। বৈষ্ণবগণের ইহা একটি তীর্থস্থান। ইহার পিতার নাম জগন্নাথ। বাল্যকালে জগন্নাথ ইঁহার নাম ভাস্করাচার্য্য রাখিয়া-

রাজ্য বলা হইত। নানান্দিপ ইহার রাজধানী ছিল। বর্ত্তমানে এই স্থান হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত।'

—আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান

† শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য-কৃত দশশ্লোকীর শ্রীহরিব্যাসদেব কৃত সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলির টীকায় শ্রীনিম্বার্কের পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ ও মাতার নাম শ্রীসরস্বতী বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

‡ মতান্তরে নিম্বার্কাচার্য্য আবির্ভূত হন তৈলঙ্গদেশে দেবনদীর তীরস্থ সুদর্শন আশ্রমে। অন্যমতে শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীনিম্বগ্রামে আবির্ভাব। কাহারও মতে যমুনার তীরে শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভাব।

ছিলেন। লোকে ইঁহাকে সূর্য্যের আংশিক অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহার কারণ, ইনি অতিশয় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। ইঁহার অপর একটি নাম নিয়মানন্দ। ভক্তের মানরক্ষার্থ নারায়ণ সূর্য্যরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধে এইরূপ একটি কিংবদন্তী আছে—

একদা এক দণ্ডী তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। উভয়ে শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইল, ক্রমিক শাস্ত্রালোচনায় সূর্য্য অস্তগত দেখিয়া নিম্বাদিত্য আশ্রমাগত অতিথির শ্রান্তি দূর করণাভিলাষে কিছু খাদ্যসামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কিন্তু দণ্ডীর পক্ষে সন্ধ্যা অথবা রাত্রিকালে ভোজন করা বিধিসিদ্ধ নহে। সুতরাং সন্ন্যাসী তাঁহার এই আতিথ্য স্বীকার করিলেন না। ভাস্করাচার্য্য ইহার প্রতিকারের জন্য সূর্য্যের গতিরোধ করিলেন এবং যাবৎ তাঁহার অন্নপাক ও ভোজনকার্য্য সমাধা না হয়, তদবধি সূর্য্যদেব তাঁহার প্রার্থনা ও ভক্তিতে প্রীত হইয়া নিকটস্থ একটি নিম্ববৃক্ষে আসিয়া অবস্থান করিলেন। সূর্য্যদেব তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন বলিয়া ভাস্করাচার্য্য সেই অবধি নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য নামে বিখ্যাত হইলেন।'—বিশ্বকোষ

ভবিষ্যপুরাণের প্রমাণবাক্যে জানা যায় সূর্য্যবিশেষের নামই নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য।

'উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণৈঃ।
নিম্বার্কো ভগবানেষাং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ॥'

নিম্বার্কাচার্য্যের মত

'শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের মত বাস্তব বা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ। নিম্বার্ক রচিত বেদান্তের ভাষ্যের নাম বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ। ভেদ ও অভেদ কেবল সমসত্যই নহে, সমনিত্যও বটে, সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় ভেদ ও অভেদ সমভাবে বর্তমান। ব্রহ্ম কারণ, জীব ও জগৎ—কার্য্য। ব্রহ্ম শক্তিমান্, জীব ও জগৎ তাঁহার শক্তিদ্বয়; ব্রহ্ম সমগ্র সত্তা, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অন্তর্গত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। কারণ ও কার্য্য, শক্তি ও শক্তিমান্, অংশী ও অংশে ভেদ—বাস্তব, স্বাভাবিক ও নিত্য। ব্রহ্ম ধ্যেয়, জ্ঞেয় ও প্রাপ্তব্য; জীব ধ্যাতা, জ্ঞাতা ও প্রাপক। ব্রহ্ম সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা, সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ স্বাধীন; জীব সৃষ্ট্যাদি শক্তিহীন, অণুমাত্র ও শাসিত। কেবল বদ্ধজীব নহে, মুক্তজীবও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম ও জীবের এই স্বভাব ও ধর্ম্মগত ভেদ নিত্য। ব্রহ্ম কেবল চেতন, অজড়, অস্থূল, নিত্যশুদ্ধ; কিন্তু জগৎ অচেতন, জড়, স্থূল ও অশুদ্ধ; সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে স্বভাব ও ধর্ম্মগত ভেদ নিত্য বর্ত্তমান। কিন্তু ব্রহ্ম এবং জীব ও জগতের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদ যেরূপ সত্য, স্বাভাবিক অভেদও সেরূপ সমভাবেই সত্য। কার্য্য কারণ হইতে গুণতঃ ও কার্য্যতঃ ভিন্ন কিন্তু স্বরূপত অভিন্ন। কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন, যেহেতু কার্য্য কারণের গুণ ও কার্য্যসমূহ এক নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৃন্ময় ঘট মৃৎপিণ্ড হইতে ভিন্ন, যেহেতু ঘটের আকার কম্বুগ্রীবাকৃতি ও কার্য্য (জল-আহরণাদি) মৃৎপিণ্ডের আকার ও কার্য্য হইতে পৃথক। ভিন্ন ভিন্ন হইলেও মৃন্ময় ঘট মৃৎপিণ্ড হইতে অভিন্ন; যেহেতু মৃন্ময় ঘট মৃত্তিকা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। অর্থাৎ কার্য্য-কারণাত্মক, কারণ-সত্তাময় ও কারণাশ্রয়ী, অতএব কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। নিম্বার্কাচার্য্যের মতবাদ এইজন্য স্বাভাবিক ভেদাভেদ নামে খ্যাত।'—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ গ্রন্থ

শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীভাস্কর ও শ্রীনিম্বার্কের পরস্পর মত-বৈশিষ্ট্য

'শ্রীশঙ্করাচার্য্য—কেবলাদ্বৈতবাদী, ভাস্করাচার্য্য—ঔপাধিক বা ঔপচারিক ভেদাভেদবাদী, এবং নিম্বার্ক—বাস্তব বা স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদী। শ্রীশঙ্কর নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার শুদ্ধজ্ঞানমাত্রকেই ব্রহ্মতত্ত্বরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীভাস্করাচার্য্য নিরাকারকে শুদ্ধকারণরূপ বলিলেও ব্রহ্মের কার্য্যরূপ জীব ও প্রপঞ্চের সত্যতা স্বীকার করেন। নিম্বার্কাচার্য্য অনন্ত, অচিন্ত্য, স্বাভাবিক স্বরূপ শক্তিযুক্ত বৃহত্তম তত্ত্বকেই পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য ব্রহ্মকে ব্রহ্মই বলিয়াছেন, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ন্যায় কৃষ্ণ ও পুরুষোত্তমের নাম বা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকার নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, পুরুষোত্তমতা, অপ্রাকৃত বিগ্রহত্ব প্রভৃতি কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ভাস্করাচার্য্যের বিচারে অপ্রাকৃত সবিশেষ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত নাই।

তাহা শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষবাদেরই আর একটা দিক্। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্য্য শ্রীদেবাচার্য্য ও শ্রীসুন্দরভট্ট উভয়েই স্ব-স্ব-ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি ও টীকায় ভাস্কর মতের খণ্ডন করিয়াছেন।'—গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সঠিক জানা যায় না। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের গুরুপরম্পরা সম্বন্ধে এইরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়—শ্রীহংস—শ্রীচতুঃসন—শ্রীনারদ—শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য। এইহেতু নিম্বার্ক সম্প্রদায় চতুঃসন সম্প্রদায় বা হংস সম্প্রদায় নামে খ্যাত। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রচলিত নাম নিমায়েৎ বা নিয়মানন্দী।

'শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন'-গ্রন্থে উদ্ধৃত—

'পরমাচার্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্‌গুরবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টো ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি'।

—শ্রীনিম্বার্ক চার্য্য লিখিত 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' ব্রহ্মসূত্রভাষ্য (১৩।৮ সূত্র)

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য স্বয়ংই সুস্পষ্টরূপে বলিলেন—সনকাদি কুমারগণের শিষ্য নারদ এবং নারদের শিষ্য নিম্বার্ক।

'সনক-সম্প্রদা যৈছে শুন শ্রীনিবাস।
নারায়ণ হৈতে হংসবিগ্রহ-বিলাস॥
তাঁর শিষ্য সনকাদি চারি মহাশয়।
তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের লেখা নাহি হয়॥
সেই গণমধ্যে নিম্বাদিত্য শিষ্য হৈল।
তাঁহা হৈতে নিম্বাদিত্য-সম্প্রদা চলিল॥
নিম্বাদিত্য-প্রভাব পরম চমৎকার।
তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যেতে ব্যাপিল সংসার॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক সম্প্রদায়গণে।
হইল সম্প্রদা বহু প্রভাব-কারণে॥'

— ভক্তিরত্নাকর ৫।২১২৭-২১৩১

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীবিল্বপক্ষ (বেলপুখরিয়া) মহিমা বর্ণনকালে লিখিয়াছেন—বিল্বপক্ষে বিল্বকেশ পঞ্চবক্ত্রের আরাধনা করিয়া যে ব্রাহ্মণগণ বিল্বকেশ মহাদেবের কৃপালাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্বার্কাচার্য্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মহাদেবের কৃপায় নিম্বার্কাচার্য্য শ্রীবিল্ববনে সনক-সনন্দন-সনাতন-সনৎকুমার চতুঃসনের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। চতুঃসনের অন্তর্গত শ্রীসনৎকুমার নিম্বার্কাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

'কলিঘোর হইবে জানিয়া কৃপাময়।
ভক্তি প্রচারিতে চিত্তে করিল নিশ্চয়॥
চারিজন ভক্তের শক্তি করিয়া অর্পণ।
ভক্তি প্রচারিতে বিশ্বে করিলা প্রেরণ॥
রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণু—এই তিনজন।
তুমি ত চতুর্থ হও ভক্ত মহাজন॥
শ্রীদেবী করিল রামানুজে অঙ্গীকার।
ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যে, রুদ্র বিষ্ণুকে স্বীকার॥
আমরা তোমাকে আজ জানিনু আপন।
শিষ্য করি ধন্য হই, এই প্রয়োজন॥
পূর্ব্বে মোরা অভেদ-চিন্তায় ছিনু রত।
কৃপাযোগে সেই পাপ হইল দূরগত॥
এবে শুদ্ধভক্তি অতি উপাদেয় জানি।
সংহিতা রচনা করিয়াছি একখানি॥
সনৎকুমার-সংহিতা ইহার নাম হয়।
এইমতে দীক্ষা তব হইবে নিশ্চয়॥'
গুরু অনুগ্রহ দেখি নিম্বার্ক ধীমান্।
অবিলম্বে আইলা করি ভাগীরথী স্নান॥'

শ্রীনিম্বাদিত্য চতুঃসন হইতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমন্ত্র লাভ করিয়া সিদ্ধপীঠস্থানের সংহিতা-বিধানানুসারে উপাসনা করিলেন। শ্রীনিম্বার্কের উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া রাধাকৃষ্ণ দর্শন প্রদান করিলেন। রাধাকৃষ্ণ দর্শনের পর রাধাকৃষ্ণমিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়া প্রেমে বিভোর হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যখন তিনি ধন্যকলিতে গৌররূপে প্রকট হইয়া বিদ্যাবিলাস-লীলা করিবেন তখন শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য কাশ্মীর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেশব-কাশ্মীর এই নামে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া নবদ্বীপধামে মায়াপুর গ্রামে মহাপ্রভুর নিকট বিচারে পরাস্ত হইবেন। সরস্বতীর কৃপায় মহাপ্রভুর তত্ত্ব জানিবার পর মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলে মহাপ্রভু নিম্বার্কাচার্য্যকে তাঁহার নিজের তত্ত্ব গোপন রাখিয়া দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রচারের আদেশ করেন।

ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য লিখিত 'শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীদ্বৈতাদ্বৈত দর্শন' গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহার

মধ্যে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ—

পুরাণাদিতে শ্রীনিম্বার্কের বিভিন্ন নাম দেখা যায় —যথা, (১) আরুণি (অরুণের পুত্র), (২) জয়ন্তেয় (জয়ন্তীর পুত্র), (৩) হরিদাস হরিপ্রিয় (শ্রীহরির প্রিয়), (৪) সুদর্শন (সুদর্শন চক্রের অবতার), (৫) হবির্ধান (যজ্ঞে হবির রক্ষা বা লালনকারী), (৬) নিয়মানন্দ (ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিয়মানুষ্ঠানেই তাঁহার নিষ্ঠা ও আনন্দ ছিল)। কিন্তু নিয়মানন্দ বা নিম্বার্ক নামেই খ্যাত ছিলেন। স্কন্দপুরাণের নৈমিশখণ্ডে শ্রীনিম্বার্ক হবির্ধান নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

নিম্বার্কাচার্য্য আলবর ভক্তগণের যুগে দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রদেশে আবির্ভূত হইয়াছেন। উত্তর ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রাবল্যে সেই সময়ে ভক্তিপথের বিশেষ প্রচলন ছিল না। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে আলবরগণের প্রভাবে ভক্তিমার্গের বিশেষ বিস্তার হয়। এইজন্য নিম্বার্কাচার্য্য দক্ষিণ ভারত হইতে উত্তর ভারতে আসিয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন।

দক্ষিণ ভারতে আলবর ভক্তগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। তাঁহারা কান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় রুচিবিশিষ্ট ছিলেন। শ্রীনিম্বার্ক-সম্মত উপাসনার পদ্ধতিরও মুখ্য সাধন—ভক্তি, শরণাগতি ও সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য স্বয়ং তাঁহার রচিত দশশ্লোকীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনার ধ্যান সহস্রসখী দ্বারা শ্রীরাধার সেবিত হওয়ার কথা, প্রেমলক্ষণ উত্তমভক্তির কথা, ভগবৎকৃপার মহিমা ও আবশ্যকতার কথা বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীনিম্বার্ক দক্ষিণ ভারত হইতে উত্তর ভারতে আগমন করিয়া ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত গোবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী নিম্বগ্রামে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি নিম্ববৃক্ষের নীচে কেবলমাত্র নিম্বফলের রস পান করতঃ তপস্যারত ছিলেন। তিনি নানাদেশ ও কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, দ্বারকা প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের শিষ্যসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন শ্রীনিবাস। এই শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীনিম্বার্কের পরে আচার্য্যের পদে আসীন হইয়াছিলেন।

ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে নিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রাচীনতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তথায় এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ব্যাসদেবের লিখিত ব্রহ্মসূত্রের উপর 'বেদান্ত পারিজাতসৌরভ' নামক ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে কোথায়ও পরমত খণ্ডনের চেষ্টা নাই বা অন্যমতের—অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির বা অন্য আচার্য্যের নামোল্লেখও নাই। কেবলমাত্র ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিয়া স্বসমর্থিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদই তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং অন্যান্য বাদ বা মতের উৎপত্তির পূর্ব্বেই যে তাহা রচিত হইয়াছিল তাহা প্রমাণিত হইতে পারে।

শ্রীনিম্বার্কদর্শনে ব্রহ্ম সবিশেষ। ব্রহ্মসূত্রে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রেই ব্রহ্মের জিজ্ঞাসাবিষয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে যদি আদৌ জ্ঞানলাভ করার সম্ভাবনা না থাকিত অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি সর্ব্বতোভাবেই জ্ঞানের অবিষয় হইতেন তবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসারও উপপত্তি হইত না। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য জিজ্ঞাসার বিষয় যে ব্রহ্ম তাহার স্বরূপ তাঁহার রচিত বেদান্তকৌস্তভ নামক ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে বর্ণনা করিয়াছেন।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত মহোদয় নিম্বার্ক সম্প্রদায়কে নিমাৎ এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন ইঁহাদের গলার ও জপের মালা উভয়ই তুলসীকাষ্ঠের। রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ ইঁহাদের উপাস্য দেবতা এবং শ্রীভাগবত ইঁহাদের প্রধান শাস্ত্র। ইঁহারা বলেন, নিম্বাদিত্য-কৃত এক বেদ-ভাষ্য আছে। এক্ষণে ইঁহাদের কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই। কিন্তু ইঁহারা এইকথা বলিয়া থাকেন যে পূর্ব্বে অনেক ছিল, আওরঙ্গজেব বাদশাহের সময়ে মথুরায় সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।

নিম্বাদিত্যের কেশব ভট্ট ও হরিব্যাস নামক দুই শিষ্য হইতে এই সম্প্রদায়ের দুই শ্রেণী উৎপন্ন হইয়াছে—বিরক্ত ও গৃহস্থ। যমুনাতীরে মথুরা-সন্নিধানে ধ্রুবক্ষেত্রে নিম্বার্কের গদি আছে। লোকে কহে গৃহস্থশ্রেণীভুক্ত হরিব্যাসের সন্তানেরাই তাহার

অধিকারী হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তথাকার মহন্ত আপনাকে নিম্বার্কের বংশোদ্ভব বলিয়া অঙ্গীকার করেন। তিনি কহেন, ১৪০০ বৎসরের অধিক হইল, ধ্রুবক্ষেত্রের গদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানেই নিমাৎদিগের বাস আছে। বিশেষতঃ মথুরা ও তাহার নিকটবর্ত্তী নানাস্থানে এই সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক বিদ্যমান।'

"Nimbarka, also called Nimbaditya or Niyamananda (fl. 12th or 13th century ? South India), Telegu-speaking Brahman, yogi, philosopher and prominent astronomer who founded the devotional sect called Nimbarkas, Nimandi or Nimavats who worshipped the Deity Krishna and His consort Radha.

Nimbarka has been identified with Bhaskara, 9th or 10th century philosopher and celebrated commentator on Brahma-sutra (Vedanta-sutra). Most historians of Hindu mysticism, however, hold that Nimbarka probably lived in the 12th or 13th century because of the similarities between his philosophical and devotional attitudes and those of Ramanuja traditionally dated 1017-1137. Both, adhered to Dvaitadvaita (Sanskrit, dnalistic non-dualism), the belief that the creator-god and the souls he created were distinct but shared in the same substance and both stressed devotion to Krishna as a means of liberation from the cycle of rebirth.

The Nimanda sect flourished in the 13th and 14th centuries in eastern India. Its philosophy held that men were trapped in physical bodies constricted by Prakriti (matter) and that only by surrender to Radha-Krishna (not through their own efforts) could they attain the grace necessary for liberation from rebirth; then, at death, the physical body would drop away. Thus Nimbarka stressed Bhaktiyoga, the yoga of devotion and faith. Many books were written about this once-popular cult but most sources were destroyed by Muslims during the reign of the Mughal Emperor Aurangazeb (1659-1707) and thus little information has survived about Nimbarka and his fallowers."

—Encyclopædia Britannica
volume 8 Page 714

অক্রূর
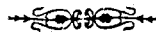
অক্রূর যদুবংশজাত সাধু। তাঁহার পিতার নাম শফল্ক, মাতার নাম গান্ধিনী (গান্দিনী)। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য। শূরসেন রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র বসুদেব। সুতরাং অনুমিত হয় শূরসেন রাজার ভ্রাতাগণের মধ্যে একজন 'শফল্ক' হইবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে অক্রূরকে মধুবংশজাত বলা হইয়াছে। মাধব এই শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। মধু যদুবংশের রাজা ছিলেন। মধুর নামানুসারেই তাঁহার বংশধর-দের নাম মাধব হয়। 'যদুপুত্রস্য মধোরপত্যং পুমান্ ইতি মধু-অণ্'—বিশ্বকোষ। 'পৃষ্টো ভগবতা সর্ব্বং

বর্ণয়ামাস মাধবঃ। বৈরানুবন্ধং যদুষু বসুদেব-বধোদ্যমম্ ॥'—ভাঃ ১০।৩৯।৮। 'শ্রীকৃষ্ণ এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মধুবংশজাত অক্রূর যদুকুলের প্রতি কংসের নিরন্তরভাবে শত্রুতাচরণ এবং বসুদেবকে বধ করিবার চেষ্টা প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবানের নিকট বর্ণন করিলেন।' মহারাজ কংস যাদবগণের মধ্যে একমাত্র অক্রূরকেই বিশ্বাস করিতেন। অক্রূর দীর্ঘকাল কংসগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেম। অক্রূরের পিতা অতিশয় পুণ্যবান্ ব্যক্তি ছিলেন। পুরাণ-শাস্ত্রে শফল্কের মহিমার কথা বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। বিশ্বকোষ গ্রন্থে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই-রূপ ঃ—

'শফল্ক যেখানে থাকিতেন, তথায় দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু, রোগশোক কিছুই ঘটিত না। একবার কাশীরাজের রাজ্যে সাতিশয় অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল। শফল্ককে সেখানে আনিবামাত্র সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইল। কাশীরাজ তাঁহার কন্যা গান্ধিনীকে শফল্কের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। পরে অক্রূরের জন্ম হয়। পূর্ব্বে অক্রূর কংসালয়ে থাকিতেন এবং কংসের ধনুর্যজ্ঞে বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণ বলরামকে আনিতে গিয়াছিলেন।

শতধন্বার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি স্যমন্তকমণি গোপনে অক্রূরের হস্তে সমর্পণ করেন। শতধন্বার মৃত্যুর পর অক্রূর সেই রত্ন বস্ত্রের ভিতর লুকাইয়া রাখিতেন। কথিত আছে, স্যমন্তকমণি হইতে নিত্য রাশিরাশি স্বর্ণ উৎপন্ন হইত, গান্ধিনীপুত্র তাহাতে নিত্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। স্যমন্তকের আর এক মহৎগুণ এই,—যেখানে ঐ রত্ন থাকিত তথায় দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অকালমৃত্যু প্রভৃতি কোন উপদ্রব ঘটিত না। একবার অক্রূরপক্ষীয় ভোজবংশের কতকগুলি লোক সাত্বতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্নকে বধ করে। অক্রূর সেইভয়ে দ্বারকা ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। এদিকে দ্বারকা নগরে অনাবৃষ্টি, অকালমৃত্যু প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইল। সকলে নিশ্চিত করিলেন, অক্রূরের পিতা শফল্ক যেখানে থাকিতেন তথায় দুর্ভিক্ষাদি কিছুই ঘটিত না। অক্রূর সেই পুণ্যাত্মার সন্তান। তিনি দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া এত উপদ্রব ঘটিতেছে। সেজন্য অক্রূর পুনর্ব্বার দ্বারকায় নীত হইলেন। কিন্তু কৃষ্ণের সে কথা বিশ্বাস হইল না। তিনি স্থির করিলেন যে, অক্রূরের নিকট নিশ্চিত স্যমন্তকমণি আছে। সেই মণির প্রভাবে যেখানে অক্রূর থাকেন তথায় অনাবৃষ্টি হয় না। তজ্জন্য একদিন যাদব-গণের সমক্ষে কৃষ্ণ অক্রূরকে বলিলেন, 'শতধন্বা রাজা তোমার নিকট স্যমন্তকমণি রাখিয়া গিয়াছেন, আমাকে একবার তাহা দেখাও।' অক্রূর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। বস্ত্রের ভিতর হইতে রত্নটি বাহির করিয়া দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাহা লইলেন না, অক্রূরকেই পরিতে দিলেন। তদবধি অক্রূর নিঃশঙ্কচিত্তে সেই রত্ন পরিয়া থাকিতেন।'

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি 'অক্রূর' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ—

একদা শ্রীরাম-কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য অরিষ্টা-সুর ভয়ঙ্কর বৃষরূপ ধারণ করিয়া ব্রজে প্রবেশ করিল। বৃষ পদাঘাতে ভূমি বিদীর্ণ করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকিলে ব্রজবাসিগণ অত্যন্ত ভীত হই-লেন। কৃষ্ণ সকলকে অভয় প্রদান করতঃ কিয়ৎ-কাল যুদ্ধের পর অরিষ্টাসুরকে বধ করিলে ব্রজবাসি-গণ নির্ভয় হইলেন; দেবতাগণও সুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন ও পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগি-লেন। অরিষ্টাসুরের বধের পর নারদ ঋষি কংসের নিকট আসিলে নারদের সহিত কংসের বহু গোপনীয় কথা আলোচনা হয়। নারদ ঋষি কংসকে বলিলেন—'দেবকীর অষ্টমগর্ভজাতা বলিয়া যে কন্যা প্রসিদ্ধা, সে বস্তুতঃ যশোদার গর্ভজাতা কন্যা আর যশোদার পুত্ররূপে যিনি প্রসিদ্ধ তিনি বস্তুতঃ দেবকীর পুত্র। রোহিণীর বলরাম নামে যে পুত্র তিনিও দেবকীর সপ্তম সন্তান। তোমার ভয়ে বসুদেব কৃষ্ণ-বলরামকে তাঁহার বন্ধু নন্দমহারাজের নিকট সমর্পণ করিয়া-ছেন। তোমার প্রেরিত অনুচরগণকে কৃষ্ণবলরামই বধ করিয়াছেন।' নারদের ঐ প্রকার বাক্য শুনিয়া কংস ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল ও বসুদেবকে হনন করি-বার জন্য অসি নিষ্কাসন করিল। কংসের দুষ্প্রবৃত্তি দেখিয়া নারদ তাহাকে বুঝাইলেন—'বসুদেবকে বধ করা ঠিক হইবে না। কারণ পিতাকে বধ করিলে

বালক রাম-কৃষ্ণ ভয়ে পলায়ন করিবে, আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না।' কংস বসুদেবকে ও তাঁহার পত্নী দেবকীকে লৌহময় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল। দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করিলে কংস কেশিদানবকে ব্রজে প্রেরণ করিল রামকৃষ্ণকে বধের জন্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কেশিদানব নিহত হয়। তৎপরে কংস চানুর, মুষ্টিক, শল, তোষল প্রভৃতি মন্ত্রিগণকে ও হস্তি-পালকগণকে ডাকাইয়া বলিল—'হে মহাবীর চানুর! হে মহাবীর মুষ্টিক! তোমরা মন দিয়া শুন। বসুদেবের পুত্রই রামকৃষ্ণ নন্দভবনে বাস করিতেছে। তাহাদের দ্বারাই আমার মৃত্যু অবধারিত হইয়াছে। তাহারা এখানে আসিলে তোমরা মল্লযুদ্ধের ছলে তাহাদিগকে বধ করিবে। তোমরা চতুর্দ্দিকে মঞ্চ নির্ম্মাণ কর, যাহাতে পুরবাসী ও গ্রামবাসী সকলেই আসিয়া মল্লযুদ্ধ দর্শন করিতে পারে।' হস্তিপালককে আদেশ করিল রঙ্গভূমির দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় নামক মত্তহস্তীকে রাখিতে। চতুর্দ্দশী তিথিতে ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। কংস বরদাতা-মহেশ্বরের প্রীতির জন্য পশুবলির ব্যবস্থা করিল। রাজনীতিবিশারদ কংস অনুচরগণকে এইপ্রকারে বুঝাইয়া যাদবশ্রেষ্ঠ অক্রূরের হস্তধারণপূর্ব্বক বলিল, 'হে অক্রূর আমার জন্য তোমাকে কিছু বন্ধুজনোচিত কার্য্য করিতে হইবে। যেহেতু ভোজবংশে ও বৃষ্ণিবংশে তুমি আমার একমাত্র বিশ্বাসভাজন হিতকারী বন্ধু। ইন্দ্র যে প্রকার বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া অসুর বিনাশ ও রাজ্যলাভ করেন, সেইরূপ আমিও গুরুতর প্রয়োজনবোধে তোমাকে আশ্রয় করিতেছি। তুমি নন্দপুরে গমন কর, সেখানে বসুদেবের পুত্রদ্বয় কৃষ্ণ-বলরাম আছে। এই রথে যাইয়া তাঁহাদিগকে এখানে আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না। কৃষ্ণ বলরাম এখানে আসিলে যমতুল্য হস্তিদ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিব। দৈবাৎ যদি হস্তীর নিকট হইতে পরিত্রাণ পায়, তাহা হইলে বজ্রতুল্য মল্লগণ দ্বারা তাহাদের বিনাশ সাধন করিব। তৎপশ্চাৎ বসুদেব প্রমুখ বৃষ্ণিগণকে, ভোজ ও দাশার্হ বংশজাত শোকসন্তপ্ত বন্ধুগণকে নিধন করিব। রাজ্যলোভী বৃদ্ধপিতা উগ্রসেনকে, তাহার ভ্রাতা দেবককে এবং আমার যত শত্রু আছে সকলকেই বিনাশ করিব। আমার কোন ভয় নাই, যেহেতু জরাসন্ধ আমার গুরু, দ্বিবিদ আমার প্রিয়সখা, শম্বর, নরক ও বাণ প্রভৃতি রাজাগণ আমার বন্ধু। যদুকুলের শোভা দর্শনের ছলে তুমি ব্রজে গিয়া কৃষ্ণ-বলরামকে এখানে আনয়ন কর।'

অক্রূর তদুত্তরে বলিলেন—'হে রাজন্, আপনি আপনার মৃত্যু নিবারণের জন্য যাহা চিন্তা করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু ঈপ্সিত বিষয়ের সিদ্ধি, অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান করিবেন। দৈবই কার্য্যের ফল প্রদান করে। দৈবের ফল কখনও ভাল হয়, কখনও খারাপ হয়। যাহা হউক আমি আপনার আদেশ পালন করিতেছি।' কৃষ্ণ-বলরামকে আনয়নের জন্য কংসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অক্রূর পরদিন প্রাতঃকালে রথে গোকুল যাত্রা করিলেন। গোকুল যাত্রাকালে তিনি চিন্তা করিলেন ব্রহ্মা-রুদ্রাদি পূজ্য শ্রীকৃষ্ণ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে কি? তিনি এমন কি সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, এমন কি তপস্যা করিয়াছেন, যে তাঁহার ভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণের চরণ দর্শন হইবে। তিনি অধম হইলেও তাঁহার কৃষ্ণদর্শন হইবে না, ইহাও ঠিক নহে। নদীর বেগে পরিচালিত তৃণসকলের মধ্যে যেমন কোন একটি তৃণ উত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ কালবশে পরিচালিত জীবগণের মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি সংসারসমুদ্র হইতে পার হইতে পারে। আজ তাহার অমঙ্গল নষ্ট হইয়াছে, জন্মগ্রহণ সার্থক হইয়াছে, যেহেতু যোগিগণের চিন্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল দর্শন হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় কংস খল হইয়াও তাঁহার পরম উপকার সাধন করিলেন, যেহেতু তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই তিনি ভূতলে অবতীর্ণ শ্রীহরির চরণকমল দর্শন পাইবেন। উক্ত পাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য কেবল ভক্তগণই লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মুখমণ্ডলের দর্শনেরও সৌভাগ্য হইবে। তিনি ব্রজে পৌঁছিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শনমাত্রই রথ হইতে অবতরণ করিবেন। যোগিগণ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যাঁহাকে চিত্তে ধারণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সেই পদকমলে প্রণত হইবেন এবং অন্যান্য গোপবালকগণকেও প্রণাম করিবেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রণত তাহার মস্তকে অভয়প্রদ করকমল স্থাপন করিবেন। ইন্দ্র ও বলি মহারাজ শ্রীহরির করকমলে পূজোপকরণ অর্পণ করিয়াই আধিপত্য

লাভ করিয়াছেন। যদিও তিনি কংস-প্রেরিত এবং তাঁহারই দূত, কৃষ্ণ তাঁহাকে শত্রু জ্ঞান করিবেন না। তিনি সর্ব্বদর্শী, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামিরূপে নির্ম্মল দৃষ্টিতে সবই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবলোকনে তিনি পাপমুক্ত হইয়া আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জ্ঞাতি ও সেবক জানিয়া বাহুযুগলের দ্বারা প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিবেন, তখন তাঁহার দেহ পবিত্র হইবে। কৃতাঞ্জলিবদ্ধ প্রণত তাহাকে সম্বোধন করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ 'হে অক্রূর ! হে তাত !' এই-রূপ সম্বোধন করিবেন তখন তাহার জীবন সার্থক হইবে। যদিও কৃষ্ণের প্রিয় অপ্রিয় উপেক্ষণীয় কেহ নাই, তথাপি যেমন কল্পবৃক্ষের নিকট যে যেরূপ প্রার্থনা করে সে সেইরূপই ফল লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণকে যিনি যেভাবে ভজনা করেন, কৃষ্ণও তাঁহাকে সেইভাবেই ভজনা করিয়া থাকেন।—অক্রূর পথে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রথারোহণে গোকুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যও তখন অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। অক্রূর গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদ্ম-যব-অঙ্কুশাদি চিহ্নিত পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। পাদপদ্ম সন্দর্শনে অক্রূরের আনন্দ এতটা বৃদ্ধি হইল 'অহো এই সেই কৃষ্ণের পাদপদ্মস্পৃষ্ট ধূলিকণাসমূহ।'—এই বলিয়া তিনি ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তিনি গোদোহন-স্থানে কৃষ্ণ-বল-রামের দর্শন পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরিধানে পীত-বসন, শ্রীবলরামের নীলবসন, নয়নযুগল শরৎকালীন প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায়, কৈশোর বয়স, শ্যাম ও শ্বেত বর্ণ, ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত, বদন প্রসন্ন, দুইজনই পরম সুন্দর, হস্তীর ন্যায় বলশালী, ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ পদ্মচিহ্নিত চরণের দ্বারা ব্রজের শোভা বর্দ্ধন করিতে-ছেন, রত্নমালা ও বনমালায় বিভূষিত, পৃথিবীর ভার হরণের জন্য শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অক্রূর স্নেহবিহ্বল হইয়া রথ হইতে উল্লম্ফনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন, তাঁহার নয়নে অশ্রু, শরীরে পুলক ও রোমাঞ্চ। তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—'আমি অক্রূর প্রণাম করিতেছি।' শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত প্রীতিভরে চক্রচিহ্নিত হস্তের দ্বারা আকর্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলদেবও প্রণত অক্রূরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিজহস্তদ্বারা তাঁহার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা অক্রূরকে স্বাগত সম্ভাষণ, উত্তমাসন, পাদপ্রক্ষালন করিয়া মধুপর্ক, ধেনু ও বহু-গুণযুক্ত পবিত্র অন্ন প্রদান করিলেন। অন্নভোজনের পর মুখবাস ও গন্ধমাল্যাদি প্রদান করিয়া কৃষ্ণ বল-রাম অক্রূরের সন্তোষ বিধান করিলেন। নন্দমহা-রাজের সহিত অক্রূরের হৃদ্যতাপূর্ণ মধুর আলাপাদি দ্বারা দীর্ঘসময় অতিবাহিত হইলে অক্রূর পথশ্রম বিস্মৃত হইলেন।

অক্রূর পথে আসিবার সময় যে সকল অভিলাষ করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণের দ্বারা সম্মানিত এবং পর্য্যঙ্কে সুখাসীন হইয়া সেই সমুদয়ই প্রাপ্ত হইলেন। লক্ষ্মী-পতি ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কিছুই অলভ্য থাকে না। কিন্তু অনন্য কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণে অনন্য প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। অতঃপর সন্ধ্যা-কালীন ভোজনান্তে অক্রূরের নির্ব্বিঘ্নে আগমন, কুশল সংবাদ, কংসের আচরণ, জনক-জননীর কুশল সংবাদ, তাঁহাদের জন্যই জনক-জননীর বন্ধন ও ভ্রাতাগণের মৃত্যু, ভাগ্যবশতঃই জ্ঞাতি অক্রূরের সহিত সাক্ষাৎকার ইত্যাদি বলিয়া কৃষ্ণ-বলরাম অক্রূরের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যাদবগণের প্রতি কংসের সর্ব্বদা শত্রুতাচরণ, কংসের সহিত নারদের কথা-বার্ত্তা, বসুদেবের প্রতি নিগ্রহ, ধনুর্যাগচ্ছলে কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইয়া কুবলয়পীড় হাতী ও চানূর মুষ্টিকাদি দ্বারা সংহারের অভিলাষ এবং তজ্জন্য অক্রূরকে দূতরূপে প্রেরণ—অক্রূর কৃষ্ণের নিকট সবই আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাপন করিলেন। কৃষ্ণ-বলরাম উহা শুনিয়া হাস্য করিতে করিতে পিতার নিকট কংসের আদেশের কথা জানাইলেন। গোপরাজ শ্রীনন্দ কংসের নির্দ্দেশের কথা গোকুলবাসিগণের নিকট ঘোষণা করতঃ তাঁহাদিগকে বিবিধ উপায়নসহ মহা-রাজ কংসের ধনুর্যজ্ঞে যাইতে আদেশ করিলেন। নন্দ মহারাজের আদেশে কৃষ্ণ-বলরাম রথে চড়িয়া মথুরায় যাত্রা করিলেন। গোপগণ কৃষ্ণ-বলরামের মথুরা-যাত্রায় বাধা প্রদান না করায় গোপীগণ অত্যন্ত ব্যথিতা ও বিরহ-সন্তপ্তা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন

লীলায় গোপীগণের প্রেমের সর্ব্বোত্তমতা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। গোপীগণ বাহ্য স্মৃতি হারাইয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতরা হইয়া বিধাতাকে নিন্দা করিয়া বলি-লেন—'হে বিধাত! তোমার দয়া নাই, তুমি পরস্পরের প্রীতিসম্বন্ধ ঘটাইয়া মনোরথ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সঙ্গচ্যুতি ঘটাও। তুমি অত্যন্ত ক্রূর, অক্রূর-রূপে আসিয়া নিজপ্রদত্ত চক্ষু হরণ করিতেছ। আমরা কৃষ্ণের জন্য দেহ-স্বজন-পুত্র-পতি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু হায়! অদ্য সেই শ্রীনন্দনন্দন আমা-দের প্রতি সহাস্যবদনে দৃষ্টিপাতও করিতেছেন না। মথুরাবাসিনী স্ত্রীগণের আজ রজনী সুপ্রভাত। তাঁহা-দের প্রতি ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছে। যেহেতু তাঁহারা মধুর হাস্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমলের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিবেন। পুর-নারীগণের সুকোমল মধুর বচনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ হইবেন। আমাদের ন্যায় গ্রাম্যনারীগণের নিকট কি পুনরায় তিনি আসিবেন? অক্রূরের অক্রূর নাম শোভা পায় না। অক্রূর অত্যন্ত ক্রূর। আমাদিগকে কোনপ্রকার আশ্বাস প্রদান না করিয়া প্রিয়তম কৃষ্ণকে আমাদের অগম্য দূরদেশে লইয়া যাইতেছেন। হায়! কঠোরচিত্ত কৃষ্ণও ক্রূরচিত্ত অক্রূরের রথে উঠিলেন? গোপগণও শকটারোহণে অনুগমন করিলেন? বৃদ্ধ-গণও কোনপ্রকার বাধা প্রদান করিলেন না? দৈব নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিকূল। আমরা স্বয়ং যাইয়া কৃষ্ণকে নিবারিত করিব। কুলবৃদ্ধ ও বান্ধবগণ আমাদের কি করিতে পারেন? ক্ষণার্দ্ধকালও কৃষ্ণ-সঙ্গ আমাদের দুস্ত্যজ্য। আমাদের মৃত্যুভয়ও নাই। কৃষ্ণের মধুরহাস্য, সঙ্কেতবার্ত্তা, দৃষ্টিপাত আমরা কি করিয়া ভুলিব? এই দুষ্পার বিরহদুঃখ হইতে কি করিয়া উত্তীর্ণ হইব? শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে আমরা কি করিয়া জীবন ধারণ করিব?' বিরহাতুরা কৃষ্ণগত-চিত্তা গোপীগণ লজ্জা পরিহারপূর্ব্বক 'হে গোবিন্দ!' 'হে দামোদর!' 'হে মাধব!' উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করতঃ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সূর্য্যোদয় হইলে অক্রূর সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক ক্রন্দনরত গোপী-গণের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান না করিয়াই রথ চালাইলেন। নন্দ-মহারাজাদি গোপগণ মহারাজ কংসকে উপহার দিবার জন্য গব্য-ঘৃত পরিপূর্ণ অনেক কুম্ভ উপহারস্বরূপ লইয়া শকটা-রোহণে কৃষ্ণের অনুগমন করিলেন। গোপীগণকে অত্যন্ত কাতরা দেখিয়া কৃষ্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা এবং 'আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি'—দূতের মাধ্যমে এই প্রকার প্রীতিপূর্ণ বাক্য প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। রথের ধ্বজা যতক্ষণ দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ গোপীগণ চিত্রাপিত পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিত ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

চণ্ডীগঢ় মঠে শ্রীদামোদর-ব্রতপালন—ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ—মাসব্যাপী নগর-সংকীর্ত্তন শ্রীল আচার্য্যদেবের মাসাধিকব্যাপী অবস্থান

[২৭ আশ্বিন (১৪০১ বঙ্গাব্দ), ১৪ অক্টোবর (১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ) শুক্রবার শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব তিথি হইতে ১ অগ্রহায়ণ, ১৮ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের রাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত]

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদ-প্রার্থনা-মুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় বিগত

২৮ আশ্বিন (১৪০১), ১৫ অক্টোবর (১৯৯৪) শনিবার হইতে ২৭ কার্ত্তিক, ১৪ নভেম্বর শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত মাসব্যাপী শ্রীকার্ত্তিকব্রত-শ্রীদামোদরব্রত-শ্রীউর্জ্জব্রত-নিয়মসেবা প্রতিষ্ঠানের পশ্চিমাঞ্চল প্রচার-কেন্দ্র চণ্ডীগঢ়স্থ (Sector 20B) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা হইতে প্রচার-পার্টী সহ ২ আশ্বিন, ১৯ সেপ্টেম্বর সোমবার যাত্রা করতঃ জম্মু, জগদ্ধ্রী, আম্বালাক্যাণ্ট, রাজপুরা, খান্না, পাতিয়ালা, ঊনা, সন্তোষগড়ে শ্রীচৈতন্যবাণী বিপুলভাবে প্রচারান্তে রিজার্ভ বাসযোগে রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় বিজয়াদশমী তিথিবাসরে চণ্ডীগঢ় মঠে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জন ব্রহ্মচারী, শ্রীগিরিধারী দাস, শ্রীগৌরগোপাল দাস, লুধিয়ানার শ্রীকেবলকৃষ্ণ প্রভু এবং পাঞ্জাবের বহু গৃহস্থ ভক্ত। শ্রীরাম ব্রহ্মচারী গৃহস্থ ভক্তগণসহ কলিকাতা হইতে আসিয়া চণ্ডীগঢ় মঠের অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

কার্ত্তিকব্রতে নিয়মসেবা বিহিত অর্থাৎ নিয়ম করিয়া বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ বিধি। দিবা-রাত্রকে আটভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অষ্টপ্রহরে শিক্ষাষ্টকের আটটী শ্লোক চিন্তনীয় এবং তৎসহ অষ্টকালীয় লীলা স্মরণীয়। মঠে বহুবিধ সেবার দায়িত্ব থাকায় প্রতি প্রহরে শ্রীশিক্ষাষ্টক-অষ্টকালীয় লীলাদি কীর্ত্তনমুখে স্মরণ সম্ভব না হওয়ায় মঙ্গলা-রাত্রিকের পূর্ব্বে শেষরাত্রে, মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমার পরে প্রাতে, পূর্ব্বাহ্ণে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে ছয়বারে অষ্টকালীয় কৃত্য গুরুবর্গের নির্দ্দেশানুযায়ী সম্পন্ন করা হয়। তন্মধ্যে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে তাঁহাদের প্রণাম—গুরু-পরম্পরা—গুরুবন্দনা—বৈষ্ণববন্দনা—শ্রীরাধাদামোদর-স্তব—শ্রীরাধিকা-স্তব শ্রীকৃষ্ণ-স্তব—পঞ্চতত্ত্ব—মহামন্ত্র কীর্ত্তন, প্রাতে নগরসংকীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ নিয়মানুযায়ী যথাবিধি করণীয়।

চণ্ডীগঢ় মঠে শেষরাত্রি হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ভক্ত্যঙ্গসমূহ প্রত্যহ যথাবিধিভাবে পালিত হয়। দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়াণা, পাঞ্জাব, হিমাচল-প্রদেশ, জম্মু, পশ্চিমবঙ্গ, কলিকাতা, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুশত ভক্তের সমাবেশ হয়। মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ অতিথিগণের থাকিবার সুব্যবস্থায় সর্ব্বক্ষণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন, মঠের ভক্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপ্রেমজীর দ্বারা নূতন শৌচা-গারাদি নির্ম্মাণ করান।

কার্ত্তিকব্রতকালে শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ-প্রসঙ্গ পাঠের বিশেষ মহিমা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম স্কন্ধ হইতে গজেন্দ্রমোক্ষণ-প্রসঙ্গ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ প্রাতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ভজনরহস্য' এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রচিত 'শিক্ষাষ্টক' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত প্রতিটী অনুষ্ঠানে যে সকল গৃহস্থ ভক্তগণ অপতিতভাবে নিষ্ঠার সহিত যোগ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেরাদুনের শ্রীপ্রেমদাস প্রভু ও শ্রীতুলসী-দাস প্রভু, রাজপুরার শ্রীরঘুনাথ শাল্দি প্রভু, রোপরের শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারী প্রভু (শ্রীযোগরাজ শেখ্রি), চণ্ডীগঢ়ের শ্রীকৃষ্ণগোপাল করাকা প্রভু ও শ্রীজহর চক্রবর্ত্তি, জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত, ভাটিণ্ডার শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারী (শ্রীও-পি লুম্বা)।

প্রত্যহ প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার দ্বারা চণ্ডীগঢ় সহরে, চণ্ডীগঢ় সহরের বাহিরেও পাঁচকুল্লায় এবং মহোলিতে মঠের বিপুল প্রচার হয়। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনের পর মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। চণ্ডীগঢ় সহরে দূর দূর sectorএ এবং চণ্ডীগঢ় সহরের বাহিরে পাঁচকুল্লায় ও মহোলিতেও ভক্তগণ দুইটী

রিজার্ভ বাসযোগে যাইতেন, কোনও দিন বা ভক্তসংখ্যা অধিক হইলে ট্রাক, মোটরকারেরও ব্যবস্থা থাকিত। ভক্তগণ তথায় যাইয়া নগরসংকীর্ত্তন করিতেন। সেদিন কোনও ভক্তের গৃহে বা সভামণ্ডপে বা ময়দানে পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্য সম্পন্ন করা হইত। উক্ত দিবস মঠ হইতে আনীত হালুয়া প্রসাদ সকলে গ্রহণ করিতেন। মাঠে বসিয়া উক্ত প্রসাদ সেবনে ব্রজে পুলিনভোজনের স্মৃতি হইত। ২২ অক্টোবর ৩৭ সেক্টর হইতে নগর-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া ৩৫ সেক্টরে সমাপ্ত হয়—ভক্ত শ্রীরাম সিংএর গৃহের নিকটবর্ত্তী ময়দানে; ২৯ অক্টোবর পাঁচকুল্লায় নগরসংকীর্ত্তন—শ্রীরমেশ শর্ম্মার গৃহের সম্মুখে সভামণ্ডপে; ৩০ অক্টোবর ১৯ সেক্টরে শ্রীজহর চক্রবর্ত্তীর গৃহের সম্মুখে সভামণ্ডপে; ৩ নভেম্বর ২৩ সেক্টরে শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে; ৫ নভেম্বর শনিবার ৪৭ সেক্টরে নগরসংকীর্ত্তন—প্রথমে শ্রীযশপাল শর্ম্মা কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা, তৎপরে ৪৬সিতে শ্রীবলরাম নাথ চাড্ডার গৃহে; ৬ নভেম্বর রবিবার পাঁচকুল্লার স্বধামগত শ্রীশ্যামসিংহের গৃহে; ৯ নভেম্বর সেক্টর ৪৫ ও ৪৬এ বুরাইলে নগরসংকীর্ত্তন—শ্রীনরেশ শর্ম্মার গৃহে; ১০ নভেম্বর ৩৮ সেক্টরে নগরসংকীর্ত্তন, মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীচন্দ্রপ্রকাশ সাপ্রা এড্ভোকেটের গৃহে; ১১ নভেম্বর ট্রিবিউন কলোনিতে নগরসংকীর্ত্তন—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য দাসাধিকারীর (শ্রীকলিরামের) গৃহে; ১৯ সি-তে (19C-তে) নগরসংকীর্ত্তন—শ্রীসুরেশ শর্ম্মার গৃহে; ১৩ নভেম্বর মহোলিতে নগরসংকীর্ত্তন—মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীরাম মাগোর গৃহের সম্মুখে সভা-মণ্ডপে—পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্য এবং ভক্তগণকে জল-যোগ প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

৪ নভেম্বর শ্রীঅন্নকূট উৎসব ও শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা তিথিতে শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (শ্রীজায়গীরদাসজী) ৬০ মূর্ত্তি ভক্তসহ রিজার্ভ বাসে আসিয়া নগর-সং-কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগ দেন।

চণ্ডীগড় মঠের সেবক শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্ম-চারীর (ছোট) হার্দ্দ্য সেবা-প্রচেষ্টায় মাসব্যাপী কার্ত্তিকব্রতের অনুষ্ঠানে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ-বাণী প্রত্যহ দৈনিক ট্রিবিউনে, হিমদর্শন পত্রিকাদিতে এবং মাঝে মাঝে ফটোসহ প্রকাশিত হওয়ায় পাঞ্জাব, হরিয়াণা, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থানে সমগ্র উত্তর ভারতে মঠের ব্যাপক প্রচার হয়।

১৭ কার্ত্তিক, ৪ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগ-বত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন; প্রসঙ্গতঃ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীঅন্নকূট উৎসব প্রসঙ্গও আলোচিত হয়। মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে সংকীর্ত্তনসহ শ্রীমন্দিরা-ভ্যন্তরস্থ শ্রীবিগ্রহগণসহ শ্রীগোবর্দ্ধনের পরিক্রমা করা হয় গাভীকে সম্মুখে রাখিয়া। মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়।

২৭ কার্ত্তিক, ১৪ নভেম্বর সোমবার শ্রীউত্থানৈকা-দশী তিথিবাসরে নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের ৯০ বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব তিথিপূজা এবং শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল গুরুদেবের সুরম্য সমাধি মন্দিরে নব-নির্ম্মিত সিংহাসনে শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্য সমাসীন হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব গুরুপূজা করেন। শ্রীল গুরুদেবের পূজা-আরতির পর ক্রমানুযায়ী সকলে গুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। পূজা-আরতি ও অঞ্জলি প্রদানকালে সর্ব্বক্ষণ শ্রীল গুরুদেবের কৃপা-প্রার্থনামূলক গীতিসমূহ কীর্ত্তন ও হরিনাম সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল গুরুদেবের সিংহাসন-নির্ম্মাণ-সেবায় আনুকূল্য করিয়া শালোয়ান সাহেব ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত প্রত্যেক সন্ন্যাসী, বন-চারী, ব্রহ্মচারী ও বাবাজীগণকে প্রণামীসহ বস্ত্রার্পণ সেবা করেন। কলিকাতার মহিলা ভক্ত শ্রীকমলা ঘোষের পক্ষেও সন্ন্যাসিগণকে বস্ত্রার্পিত হয়।

রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ 'শ্রীগুরুপূজার তাৎপর্য্য ও প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। হরিয়াণা রাজ্যসর-কারের মুখ্যমন্ত্রীর সহকারী মুখ্য সচিব শ্রীশিবরাম গৌর আই-এ-এস্ সভাপতি পদে বৃত হন। উক্ত

শুভানুষ্ঠানে ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন। পরদিন মহোৎসবে অগণিত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়। জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত মাসব্যাপী অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ চাল, চিনি ও ঘৃত দিয়া এবং ব্রত-উদ্‌যাপন মহোৎসবের পূর্ণানুকূল্য করিয়া শ্রীল গুরুদেবের ও পূজনীয় বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। ভক্তগণও বিভিন্ন দিনে বৈষ্ণবসেবার জন্য আনুকূল্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। উৎসবাদির ব্যবস্থাবিষয়ের মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

মহোৎসব-দিবসে ১৫ নভেম্বর মঙ্গলবার চণ্ডীগঢ়স্থ ৩৮ সেক্টরস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরের প্রেসিডেণ্ট এড্‌ভোকেট শ্রীএন্-কে রামপাল মহোদয়ের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে অপরাহ্ন ৫-৩০ ঘটিকায় রিজার্ভ বাস ও মোটর কারযোগে তথায় শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক এবং ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্রতানুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র-ধামে সাধু ও ভক্তসহ শ্রীল আচার্য্যদেব

২৯ কার্ত্তিক, ১৬ নভেম্বর বুধবার শ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় চারিশত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সহ ৭টী রিজার্ভ বাসে ও একটী মোটর কারে চণ্ডীগঢ় মঠ হইতে প্রাতঃ ৭-৪৫ মিঃ-এ রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ মিঃএ কুরুক্ষেত্রে* ব্রহ্মসরোবরে আসিয়া উপনীত হন। ব্রহ্মসরোবরের পার্শ্বেই শ্রীগৌড়ীয় মঠ। শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডী যতিবৃন্দসহ কিছু পূর্ব্বে তথায় পৌঁছিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ পরিদর্শন করেন। তৎকালে উক্ত মঠের আচার্য্যদেবও তথায় পৌঁছিয়া মন্দির দর্শন, পরিক্রমা ও সংকীর্ত্তনে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহার সহিত আলাপাদির সুযোগ হয় নাই। ব্রহ্মসরোবরের তটবর্ত্তী বিশাল ঘাট, যাত্রিগণের বিশ্রামের, শৌচের, পানীয় জলাদির ব্যাপক সুন্দর ব্যবস্থা দেখিয়া সকলে আনন্দ লাভ করিলেন। যাত্রিগণকে সকলকে ফল প্রসাদ এবং উক্‌মা-প্রসাদও কিছু ভক্তকে দেওয়া হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ব্রহ্মকুণ্ডঘাটে ভক্তগণসহ কিছু সময় নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন ব্রহ্মকুণ্ডে (ব্রহ্মসরোবরে) ব্রহ্মা দেবতাগণসহ তপস্যা ও যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ভক্তগণের মধ্যে অনেকে স্নান-তর্পণাদি সেবায় নিরত হইলেন। স্থানীয় ইস্কন প্রতিষ্ঠানের মঠরক্ষক শ্রীশক্তি গোপালজীর আহ্বানে সকলে নগরসংকীর্ত্তন-সহযোগে ১॥ কিলোমিটার দূরবর্ত্তী সহরের মধ্যে ইস্কন মঠে পহুঁছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী নিউদিল্লী হইতে এবং জগদ্ধ্রী হইতে শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী (শ্রীটেকচাঁদজী) ভক্তবৃন্দসহ তথায় আসিয়া পার্টির সহিত যোগ দেন। ইস্কন মঠে আগমন-কালে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। ইস্কন প্রতিষ্ঠানে শ্রীল আচার্য্যদেব কিছু সময়ের জন্য হরিকথা বলেন।

* কুরুক্ষেত্র—'চন্দ্রবংশীয় রাজা 'কুরু' এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম কুরুক্ষেত্র হয়। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র। পাঞ্জাবের কতক অংশ ও গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে। ব্রহ্মর্ষিদেশের অন্তর্গত প্রাচীন দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত ও কুরুক্ষেত্র একই দেশ।'—আশুতোষ দেবের বাংলা অভিধান

'The Kurukshetra city's large water reservoir is said to have been built by Raja Kuru, the ancestors of Kauravas and Pandavas. The name Kurukshetra means 'field of Kuru'. The bathing fair is attended by as many as half a million pilgrims on the occasion of a solar eclipse, when it is believed that waters of all other tanks visit this one'.

—Encyclopaedia Britannica 7 volume Page 44

ইস্কন মঠে ভক্তগণ সকলে মাধ্যাহ্নিক প্রসাদ গ্রহণের পর পুনরায় রিজার্ভ বাস ও মোটর গাড়ীতে সন্ধ্যার সময়ে জ্যোতিঃসরে—শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ করিয়াছিলেন—সেই পবিত্র ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হন। সংকীর্ত্তনের পর শ্রীল আচার্য্যদেব সেখানকার মহিমা সংক্ষেপে বলিলেন। 'সর' অর্থ সরোবর। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের একত্র অবস্থান-হেতু উহা জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করিয়াছিল। একজন বঙ্গদেশীয় প্রাচীন ব্যক্তি উক্ত স্থানের সেবার দায়িত্বে আছেন, তাঁহার সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের কিছু সময় হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্ত্তা হয়। তিনি বলিলেন কুরুক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ হইয়াছে, স্থানসমূহের দর্শন বহু সময়সাপেক্ষ-ব্যাপার। শ্রীল আচার্য্যদেব মোটরকারে রাত্রি ৮-১৫টায় এবং বাসের যাত্রিগণ রাত্রি ৯-১৫টায় চণ্ডীগড় মঠে ফিরিয়া আসেন।

আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ২১ দিনব্যাপী চন্দনযাত্রা উৎসব আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে বিগত ১৮ বৈশাখ (১৪০২), ২ মে (১৯৯৫) মঙ্গলবার শ্রীঅক্ষয়তৃতীয়া তিথি হইতে ৭ জ্যৈষ্ঠ, ২২ মে সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজের ব্যবস্থা-তত্ত্বাবধানে এবং মঠের সেবকগণের সেবা-প্রযত্নে যথাবিহিতভাবে সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের সেবকগণের এবং গৃহস্থ ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব উত্তর ভারত প্রচার-ভ্রমণান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ মে বৃহস্পতিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজসহ পূর্ব্বাহ্নে বিমানযোগে আগরতলা বিমানবন্দরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তিনি ২২ মে পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ প্রত্যহ শ্রীমঠে চন্দনপুকুরে শ্রীরাধামদনমোহনের নৌকাবিহারে যোগ দেন এবং চন্দনপুকুরের অভ্যন্তরস্থ শ্রীমন্দিরে মহাভিষেক-লীলা ও আরতি দর্শন করেন। প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধিরূপে শ্রীমদনমোহন জীউ শ্রীরাধিকাসহ সুরম্য শিবিকারোহণে শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় সেবকগণের স্কন্ধে চড়িয়া সংকীর্ত্তনসহ চন্দনপুকুরে শুভবিজয় করতঃ নৌকাতে সমাসীন হইলে আরতির পরে নৌকাবিহার প্রারম্ভ হয়। একটীতে শ্রীবিগ্রহগণ, অপরটীতে কীর্ত্তনীয়া ভক্তগণের নৌকাবিহারান্তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিবিকায় শ্রীবিগ্রহগণ চন্দনপুকুরস্থ শ্রীমন্দিরে শুভাগমন করিলে তাঁহাদের মহাভিষেক ও আরতি সম্পাদিত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীবিগ্রহগণের নৌকাবিহারকালে সাধুগণের অনুগমনে গৃহস্থ ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় যোগদান করতঃ পরমোৎসাহে চন্দনপুকুর পরিক্রমা করেন। শ্রীরাধামদনমোহনের বিহারস্থল চন্দনপুকুর পবিত্র তীর্থে পরিণত হওয়ায় দর্শনার্থী সকলেই পবিত্র জলের সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হন। আনন্দবাজার হইতে প্রসাদ দেওয়া হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ১৮ মে হইতে ২১ মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে এবং ২২ মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীমঠে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

চন্দনযাত্রাকালে মঠের বাহিরে ও ভিতরে মেলা বসে। অগণিত নরনারীর সমাবেশ, চন্দনযাত্রার শেষ দিবস শ্রীরাধামদনমোহনের শিবিকারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ নগর ভ্রমণান্তে জগন্নাথবাড়ীতে নৌকাবিহারের জন্য চন্দনপুকুরে শুভবিজয়, বহু ঢাকের বাদ্য শ্রীজগন্নাথবাড়ীকে পবিত্র মহামিলন-ক্ষেত্ররূপে পরিণত করে—যেন বিঘোষিত হইতেছে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্বন্ধে উচ্চ-নীচ নির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যই একই পরিবারভুক্ত—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

শ্রীল আচার্য্যদেব ২০ মে শনিবার পূর্ব্বাহ্নে সাধুগণ সমভিব্যাহারে শ্রীমনোরঞ্জন সাহা, শ্রীধীরেন্দ্র পালের বিপণি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক মহোদয়ের বিপণিতে, ২১ মে রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীনীহাররঞ্জন পাল মহোদয়ের গৃহে এবং রাত্রিতে গোলবাজারে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ মন্দিরে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১২৮ পৃষ্ঠার পর]

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আছেন, সেখানে তিনি গিয়া কি করিতে পারেন ? শ্রীল গুরুদেবের তথায় উপস্থিতি অত্যাবশ্যক বলিয়া তিনি মনে করেন। শ্রীল গুরুদেবের ব্যক্তিত্বে যদি কিছু হয় হইতে পারে, ইহার অন্য কোন বিকল্প নাই। শ্রীল গুরুদেব অমৃতসরের প্রচারকার্য্য ছাড়িয়া পুরীতে পৌঁছিলেন।

শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ পুরীধামে সমুদ্রের তটবর্ত্তী গৌরবাটসাহিতে শ্রীচৈতন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীল গুরুদেব, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ, শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী আদিসহ পুরীতে শ্রীচৈতন্য আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন।

৮ জ্যৈষ্ঠ (১৩৮০), ২২ মে (১৯৭৩) মঙ্গলবার শ্রীমঠের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে উদালা মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজসহ ভুবনেশ্বরে গিয়াছিলেন ওড়িষ্যার মহামান্য তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রীবি-ডি জাত্তির সহিত শ্রীল গুরুদেবের সাক্ষাৎকারের দিন ধার্য্য করিতে। রাজ্যপাল মহোদয় গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য তারিখ ও সময় নির্দ্দেশ করেন ২৬ মে শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ৯-১৫ মিঃ-এ। তদনুসারে শ্রীল গুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজসহ ২৬ মে প্রাতে ট্যাক্সিযোগে ভুবনেশ্বরে রাজ্যপাল-ভবনের সদর দ্বারের সম্মুখে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন গভর্ণর তাঁহার গাড়ীতে রাজভবন হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছেন, সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটী রক্ষীগাড়ী আছে। শ্রীল গুরুদেব ট্যাক্সি হইতে নামিয়া দাঁড়াইলে জাত্তি সাহেব হঠাৎ তাঁহার গাড়ী থামাইয়া গুরুদেবের নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এইরূপ ঘটনায় রক্ষিবাহিনী, তত্রস্থ অন্যান্য সকলে অপ্রস্তুত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব রাজ্যপালের নিকট সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছেন এইকথা বলিলে, রাজ্যপাল রাজভবনের সেবককে নির্দ্দেশ দেন শ্রীল গুরুদেবকে রাজভবনের অভ্যন্তরে লইয়া বিশেষ কক্ষে সমাসীন করিতে, তিনি কিছু সময় বাদেই রাজভবনে ফিরিয়া শ্রীল গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এই ঘটনার দ্বারা শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত অলৌকিক ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি সুস্পষ্টরূপে প্রখ্যাপিত হয়। শ্রীল গুরুদেবের দীর্ঘাকৃতি গৌরকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে এমন কোনও ব্যক্তি ছিলেন না যে আকৃষ্ট হইতেন না। গভর্ণর ফিরিয়া আসিয়া শ্রীল গুরুদেবের সহিত হৃদ্যতাপূর্ণভাবে কথাবার্ত্তা বলিলেন। শ্রীল গুরুদেবের ব্যক্তিত্বে তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। শ্রীল গুরুদেবের বিরুদ্ধে যেসব কথা তিনি শুনিয়াছিলেন সবই মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন।

চৈতন্য আশ্রমে অবস্থানকালেই এন্ডাওমেণ্ট কমিশনারের অনুমোদন নির্দ্দেশপত্র পাওয়া যায়। মঠের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ উক্ত সুসংবাদ বাহিরে প্রচারের উৎসাহবিশিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু শ্রীল গুরুদেব অত্যন্ত আনন্দবশতঃ সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন। যখন শ্রীল গুরুদেব, পূজ্যপাদ জগমোহন প্রভু দলিল রেজিষ্ট্রী সম্বন্ধে সর্ব্বক্ষণ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন এবং দক্ষিণপার্শ্ব মঠের মহন্তের ও তাঁহার উকিল শ্রীলোকনাথ শুক্লার সহিত আলোচনা করিতেছেন, সেই সময় অপরপক্ষ ভুবনেশ্বরে বসিয়া চেষ্টা করিতেছিলেন কোর্টের মাধ্যমে কিভাবে উহা Stay order আনা যায় ও দলিল রেজিষ্ট্রী না হয়। অপর পক্ষের শ্রীল গুরুদাস বাবাজী মহারাজ হঠাৎ শ্রীগুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অযাচিতভাবে বলিলেন গুরুদেবের জয় হইয়াছে, অপরপক্ষ ভয় পাইয়া ভুবনেশ্বর হইতে মাদ্রাজে চলিয়া গিয়াছেন। ঐরূপ নিরর্থক কথা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন ভাবিয়া ঐরূপ কথা বলার তাৎপর্য্য কি ? পরে অবশ্য ঐরূপ কথা বলার তাৎপর্য্য বোধের বিষয় হয়। ১৩ জুলাই ১৯৭৩ শুক্রবার দলিল রেজিষ্ট্রী হয়। শ্রীল গুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজকে কটকে প্রেরণ করেন মিশ্র সাহেবকে উক্ত সুসংবাদ দিবার জন্য। মিশ্র সাহেব রেজিষ্ট্রী সংবাদ পাইয়া সুখী হইয়া বলিলেন অপরপক্ষ Stay order আনিয়াছেন,

যাহা হউক, ভগবদিচ্ছায় রেজিষ্ট্রী হইয়া গিয়াছে, চিন্তার কোন কারণ নাই। শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ পুরীতে ফিরিয়া উক্ত ঘটনার কথা ব্যক্তকরিলে শ্রীল গুরুদেব অত্যন্ত বেদনাহত হইয়াছিলেন। পরদিন দক্ষিণপার্শ্বের মহন্ত উক্ত Stay order প্রাপ্ত হন। একদিন পূর্ব্বে পাইলে রেজিষ্ট্রী হইতে পারিত না। উক্ত দলিল চিরস্থায়ী পাট্টা (Permanent Lease) হিসাবে রেজিষ্ট্রী হয়। শ্রীমদ্ গুরুদাস বাবাজীর অযাচিতভাবে বক্তব্যের তাৎপর্য্য সকলে তখন বুঝিতে পারিলেন, যাহাতে দলিল শীঘ্র রেজিষ্ট্রী না হয় এবং শ্রীল গুরুদেব নিশ্চিন্ত থাকেন, সেইজন্যই অপরপক্ষ ভুবনেশ্বরে নাই, মাদ্রাজে চলিয়া গিয়াছেন, এই প্রকার মিথ্যার অবতারণা।

উক্ত Stay order-এর বিচার রাজ্যপাল শ্রীবি-ডি জাট্টির উপর ন্যস্ত হয়। কলিকাতার স্বনামধন্য আইনজ্ঞ শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীল গুরুদেবের প্রতি গাঢ় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি ঐরূপ ঘটনার কথা শুনিয়া স্বয়ংই গুরুদেবের পক্ষে শুনানীর দিন পুরীতে উপস্থিত থাকিয়া যুক্তি ও প্রমাণসহ বুঝাইয়া বলিলে অপরপক্ষের ব্যারিষ্টার কোনটীরই সদুত্তর দিতে পারেন নাই। রাজ্যপাল রায় না দিয়াই চলিয়া যান। পরে উক্ত বিচার 'Law'-সেক্রেটারীর উপর ন্যস্ত হয়। উক্ত বিচারের দিনও শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় গুরুদেবের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। অপরপক্ষ জয়ন্তবাবুর সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য ও প্রমাণ খণ্ডন করিতে পারেন নাই। রায় গুরুদেবের অনুকূলে হয়।

মঠের অধিকৃত জমীতে অনেকগুলি ভাড়াটিয়া ছিল। শ্রীল গুরুদেব প্রায় এক বৎসর ভাড়াটিয়াগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাদের বাড়ী ছাড়িয়া দিবার জন্য, নতুবা যে মহৎ উদ্দেশ্যে উহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না। ভাড়াটিয়াগণ বাড়ী ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক হইলে গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট আইনজ্ঞগণ বলিলেন এই কলিযুগে অনুরোধের দ্বারা কিছু হইবে না, ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ-মামলা করিতে হইবে। ভাড়াটিয়াগণ বহুবৎসর যাবৎ ভাড়া না দেওয়ায় জবরদখলকারীরূপে থাকায় উচ্ছেদের আশঙ্কা হওয়ায় তাহারা তাহাদের আইনজ্ঞের পরামর্শে মঠের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিয়া ইংজাংশন জারী করেন। মঠকে তখন তাহাদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ-মামলা করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। ১৯৭৫ সালে ডিসেম্বর মাসে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ মামলা দায়ের করা হয়। শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণ মিশ্র, শ্রীনারায়ণ সেন মঠের পক্ষের এড্‌ভোকেট ছিলেন। সাবডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে মঠের অনুকূলে রায় হইলে, উহার বিরুদ্ধে ভাড়াটিয়াগণ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আপীল করেন। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টেও মঠের পক্ষে রায় হয়। ভাড়াটিয়াগণ যে স্বত্বের মামলা করিয়াছিল তাহা মুন্‌সেফকোর্টে অগ্রাহ্য হইলে হাইকোর্টে আপীল হয়। হাইকোর্টেও তাহাদের আপীল নাকচ হইয়া যায়।

ইতোমধ্যে শ্রীল গুরুদেবের পুনঃ পনঃ অনুরোধে স্থানীয় সজ্জন শ্রীভীম পাত্র রাস্তার সম্মুখে একটি কামরা যাহা গুদাম ঘররূপে ব্যবহৃত হইতেছিল, ছাড়িয়া দেন। তাহাতে মঠের সেবকগণ প্রথমে প্রবেশ করতঃ অবস্থান করেন। পরবর্ত্তিকালে উক্ত কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী প্রাঙ্গণস্থ ছোট ঘরটীও ভাড়াটিয়া শ্রীবটকৃষ্ণ পাণ্ডা ছাড়িয়া দিলে পাওয়া যায়।

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাবস্থলীতে প্রবেশানুষ্ঠান ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় প্রথম ঘরটি পাওয়ার পরই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চাসহ সংকীর্ত্তনরত ভক্তবৃন্দকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উক্ত দিবসেই উৎকল, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবস্থান-নির্দ্দেশক বৃহৎ সাইন্‌বোর্ড প্রোথিত করা হয়। অনুষ্ঠানে যোগদানকারী নরনারীগণকে শ্রীজগন্নাথদেবের মিষ্টান্ন মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শাখামঠ স্থাপন উপলক্ষে ২৪ ডিসেম্বর হইতে ২৬ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত

মঠগৃহে দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। ধর্ম্মসভার অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীচিন্তামণি মিশ্র, শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র এম্‌-এল্‌-এ, পুরী-পৌরপ্রতিষ্ঠানের পৌরপ্রধান শ্রীবামদেব মিশ্র। তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন ওড়িষ্যার বাঁকি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ শ্রীল গুরুদেব ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিসহ বুঝাইয়া বলিলে উপস্থিত সকলে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ এড্‌-ভোকেট শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এবং মঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করিতে যাঁহারা বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মহান্তি, শ্রীভাগবত প্রুষ্টী, শ্রীলোকনাথ নায়ক, শ্রীভীমচন্দ্র পাত্র ও তাঁহার পুত্র শ্রীভুবনেশ্বর পাত্র এবং মঠের সেবকগণ।

ভাড়াটীয়াগণের সহিত মামলার শুনানীর দিন শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে প্রায় প্রত্যহই কোর্টে উপস্থিত থাকিতে হইত বেলা ১১টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত। উকীলবাড়ীতেও কতবার যাতায়াত করিতে হইত পদব্রজে বা রিক্সায় তাহার কোনও হিসাব নাই। প্রথম দিকে কতিপয় উকীল এবং বাহিরের লোক সন্ন্যাসীকে কোর্টে দেখিয়া কটাক্ষ করিতেন। কিন্তু পরে বার-লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বাড়ীতে পাঠের জন্য মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার বাড়ীতে কতিপয় এড্‌ভোকেট পাঠ শুনিতে আসিতেন। ক্রমশঃ মামলার মহদুদ্দেশ্যের কথা যখন তাঁহাদের অবগতির বিষয় হইল, তখন তাঁহারা মহারাজকে কোন দিন কোর্টে না দেখিতে পাইলে দুঃখী হইতেন, তাঁহাদের চিত্তের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল। কোন কোন দিন সময়মত কোর্টে উপস্থিত থাকিবার জন্য গৌরবাটসাহীতে রিক্সা না পাইলে মহারাজকে এক-দেড় মাইলপথ পদব্রজে কোর্টে আসিতে হইত। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারীকেও উক্ত কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে মহারাজের সঙ্গে থাকায়।

ভাড়াটীয়াগণ অবস্থানকারী মঠের সেবকগণের প্রতি অত্যাচার ও ভয় প্রদর্শন আরম্ভ করিলে সেক্রেটারী তীর্থ মহারাজকে বহুবার পুলীশ অফিসারগণের নিকট যাইয়া আবেদন পত্র পেশ করিতে হইয়াছে তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্য। উকীলদের সময় না থাকায় নিজেই দরখাস্ত লিখিয়া পেশ করিতেন। কোন কার্য্যই সহজে সম্পন্ন হয় না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ সেবকগণের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠা পরীক্ষা করেন।

মঠের কোনও কোনও সেবককে কোর্টে উপস্থিত থাকিতে বলিলে ১।২ দিন থাকিয়া পরে আর আসিতেন না। তন্মধ্যে কোনও সেবক এইরূপও বলিয়াছিলেন সাধুর পক্ষে কোর্টে থাকা উচিত নহে, উহা হরিভক্তির প্রতিকূল। কিন্তু গুরুদেবের আজ্ঞা সর্ব্বোপরি, তাহার জন্য নিজের কষ্ট বা অপমানকে গণনা করা ঠিক নহে। যখন সেই সেবাটা পাওয়া গেল, যাঁহারা নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার উচ্চ প্রশংসায় মুখর হইলেন, বিচিত্র জগৎ।

সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী গৌরবাটসাহিতে পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের সংস্থাপিত শ্রীচৈতন্য আশ্রমে থাকাকালেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবস্থানের সেবা প্রাপ্তি হয়। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ সন্ত গোস্বামী মহারাজ তাঁহার গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাবস্থানের উদ্ধার সাধনের জন্য যতদিন প্রয়োজন হয়, ততদিন তাঁহার আশ্রমেই চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকগণকে থাকিয়া যত্ন করিতে আনন্দের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলেন। তদবধি ১৯৭৩ সাল হইতে ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ যখনই পুরীতে আসিতেন শ্রীচৈতন্য আশ্রমে অবস্থান করিতেন, তাঁহার মুখ্য সহায়করূপে ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী। প্রথমদিকে শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারীও কিছুদিন ছিলেন। তৎপরে ক্রমানুসারে কিছুদিন করিয়া শ্রীমুকুন্দবিনোদ

ব্রহ্মচারী, শ্রীসুবলসখা প্রভু, শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস (নরেন) ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী স্থায়িভাবে থাকিয়া শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজের সহিত ভুবনেশ্বর, কটকে বহুবার গমনাগমন করিয়াছেন, তজ্জন্য অনিয়ম ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। ভুবনেশ্বরে দুধওয়ালা ধর্ম্মশালায়, কখনও ডালমিয়া ধর্ম্মশালায়, কখনও বা বিড়লা অতিথিভবনে এবং কটকে বাঁকাবাজারে সন্তোষভবনে এবং কখনও বা শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে অবস্থান করা হইত।

ইং ১৯৭৩ (১৩৮০ বঙ্গাব্দ), ইং ১৯৭৪ (১৩৮১ বঙ্গাব্দ), ইং ১৯৭৬ (১৩৮৩ বঙ্গাব্দে) শ্রীপুরুষোত্তমধামে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীউর্জ্জব্রত, শ্রীদামোদরব্রত বা শ্রীনিয়মসেবা বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। কলিকাতানিবাসী শ্রীশিবপ্রসাদ বাগাড়িয়ার সৌজন্যে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী গ্র্যাণ্ড রোডের পার্শ্বস্থ বাগাড়িয়া ধর্ম্মশালায় সাধুগণ ও ভক্তগণ সুখে অবস্থান করিয়া ব্রত পালন করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের সন্নিকটে ও গোপবন্ধুর প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে সভামণ্ডপে পুরীধামস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসম্মেলনে ১৯৭৩, ১৯৭৪ ও ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পাটনা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীহরিহর মহাপাত্র, পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, কটক হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীবালকৃষ্ণ পাত্র, সমাজ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধানাথ রথ, বাঁকি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায়, পুরী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীবামদেব মিশ্র, পদ্মশ্রী শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা, ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের আইনমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ বিশোয়াল, ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের স্বাস্থ্য ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ রথ, শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, পুরীর জেলাধীশ শ্রীঅমূল্যরতন নন্দ, এড্‌ভোকেট শ্রীনারায়ণ মিশ্র। কার্ত্তিকব্রতে এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানকালে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য আশ্রমে না থাকিয়া বাগাড়িয়া ধর্ম্মশালায় সেবা-সৌকর্য্যার্থে অবস্থান করিতেন। শ্রীচৈতন্য আশ্রমের তত্ত্বাবধায়করূপে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের শিষ্যা বৃদ্ধাবস্থাতেও নিষ্ঠার সহিত আশ্রমের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি ভক্তগণের নিকট 'পিসীমা' বা 'শৈলদি' নামে পরিচিতা ছিলেন। পিসীমার স্নেহের কথা ভুলা যায় না। শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব স্থানের গ্র্যাণ্ড রোডের পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষটী পাওয়ার পর তথায় সেবকরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন বনচারী, শ্রীযশোদানন্দন দাস, শ্রীসুরেশ দাস। শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী কিছুদিনের জন্য ছিলেন। একটী কক্ষেরই অর্দ্ধেক স্থানে বাসনপত্র, রন্ধনের দ্রব্য, অর্দ্ধেক স্থানে সেবকগণ কষ্ট করিয়া অবস্থান করিতেন। ১৯৭৬ সনে শ্রীদামোদরব্রতকালে কলিকাতা মঠ হইতে ১৯৭৪ সনে আনীত ও শ্রীচৈতন্য আশ্রমে সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ ছোট বিগ্রহগণের সেবা গ্র্যাণ্ড রোডস্থ শ্রীমঠে ক্ষুদ্র গৃহে সেবিত হইতে থাকিলে শ্রীনারায়ণ দাস (নরেন) প্রত্যহ সাইকেল করিয়া গ্র্যাণ্ড রোড হইতে প্রসাদ লইয়া শ্রীচৈতন্য আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিতেন। কলিকাতার শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ ছোট বিগ্রহগণের সেবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠকে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

ভাড়াটীয়াগণের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি শ্রীরঙ্গলাল পাটোয়ারী সম্মুখের দ্বিতলের তিনটী কামরা ছাড়িয়া দিলে ভাড়াটীয়াগণের নৈতিক বল নষ্ট হইয়া যায়। ক্রমশঃ ভাড়াটীয়াগণ ১৯৭৭ এর শেষে ১৯৭৮ এর প্রথম দিকে এক এক করিয়া ঘর ছাড়িয়া দিতে থাকে। শ্রীনারায়ণ সাহু কিছুদিন ছিলেন। তাঁহার পরিজনবর্গ বেশী থাকায় তাঁহার দখল ছাড়িতে বিলম্ব ও অসুবিধা হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রপন্ন দণ্ডী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া সুরাহা করিয়াছিলেন। স্থানীয় উকিলগণ বলিলেন উচ্ছেদের আদেশ ও ঘর দখলের আদেশের পরও

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু .. .. ..
(৪) গীতাবলী .. .. ..
(৫) গীতমালা .. .. ..
(৬) জৈবধর্ম্ম .. .. ..
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত .. .. ..
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি .. .. ..
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য .. .. ..
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ—৮ম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৪০২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন ১৪০২
২৪ পদ্মনাভ, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, মঙ্গলবার, ৩ অক্টোবর ১৯৯৫ { ৮ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

ধামসেবা

প্রভুপাদের শ্রীহস্তে মালিকা ; পাইচারী করিতে করিতে প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন ;—

"ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব'ল্‌তেন, রাজমিস্ত্রীর কাজ অগ্রসর হ'তে দেখ্‌লে তাঁর কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়। রাজমিস্ত্রীগণ কাজ ক'র্‌তে থাক্‌লে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরমোৎসাহে মালিকা হস্তে মিস্ত্রীগণের কার্য্য দর্শন করতেন। তাঁ'র স্থপতিকার্য্য ও গৃহনির্ম্মাণের প্রতি এ রকম উৎসাহ দেখে আধ্যক্ষিক বিচারপর কেহ কেহ রহস্য ক'রে বলতেন, ইনি বিচারবিভাগে অবস্থিত না হয়ে পূর্ত্তবিভাগে থাক্‌লেই ভাল হ'ত। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব'ল্‌তেন ভগবদ্ভক্তগণের ভজন-স্থান-নির্ম্মাণ দর্শনে নিজের ভজনে স্পৃহা বৃদ্ধি হয়—ভজনকারী ভক্তগণের সেবা কর্‌বার জন্য চিত্ত ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। ইট, চূণ, শুরকি প্রভৃতি কৃষ্ণসেবায় অযুক্ত ব্যক্তিগণের কাছে জড় ও নিজভোগ্য বস্তু ব'লে বিবেচিত হ'লেও যাঁরা সমস্ত বস্তু কৃষ্ণসেবায় নির্ব্বন্ধ ক'রেছেন, সেই সততযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট সেগুলি ভগবৎসেবার উদ্দীপন-অবলম্বন-স্বরূপ। ইট, চুণ, শুরকি প্রভৃতি তাঁদের বিষ্ণুবৈষ্ণব দর্শনের আবরণরূপা হতে পারে না। বরং তারা আরও অধিকতরভাবে বিষ্ণুস্মৃতির উদ্দীপনা ক'রে দেয়, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীধামে বৈষ্ণবগণের ভজনজন্য বাসজন্য স্থান নির্ম্মাণ ও ধামোৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা বৈষ্ণবসেবায় বিশেষ উৎসাহ-বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি ব'লতেন, ধামোৎপন্ন দ্রব্য, জল, বায়ু সকলই কৃষ্ণসেবার প্রবৃত্তিতে Fully Saturated—ঐ সকল বস্তুর সেবা ক'র্‌লে তাঁদের কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তির ভাগ পাওয়া যায়।"

* * *

প্রভুপাদ আরও বলিলেন—এই "স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের Health ভাল রাখা না রাখার কথা হ'চ্ছে

না—সেটাত' ভোগ। আত্মার health উদ্বোধন ক'রতে হ'বে। আত্মার স্বাস্থ্য হ'চ্ছে কৃষ্ণসেবা প্রবণতা আর অনাত্মার স্বাস্থ্য হ'চ্ছে ভোগপ্রবণতা বা কর্ম্ম, জ্ঞান, অন্যাভিলাষ। ধামের সেবা ক'রতে হবে, ধামের বস্তু ভোগ ক'রবার চেষ্টায় ধামাপরাধ ক'র্তে হবে না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যে কি রকম ধামসেবার প্রবৃত্তি ছিল, তা' সাধারণ কর্ম্মি-সম্প্রদায় বুঝ্তে পারবেন না।"

শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ

"কোন ব্যক্তি প্রাকৃত অর্থদ্বারা প্রাকৃত প্রতিষ্ঠার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ ক'রেছেন—ওটাও এক প্রকার কর্ম্মমার্গ। চেতনের বৃত্তি-দ্বারা মন্ত্রের মন্দির নির্ম্মাণ-দ্বারা মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রতে হ'বে। জড়প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি কাজ করেন, জন্ম-জন্মান্তরের পরে তাঁর (শুদ্ধভক্ত্যুন্মুখী) সুকৃতি উৎপন্ন হ'তে পার্বে। প্রতিষ্ঠা দুই প্রকার—piety-প্রতিষ্ঠা ও notoriety-প্রতিষ্ঠা।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

"ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইদানীন্তন খুব চৈতন্যভাগবত প'ড়তে ব'লতেন। এমন কি, চরিতামৃত না প'ড়েও চৈতন্যভাগবত আলোচনা ক'রতে ব'ল্তেন— তিনি ব'ল্তেন, চৈতন্যভাগবতে সমস্ত শুদ্ধভক্তির কথা আছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্মের নিকট যিনি নিষ্কপটে র'য়েছেন তিনিই বুঝ্তেন যে, তিনি কি সকল কথা ব'ল্তেন—অপরে 'আমি শিষ্য', কি 'আত্মীয় স্বজন' মাত্র মনে ক'রে দূর হ'তে দণ্ডবৎ ক'রে যেতেন। তাঁরা তাঁর কথা কিছুই বুঝ্তে পারেন নাই।"

প্রভুপাদ বলিতেন—"এক এক জনকে হরিকথা ব'লতে হ'লে দুইশত গ্যালন রক্ত নষ্ট না ক'র্লে তাঁ'দের কোন impressionই হয় না—অনেকের আবার তাতেও কিছুই হয় না—তথাপি আমরা হরিকথা ব'ল্তে প্রস্তুত আছি। জগতে হরিকথার বড় দুর্ভিক্ষ—বড় দুর্ভিক্ষ!"

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

"অনন্তকোটী জীবন বেদান্ত প'ড়ে মুক্তি হবে না —অনন্তকাল নাক টাক টিপে দশ বিশ হাত উঁচু হ'তে পার্লে কোনও মঙ্গল হবে না—যিনি নিজে শ্রীমদ্ভাগবত—এমন ব্যক্তির মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শুন্‌লে জগতের সকল জীবের মঙ্গল হ'বে। পৃথিবীর সমস্ত পুস্তক যদি অগ্নিতে ভস্মসাৎ হ'য়ে যায়, তা'তেও কোন ক্ষতি হয় না—যদি একটি মাত্র গ্রন্থ থাকেন—শ্রীমদ্ভাগবত। হাজার হাজার বিদ্যাপীঠ সব উঠে গেলে কোন অসুবিধা হ'বে না—যদি একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের পঠন-পাঠন থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য— মায়ার কি খেলা, সেই পুস্তকখানা নিয়েই যত ব্যবসায়! গৌরসুন্দরের কথার ঠিক উল্টো পথে জগতের স্বাভাবিক গতি। * * * বহু লোককে ব'ল্লাম শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার কর—অসংখ্য লোক ভাগবত-প্রচারের বিরোধী ভাগবত-প্রচারের পরম শত্রু। আমি এখন একা নই, বহু লোক হ'য়েছে, তা'তে বহু শত্রুও হ'য়েছে। অসংখ্য শত্রু হ'য়েছে— তথাপি সেই শত্রুদের মঙ্গল হ'ক—সত্যকথা প্রচারিত হ'ক—এ'টাই আমার সঙ্কল্প।"

(ক্রমশঃ)

তত্ত্বসূত্র—সম্বন্ধ প্রকরণম্

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

জ্ঞানান্মুক্তিঃ জ্ঞানাদ্বন্ধশ্চ ॥ ৩৭ ॥

তত্র জ্ঞানাদাস্তিক্য জ্ঞানাদীশ্বরতত্ত্বজ্ঞানাদিত্যর্থঃ মুক্তিঃ বন্ধনমুক্তিঃ, জ্ঞানাৎ বিষয় জ্ঞানাশুষ্কজ্ঞানাচ্চ বন্ধঃ সংসার বন্ধনং ভবতীত্যর্থঃ ; সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ইতি জ্ঞানস্য বন্ধকত্বং শ্রীভগবতোক্তং।

(জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয় এই সিদ্ধান্ত-ঘোষ দ্বারা জাগ্রত হইয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে,

জ্ঞানদ্বারাই যখন মুক্তিলাভ হয়, তখন জ্ঞানের সহিত আস্তিক্য পদ কিজন্য ব্যবহৃত হইয়াছে? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,—জ্ঞানদ্বারা মুক্তি যেমন হয়, জ্ঞানদ্বারা বন্ধনও হয়। জ্ঞান যদি আস্তিক্যযুক্ত হয়, ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রতিপাদক হয়, তবেই তাহা জীবের মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি-সম্পাদক হয়; নচেৎ বিষয়-জ্ঞান, শুষ্ক-জ্ঞান ইত্যাদিরূপ জ্ঞানসকল কেবল সংসারবন্ধন বর্দ্ধন করে। ইহার প্রমাণ, গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি—প্রকৃতির ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল, প্রকাশকারী ও পাপশূন্য হইলেও ইহাই চৈতন্যস্বরূপ জীবকে জ্ঞানসঙ্গ ও সুখের সঙ্গদ্বারা বদ্ধ করে)।

নিরুপাধি দ্বৈত জ্ঞানদ্বারা জীবের স্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ মুক্তি সিদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞান যখন বিষয়-জ্ঞান অর্থাৎ নাস্তিক সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহা দ্বারা জীবের দৃঢ় বন্ধন হয়—ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত। 'বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী' গ্রন্থে নাস্তিকের সিদ্ধান্ত এই যে, "অহো কুত্র কর্ম্ম, কেন দৃষ্টং, কদা, কেন বা উপার্জ্জিতম্! জন্মান্তর-কৃতমিতি চেৎ তদেব নাস্তি, প্রমাণাভাবাৎ সুখদুঃখাদিকং পুনঃ প্রবাহধর্ম্মতয়া, শরীরিণামনিয়তং। বস্তুতো জগদেতদসদিতি সর্ব্বমিদং ভ্রম এব।" এই প্রকার সিদ্ধান্তের দ্বারা জীবের বন্ধন হয়। ইহাকে কেবল বিষয়-জ্ঞান বলা যায়। সাধারণ পশুদিগেরও এই সিদ্ধান্ত যেহেতু তাহারা পূর্ব্ব ও পর এই দুই অবস্থার আলোচনা করে না এবং তাহাদের কর্ম্মফলের উপলব্ধি নাই, কেবলমাত্র প্রবাহরূপ স্বভাবকে স্বীকার করে অতএব তাহারা কেবল ইন্দ্রিয়সেবায় দিনপাত করতঃ মরণান্তে নিকৃষ্ট অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জীবের সত্ত্বা অস্বীকার করত যাহারা একমাত্র ব্রহ্মে পর্য্যবসান হয়, তাহারা শুষ্ক জ্ঞানী। তাহারা চিদানন্দময় জীবকে এরূপ জ্ঞানজালে আবদ্ধ করে যে কদাচ তাহাদের আর মুক্তি হয় না। সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সংস্পর্শানন্দ অনন্তকাল পর্য্যন্ত সেবন করিয়া যে সকল পুরুষেরা নিরুপাধি হয়, তাহারাই কেবল যথার্থ মুক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। নির্ব্বাণভুক্ পুরুষদিগকে মুক্ত বলা যায় না, যেহেতু তাহারা সত্ত্বগুণের বিকাশরূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়ায় নির্গুণ সুখাস্বাদন করিতে পারে না। তথাহি চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে রামানন্দরায় বাক্যং—

নির্ব্বাণনিম্বফলমেব রসানভিজ্ঞা
শ্চুষ্যন্তু নামরসতত্ত্ববিদো বয়ন্তু।
শ্যামামৃতং মদনমন্থর গোপরামা-
নেত্রাঞ্জলীচুলুকিতাবসিতং পিবামঃ॥

(অরসিক জ্ঞানিগণ নির্ব্বাণ-রূপ নিম্বফল চুষিতে থাকুন। শ্রীনামতত্ত্বরসবিদ্ আমরা কিন্তু,—মদনাবেশে মন্থরগতিবিশিষ্ট গোপরামাগণ নয়ন-কটাক্ষে যে শ্যামরস পান করিয়াছেন, তাহারই অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ পান করিব)।

তত্রৈব পুনশ্চ কে মুক্তাঃ ইতি চৈতন্যদেবস্য প্রশ্নে শ্রীরামানন্দ সারগ্রাহিণা প্রদত্তং—

প্রত্যাসত্তির্হরিচরণয়োঃ সানুরাগেন রাগে
প্রীতিংপ্রেমাতিশয়িনী হরের্ভক্তিযোগেন যোগে।
আস্থা তস্য প্রণয়রভসস্যোপদেহে ন দেহে যেষাং
তে হি প্রকৃতিসরসা হন্ত মুক্তা ন মুক্তাঃ॥

(পুনরায় সেই প্রসঙ্গেই, শ্রীচৈতন্যদেবের, 'মুক্ত কাহারা?' এই প্রশ্নের উত্তররূপে সারগ্রাহী শ্রীরামানন্দরায়ের উত্তর যথা,—শ্রীহরির চরণদ্বয়ে অনুরাগের সহিত যাহাদের নৈকট্য, জড়বিষয়রাগে নহে; নিরতিশয় প্রেমসহকারে হরিভক্তিযোগে যাহাদের প্রীতি, অষ্টাঙ্গযোগে নহে; প্রণয়হর্ষমূর্ত্তি ভগবানের উপদেহে (অঙ্গরাগে) যাহাদের আস্থা, জড়দেহে নহে; তাহারাই সরস-প্রকৃতিযুক্ত প্রকৃত মুক্ত; অন্য মুক্ত ব্যক্তিরা প্রকৃত মুক্ত নহেন)।

অতএব ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিংশতি, একবিংশতি ও দ্বাবিংশতি শ্লোকোক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানকে অতিক্রম করতঃ ঐ অধ্যায়ের চতুঃষষ্ঠি শ্লোক হইতে ব্যাখ্যাত যে নির্গুণ জ্ঞান, তাহা অবলম্বন করিলে রামানন্দরায়োক্ত মুক্তির আবির্ভাব হয় যথা;—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(এক্ষণে তোমাকে সর্ব্বগুহ্যতম ভগবজ্‌জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। গীতাশাস্ত্রে যত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তার মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্য আমি বলিতেছি। আমার ভক্ত হইয়া তুমি আমাকেই চিত্ত অর্পণ কর; সমস্ত কর্ম্মেই আমার এই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের যজন কর। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, ইহা দ্বারা তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দরূপের নিত্য সেবকত্ব লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই এই নির্গুণ ভক্তির উপদেশ করিতেছি। সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্মের নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগতিই গ্রহণ কর এবং আমার প্রীত্যর্থই অখিল চেষ্টা কর। তাহা হইলে সমস্ত প্রকারের পাপ হইতে তোমাকে উদ্ধার করিব)।

এই প্রকার আস্তিক্য জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন যথা,—যুক্ত বৈরাগ্য-মিতি যুক্ত পদোপদানে প্রায়ঃ সূচয়তি।

বৈরাগ্যান্মুক্তিঃ বৈরাগ্যাৎবন্ধশ্চ ॥ ৩৮ ॥

যুক্ত-বৈরাগ্যমিতি যুক্ত পদোপদানেন সূত্রকার-স্যায়মভিপ্রায়ঃ বৈরাগ্যং দ্বিবিধং যুক্তবৈরাগ্যং ফল্গু-বৈরাগ্যঞ্চেতি তত্র যুক্ত বৈরাগ্যং নাম ফলানাসঙ্গেন ঈশ্বরার্পণেনচ সদাচারানুসারেন যথাবিধি শৌচ চরিত্রা-নুষ্ঠানং তস্মাৎ জীবানাং সংসারবন্ধবিমুক্তিঃ অনা-শ্রিত্য কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসি চ যোগিচেত্যাদীনি বহূনি গীতাবাক্যানি দ্রষ্টব্যানি। ফল্গু বৈরাগ্যং তু নীরসং চিত্তকাঠিন্য হেতুভূতং গর্ব্বাতিশয় সম্পাদকং তুচ্ছং মর্কট বৈরাগ্যমিতি ব্যপদিশতি অতএব সংসার দুঃখপ্রদং। ন ত্যাগেন একে অমৃতত্বমানশু ইত্যাদি শ্রুতেঃ স কৃত্বা রাজসং ত্যাগঃ নৈব ত্যাগফলং লভেৎ, মিথ্যাচার স উচ্যতে ইত্যাদি গীতা বচনং।

(বৈরাগ্য পদের সহিত যুক্ত শব্দের যোগদ্বারা সহজে জানা যায় যে বৈরাগ্য, যুক্ত বা উপযুক্ত এক প্রকার, আর অনুপযুক্ত বা ফল্গু অন্য প্রকার। ফলা-কাঙ্ক্ষারহিত সৎকর্ম্ম এবং সদাচার পালন করিয়া ঈশ্বরার্পিত চিত্তবৃত্তিদ্বারা যথাবিধি শৌচাচার, সচ্চরিত্রা-নুষ্ঠান দ্বারা জীবগণের সংসারবন্ধ হইতে বিমুক্তি প্রাপ্ত হয়; শ্রীভগবানের উপদেশে যথা,—নিরগ্নি অর্থা-অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগ করিলেই যে সন্ন্যাসী, এরূপ মনে করিবে না এবং অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র হইয়া দৈহিক চেষ্টাশূন্য হইলেই যে অষ্টাঙ্গ যোগী হয়, তাহাও নয়। কিন্তু কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক যিনি কর্ত্তব্য-কর্ম্মসকল করেন, তাহাকেই 'সন্ন্যাসী' এবং 'যোগী' এই উভয় নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই প্রকারের বহু গীতাবাক্য দৃষ্ট হয়। ফল্গু বৈরাগ্য অত্যন্ত নীরস, চিত্তকাঠিন্যের কারণ, অতিশয় গর্ব্ব উৎপাদন করে এবং তুচ্ছ; ইহা 'মর্কটবৈরাগ্য' আখ্যাদ্বারা সাধুজনকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া কেবল সংসারদুঃখকেই প্রদান করে। শ্রুতির উক্তি অনু-সারেও,—কেবল ত্যাগদ্বারাই কেহই পরমপদ লাভ করে না। গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—নিত্যকর্ম্মের সন্ন্যাস সম্ভব নয়; ভ্রম-ক্রমে যাঁহারা নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ত্যাগই তামসত্যাগ। যিনি নিত্যকর্ম্মকে ক্লেশকর জানিয়া ভয়ের সহিত ত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগই রাজস ত্যাগ; তিনি ইহা দ্বারা ত্যাগের ফল প্রাপ্ত হন না। গীতা তৃতীয়ে,—যাহার চিত্ত শোধিত হয় নাই, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে? সেই ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদয় সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে। অতএব সেই মূঢ়কে 'মিথ্যাচারী' বলা যায়)।

বৈরাগ্য গ্রহণ করিবামাত্র জীবের সংসারমুক্তি হয় এইরূপ একটি বদ্ধমূল বিশ্বাস হইতে অবৈষ্ণব সম্মত ও সহবাসরূপ একটি বৃহদনর্থ উৎপত্তি হই-য়াছে। বৈরাগ্য দুই প্রকার অর্থাৎ যুক্ত ও ফল্গু। কেবলমাত্র বৈরাগ্য কিছু ধারণ করত ভ্রমণ করিবার দ্বারা এক প্রকার ফল্গু বৈরাগ্য আচরিত হয়। ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে প্রকৃত সাধু-দিগের অপমান ও সরলচিত্ত ব্যক্তিদিগের তদনুকরণ দ্বারা অধঃপতন হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু-বাক্যং—

মর্কট বৈরাগী সব বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

(ক্রমশঃ)

অক্রূর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৪০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম অক্রূরের সহিত শীঘ্রই পাপ-নাশিনী যমুনার তটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যমুনার বিশুদ্ধ জল আচমনান্তে পান করিয়া বলদেবের সহিত পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন। অক্রূরও শত্রুভয়ে ভীত হইয়া রামকৃষ্ণকে রথে সমাসীন দেখিয়া যমুনা হ্রদে স্নান করিতে গেলেন। যমুনার হ্রদে জলে নিমগ্ন হইয়া বেদমন্ত্র জপ করিতে থাকিলে জলমধ্যে রামকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। জলমধ্যে রামকৃষ্ণকে দেখিয়া অক্রূর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন রামকৃষ্ণকে রথে দেখিয়া আসিয়াছি, তাঁহারা কি করিয়া এখানে আসিলেন? জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া অক্রূর দেখিলেন রামকৃষ্ণ রথেই উপবিষ্ট আছেন। অক্রূর চিন্তা করিলেন জলমধ্যে যে কৃষ্ণ-বলরামকে দেখিলাম তবে তাহা কি মিথ্যা? এই চিন্তা করিয়া তিনি পুনরায় জলমগ্ন হইলে জল-মধ্যে কৈলাশ পর্ব্বতের ন্যায় বিশাল অনন্তদেবকে দেখিতে পাইলেন; সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অসুরগণ সেই সহস্র মস্তক ও ফণাযুক্ত অনন্তদেবকে স্তব করিতেছেন; তাঁহার মস্তকে কিরীট, শ্রীঅঙ্গে নীল-বসন; সেই অনন্তদেবের ক্রোড়দেশে চতুর্ভুজ নারায়ণ বিরাজিত; সেই চতুর্ভুজ পুরুষের কান্তি নবজলধর-সদৃশ, পরিধানে পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র, নয়নযুগল কমলপত্রের ন্যায় অরুণবর্ণ, অতিশয় সৌম্য প্রকৃতি, মুখমণ্ডল মনোরম ও প্রসন্ন, মধুর হাস্যসমন্বিত দৃষ্টিপাত, ভ্রূযুগল সুরম্য, নাসিকা সমুন্নত, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, বক্ষদেশ শ্রীবৎস-কৌস্তুভমণিদ্বারা বিভূষিত, বনমালাধারী, সুনন্দ-নন্দ প্রমুখ পার্ষদগণ, চতুঃসন-ব্রহ্মা-রুদ্রাদি-মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, প্রহলাদ-নারদ-বসু প্রভৃতি উত্তম ভাগবতগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উত্তম বচনের দ্বারা তাঁহার স্তব করিতেছেন। শ্রী, পুষ্টি, গীঃ প্রভৃতি সকলেই তাঁহার সেবা করিতেছেন। অক্রূর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন এবং পরম ভক্তি-যুক্ত রোমাঞ্চিত কলেবরে, প্রেম গদ্‌গদভাবে, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করতঃ চতুর্ভুজপুরুষের স্তব করিতে লাগিলেন—'সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আপনার নাভি-পদ্ম হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি, পুরুষ এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ আপনারই অঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত।

> 'নৈতে স্বরূপং বিদুরাত্মনস্তে
> হ্যজাদয়োঽনাত্মতয়া গৃহীতাঃ।
> অজোঽনুবদ্ধঃ সগুণৈরজায়া
> গুণাৎ পরং বেদ ন তে স্বরূপম্ ॥'

—ভাঃ ১০।৪০।৩

'(হে ভগবন্,) প্রধান, কালকর্ম্ম প্রভৃতি মায়িক-বস্তু জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অনাত্মবস্তু বলিয়া আত্মস্বরূপ আপনাকে জানিতে পারে না। ব্রহ্মাও মায়ার গুণে আবদ্ধ হইয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই, অন্য ক্ষুদ্র জীবের কথা কি?'

কর্ম্মিগণ যজ্ঞের দ্বারা, জ্ঞানিগণ কর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বক সমাধিলক্ষণ জ্ঞানদ্বারা, যোগিগণ ধ্যান দ্বারা, কেহ কেহ পঞ্চরাত্রাদি বিধানের দ্বারা সেই ভগবানেরই আরাধনা করেন। বিভিন্ন বুদ্ধিযুক্ত অন্য উপাসক-গণের উপাসনা বিষ্ণুতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

> ['যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
> তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥'

—গীতা ৯।২৩

'হে কৌন্তেয়! অন্য দেবতার ভক্ত যাঁহারা শ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়া পূজা করেন তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই পূজা করিয়া থাকেন।' এখানে অবিধি-পূর্ব্বক শব্দের তাৎপর্য্য বুঝিতে বেদব্যাসমুনি শ্রীমদ্‌-ভাগবত-শাস্ত্রে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন। বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, উপশাখার তৃপ্তি হয়, প্রাণে আহার দিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ অচ্যুত শ্রীহরির সেবা করিলে সকলের সেবা হয়। বৃক্ষের মূলে জল না দিয়া শাখা প্রশাখায় দিলে শাখা প্রশাখার তৃপ্তি হয় না। যাঁহারা সর্ব্ব-

যজ্ঞের ভোক্তা কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া অন্য দেবতাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা ভগবতত্ত্ব অবগত নহেন। তাঁহারা অতাত্ত্বিক উপাসনাবশতঃ তত্ত্ব হইতে চ্যুত হন।]

বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া জীবগণ দেহগেহাদিতে অহং-মম বুদ্ধিবশতঃ কর্ম্মমার্গে পরিভ্রমণ করে। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবগণই বিষ্ণুবিমুখতাবশতঃ দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে দেহগেহাদিতে আসক্ত হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণ ভগবচ্চরণে আশ্রয়লাভ করিতে পারে না।

'সোঽহং তবাঙ্‌ঘ্র্যুপগতোঽস্ম্যসতাং দুরাপং
তচ্চাপ্যহং ভবদনুগ্রহ ঈশ মন্যে।
পুংসো ভবেদ্‌যর্হি সংসরণাপবর্গ-
স্ত্বয্যব্জনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ ॥'
—ভাঃ ১০।৪০।২৮

'হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, তাদৃশ আমি যে অদ্য অসাধুজনের দুষ্প্রাপ্য ভবদীয় পাদপদ্ম আশ্রয়রূপে লাভ করিয়াছি, তাহাও আপনার অনুগ্রহই মনে করিতেছি। হে দেব, যৎকালে জীবের সংসার-দশার অবসান হয় তৎকালেই সৎসেবাদ্বারা আপনার প্রতি মতি জন্মিয়া থাকে।'

যমুনাস্নানে আশ্চর্য্য কিছু দেখিয়াছেন কিনা শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করিলে অক্রূর বলিলেন, যাহা কিছু আশ্চর্য্য তাহা সমস্ত শ্রীকৃষ্ণেই বিদ্যমান, তাঁহাকে দর্শনের পর দর্শনের আর কিছু বাকি থাকে না। অক্রূর রথ পরিচালনাপূর্ব্বক অপরাহ্নে রামকৃষ্ণসহ মথুরায় উপস্থিত হইলেন। নন্দমহারাজাদি গোপগণ তৎপূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অক্রূরের ইচ্ছা কৃষ্ণকে নিজগৃহে লইয়া যাইবেন। শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের গৃহে যাইবেন না, কংস বধের পর যাইবেন, এইরূপ বলিলে অক্রূর দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়া গৃহে যাইয়া কংসকে রামকৃষ্ণের আগমন সংবাদ দিলেন।

[অতঃপর রামকৃষ্ণের মল্লক্রীড়ার জন্য রঙ্গালয়ে প্রবেশ, কুবলয়াপীড় হস্তী, চাণুর, মুষ্টিক, কংস বধাদির বর্ণন প্রসঙ্গ]

কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ সৈরিন্ধ্রী কুব্জার গৃহে যাইয়া স্বীয় দর্শন সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করিয়া কৃপা করিলেন। কুব্জা শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র অনুলেপনের দ্বারা সজ্জিত করিয়া, অন্য কোন পুণ্য না করিয়াই, দুর্ল্লভ কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিলেন।

কুব্জাকে কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও উদ্ধবের সহিত অক্রূরের গৃহে গমন করিলেন। অক্রূর প্রত্যুদ্গমন ও প্রণামপূর্ব্বক কৃষ্ণকে উপবেশনের জন্য আসন দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম অক্রূরকে অভিবাদনপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলে অক্রূর রামকৃষ্ণের পূজা করতঃ তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন-বারি মস্তকে ধারণ করিলেন। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বলিলেন—'শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল। ভক্তগণ তাঁহার প্রতি যৎকিঞ্চিৎ সেবাচেষ্টা প্রদর্শন করিলে তিনি তৎবিনিময়ে যথাসর্ব্বস্ব প্রদান করেন, এমন কি ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া নিজেকেও সমর্পণ করেন।' শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের স্তবে প্রীত হইয়া বলিলেন অক্রূর তাঁহাদের পিতৃব্য, সুতরাং তাঁহারা অক্রূরের পাল্য ও কৃপার পাত্র; অক্রূর সাধু ও পরানুগ্রহপরায়ণ; সাধুগণের দর্শনমাত্রই জীব পবিত্র হয়।

অক্রূরের প্রশংসা করতঃ পিতৃহীন পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরীতে কিভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে তথায় যাইতে নিবেদন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের আদেশক্রমে অক্রূর হস্তিনাপুরে যাইয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন। পাণ্ডবগণের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ জানিবার জন্য তিনি কয়েকমাস তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের যশঃ ও খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবগণকে উচ্ছেদ করিবার জন্য যে সকল অসদাচরণ করিয়াছিল বিদুর ও কুন্তীদেবী সে সমস্তই অক্রূরের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। কুন্তীদেবী সাশ্রুনয়নে তাঁহার পিতামাতা, কৃষ্ণ-বলরাম ও অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্রগণকে স্মরণ করেন কিনা এবং শোকগ্রস্ত তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ সান্ত্বনা প্রদান করিবেন কি না অক্রূরের নিকট জানিতে চাহিলেন। অক্রূর কুন্তীদেবীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, তাহার পুত্রগণ ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হওয়ায় অমঙ্গলের কোন আশঙ্কাই নাই,

বরং শীঘ্রই তাহাদের পরম মঙ্গলের সম্ভাবনা। অক্রূর রামকৃষ্ণের আদেশ জ্ঞাপনার্থ বিষমদর্শী ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গেলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—'পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে আপনি রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজনীতির বিধানানুসারে আপনি সমদর্শী হইয়া স্বজন ও প্রজাগণকে পালন করিলে আপনার কীর্ত্তি বিঘোষিত হইবে, মঙ্গল লাভ হইবে। যদি তৎবিপরীত আচরণ করেন, তাহা হইলে ইহলোকে অকীর্ত্তি এবং মৃত্যুর পর নরক প্রাপ্তি ঘটিবে। জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী দেহত্যাগ করে এবং একাকীই নিজকৃত পাপপুণ্যের ফল ভোগ করে। অতএব আত্মস্বরূপজ্ঞান অবগত না হইয়া অজ্ঞানতাবশতঃ পুত্রগণকে পোষ্যজ্ঞান, তাহাদের প্রতি আসক্তি, তাহাদের ভরণপোষণের জন্য অধর্ম্মের আবাহন কর্ত্তব্য নহে। পুত্রবিত্তাদি সবই অনিত্য। তাহাদের দ্বারা আমরা যে স্বার্থসিদ্ধির চিন্তা করি, সেই স্বার্থসিদ্ধির পূর্ব্বেই তাহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। অপূর্ণ মনোরথ ও স্বধর্ম্মবিমুখ জীবগণ মৃত্যুর পরে নরকে প্রবেশ করে। অতএব এই সংসারকে স্বপ্ন ও মায়া জ্ঞানে সংযত জীবন যাপন করতঃ শান্ত ও সমদর্শী হওয়া উচিত।'

ধৃতরাষ্ট্র তদুত্তরে বলিলেন,—'আপনি আমার হিতের জন্য অনেক কিছু উপদেশ করিলেন। কিন্তু আপনার উপদেশগুলি শুনিয়া অমৃতাস্বাদনের ন্যায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। হিতোপদেশগুলি পুত্রস্নেহগ্রস্ত আমার চিত্তে স্থান পাইতেছে না। ভগবানের বিধান লঙ্ঘন করার ক্ষমতা কাহারও নাই। ভগবান্ যে উদ্দেশ্যে যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।' অক্রূর ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সুহৃদ্গণের অনুমতি লইয়া মথুরায় যাইয়া কৃষ্ণ-বলরামের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাঁহাদের নিকট সকল বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিলেন।

সত্যভামার পিতা রাজা সত্রাজিৎ সূর্য্যের নিকট স্যমন্তকমণি লাভ করিয়াছিলেন। স্যমন্তকমণি প্রত্যহ অষ্টভার সোনা প্রসব করে এবং যেখানে থাকে সর্ব্বপ্রকার শুভোদয় হয়। কিন্তু ঘটনাদৃষ্টে দেখা যায় যাঁহারা স্যমন্তকমণি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রায় মৃত্যু হইয়াছে। সত্রাজিতের নিকট স্যমন্তকমণি কৃষ্ণ চাহিলেও সত্রাজিৎ আসক্তিবশতঃ দেন নাই। সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন স্যমন্তকমণি লইয়া জঙ্গলে গেলে সিংহ তাহাকে মারিয়া স্যমন্তকমণি নিজাধিকারে আনে, জাম্বুবান্ সিংহকে মারিয়া স্যমন্তকমণি সংগ্রহ করে। বহুদিন প্রসেন ফিরিয়া না আসায় সত্রাজিৎ কৃষ্ণকে সন্দেহ করায় কৃষ্ণ সত্য ঘটনা দ্বারকাবাসিগণকে জানাইবার জন্য কতিপয় দ্বারকাবাসীকে সঙ্গে লইয়া অন্বেষণে বাহির হইলে জঙ্গলে প্রসেন ও সিংহকে মৃত দেখিলেন। জাম্বুবানের গোঁফায় প্রবেশ করিয়া স্যমন্তকমণি জাম্বুবানের পুত্রের নিকট দেখিতে পাইলেন। জাম্বুবানের সহিত ২৮ দিন যুদ্ধ হওয়ায় প্রতীক্ষমান দ্বারকাবাসিগণ কৃষ্ণ গোঁফা হইতে ফিরিয়া না আসায় দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জাম্বুবান পরে কৃষ্ণকে নিজ ইষ্টদেব জানিয়া কৃষ্ণের পূজা, স্তব-স্তুতি এবং স্যমন্তকমণিসহ নিজকন্যা জাম্বুবতীকে কৃষ্ণের নিকট সমর্পণ করিলেন। কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া সকল বৃত্তান্ত বলিয়া সত্রাজিৎকে স্যমন্তকমণি প্রদান করিলে সত্রাজিৎ রাজা লজ্জিত হইলেন এবং নিজকন্যা সত্যভামাসহ স্যমন্তকমণি কৃষ্ণকে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ সত্যভামাকে গ্রহণ করিলেও, স্যমন্তকমণি সত্রাজিৎকে ফিরাইয়া দিলেন। এমন সময় পাণ্ডবগণের জতুগৃহে অগ্নিদাহের সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কৌলিক ব্যবহার রক্ষার জন্য বলদেবের সহিত হস্তিনাপুরে গেলেন। সেই সুযোগে অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বাকে সত্রাজিতের নিকট হইতে মণি সংগ্রহের জন্য আদেশ দিলেন। অক্রূর ও কৃতবর্ম্মার নিকট স্যমন্তকমণির কথা শুনিয়া ভেদবুদ্ধিগ্রস্ত পাপাত্মা শতধন্বা সত্রাজিৎকে নিদ্রিতাবস্থায় বিনাশ করিয়া মণি লইয়া পলায়ন করিল। পিতার মৃত্যুতে শোকসন্তপ্তা সত্যভামা হস্তিনাপুরে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পিতৃবধ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলদেবসহ দ্বারকায় ফিরিয়া শতধন্বাকে বিনাশ করিতে গেলে শতধন্বা অক্রূরের নিকট মণি রাখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। বলদেবসহ কৃষ্ণ শতধন্বার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিলেও মণি দেখিতে পাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের পারলৌকিক কৃত্য

সম্পন্ন করিলেন। অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বার নিধনবার্ত্তা শুনিয়া দ্বারকা হইতে স্থানান্তরে গেলেন। অক্রূর চলিয়া গেলে দ্বারকায় বিবিধ সন্তাপ ও অমঙ্গলের প্রাদুর্ভাব হয়। পুরবাসিগণ অক্রূরের প্রবাসকেই উহার কারণ নির্ণয় করিলেন। এক সময় কাশীতে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, কাশীরাজ সমাগত অক্রূরের পিতাকে নিজকন্যা প্রদান করিলে বৃষ্টি হয়। পিতৃতুল্য প্রভাবশালী অক্রূরেরও তাদৃশ প্রভাব সম্ভব বিচার করিয়া বৃদ্ধগণ অক্রূরকে দ্বারকায় ফেরৎ আনিতে মনস্থ করিলেন। কৃষ্ণ কিন্তু কেবল অক্রূরের প্রবাসকেই অমঙ্গলের কারণ মনে করেন নাই, মণির অনুপস্থিতিকেই কারণ মনে করিয়াছিলেন। অক্রূরকে ফিরাইয়া আনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যথোচিত পূজা বিধান করিলেন এবং বিবিধ প্রিয়বাক্য দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান করতঃ বলিলেন—'শতধন্বা আপনার নিকট স্যমন্তকমণি রাখিয়াছে, ইহা আমি জানি। সত্রাজিতের পুত্র না হওয়ায়, তাঁহার দৌহিত্র-গণই বিত্তের অধিকারী হইবে। তথাপি স্যমন্তকমণি আপনার নিকটই থাকিবে। কেবলমাত্র বন্ধুগণকে উক্ত মণি দেখান, এই প্রার্থনা।' অক্রূর সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত মণি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণ উহা জ্ঞাতিগণকে দেখাইয়া অক্রূরকে পুনঃ প্রত্যার্পণ করিলেন।—(পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যবাণী (৩৫ বর্ষ) ৭ম সংখ্যা ১৩৭ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে)

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ের বর্ণনায় জ্ঞাত হওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরে রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলে বসুদেবাদি দ্বারকাবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আসিতেছেন শুনিয়া শয়ন, উপবেশন ও ভোজন পরিত্যাগ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং রাজহস্তী অগ্রে করিয়া পুষ্পাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ মন্ত্রপাঠ করিতেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বর্দ্ধনার জন্য, তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন অক্রূরও।

ভগবান্ পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষত্রিয়রাজগণের রক্তসমূহের দ্বারা যে কুরুক্ষেত্রধামে মহাহ্রদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং লোকশিক্ষার্থ ক্ষত্রিয়বধ পাপ হইতে যে কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন সেই পবিত্র কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে পাপ হইতে মুক্তির জন্য যে যাদবগণ সমুপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম অক্রূর।

শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধ ২৪শ অধ্যায়ে ১৬—১৮ শ্লোক পাঠে জানা যায় দেববান্, উপদেব নামক অক্রূরের দুইপুত্র ছিল।

অক্রূরঘাট দর্শনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমবিকার ঃ—

"প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি' রন্ধন করিয়া।
প্রভুরে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া॥
একদিন সেই অক্রূর-ঘাটের উপরে।
বসি' মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসীলোক 'গোলোক' দর্শন কৈল॥
এত বলি' ঝাঁপ দিলা জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৮।১৩৪-১৩৭

'(মহাপ্রভু) তেঁতুল-তলে বসি' করেন নাম-সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি' আসি' করে 'অক্রূরে' ভোজন॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৮।৭৮

অক্রূরতীর্থের মহিমা ঃ—

'দেখ 'শ্রীঅক্রূরতীর্থ'—তীর্থশ্রেষ্ঠ হয়।
সর্ব্বত্র বিদিত কৃষ্ণপ্রিয় অতিশয়॥
কহিব কি ফল—স্নান কৈলে পূর্ণিমাতে।
মুক্ত হয় সংসারে—বিশেষ কার্ত্তিকেতে॥
সর্ব্বতীর্থে স্নান কৈলে যে ফল মিলয়।
অক্রূরতীর্থের স্নানে তাহা প্রাপ্ত হয়॥
সূর্য্যগ্রহণেতে এ তীর্থে যে স্নান করে।
রাজসূয়-অশ্বমেধ-ফল মিলে তারে॥'

—ভঃ রঃ ৫।১৮৫৭-১৮৬০

'অনন্তরমতিশ্রেষ্ঠং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
অক্রূরতীর্থমত্যর্থমস্তি প্রিয়তরং হরেঃ॥
পূর্ণিমায়াং তু যঃ স্নায়াৎ তত্র তীর্থবরে নরঃ।
স মুক্ত এব সংসারাৎ কার্ত্তিক্যান্তু বিশেষতঃ॥'

—সৌরপুরাণ

'অনন্তর শ্রীহরির অতীব প্রিয়, সর্ব্বপাপনাশক অতিশ্রেষ্ঠ অক্রূরতীর্থ বিদ্যমান। যে ব্যক্তি পূর্ণিমাতিথিতে—বিশেষতঃ কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে স্নান করে, সেই সংসার হইতে মুক্ত হয়।'

'তীর্থরাজং হি চাক্রূরং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি সর্ব্বতীর্থাবগাহনাৎ ।।
অক্রূরে চ পুনঃ স্নাত্বা রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ ।।'
—আদিবারাহ

'অক্রূরতীর্থ নিশ্চয়ই সকল তীর্থের রাজা এবং গুহ্যগণের মধ্যে অতিগুহ্য। পুনশ্চ সূর্য্যগ্রহণদিনে মানব অক্রূরতীর্থে স্নান করিয়া রাজসূয় অশ্বমেধের ফল লাভ করে।'

রোপরে, চণ্ডীগড়ে, জলন্ধরে, হোসিয়ারপুরে, লুধিয়ানায় ও দেরাদুনে শ্রীল আচার্য্যদেব
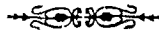
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ উত্তর ভারতের ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ১২ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে ১৪ চৈত্র (১৪০১); ২৯ মার্চ্চ (১৯৯৫) বুধবার যাত্রা করতঃ রোপরে, চণ্ডীগড়ে, জলন্ধরে, হোশিয়ারপুরে, লুধিয়ানায় ও দেরাদুনে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারান্তে বিগত ২৯ বৈশাখ, ১৩ মে শনিবার শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-ব্রতের পূর্ব্বদিবস কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানেই নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা, ধর্ম্ম-সম্মেলন, মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিটী অনুষ্ঠানে নর-নারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন। স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচারভ্রমণ সংবাদ বিশেষভাবে প্রকাশিত হওয়ায় উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রচার হয়।

শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ রোপরে শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিধানসহ অগ্রিম পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে আসেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী (বৃন্দাবন), শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী ও শ্রীকানাইলাল সাহা (আগরতলা)। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজের সহিত শ্রীদীনতারণ দাস ব্রহ্মচারী (গোয়ালপাড়া, আসাম) পূর্ব্বে চণ্ডীগড় মঠে পৌঁছিয়াছিল পার্টীর সহিত যোগ দিতে। পরবর্তিকালে তেজপুর হইতে শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, দেরাদুন হইতে শ্রীতুলসী দাস প্রভু, বৃন্দাবন হইতে শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, নিউদিল্লী হইতে শ্রীযোগেশ, রোপর হইতে শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারী (শ্রীযোগরাজ শেখরী) প্রচার পার্টীতে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ৩১শে মার্চ্চ চণ্ডীগড় রেল ষ্টেশনে কাল্‌কামেলে প্রত্যূষে পৌঁছিয়া একরাত্রি চণ্ডীগড় মঠে অবস্থান করতঃ ১লা এপ্রিল রোপরে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় নরনারীগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সংকীর্ত্তনসহ সম্বর্দ্ধিত হন।

রোপর, (পাঞ্জাব) :—অবস্থিতি—১৭ চৈত্র, ১ এপ্রিল শনিবার হইতে ২১ চৈত্র, ৫ এপ্রিল বুধবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব আহূত হইয়া বিভিন্নদিনে বিভিন্ন সময়ে শ্রীমূলরাজ শর্ম্মা, এডভোকেট শ্রীবিজয়েন্দ্র, শ্রীসুরেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী, শ্রীব্রীজভূষণ কপিলা, কিরতিপুর সাহেবস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে, নূহন কলোনীস্থ শ্রীরামগোপাল শুক্লা, শ্রীজগদীশজী, শ্রীশ্যামলাল মালিক, জ্ঞানী জৈল সিং কলোনীস্থ শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারীর (শ্রীযোগরাজ শেখরির) বাসভবনে সদলবলে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত

পরিবেশন করেন। গান্ধীচৌকস্থ শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে প্রত্যহ অপরাহ্নে ও রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন-দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। ৩ এপ্রিল সোমবার নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় চণ্ডীগড় হইতে ভক্তগণ রিজার্ভ বাসে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীরামগোপাল শুক্লা ও শ্রীযোগরাজ শেখরী মহোৎসবেরও আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়া শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা, উপাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রবণ নাথজী, প্রচারাধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী, শ্রীমূলরাজ শর্ম্মা প্রভৃতি সদস্যগণ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীযোগরাজ শেখ্‌রি, শ্রীকস্তুরীলাল ভরদ্বাজ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে)

চণ্ডীগড় (শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ) ঃ—অবস্থিতি —২২ চৈত্র, ৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ২৮ চৈত্র, ১২ এপ্রিল বুধবার পর্য্যন্ত—(পৃথকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

পুনঃ অবস্থিতি—১৮ বৈশাখ, ২ মে মঙ্গলবার হইতে ২২ বৈশাখ, ৬ মে শনিবার পর্য্যন্ত।

লুধিয়ানা হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টীসহ চণ্ডীগড় মঠে ২রা মে পেঁৗছিয়াছিলেন **শিম্‌লায়** যাইবেন বলিয়া। ৩রা মে পার্টীর অধিকাংশ বাসে শিম্‌লা রওনা হইয়া যান। শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয় এবং একজন ব্রহ্মচারিসহ শিমলায় যাত্রা করিবেন বলিয়া মটরযানে বিছানাপত্রসহ বসিয়াছিলেন, এমন সময় শিম্‌লা হইতে মঠাশ্রিত ভক্তদ্বয় শ্রীসুন্দর গোপাল দাসাধিকারী (শ্রীশক্তি প্রভু) এবং শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাসাধিকারী (এডভোকেট শ্রীওম্‌প্রকাশ গুপ্তা) শিম্‌লায় সার্কের (SAARK) এর প্রতিনিধিগণ আসায় তথায় সাময়িকভাবে সান্ধ্য আইন জারী হওয়ায় ফোনে নিবেদন করেন পূর্ব্বাহ্নে যাত্রা স্থগিত রাখিয়া অপরাহ্নে যাত্রার জন্য। অন্যান্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের শিম্‌লা যাত্রা বাতিল করেন। চণ্ডীগড় শ্রীমঠে রাত্রিতে এবং ২৩ সেক্টরস্থ শ্রীব্রজমোহন দাস এবং ৭ সেক্টরস্থ শ্রীসুরেন্দ্র পাল দাস মহোদয়ের গৃহে অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব শুভ পদার্পণ করতঃ শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনামুখে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী **শিম্‌লা** প্রচারে মুখ্য দায়িত্বে থাকিয়া সুন্দরভাবে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সম্পন্ন করেন এবং গঞ্জ বাজারস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে অবস্থান করতঃ ধর্ম্মসম্মেলনে ভাষণ প্রদান করেন। স্থানীয় মঠাশ্রিত ভক্ত প্রচার-মন্ত্রী শ্রীসুন্দরগোপাল প্রভু ও তাঁহার পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবা প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

জলন্ধর (পাঞ্জাব) ঃ—অবস্থিতি—২৯ চৈত্র (১৪০১) ১৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ৬ বৈশাখ (১৪০২), ২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।

জলন্ধর সহরে প্রতাপবাগস্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধব মন্দিরে দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী বার্ষিক উৎসবে ১৩ই এপ্রিল হইতে ১৫ এপ্রিল পর্য্যন্ত, প্রত্যহ প্রাতে, ১৬ এপ্রিল পূর্ব্বাহ্নে এবং প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, অস্থায়ী যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজও জলন্ধরে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব বিভিন্ন দিনে অপরাহ্নে আহূত হইয়া ধনোওয়ালিস্থিত শ্রীতেজুরাম হোলের বাসভবনে, নিউবিজয়নগরস্থ শ্রীওমপ্রকাশ বাংশালের আলয়ে এবং মাষ্টার তারাসিং নগরস্থ শ্রীরাজকুমার জিণ্ডেলের গৃহে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনামুখে হরিকথা বলেন।

শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে), শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী (শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস), শ্রীবিপিন কুমার আগরওয়াল (শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী), শ্রীরাজকুমার জিণ্ডেল, শ্রীবিজয় কুমার শর্ম্মা

প্রভৃতি মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় বার্ষিক উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

হোশিয়ারপুর, (পাঞ্জাব) ঃ— অবস্থিতি—৭ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল শুক্রবার হইতে ১০ বৈশাখ, ২৪ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত স্থানীয় হরিনগরস্থ শ্রীহরিবাবা মন্দিরে (শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে)।

শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে প্রত্যহ রাত্রিতে এবং ২১ এপ্রিল, ও ২৪ এপ্রিল প্রত্যহ অপরাহ্নে এবং ২৩ এপ্রিল রবিবার পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্নদিনে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ২২ এপ্রিল অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন ও ২৩ এপ্রিল মধ্যাহ্নে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী (শ্রীসুশীল কুমার পরাশর) শ্রীসোমনাথ চীটু (D. F. O), স্বধামগত শ্রীমদনগোপাল আগরওয়াল, শ্রীসতীশ কুমার আগর-ওয়াল, মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মার বাসভবনে বিভিন্নদিনে বিভিন্নসময়ে সদলবলে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন।

শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী, শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন দাসাধি-কারী (বিদ্যাসাগর শর্ম্মা) ও শ্রীঅশ্বিনী কুমার শর্ম্মা মুখ্যভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে যত্ন করিয়া শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

লুধিয়ানা, (পাঞ্জাব) ঃ—অবস্থিতি—১১ বৈশাখ, ২৫ এপ্রিল মঙ্গলবার হইতে ১৭ বৈশাখ, ১লা মে সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দির, নিউমডেল টাউন।

চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী লুধিয়ানা বার্ষিক ধর্ম্ম-সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। ২৫ এপ্রিল হইতে ১লা মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে, ২৬ এপ্রিল হইতে ২৯ এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে এবং ১লা মে শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে ধর্ম্ম-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ প্রাতের অধি-বেশনে এবং রাত্রির বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্য-দেব ভাষণ প্রদান করেন। রাত্রির অধিবেশনে এবং সংকীর্ত্তনসহ শ্রীমন্দির পরিক্রমায় প্রচুর লোক সংঘট্ট হইত। ৩০ এপ্রিল রবিবার প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও ১লা মে সোমবার মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শাস্ত্রী নগরস্থ শ্রীসতীশ জৈন, লাজপতনগরস্থ শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (শ্রীজাইগীর দাস কোচ্চর), আদর্শনগরস্থ শ্রীবাওয়া শর্ম্মা, মডেল টাউনস্থ শ্রীরাকেশ কাপুর, নিউ মডেল টাউনস্থ শ্রীসুনীল ভাটিয়া, গান্ধী-কলোনীস্থ শ্রীনেহালচান্দ অরোরা, সিভিল লাইন কলেজ রোডস্থ শ্রীকমরলাল—শ্রীতীর্থরাজ—শ্রীপ্রেম-সাগর—শ্রীপ্রকাশচান্দের বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সমাভিব্যাহারে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা পরিবেশন করেন। এতদ্ব্যতীত নিউ জনতা নগরস্থ শ্রীমহেন্দ্র কাপুরের বিপণ্যালয়ে এবং সর্দ্দার সুরজিৎ সিংয়ের গৃহেও শ্রীল আচার্য্যদেব শুভ পদার্পণ করেন।

শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী, শ্রীরাকেশ কাপুর, শ্রী-অনিল অরোরা, শ্রীঅনুপ অরোরা ও শ্রীঅরুণ অরোরা প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সেবা প্রচেষ্টায় বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, (দেরাদুন) ঃ—অব-স্থিতি—২৩ বৈশাখ, ৭মে রবিবার হইতে ২৭ বৈশাখ, ১১ মে বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ২টা পর্য্যন্ত।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে ২৪ বৈশাখ, ৮ মে হইতে ২৭ বৈশাখ, ১১ মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং ২৩ বৈশাখ ৭ মে হইতে ২৬ বৈশাখ ১০ মে বুধবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রাবলম্বনে শুদ্ধভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়সমূহের আলোচনামুখে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

২৬ বৈশাখ, ১০ মে বুধবার প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া

বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে পূর্ব্বাহ্নে ৯ টায় মঠে ফিরিয়া আসে। এতদ্ব্যতীত সহরের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া রাজপুর-রোডস্থ শ্রীপুষ্করণাজী, ডি-এল রোডস্থ শ্রীদীপক শর্ম্মা, প্রিয়নগরস্থ শ্রীইন্দ্রেশ কাঠোয়াল, সেবক-আশ্রম-রোডস্থ শ্রীঅশোক ডোবেল, ডি-এল্-রোডস্থ শ্রীনীলাম্বর যোশী, ডি-এল্-রোডস্থ স্বধামগত শ্রীরামচন্দ্র চৌবেজীর গৃহে সদলবলে শুভ পদার্পণ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনামুখে হরিকথা বলেন। ২৫ বৈশাখ, ৯ মে মধ্যাহ্নে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (ছোট), ভক্ত শ্রীজয়গোবিন্দ, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর (হরেশ্বর) সেবা-প্রযত্নে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে শ্রীল আচার্য্যদেব ১১ মে দেরাদুন হইতে শতাব্দি-এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া উক্ত দিবস রাত্রিতে নিউদিল্লী পৌঁছিয়া পরদিন রাজধানী এক্সপ্রেসে কলিকাতা যাত্রা করেন। পার্টির অন্যান্য সকলে দেরাদুন হইতে দুন এক্সপ্রেসে রওনা হন, তাঁহাদের খুবই দুর্ভোগ হয়, ১৪ ঘণ্টা বাদে তাঁহারা কলিকাতায় পৌঁছেন।

চণ্ডীগঢ়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বাষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে, প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে, শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় পশ্চিমাঞ্চল-প্রচারকেন্দ্র চণ্ডীগঢ়স্থ (সেক্টর ২০-বি) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বাষিক উৎসব বিগত ২৩ চৈত্র (১৪০১), ৭ এপ্রিল (১৯৯৫) শুক্রবার শুক্লাসপ্তমীতিথি হইতে ২৭ চৈত্র, ১১ এপ্রিল মঙ্গলবার একাদশী তিথি পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব চণ্ডীগঢ় মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণকে ১৯ চৈত্র (১৩৭৭ বঙ্গাব্দে), ২ এপ্রিল (১৯৭১ খৃষ্টাব্দে) শুক্রবার শুক্লাসপ্তমী শুভবাসরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানেরও প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তদবধি উক্ত শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রতি বৎসর চণ্ডীগঢ় মঠে বাষিক উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে।

৭ এপ্রিল শুক্রবার শুক্লা-সপ্তমী তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা-মহাভিষেক সংকীর্ত্তন-সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ মহাভিষেক কার্য্য সম্পাদন করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে সমবেত সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

৮ এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ বিজয়বিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া ২০, ২১, ১৮, ১৯ সেক্টরসমূহ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন। পাঞ্জাব, হরিয়াণা, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু, দিল্লী, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ হইতে ভক্তগণ এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দেন। ১০ এপ্রিল সন্ধ্যায় পাঞ্জাব রাজ্য সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীনরেশ ঠাকুর মঠ পরিদর্শন ও শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ মঠের প্রচার্য্য-বিষয় সম্বন্ধে শ্রবণ করেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে ব্রিগেডিয়ার পি-এস্ যশপাল, শ্রীপবনকুমার বাংশাল এম্-পি, দৈনিক ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিজয়

শেহগাল, এড্‌ভোকেট শ্রীসত্যপাল জৈন ও হরিয়াণা বিধানসভার স্পিকার শ্রীঈশ্বর সিং। দ্বিতীয় অধিবেশনে মেজর জেনারেল শ্রীরাজেন্দ্র নাথ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও তাঁহার শিক্ষা', 'ভগবদভজনের দ্বারাই জীবগণের নিত্যকল্যাণ সাধিত হয়' 'চরিত্রগঠনে শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ' 'মনুষ্যজীবনে ভক্তির প্রয়োজনীয়তা' 'একমাত্র ভগবদ্‌প্রপত্তিই নিত্যা শান্তি প্রদানে সমর্থ'।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন করেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। এতদ্‌ব্যতীত এই উৎসবে যোগদান করেন শ্রীমায়াপুর হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, বৃন্দাবন হইতে শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, কলিকাতা হইতে শ্রীশচীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, পুরী হইতে শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, দেরাদুন হইতে শ্রীতুলসী দাস প্রভু, পশ্চিমবঙ্গ নদীয়া জেলা হইতে শ্রীগৌরগোপাল দাস ও আগরতলা হইতে শ্রীকানাইলাল সাহা।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ১২ এপ্রিল বুধবার প্রাতে সেক্টর ২০ সি'তে শ্রীশিবদয়ালজীর বাসভবনে এবং সন্ধ্যায় সেক্টর '৩৭ বি'তে এড্‌ভোকেট শ্রীশুকদেবরাজ বক্সির গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

বিশিষ্ট সদস্য শ্রীঅভয়চরণ দাস, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী (ছোট), পূজারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশালগ্রাম বনচারী, শ্রীসনাতন দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীসুভাষ), শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীচক্রপাণি ব্রহ্মচারী (চন্দন), শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাকা প্রভু, শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী, শ্রীজহর চক্রবর্ত্তী, শ্রীদ্বারকানাথ দাস প্রভৃতি শ্রীমঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীভগবান দাস প্রভু, দক্ষিণ গণকগড়ি, সরভোগ, (আসাম) ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্ত দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য বরপেটা জেলার সরভোগ-অঞ্চলে দক্ষিণ গণকগড়িনিবাসী শ্রীভগবান দাস প্রভু (দীক্ষানাম শ্রীভূতাত্মা দাসাধিকারী) বিগত ১৫ ফাল্গুন (১৪০১), ২৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৫) মঙ্গলবার কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিবাসরে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের স্মরণ করিতে করিতে প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় নিজালয়ে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধাম প্রাপ্তিকালে তিনি স্ত্রী, ৭টি কন্যা, ২টি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল স্থানীয় ভক্তগণের উপস্থিতিতে ও সহায়তায় তাঁহার শেষকৃত্য ও পারলৌকিক কৃত্যাদি যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীল গুরুদেবের দীক্ষিত প্রাচীন গৃহস্থ স্থানীয় শিষ্যগণের মধ্যে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রধান সেবকদ্বয়রূপে ছিলেন স্বধামগত শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু (শ্রীঅশ্বিনী কুমার পাঠক) এবং শ্রীভগবান্ দাস প্রভু। তাঁহাদের স্বধাম প্রাপ্তিতে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রায় অভিভাবকশূন্য হইয়া পড়িলেন। ইং ১৯৪৪ সালে শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান দাস প্রভু সরভোগ মঠে ইং ১৯৬৮

খৃষ্টাব্দে শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রিত হন। ইং ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সরভোগ মঠে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীভূতাত্মা দাসাধিকারী নাম প্রাপ্ত হন। তাহার পূর্ব্বনিবাস শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ প্রভুর গৃহের নিকটে কেতকীবাড়ী গ্রামে ছিল। তাহার পূর্ব্বনাম শ্রীভগবান চন্দ্র ঠাকুরিয়া। তাঁহার পিতৃদেবের নাম শ্রীশিবরাম ঠাকুরিয়া। শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু ও শ্রীভগবান্ দাস প্রভু সতীর্থ গুরুভ্রাতারূপে উভয়ের প্রতি উভয়ে বিশেষভাবে প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু যেমন ভাগবতের বহু শ্লোক এবং আসাম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রীশঙ্করদেব, শ্রীমাধবদেব প্রভৃতি আচার্য্যগণের গীতিসমূহ (নাম-ঘোষা) কণ্ঠস্থ ছিল, তদ্রূপ ভগবান দাস প্রভুরও অনেক শ্লোক ও গীতি কণ্ঠস্থ ছিল। সরভোগ সহরে অসমীয়া গোঁসাই ঘরে (মন্দিরে) শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু নিত্য ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি যেদিন যাইতে পারিতেন না, সেদিন ভগবানদাস প্রভু গোঁসাই ঘরে যাইয়া পাঠ করিতেন। অচ্যুতানন্দ প্রভু স্বধাম প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বাধিকরূপে বিরহ-সন্তপ্ত হইয়াছিলেন শ্রীভগবান দাস প্রভু। বস্তুতঃ অচ্যুতানন্দ প্রভুর স্বধাম প্রাপ্তির পর তিনি হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। ১৯৭৩ সালে অচ্যুতানন্দ প্রভু স্বধাম প্রাপ্ত হন। তাহার ২ বৎসর পরেই ভগবান দাস প্রভু চলিয়া গেলেন। সরভোগ মঠের বার্ষিক-উৎসবকালে যখন শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বৈষ্ণবগণসহ যোগদান করিতেন, ভগবানদাস প্রভু বৈষ্ণবগণকে গৃহে আনিয়া প্রীতির সহিত প্রসাদ সেবা করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। তিনি প্রণতি জ্ঞাপনের সময় —'দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥' ভাগবতের একটী শ্লোক উচ্চারণ করতঃ অশ্রু বর্ষণ করিতেন। স্বধাম প্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৪ বৎসর।

শ্রীভগবান দাস প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীঅপ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারী, কোন্নগর (হুগলী) ঃ— নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত শিষ্য শ্রীঅপ্রমেয়দাস ব্রহ্মচারী (পূর্ব্বনাম শ্রীঅমলেন্দু বিকাশ সরকার) বিগত ৮ আষাঢ়, ২৩ জুন শুক্রবার কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে রাত্রি ১০-২৬ মিঃ-এ হুগলী জেলান্তর্গত (স্বধামপ্রাপ্ত) শ্রীললিতকুমার চক্রবর্ত্তির গৃহে চিকিৎসাধীন থাকাকালে স্বধাম প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বাশ্রম সম্বন্ধে শ্রীললিত কুমার চক্রবর্ত্তি অপ্রমেয় প্রভুর ভগ্নীপতি ছিলেন। নবদ্বীপসহরে কোলেরগঞ্জস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে থাকিয়া উক্ত মঠের সেবা-সম্পাদনকালে তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। মঠের সেবকগণকে কষ্ট দিতে অনিচ্ছুক হইয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমে ভগ্নীপতির গৃহে যাইয়া চিকিৎসিত হইতেছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। প্রথম জীবনে সামরিক বিভাগে চাকুরী করিতেন। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই দৈবযোগে তিনি শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন আনুমানিক ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে। তদবধি তিনি ব্রহ্মচার্য্যাশ্রমে থাকিয়া ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি হরিকথা বলিতে পারিতেন এবং ভিক্ষা-সংগ্রহে পারঙ্গত ছিলেন। কিছুদিন পুরীতে কাশীমিশ্র ভবনে থাকিয়াও তিনি উক্ত মঠের সেবার জন্য আনুকূল্য বিধান করিয়াছিলেন। পরে তিনি কোলেরগঞ্জস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে অবস্থান করিতেন।

তাঁহার শেষকৃত্য কোন্নগরে গঙ্গাঘাটে সম্পন্ন হয়। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৩ বৎসর। তাঁহার ভাগ্নেয় শ্রীমণ্টু চক্রবর্ত্তি ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অপ্রমেয় প্রভুর স্বধাম প্রাপ্তি সংবাদ জানাইলে সকলে জানিতে পারেন। স্বধাম প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল। তিনি তাঁহার ভাগিনেয়কে কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে তাহার প্রদত্ত অর্থ দিতে বলেন তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তির পর তাঁহার কল্যাণার্থে বৈষ্ণব সেবার জন্য। ১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই মঙ্গলবার কলিকাতা মঠে বিরহোৎসব সম্পন্ন হয়। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্ত আত্মার নিত্যকল্যাণ বিধানের জন্য করুণাময় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে।

প্রতিষ্ঠানের হায়দরাবাদস্থ দক্ষিণাঞ্চল-প্রচারকেন্দ্রে, নদীয়া জেলায় যশড়া শ্রীপাটস্থ শাখামঠে, পুরীতে গ্র্যাণ্ডরোডস্থ শাখামঠে এবং আগরতলাস্থিত শাখামঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় অন্ধ্র-প্রদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠানের হায়দরাবাদস্থিত দক্ষিণাঞ্চল প্রচারকেন্দ্র শাখামঠের—১৩ জ্যৈষ্ঠ, ২৮ মে (১৯৯৫) রবিবার হইতে ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ৩১ মে বুধবার পর্য্যন্ত; পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলায় যশড়া শ্রীপাটস্থ শাখামঠের—২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২ জুন সোমবার হইতে ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩ জুন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত; পুরীতে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবি-র্ভাবস্থলী গ্র্যাণ্ড রোডস্থ শাখামঠের—১২ আষাঢ়, ২৭ জুন মঙ্গলবার হইতে ১৫ আষাঢ়, ৩০ জুন শুক্রবার পর্য্যন্ত এবং ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাস্থিত শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের—১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই মঙ্গলবার হইতে ২২ আষাঢ়, ৭ জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত বার্ষিক উৎসবসমূহ নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, হায়দরাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ)ঃ অবস্থিতি ঃ—১২ জ্যৈষ্ঠ, ২৭ মে শনিবার হইতে ২১ জ্যৈষ্ঠ, ৫ জুন সোমবার পর্য্যন্ত—দশদিন।

কলিকাতা হইতে 'ফলাকনামা এক্সপ্রেসে' ২৬ মে যাত্রা করতঃ পরদিন অপরাহ্নে হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে পেঁৗছেন—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচী-নন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (শ্রীঅমরেন্দ্র) ও শ্রীগৌরগোপাল দাস। আসামের তিনসুকিয়ার মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী (শ্রী-সতীশ ঘোষ) স্ত্রী-পরিজনবর্গসহ হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে প্রত্যহ প্রাতের অধি-বেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ এবং রাত্রির অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা বলেন। ৩১ মে পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হন যথাক্রমে বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীমুরলিধর শর্ম্মা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের স্বরাষ্ট্র-কারাগার ও দমকল বিভাগের মন্ত্রী শ্রীপি-ইন্দ্র রেড্ডি। 'যুগ-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্য-দেবের অভিভাষণের পর ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীজগদীশ চরণ শর্ম্মা ও শ্রীবেদপ্রকাশ শাস্ত্রী। সভান্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজীউ বিগ্রহগণের ভোগরাগান্তে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীবিগ্রহগণের মহা-ভিষেক সুসম্পন্ন হয়।

২৮ মে রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া পাথরঘাট্টি অঞ্চলের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন।

হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের সেবা-প্রযত্নে মঠের জন্য স্থায়ীভাবে পঞ্চচূড়াযুক্ত সুরম্য রথ নির্ম্মিত হই-য়াছে। মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসন্তোষ কুমার আগর-ওয়াল রথনির্ম্মাণে মুখ্যভাবে আনুকূল্য করিয়া শ্রীল গুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়া-ছেন।

বিভিন্ন দিনে আহূত হইয়া ব্যাঙ্কষ্ট্রীট কোঠিস্থিত

শ্রীরমণিক ভাই, কারবান্ এলাকায় শ্রীরামস্বামী নটরাজ, রেকাবগঞ্জে শ্রীঅশোক কুমার আগরওয়াল, প্যাটেল মার্কেটে শ্রীমদনলাল ডাকোটিয়া, গৌলিপুরায় শ্রীভেঙ্কটেশ্বর রাও, হিমায়েতনগরে শ্রীসত্যনারায়ণজী ও শ্রীসন্তোষ কুমার আগরওয়ালের বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। প্রায় প্রত্যহই মঠে মধ্যাহ্নে স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণ বৈষ্ণবসেবার জন্য আনুকূল্য করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপার ভাজন হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীচন্দ্রাইয়া), শ্রীমধুমঙ্গল দাস, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস (শ্রীকরুণা কর), শ্রীহলধর দাস (পূজারী), শ্রীগোপাল দাস, শ্রীজগৎদাসজী, শ্রীসন্তোষ কুমার আগরওয়াল এবং প্রচারপার্টীর ব্রহ্মচারিগণ—ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবা-প্রযত্নে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া (নদীয়া) ঃ—

শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র মোটর গাড়ীতে ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২ জুন প্রাতঃ ৮-৫০ মিঃ-এ কলিকাতা মঠ হইতে রওনা হইয়া বেলা ১১টা ২০ মিঃ-এ নদীয়া জেলান্তর্গত যশড়া শ্রীপাটস্থ শাখামঠে শুভপদার্পণ করেন। তৎপূর্ব্বে প্রাতে শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ট্রেণযোগে উপনীত হন। উক্ত মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহিরণ্ময় সরকার, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী যশড়া মঠের উৎসবের প্রাক্-ব্যবস্থাদির জন্য পূর্ব্বদিবস পূর্ব্বাহ্নে তথায় আসিয়া পেঁ ৌছিয়াছিলেন।

২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩ জুন মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীজগন্নাথদেব পূজা ভোগরাগের পর সেবকগণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া মেলা-ময়দানস্থ স্নানবেদীতে সংকীর্ত্তনসহ উপনীত হইলে অষ্টোত্তরশত ঘটে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহাভিষেক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে মহাসমারোহে উচ্চ সংকীর্ত্তন-সহযোগে সম্পন্ন হয়। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় মেলায় সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে প্রাতের সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ এবং রাত্রির বিশেষ সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর পূতচরিত্র ও শিক্ষা' এবং 'যশড়ায় শ্রীজগন্নাথদেবের প্রাকট্যলীলা ও স্নানযাত্রা' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

৩০ জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রত্যুষে যশড়া হইতে মেটাডোরযোগে রওনা হইয়া সকলে প্রাতঃ ৭-১০ মিঃ-এ কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী কলিকাতা হইতে যাত্রাকালে মোটরগাড়ী এবং যশড়া হইতে ফিরিবার কালে মেটাডোরের ব্যবস্থা করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রীতির ভাজন হইয়াছেন।

মঠরক্ষক শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীমোহিনীমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপূর্ব্ব দাস, শ্রীভীষ্ম দাস এবং প্রচারপার্টীর শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী প্রভৃতির সেবা-প্রযত্নে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পুরী ঃ—

অবস্থিতি ঃ ৭ আষাঢ়, ২২ জুন বৃহস্পতিবার হইতে ১৫ আষাঢ়, ৩০ জুন শুক্রবার শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিথি পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচাচার্য্যদেব ৬ আষাঢ়, ২১ জুন বুধবার দশমূর্ত্তিসহ কলিকাতা-হাওড়া হইতে শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে (৭টা ১৫ মিঃ) পুরী ষ্টেশনে পেঁ ৌছিলে পুরী মঠের মঠরক্ষক শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীকর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতমাধব দাসাধিকারী (শ্রীলোকনাথ নায়ক), শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারী (শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র মোহান্তি) এবং মঠের অন্যান্য ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। সেই সময় বর্ষা হওয়ায় মঠে পেঁ ৌছিতে কিছু বিলম্ব হয়। শ্রীল আচার্যাদেব সমভিব্যাহারে আগমন করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য

মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীকানাই ব্রহ্মচারী (শ্রীমায়াপুর মঠের)। পরবর্ত্তিকালে কলিকাতা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল দাস অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তগণ সহ, বৃন্দাবন হইতে শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, কুচবিহার—দিনহাটা মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ, ময়ুরভঞ্জ-উদালা (ওড়িষ্যা) মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ আসিয়া পুরীতে পেঁাছিয়াছিলেন।' ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু শত ভক্ত এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

১২ আষাঢ়, ২৭ জুন শনিবার হইতে ১৪ আষাঢ়, ২৯ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সুবৃহৎ নাট্য-মন্দিরে বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীদামোদর পাণ্ডা, পুরী পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীরামদেব মিশ্র এবং ওড়িষ্যার-ভূতপূর্ব্ব অর্থ ও আইনমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র। প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পুরীর শ্রীজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আচার্য্য এবং ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজানকীবল্লভ পট্টনায়ক। প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনের বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন ওড়িষ্যার প্রাক্তন ডেপুটী স্পীকার শ্রীহরিহর বাহিনীপতি এবং শ্রীনারায়ণ মিশ্র এড্ভোকেট।

বক্তব্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'বর্ত্তমান সমাজে ধর্ম্মের উপযোগিতা', 'প্রেমাধীন ভগবান্', 'সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন'।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ এবং শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ১ম ও ২য় অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। ওড়িষ্যার **মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীজানকীবল্লভ পট্টনায়ক** তৃতীয় দিবসে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'শ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। আমি সকলকেই ধন্যবাদ জানাইতেছি। পুরী সর্ব্বোত্তম তীর্থ। ভগবান্ সত্য-

ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন ঃ—বামদিক হইতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজানকীবল্লভ পট্টনায়ক (ভাষণরত), শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র ও শ্রীনারায়ণ মিশ্র।

যুগে বদ্রীনারায়ণরূপে, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্ররূপে, দ্বাপর-যুগে কৃষ্ণরূপে এবং কলিযুগে শ্রীজগন্নাথরূপে প্রকট হইয়া ভক্তগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু আঠারনালা হইতে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চূড়াতে কৃষ্ণ দর্শন করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়া জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতঃ মূর্চ্ছিত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে কৃষ্ণরূপে, শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরকে নববৃন্দাবনরূপে দর্শন করিয়াছেন। পুরী-ধামের সমুন্নতির জন্য বিশেষ কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে। যাত্রিগণের থাকিবার সুবিধা এবং শ্রীজগন্নাথ দর্শনের অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য ওড়িষ্যার রাজ্যসরকারের পক্ষ হইতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা-বলম্বনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং ভারতের বাহির হইতেও পর্য্যটকগণের যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয় তজ্জন্যও বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ভগবানের দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা দ্বারাই ধর্ম্মের জাগরণ হয়। 'হিন্দু' কোন সাম্প্রদায়িক নাম নহে। ভারত-বর্ষে যিনি থাকেন, তিনিই হিন্দু। সিন্ধু হইতে হিন্দু হইয়াছে। পুরীতে সমস্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শুভাগমন করিয়াছেন ও করেন। আজ বিপুল সমাবেশে যোগদান করিতে পারিয়া আমি সুখী হইয়াছি।'

১৫ আষাঢ়, ৩০ জুন শুক্রবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথ দেবের রথ-যাত্রা প্রারম্ভ হয়। বহু লক্ষ দর্শনার্থীর ভীড় হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গান-মুখে ভক্তগণসহ নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির হইয়া প্রথমে বলদেবের রথাগ্রে, তৎপরে সুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন, দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করেন। আগরতলা মঠের পুনর্যাত্রা উৎসবে এবং বার্ষিক-ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবকে উক্ত দিবসই জগন্নাথ এক্সপ্রেসে কলিকাতায় যাত্রা করিতে হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচী-নন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে গমন করেন। ভাটিণ্ডার ওমপ্রকাশ লুম্বা এবং তাঁহার স্ত্রী, বেদপ্রকাশ লুম্বা ও তাঁহার স্ত্রী, শ্রীসুরেন্দ্র পরিজনবর্গসহ এবং জম্মুর শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র একই সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করেন। শ্রীদামোদর পাণ্ডা মহোদয় শ্রীল আচার্য্য-দেবকে তাঁহার গাড়ীতে রেলষ্টেশনে পেঁীছাইবার ব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীদামোদর পাণ্ডা প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি হইয়াও অভিমান শূন্য সাধুজনোচিত প্রকৃতিবিশিষ্ট।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীবন-ওয়ারীলাল সিংহানিয়া রথযাত্রার দিন মঠ হইতে সর্ব্বসাধারণে খিচুরী প্রসাদ বিতরণে আনুকূল্য বিধান করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বৈষ্ণবসেবার জন্য আনুকূল্য বিধান করেন শ্রীমতী কমলা বাঈ (হায়দ্রাবাদ), শ্রীআগরওয়ালাজী (হায়দ্রাবাদ), শ্রীবিষ্ণুচরণ এবং শ্রীবিষ্ণুচরণ প্রভুর ভ্রাতা (কলিকাতা), শ্রীমতী মীরা রায় (গুয়াহাটী), শ্রীবালকৃষ্ণজী আগরওয়াল (নিউ-দিল্লী) এবং চাকদহের মহিলা ভক্তদ্বয়।

মঠরক্ষক শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীযশোদাজীবন বনচারী, শ্রীযশোদানন্দন বনচারী, শ্রীদয়াল দাস, শ্রীরাধানাথ দাস, শ্রীজগদীশ ব্রহ্মচারী (শ্রীজয়দেব কুণ্ডু), শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীরোহিণীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীজানকীবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীমুকুন্দবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতমাধব দাসাধিকারী, প্রভৃতি ত্যক্তা-শ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবা প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ — শ্রীজগন্নাথমন্দির, আগরতলা ঃ অবস্থিতি—১৮আষাঢ়, ৩ জুলাই সোমবার হইতে ২৪ আষাঢ়, ৯ জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমাভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও জম্মুর শ্রীরাস-বিহারী দাস (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র) দমদম বিমানবন্দর হইতে ১৮ আষাঢ়, ৩ জুলাই সোমবার প্রাতের দ্বিতীয় বিমানে যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্নে আগরতলা বিমান-বন্দরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় শতাধিক ভক্ত কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির সহিত বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বা) সস্ত্রীক

প্রথম বিমানে আগরতলা বিমান-বন্দরে পৌঁছিয়া তথায় অপেক্ষমাণ ছিলেন। কএকটী মোটর কার ও একটী রিজার্ভ বাসে সকলে তথা হইতে একত্রে চলিয়া দ্বিপ্রহরে আগরতলা-শ্রীজগন্নাথমন্দিরে আসিয়া উপনীত হন। ভক্তগণ সমস্ত রাস্তা কীর্ত্তন করেন। পুনঃ ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীমঠে ত্রিদণ্ডিযতিত্রয়সহ শ্রীল আচার্য্যদেব সম্পূজিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী রথযাত্রার কএকদিন পূর্ব্বে ১১ আষাঢ়, ২৬ জুন সোমবার আগরতলা মঠে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন প্রাক্‌ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য।

১৫ আষাঢ়, ৩০ জুন শুক্রবার আগরতলা মঠের শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় সরকারের পক্ষ হইতে এই বৎসরও পুলীশব্যাপ্ত শোভা-যাত্রার সম্মুখে ছিল; ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু পুলীশও নিয়োজিত হইয়াছিল। রথাকর্ষণে ও শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে অভূতপূর্ব্ব লোক সংঘট্ট হয়। রাস্তার দুই পার্শ্বে অগণিত নরনারী রথযাত্রা দর্শন করেন। রথযাত্রার দিন আবহাওয়া অনুকূল ছিল।

শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারীর আনুকূল্যে নির্ম্মিত শ্রীমঠের সাধুনিবাসের দ্বিতলের পূর্ব্ব-দক্ষিণপার্শ্বস্থ কক্ষে ৪ জুলাই মঙ্গলবার প্রাতঃ ৬-৩০ টায় শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তনসহ শুভপ্রবেশ করতঃ দ্বারোদ্‌-ঘাটন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে শ্রীমঠে সংকীর্ত্তনভবনে দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতিরূপে বৃত হন ত্রিপুরার রাজ্য সরকারের খাদ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীব্রজগোপাল রায়, ডঃ শ্রীসুমঙ্গল সেন, ত্রিপুরার প্রাক্তন পূর্ত্ত মন্ত্রী শ্রীযতীন্দ্র মোহম মজুমদার ও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযমুনা ধর পাণ্ডে। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথা-ক্রমে ত্রিপুরা সরকারের পুলিশ-উপদেষ্টা শ্রীবি-জে-কে থাম্পি, ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগের প্রাক্তন যুগ্মসচিব শ্রীঅগ্নিকুমার আচার্য্য, মহারাজগঞ্জ বাজার উৎসব কমিটীর সম্পাদক শ্রীঅর্জ্জুন দাস ও ত্রিপুরার রাজ্যপাল মহামান্য শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রসাদ। ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথি হইয়াছিলেন শ্রীঅশোকাঙ্কুর মুখোপাধ্যায়, বার-কাউন্সিলের প্রেসি-ডেণ্ট শ্রীকল্যাণ কুমার ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীএ-কে-মিশ্র ও ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা তিথিবাসরে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন শ্রীমোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার শ্রীউষারঞ্জন গাঙ্গুলী। ধর্ম্মসভার দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য-বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল 'মানবজাতির ঐক্য-বিধানে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান', 'ধর্ম্মানুশীলন শান্তি লাভের বিশেষ উপায়', 'ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়', 'সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন'। **মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয় চতুর্থ অধিবেশনে** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'আজ জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ-দেবের ভক্তগণের মধ্যে এসে আমি খুবই আনন্দ লাভ করেছি। ভগবান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়ে জীবের কল্যাণ বিধান করে থাকেন। গীতা শাস্ত্রে কৃষ্ণের উক্তি 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে অবতীর্ণ হয়ে কাশ্মীর হ'তে কন্যা-কুমারী পর্য্যন্ত স্বয়ং আচরণমুখে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমকেই জীবের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থরূপে নির্ণয় করেছেন। কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির জন্য তিনি নাম-সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বোপরি স্থান দিয়ে-ছেন। কলিযুগে নামসংকীর্ত্তন প্রশস্ত। সকল আচার্য্যগণই এ বিষয়ে জোর দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রকার অধিকারী ব্যক্তির ধর্ম্ম বিভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের আচরণের মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ হবে। আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, আমি

ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশন ঃ---ডানদিক হইতে রাজ্যপাল শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রসাদ (ভাষণরত), শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ও শ্রীযমুনাধর পাণ্ডে।

যেন সেই গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারি, জনসাধারণের হিতের জন্য আমার যোগ্যতা যাতে আমি যথাযথভাবে নিয়োজিত করতে পারি, তদ্বিষয়ে আপনাদের শুভেচ্ছা প্রার্থনা করছি।'

২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই শনিবার শ্রীবলদেব, সুভদ্রা, শ্রীজগন্নাথজীউর পুনর্যাত্রা শ্রীগুণ্ডিচামন্দির হইতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় সংকীর্তনসহ বাহির হইয়া আগরতলার বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা-প্রার্থনামুখে শ্রীল আচার্য্যদেব নৃত্যকীর্তন করিয়া অগ্রসর হইলে মূল কীর্তনীয়ারূপে কীর্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী। ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের অবস্থান কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন হয়। সাংবাদিকগণ বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর দেন। সাংবাদিকগণ সকলকেই মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

বহু ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত-ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সহরের বিভিন্নস্থান হইতে আহূত হইয়া কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ সাহা, ধলেশ্বরস্থ শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, বনমালীপুরস্থ শ্রীগোপাল সাহা, শান্তিপাড়াস্থ শ্রীনিত্যানন্দ পাল ও শ্রীমনোরঞ্জন রায়, জগহরিমুরাস্থিত শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারী (শ্রীশৈলেন্দ্র সাহা), সেণ্ট্রালরোডস্থ শ্রীকৃষ্ণমোহন দাসাধিকারী, কল্যাণীস্থিত শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী, স্বধামগত শ্রীজানকীবল্লভ দাসাধিকারী, টাউন প্রতাপগড়স্থ শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, উজান-অভয়নগরস্থ শ্রীদুর্গাপদ চক্রবর্ত্তীর আলয়ে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথা পরিবেশন করেন। প্রায় প্রত্যেক গৃহেই বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারী ও শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারীর গৃহে মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহু নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু " " "
(৪) গীতাবলী " " "
(৫) গীতমালা " " "
(৬) জৈবধর্ম্ম " " "
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত " " "
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি " " "
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য " " "
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা " " " "
(২৫) দশাবতার " " " "
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

Pin

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৪০২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৫শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক ১৪০২
২৫ দামোদর, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ২ নভেম্বর ১৯৯৫ | ৯ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৫০ পৃষ্ঠার পর]

ভাগবতধর্ম্মই বাস্তব ধর্ম্ম

"জগতের যত লোকের ভোগের যত কথা, তা'তে কোন সত্যি সত্যি ধর্ম্ম নাই—জগতে যত নীতি—যত বাহ্য ধর্ম্ম, তাতে কোনও অকৈতব সত্য নাই, সমস্ত ধর্ম্ম—সমস্ত সত্য একমাত্র মহাপ্রভুর পাদপদ্মে অবস্থিত। লোকে এই কথা শুনে আমাকে 'পাগল' ব'ল্‌বে, বলুক, তা'তে আমার ক্ষতি নাই—আমি সকলের পথ ছেড়ে উল্টো পথে চল্‌ছি লোকে বলুক—আমি এরূপ উল্টো পথেই চ'ল্‌ব। আমি জগতে খুব একটা ধাক্কা পেয়েছি, সুতরাং জগতকে সেরূপ ধাক্কা না দিলে জগতের জড়তা ভাঙ্গবে না, তা'রা শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হ'বে না। 'আমি একজন মহাসত্যবাদী, মহা moralist, মহাপণ্ডিত, দার্শনিক'—আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি যখন হ'য়েছিল, তখন আমি গুরুদেবের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। সেই গুরুদেবকে দেখেছি—তিনি আমাকে দেখে দণ্ডবৎ করতেন। আমার মহাসত্যবাদিতা, নির্ম্মল নৈতিক জীবন, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্যবোধকে যখন তিনি অকিঞ্চিৎকর জেনে ধাক্কা দিলেন, তখন আমি বুঝলাম—যিনি আমার এত ভালকে ধাক্কা দিতে পারেন, তিনি না জানি কত ভাল। গুরুকে দেখেছি মূর্খ, অবরকুল, দরিদ্র !"

"যখন এমন অহঙ্কার হ'য়েছে—আমি গণিতশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত, দর্শনশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, সকাল হ'তে আরম্ভ ক'রে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত যে কোন পণ্ডিত আসুক না কেন, তার কথাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে কেটে দেবো—তখন গুরুদেবের দর্শন পেলাম। তিনি যে ধাক্কা দিলেন, তাতে বুঝতে পারলাম আমার ন্যায় হীন ব্যক্তি আর নাই, এইটীই আমার স্বরূপ। আমার ন্যায় ঘৃণিত ব্যক্তি আর নাই। আজ ২৭।২৮ বৎসর

পূর্ব্বের কথা, আমি যে পাণ্ডিত্য, নৈতিক চরিত্র প্রভৃতি পরম লোভনীয় মনে করেছি, দেখি সেই মহাত্মা সে সকল বস্তুর কোন আমলই দিচ্ছেন না। তখন বুঝলাম এ মহান্ ব্যক্তিতে কি জিনিষই না আছে! তখন বিচার ক'রলাম,—হয় এঁর অত্যন্ত দয়ার পরিমাণ আছে, নয় ইনি অত্যন্ত অহঙ্কারী। আমি একদিন যে ধাক্কা পেয়েছি, তাতে বুঝেছি পৃথিবীর লোককেও সে ধাক্কা না দিলে তাদের চেতনতা হবে না। তাই সকলকে ব'লছি—আমি সকলের চেয়েও — পৃথিবীর যত লোক আছে, সব চেয়ে মূর্খ—তোমরা আমার মত মূর্খ হ'য়ে যেয়ো না। মেপে নেওয়ার কথার মধ্যে তোমরা থেকো না—বৈকুণ্ঠ কথার মধ্যে ঢোক—খুব বড় লোক হ'য়ে যাবে। আমি যাকে পরম মঙ্গল বুঝেছি—তোমাদিগকে সেই মঙ্গলের কথা ব'লছি।"

"১৩১৫ সালে শ্রীচৈতন্যমঠের দক্ষিণ দিকের কুটিরটী দেওয়া হয়, তখন মায়াপুরে ছিলাম। মহাপ্রভুর বাড়ীতে তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের 'শ্রবণং কীর্ত্তনং', 'মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা' শ্লোক ব্যাখ্যা ক'রছি। উকিল বাবু পরেশচন্দ্র দত্ত, রায় বাহাদুর নগেন্দ্র পাল চৌধুরী, বঙ্গবাসীর উপেন্দ্র সিংহের খুল্লতাত প্রভৃতি কয়েকজন এসেছেন, তাঁরা মহাপ্রভুর বাড়ী, চৈতন্যমঠ—সব দর্শন ক'রলেন। আমার পাঠ শুনে নগেন্দ্র বাবু ব'ল্লেন, আমরা এখানেই থাকবো আর আপনার মুখে ভাগবত ব্যাখ্যা শুন্‌বো। এমন ব্যাখ্যা ত কখনই শুনি নাই। তখন 'মতির্ন কৃষ্ণে' শ্লোকটী খুব ব্যাখ্যা ক'রতাম। 'গৃহব্রত' ও 'কৃষ্ণব্রত' এই কথা নিয়ে খুব আলোচনা হ'ত।"

* * * *

"২৩।২৪ বৎসর পূর্ব্বের কথা। একদিন মহাপ্রভুর বাড়ীতে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী তাঁর একজন শিষ্যসহ এসেছিলেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, কৃষ্ণদাস বাবাজীর সেই শিষ্যটী এবং আরও কয়েকজন লোক মহাপ্রভুর বাড়ীতে ভাণ্ডার ঘরের বারান্দায় প্রসাদ পেতে ব'সেছেন। কৃষ্ণদাস বাবাজীও খুব সম্মানটম্মান ক'রে প্রসাদ পেলেন। তাঁর শিষ্য মনে ক'রেছিল, যখন এখানে নেমন্তন্ন খাচ্ছি, তখন বোধ হয় অনেক রকম চর্ব্ব্য চূষ্য খেতে পাবো। সে ব'ল্লে, এরকম মোটা প্রসাদ! ঠাকুরদের জন্য ভাল ভাল প্রসাদ করা আবশ্যক। কৃষ্ণদাস বাবাজী শিষ্যকে বল্লেন, মহাপ্রভুর প্রসাদকে ওরকম ব'ল্‌তে নেই; তখন মোটা চাল ও ধামোৎপন্ন ধুন্দুলের তরকারী ভোগ হ'ত, আর সারাদিন হরিনাম, হরিকথা—এসব হ'ত। জিহ্বার বেগ হ'তেই শিশ্ন বেগ উপস্থিত হয়।

'জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥'

খুব সোজাসুজি প্রসাদ পেতে হ'বে, আর সারাদিন হরিসেবা ক'র্ত্তে হ'বে—হরিনাম ক'র্ত্তে হ'বে।

পাপিষ্ঠ লোক কৃষ্ণ পূজা করে না। স্বল্পবিচারপর লোক কৃষ্ণ পূজা ক'রে থাকেন। আর বুদ্ধিমান্ লোক কৃষ্ণের ভক্তের পূজা ক'রে সত্যি সত্যি কৃষ্ণ পূজা করেন। কৃষ্ণ পূজা করে—'কনিষ্ঠাধিকারী', কৃষ্ণের ভক্তের পূজা করেন—'মধ্যম অধিকারী' ও 'উত্তম ভাগবত'। প্রাকৃত সহজিয়াগণ এ'টা বুঝতে পারে না—তা'রা মনে করে, যে কৃষ্ণের পূজা করে, সেই বুঝি খুব বড়,—এই মনে ক'রে তা'রা নিজকে বৈষ্ণব অভিমান ক'রে—অপরের পূজা নেয়—নিজে বৈষ্ণবের পূজা ছেড়ে দেয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের—শ্রীগোস্বামিগণের কথা শুনেছেন যাঁরা, তাঁরা জানেন, কৃষ্ণের ভক্তের পূজায়ই প্রকৃত কৃষ্ণপূজা হয়। কৃষ্ণভক্তের পূজা ছেড়ে কৃষ্ণ-পূজার ছলনার কোন মূল্য নাই। কৃষ্ণপূজাকারী বা নামভজনকারীর প্রতি পদে পদে অপরাধ সম্ভব। নামভজনকারীর 'সাধু নিন্দা' অপরাধ হ'তে পারে, অপরাধ থাকলে কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণের সেবা হ'ল না। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের পূজাকারীরই প্রকৃত কৃষ্ণপূজা ও নাম হয়। ঠাকুর মহাশয় কতভাবে এসব কথা ব'লেছেন—গোস্বামিগণ কতভাবে এসব কথা জানিয়েছেন—

'ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।'

ঠাকুর মহাশয় নিজের উপর কথাগুলি নিয়ে কিরূপ কঠোরভাবে সহজিয়া সম্প্রদায়কে শাসন ক'রেছেন—

"অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে
কৃপা-ডোর গলায় বাঁধিয়া।

দৈব মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া ॥
অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে
বুলিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে ॥”

* * * *

(ক্রমশঃ)

তত্ত্বসূত্র—সম্বন্ধ প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৫২ পৃষ্ঠার পর]

সমুদায় ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবচিহ্নসকল ধারণ করিয়া যাঁহারা সংসার হইতে দূরীভূত হন, তাহাদের বৈরাগ্যও ফল্গু। তথাহি ভক্তিরসামৃত-সিন্ধৌ শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

(মুমুক্ষুজন-কৃত প্রাকৃত বুদ্ধিতে হরিসম্বন্ধি মহা-প্রসাদাদি বস্তুর যে পরিত্যাগ, তাহাকে ফল্গু বৈরাগ্য কহে; ইহা ভক্তিমার্গে অনুপযোগী। প্রসাদাদি প্রার্থনা না করা এক প্রকার বৈরাগ্য, এবং প্রাপ্ত প্রসা-দের উপেক্ষা অপরাধরূপে পরিগণিত)।

তথাচ গীতায়াং—

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥

তথাচ ভাগবতে একাদশে, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্বাক্যম্।

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥

(শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! সৎসঙ্গ সর্ব্ববিষয়ের আসক্তি-বিনাশক বলিয়া উহা আমাকে যেরূপ বশীভূত করে; যোগ, সাংখ্য, অহিংসাদি সাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপঃ, সন্ন্যাস, যাগাদি ইষ্টকর্ম্ম, কূপখননাদি পূর্ত্তকর্ম্ম, দক্ষিণা, ব্রত, দেব-পূজা, সরহস্য মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম অথবা যম—এ সকল তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।)

অতএব অভক্তিপর বৈরাগ্য নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, কিন্তু যুক্ত বৈরাগ্যই প্রত্যাহারসাধক জানিতে হইবে। সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিষ্কামরূপে সাধন করার নাম যুক্ত বৈরাগ্য। তথাহি গীতায়াং।

কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুনঃ।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥
ন হি দেহভৃতাং শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥

পুনশ্চ তত্রৈব বিধীয়তে—

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥

(হে অর্জ্জুন, যিনি কর্ত্তব্যবোধে নিত্য কর্ম্ম অনু-ষ্ঠান করেন এবং সেই কর্ম্মের আসক্তি ও ফল পরি-ত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগই সাত্ত্বিক। দেহধারী জীবের সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ সম্ভব নয়। অতএব যিনি সমস্ত কর্ম্মফল ত্যাগী, তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী। পুনশ্চ,—যোগ ও ক্ষেম লাভের আশয়-শূন্য ও নিজা-নন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া যিনি কর্ম্মফলাসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্মে অভিপ্রবৃত্ত হন, তিনি সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না। তিনি স্বীয় শরীর ও চিত্তকে বুদ্ধির অধীন রাখিয়া, ফলাশা ও সমস্ত পরিগ্রহ অর্থাৎ সংগ্রহ-চেষ্টাতিশয্য ত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র শরীর যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার কর্ম্ম-জনিত পাপ বা পুণ্য কিছুই হয় না।)

অতএব দেহযাত্রা সম্যক্ নির্ব্বাহের যে সকল প্রয়োজনীয় কর্ম্ম, তাহা বৈরাগ্যেরই অঙ্গ যেহেতু তাহারা প্রত্যাহারের সাধক, কদাপি বাধক হয় না।

অতএব গীতায়াং—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥

(নিয়মিত আহার-বিহারকারী, কর্ম্মসমূহে নিয়ত চেষ্টাবিশিষ্ট, পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণকারী ব্যক্তির যোগ দুঃখহরণকারী হয়। যখন সাধকের চিত্তবৃত্তি জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ করে এবং অপ্রাকৃত বিশেষ-সমূহে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হয়, তখন সেই পুরুষ সমস্ত জড়কামশূন্য হইয়া যোগযুক্ত হইয়া পড়ে)।

অপিচ তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই অখিল কর্ম্মের উদ্দেশ্য। বিষয়াসক্তির দ্বারা এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে এজন্য বৈরাগ্যকে শ্রেয় বলা হইয়াছে। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসারূপ পরানুশীলনের বৈরাগ্যরূপ প্রত্যাহারই একমাত্র সহচর। দেহধারী পুরুষদিগের পক্ষে বৈরাগ্য ব্যতীত পরানুশীলন নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু গাঢ় বিবেচনা করিলে শরীর থাকা সত্ত্বে কর্ম্মের অভাব হইতে পারে না। যদিও অভ্যাসের দ্বারা অনেক কর্ম্মের সংক্ষেপ করা যায় সত্য, কিন্তু ঐ অভ্যাসে যে কাল বিগত হয়, তাহা স্বল্প নহে, অতএব কর্ম্ম সংক্ষেপের জন্য অভ্যাসের দ্বারা কালাতিপাত না করিয়া কেবল শারীরিক কর্ম্ম নির্ব্বাহপূর্ব্বক তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় জীবন ব্যয় করা কর্ত্তব্য ; এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সারগ্রাহী চূড়ামণি সূত কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যথা,—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥

(শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদিকে বলিলেন,— উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যখন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ উৎপন্ন না করিতে পারে, তখন কেবল পরিশ্রম মাত্রই তাহার ফল হয়। ত্রিবর্গ-জনিত লৌকিক ধর্ম্ম (পুণ্যকর্ম্ম) অর্থ ও কামকে উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হয়। আপবর্গ্যধর্ম্ম ত্রিবর্গ দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। আপবর্গ্য ধর্ম্মের অর্থ গৃহীত হইয়া কামলাভের জন্যই হয় না। ধর্ম্মে যে অর্থ হয় তাহাতে কাম লাভ হয় বটে, কিন্তু কামেই ধর্ম্মের একান্ত পর্য্যবসান নয়। কাম যে ইন্দ্রিয় প্রীতিরূপ ত্রৈবগিক ধর্ম্মের ফল, তাহা অপবর্গ ধর্ম্মে নাই। আপবর্গ্য-ধর্ম্মে অর্থ কামকে দেয় বটে, কিন্তু সে কাম কেবল জীবনযাত্রার উপযোগী মাত্র। কামভোগ চরম নয়। ইন্দ্রিয়প্রীতির অনুসন্ধান এই ধর্ম্মে নাই। নিষ্পাপভাবে সহজে জীবন নির্ব্বাহিত হইয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য যে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, তাহা সম্পাদিত হওয়াই আপবর্গ্য ধর্ম্মের তাৎপর্য্য। কর্ম্মকাণ্ড যাহাকে অর্থ বলে, তাহা এই ধর্ম্মের অর্থ নয়।

আহার, নিদ্রা, বিহার, শয়ন, ভ্রমণ প্রভৃতি যত-প্রকার শারীরিক অভাব আছে, ঐ সকলকে ন্যায্য উপায়ের দ্বারা বিশেষরূপে নিয়মিত করিলে পরানু-শীলনের বিশেষ সাবকাশ হয়। এই নিয়মকেই যুক্ত-বৈরাগ্য কহা যায়, অতএব ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী কহিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

(অনাসক্ত হইয়া ভক্তির অনুকূলে যথোপযুক্ত বিষয়ভোগ করতঃ কৃষ্ণসম্বন্ধী মহাপ্রসাদ-মাল্যচন্দ-নাদি বস্তুতে যে আগ্রহ হয়, তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে, ইহাই ভক্তিপ্রবেশযোগ্য অথবা ভক্তির সহচর, উপযুক্ত বৈরাগ্য)।

এ প্রকার বিবেচনা করিলে একপত্নীব্রত, অনা-লস্য, যুক্তাহার, যুক্ত নিদ্রাবান্, যুক্তগন্ধসেবী, যুক্ত-বাক্, সৎকথাশ্রবণশীল, যুক্তাশ্রমী এবং পরানুরাগ-ব্যাকুল গৃহস্থপুরুষেরাই যথার্থ বৈরাগী ও মুক্ত। তদতিরিক্ত কোন শ্রেণীর যুক্তবৈরাগ্য দৃষ্ট হয় না। এই প্রকার যুক্ত বৈরাগ্যের দ্বারাই প্রত্যাহার সুসম্পন্ন হয়। এ স্থলে আশঙ্কা এই যে, যদি প্রত্যাহার অসম্পন্ন হয়, অর্থাৎ প্রত্যাহারের যত্ন না করিয়া যদি কেহ কেহ কেবল পরানুশীলনই করে, তাহার কি ফল হইবে, ইহার সমাধানার্থ পরবর্ত্তী সূত্র হইল।

নন্বেবমুক্তস্য ক্রমস্য ভঙ্গে বৈপরীত্যেচ অনিষ্ট-মেবস্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য সূত্রয়তি,—

প্রত্যাহারাসম্পত্তেঃ পরভক্ত্যসিদ্ধাবপি নাধঃপতনম্ ।।৩৯

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যাহারো যদ্যসম্পন্নঃ স্যাৎ তদা পরাভক্তির্নসিদ্ধতি তথাপি নাধঃপতনং ভক্তানাং ভক্তেশ্চ কর্ম্মাপূর্ত্তো কর্ম্মজড়নামিব অধঃপতনং জন্মনা অবস্থায়া বা ন্যূনত্বং ন স্যাৎ। ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতীতি গীতা বচনাৎ।

(পরানুশীলন প্রত্যাহারযুক্ত হইলেই ভক্তিপথে সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু এই সাধনে যদি কাহারও ক্রমভঙ্গ হয়, তাহারা কি বায়ুচালিত ছিন্ন-মেঘের ন্যায় অনিষ্টপ্রাপ্ত হয় না? এই আশঙ্কার সমাধানার্থ বলিতেছেন ;—সাধনপথে যদি সাধকের প্রত্যাহার সিদ্ধি না হইয়া থাকে, তবে তদ্রূপ পরানু-শীলন দ্বারা পরাভক্তি সিদ্ধ না হইলেও সাধক অধঃ-পতনগ্রস্ত হয় না, ইহাই দৃষ্ট হয়। প্রত্যাহার সম্প-ন্নতা বিহীন সাধকভক্তগণ যদিও বিষয়বন্ধনের প্রতি-নিবৃত্তির অভাবে প্রায় কর্ম্মসঙ্গি হইয়া পড়েন, তবুও তাহারা পরানুশীলনের প্রভাবে একই স্তরে অবস্থান করিয়া অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইবেন। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে,—হে পার্থ, শুভানুষ্ঠানকারী অর্থাৎ আমাতে ভক্তিযাজনকারী কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। তাঁহাদের কখনই ইহ-লোক সুখ ও পরলোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিনষ্ট হয় না। পরবর্ত্তী জন্মে তাঁহারা আমার ভজনের সুযোগ লাভ করেন।)

মনুষ্যের পাপ অনেকবিধ, তন্মধ্যে অনৃত, চৌর্য্য, জীবহিংসা, মাদকসেবন, লাম্পট্য, আলস্য, অর্থলোভ, পরনিন্দা, মহদতিক্রম, বৃথা কালক্ষেপণ, বঞ্চনা, পিতামাতা প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটি, রাজবিদ্রোহ, নৃত্যগীতছলে অসৎ সঙ্গ, অজ্ঞান ও অহংকার ইহারা প্রধান শ্রেণীভুক্ত। এই সমুদায় ও অনেকানেক অন্য পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়াই প্রত্যাহার। যদিও পাপ-প্রবৃত্তি জীবের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, তথাপি বহুকাল অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হওয়ায় উহারা স্বভাব-প্রায় হইয়া উঠে এবং স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ বা বৃত্তির ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। পুরাতন চৌরদিগের চৌর্য্য বৃত্তিই তাহাদের কার্য্যের উত্তেজক। লাম্পট্য বৃত্তির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া একপত্নী ব্রতত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক অনেক পশুসদৃশ ব্যক্তিরা বেশ্যা ও পরস্ত্রী গমন করে। মাংসভোজন করিতে করিতে রাক্ষস-স্বভাব দৃঢ়ীভূত হইলে জীবহত্যা স্বাভাবিক বৃত্তি হয় অর্থাৎ জীবের প্রতি স্বতঃসিদ্ধ দয়া লুক্কায়িত হয়। বদ্ধজীবসকল এই প্রকার নানাবিধ অস্বাভাবিক বৃত্তির কিঙ্কর হইয়া সংসারে নিতান্ত আসক্ত থাকে। প্রত্যাহারের তাৎপর্য্য এই যে, ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা ঐ সকল অস্বাভা-বিক বৃত্তিকে দমন করিলে স্বতঃসিদ্ধ বৃত্তির গৌরব হইয়া উঠে। মনুষ্য জীবন অতিশয় স্বল্প, অতএব সমুদায় অস্বাভাবিক বৃত্তিকে এক জীবনের মধ্যে পরিত্যাগ করা সুসাধ্য নহে। অতএব প্রত্যাহার-সাধক পুরুষের কর্ত্তব্য এই যে, প্রথমে আপনাকে পরীক্ষা করত কতপ্রকার পাপবৃত্তি প্রবল আছে তাহার নির্ণয় করেন। ঐ বৃত্তি-সকলের মধ্যে যে প্রধান বৃত্তি, তাহার দমন করিবার যত্ন করিলে দুই তিন বৎসরের মধ্যে তাহা দমন হইতে পারে। একটী বৃত্তি দমন হইলে অন্য আর একটী বৃত্তির প্রতি মনো-যোগ করা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

বিদুর
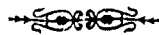
[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

মহাভারত আদি পর্ব্ব ১০৭ অধ্যায়ে অণীমাণ্ডব্য ঋষির চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অণী (শূলাগ্র) সং-যুক্ত হওয়াতে মাণ্ডব্য ঋষি অণীমাণ্ডব্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ মাণ্ডব্য ঋষি কেন বহুকাল যাবৎ শূলে অবস্থান করিয়াছিলেন তাহার কারণ জানিবার জন্য তিনি ধর্ম্মরাজের নিকট যমপুরীতে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার দীর্ঘকাল শূলবিদ্ধাবস্থায় থাকার কারণ জিজ্ঞাসা

করিলেন। তদুত্তরে ধর্ম্ম বলিলেন—'আপনি শিশু-কালে একটি পতঙ্গীকার পুচ্ছে ইষিকা বিদ্ধ করিয়া-ছিলেন। সেই দুষ্কর্ম্মের ফলেই আপনাকে শূলে চড়িতে হইয়াছে।' অণীমাণ্ডব্য ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'হে ধর্ম্ম, আপনি বাল্যাবস্থায় কৃত সামান্য অপরাধের জন্য গুরুদণ্ড দিয়াছেন। আমি অভিশাপ দিতেছি আপনি মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করুন, আরও এই বিধান দিতেছি ১৪ বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত পাপকর্ম্ম করিলেও পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে না।' মাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে ধর্ম্মরাজ যম বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। "মাণ্ডব্য-শাপাদ্ভগবান্ প্রজাসংযমনো যমঃ। ভ্রাতুঃ ক্ষেত্রে ভুজিষ্যায়াং জাতঃ সত্যবতীসুতাৎ॥" ভাঃ ৩।৫। ২০।—'আপনি (বিদুর) পূর্ব্বজন্মে প্রজাসংহারক যম ছিলেন, মাণ্ডব্যমুনির শাপে বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যাস্বরূপে গৃহীতা দাসীর গর্ভে সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবের বীর্য্যে আপনি প্রকটিত হইয়াছেন।' কুরুবংশীয় বিচিত্র-বীর্য্যের পত্নীদ্বয় অম্বিকা ও অম্বালিকা। বেদব্যাস মুনির ঔরসে ও অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র এবং অম্বা-লিকার গর্ভে পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন। "ক্ষেত্রেঽপ্রজস্য বৈ ভ্রাতুর্মাত্রোক্তো বাদরায়ণঃ। ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ বিদুরঞ্চাপ্যজীজনৎ॥" ভাঃ ৯।২২।২৫।—'বাদরায়ণ শ্রীব্যাসদেব মাতা সত্যবতীর আদেশে নিঃসন্তান ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকায় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিনটী পুত্র উৎপন্ন করেন।' অম্বি-কার শাশুড়ী সত্যবতী পুত্রলাভের জন্য পুনরায় অম্বি-কাকে যাইতে বলিলে তিনি নিজে না যাইয়া একটি অপ্সরার ন্যায় দাসীকে নিজের বেশভূষাদি পরাইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনির নিকট প্রেরণ করিলেন। সুতরাং বেদব্যাস মুনির ঔরসে ও দাসীর গর্ভে ধর্ম্ম-রাজ মহাত্মা বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। (মহা-ভারত-আদিপর্ব্ব দ্রষ্টব্য)

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ঃ—

সাধুপৃষ্টং ত্বয়া সাধো লোকান্ সাধ্বনুগৃহ্ণতা।
কীর্ত্তিং বিতন্বতা লোকে আত্মনোঽধোক্ষজাত্মনঃ॥
নৈতচ্চিত্রং ত্বয়ি ক্ষত্তর্বাদরায়ণবীর্য্যজে।
গৃহীতোঽনন্যভাবেন যত্ত্বয়া হরিরীশ্বরঃ॥
মাণ্ডব্যশাপাদ্ভগবান্ ··· ··· ··· ···।
ভবান্ ভগবতো নিত্যং সম্মতঃ সানুগস্য চ।
যস্য জ্ঞানোপদেশায় মাদিশদ্ভগবান্ ব্রজন্॥

—ভাগবত ৩।৫।১৮-২১

মৈত্রেয় কহিলেন—

'হে সাধো, আপনি যে উত্তম কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাতে আপনি লোকের প্রতি অনুগ্রহই প্রকাশ করিলেন; আপনি অতীন্দ্রিয়শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ, ইহাদ্বারা ভবদীয় কীর্ত্তিও লোকে বিস্তারিত হইবে।

হে বিদুর, আপনি একান্তভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে; কারণ, আপনি ভগবান্ বেদব্যাসের বীর্য্য আশ্রয় করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

* * * *

আপনি ভগবান্ শ্রীহরির চিহ্নিত ভক্ত; ভগবান্ বৈকুণ্ঠে গমনসময়ে ভগবৎপার্ষদ আপনার নিকট তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশার্থ আমাকে আদেশ করিয়া যান।'

"'বিদুর' রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে পরম কুশল, ক্রোধলোভবিবর্জ্জিত, শমপরায়ণ এবং যারপরনাই পরিণামদর্শী ছিলেন। এই পরিণাম-দর্শিতাগুণে ইনি পাণ্ডবগণকে অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। [ইনি ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয়-যজ্ঞের অন্যতম প্রধান সহায়ক-রূপেও উপস্থিত ছিলেন।] মহামতি ভীষ্ম মহীপতি দেবকের শূদ্রাণী গর্ভসম্ভূতা রূপযৌবনসম্পন্না এক কন্যার সহিত বিদুরের বিবাহ দেন। বিদুর সেই পারশবী কন্যাতে আত্মসদৃশগুণোপেত ও বিনয়সম্পন্ন অনেক পুত্র উৎপাদন করেন।

যখন ক্রূরমতি দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণায় ধৃতরাষ্ট্র যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার মানসে যুধিষ্ঠিরাদিকে গোপনে জতুগৃহদাহ-দ্বারা বিনাশ করিবেন মনে করিয়া তাঁহাদিগকে ছলনাপূর্ব্বক বারণাবত নগরে প্রেরণ করেন, তখন পাণ্ডবেরা কেবল মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের পরামর্শ এবং কার্য্যকৌশলেই সেই বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ঐ সময় বিদুর যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দেন যে, যেখানে বাস করিবে তাহার নিকট-বর্ত্তী চতুঃপার্শ্বস্থ পথঘাট এরূপভাবে ঠিক করিয়া রাখিবে, যেন ঘোর অন্ধকার রজনীতেও ব্যস্ততাবশতঃ

যাতায়াতের কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, আর জানিয়া রাখিবে যে, রাত্রিকালে সহসা দিঙ্‌নির্ণয়ে ভ্রম জন্মাইলে নক্ষত্রাদি দ্বারাও দিঙ্‌নিরূপিত হইতে পারে। এইরূপ বহুবিধ সৎপরামর্শ দিয়া পরে তিনি নিজের একজন পরম বিশ্বস্ত খনককে বারণাবত নগরে পাঠাইয়া দেন। খনক যথাকালে পাণ্ডবদিগের অবস্থিতির জন্য কল্পিত জতুগৃহের অভ্যন্তর হইতে শল্লকী গৃহের ন্যায় উভয়দিকে নির্গমনপথযুক্ত এক বিবর খনন করে। যেদিন ঐ গৃহ দগ্ধ হয়, সেইদিন সমাতৃক পাণ্ডবগণ বিদুরের পূর্ব্ব পরামর্শানুসারে ঐ গুপ্ত পথাবলম্বনে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। (মহাভারত-আদিপর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে)

এই ঘটনার কিছুকাল পরে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া সন্ধিসূত্রে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক তথায় রাজসূয়-যজ্ঞ সমাধানে, অসীম সমৃদ্ধির সহিত যখন বহুল প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন আবার মহাভিমানী দুর্য্যোধন অসূয়া পরতন্ত্র হইয়া পাণ্ডবদিগের হিংসায় প্রবৃত্ত হন এবং তাহাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট ও বিনষ্ট করিবার মানসে শকুনির প্ররোচনায় দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত করিয়া উঁহাদিগকে নির্য্যাতন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তদ্রূপ প্রস্তাব করেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ প্রাজ্ঞপ্রবর মন্ত্রী বিদুরের নিকট এ বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে রাজনীতিকুশল দূরদর্শী বিদুর একার্য্যে ভাবী মহান্ অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখাইয়া বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শনে ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকিতে বলেন, কিন্তু হইলে কি হইবে ? বিদুর মন্ত্রী হইলেও তাঁহার সৎপরামর্শ মাত্রই ধৃতরাষ্ট্র নিজের বিরুদ্ধ মনে করিতেন। ন্যায়-পরায়ণতার বশবর্ত্তী হইয়া বিদুর কখনও পাণ্ডবের বিপক্ষতাচরণ করেন না, ইহাই মাত্র ইহার কারণ ; অতএব ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার কোন পরামর্শ না শুনিয়া তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেই দ্যূতক্রীড়ার্থ যুধিষ্ঠিরকে হস্তি-নায় আনয়নের জন্য তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রেরণ করি-লেন। এই অক্ষক্রীড়ার ফলে পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হইতে হয়। এই ব্যাপারেও মহাত্মা বিদুর পাণ্ডবদিগের রক্ষার জন্য যৎপরোনাস্তি পরি-শ্রম স্বীকার করেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই।

ইহার পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে একদিন রাত্রিকালে ধৃতরাষ্ট্র অবশ্যম্ভাবী মহাসমরের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিদুরকে ডাকিয়া বলেন, 'বিদুর ! আমি কেবলই চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছি, অদ্য কিছুতেই আমার নিদ্রা হইতেছে না, অতএব যাহাতে এক্ষণে আমাদের শ্রেয়োলাভ হয়, সেই বিষয়ের কথোপকথন কর।' ইহার উত্তরে সর্ব্বার্থতত্ত্বদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর যে ধর্ম্মমূলক নীতিগর্ভ উপদেশ বাক্য বলিতে আরম্ভ করেন, তাহা শেষ হইতে না হইতেই রাত্রি প্রভাত হয়। ইহাতে সমস্ত রাত্রি জাগরণ হওয়ায় এই প্রস্তাবমূলক অধ্যায় মহাভারতে "প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়" বলিয়া বর্ণিত আছে। বিদুর এই অধ্যায়োক্ত ভূরি ভূরি সারগর্ভ উপদেশ দ্বারা স্বার্থলুব্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মন কতকটা নরম করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে বলিলেন, বিদুর ! আমি তোমার অশেষ সদ্‌যুক্তিপূর্ণ উপদেশসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার মর্ম্মার্থ সমস্তই অবগত হইয়াছি হইলে কি হইবে ? দুর্য্যোধনকে স্মরণ করিলে আমার সকল বুদ্ধির বৈপরীত্য ঘটে ; ইহাতে আমি বিশেষ বুঝিতে পারিতেছি যে, দৈব অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে, দৈবই প্রধান ; পুরুষকার নিরর্থক। [প্রজাগর=প্র-জাগৃ=প্রকৃষ্টরূপে জাগরণ]

অতঃপর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দূতরূপে হস্তিনায় আসিলে দুর্য্যোধন তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া নিমন্ত্রণ করেন ; কিন্তু ভগবান্ তাহাতে সম্মত না হইয়া বলিলেন যে, "দূতগণ কার্য্যসমাধান্তেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন" অথবা লোকে বিপন্ন হইয়া বা কেহ প্রীতিপূর্ব্বক দিলে, অন্যের অন্ন ভোজন করিয়া থাকে।" আমার কার্য্য সিদ্ধি হয় নাই, আমি বিপন্নও নহি বা আপনি আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক দিতেছেন না, অতএব এক্ষেত্রে সর্ব্বত্র সমদর্শী পরম ধার্ম্মিক ন্যায়পরায়ণ বিশুদ্ধাত্মা মহামতি বিদুরের ভবন ভিন্ন অন্যত্র আতিথ্য স্বীকার করা আমার শ্রেয়োবোধ হইতেছে না ; এই বলিয়া তিনি বিদুরের ভবনে গমন করিলেন। মহাত্মা বিদুর যোগীজন-দুর্ল্লভ ভগবান্‌কে স্বগৃহে পাইয়া হৃষ্টচিত্তে কায়মনো-

বাক্যে সর্ব্বোপকরণ-দ্বারা ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহাকে অতি পবিত্র বিবিধ সুমিষ্ট অন্ন ও পানীয় প্রদান করিলেন।"—বিশ্বকোষ।

বিদুর দারিদ্র্যলীলা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদুরের প্রগাঢ় ভক্তিতে বশীভূত হইয়া ভগবান্ অভক্ত প্রদত্ত চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় সুস্বাদু দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া বিদুরের গৃহে কলা, কলার খোসা, তণ্ডুল কণা (ক্ষুদ), শুষ্ক রুটী পরমপ্রীতির সহিত ভোজন করিয়াছেন—বিভিন্নস্থানের ভক্তগণের বর্ণনে এইরূপ পরি জ্ঞাত হওয়া যায়—

যথা—(১) কোনও একসময় মহারাজ দুর্য্যোধন তাহার গৃহে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। উক্ত মহোৎসবে কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ ভাব থাকা সত্ত্বেও লোকাচার রক্ষার জন্য দুর্য্যোধন কৃষ্ণকেও নিমন্ত্রণ করেন। কৃষ্ণ মর্য্যাদাশীল ব্যক্তির মর্য্যাদা সংরক্ষণ করা সমীচীন মনে করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের গৃহে আসেন। মহারাজ দুর্য্যোধন কৃত্রিম সৌজন্য প্রকাশকরতঃ কৃষ্ণকে সমাদরপূর্ব্বক সমাসীন করতঃ বহু প্রকার সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করেন। দুর্য্যোধনের ভক্তি না থাকায় কৃষ্ণ দুর্য্যোধন প্রদত্ত ভোজ্যদ্রব্যের এককণও গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন—'আমার ক্ষুধা নাই, কণ্ঠ পর্য্যন্ত ভর্তি আছে, আমি খাইতে আসি নাই, কেবল নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য আসিয়াছি।' শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে বিদুরের গৃহে উপনীত হইলেন। তৎকালে বিদুর গৃহে ছিলেন না, ভিক্ষায় গিয়াছিলেন, বিদুর-পত্নী গৃহে ছিলেন। ভক্তকে দেখিয়াই ভগবানের প্রবল ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তিনি বিদুর পত্নীর নিকট খাদ্যদ্রব্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বিদুর-পত্নী কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন—'পতি গৃহে নাই। ঘরে খাবার নাই।' কৃষ্ণ দেখিলেন ঘরের এক কোণে এককাঁদি কলা সংরক্ষিত আছে, কিন্তু কলাগুলি সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয় নাই। কলার কাঁদির প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিদুরপত্নীকে একটি কলা শীঘ্র দিতে বলিলেন। বিদুরপত্নী উপায়ান্তর রহিত হইয়া একটি আধা পাকা আধা কাঁচা কলা ছিঁড়িয়া আনিয়া বিহ্বলতাবশতঃ কলার খোসা ছাড়াইয়া খোসাটী কৃষ্ণের হাতে দিলেন, কলা মাটীতে পড়িয়া গেল। এমন সময় বিদুর ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া অকস্মাৎ কৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ কলা না খাইয়া কলার খোসা খাইতেছেন দেখিয়া বিদুর কপালে করাঘাত করতঃ চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং স্ত্রীকে গালি দিয়া বলিলেন—'পাগ্‌লী তুই সর্ব্বনাশ করেছিস্। কলা না দিয়া ছোবড়া দিলি।' কৃষ্ণ তাহা শুনিয়া বিদুরকে বলিলেন—'আমি কলাও খাই না, ছোবড়াও খাই না। ভক্তের প্রীতি প্রদত্ত দ্রব্য আমি খাই।' 'ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়। অভক্তের দ্রব্য-পানে উলটি না চায়॥' 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥'—গীতা

শ্রীগৌরলীলাতেও গৌরপার্ষদ শ্রীধরপণ্ডিত বিদুরের ন্যায় অত্যন্ত দারিদ্র্যলীলা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু অন্যত্র না যাইয়া তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার দ্রব্য লইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতেন।

'প্রতিদিন চারিদণ্ড কলহ করিয়া।
তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্দ্ধমূল্য দিয়া॥
সত্যবাদী শ্রীধর যথার্থ মূল্য বলে।
অর্দ্ধমূল্য দিয়া প্রভু নিজ হস্তে তোলে॥
উঠিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ি।
এইমত শ্রীধর-ঠাকুরের হুড়াহুড়ি॥'

—চৈঃ ভাঃ ম ৯।১৬৩-১৬৫

(২) পশ্চিম ভারতে ভক্তকবি গাহিয়াছেন—'দুর্য্যোধন কি মেওয়া ত্যাগে, শাক বিদুর ঘর খায়।'

(৩) 'শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া দুর্য্যোধন প্রদত্ত রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া তাহার ভিক্ষালব্ধ ক্ষুদ ভক্ষণ করিলেন।'—আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান।

'ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুল নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে।'

—চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৩৮

'আপনে শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।
অন্ন মাগি' খাইলেন ভক্তির কারণে॥'

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬।১১

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধে ১০ম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সসাগরা পৃথিবীর শাসনাধিকার লাভ, প্রজাগণের যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব-কালে সুখ ও শান্তিতে অবস্থান, তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর হইতে অর্জ্জুন ও যাদবগণের সহিত দ্বারকায় গমন বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে পরীক্ষিৎ মহারাজের জন্মলীলা-প্রসঙ্গও আলোচিত হইয়াছে। বিদুর তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক হস্তিনাপুরে শুভাগমন করিলে বিরহসন্তপ্ত পাণ্ডবগণ সকলেই দেহে প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ বিদুরের সম্যক পূজাবিধান করতঃ বলিলেন —'পক্ষিগণ যেমন পক্ষচ্ছায়ার দ্বারা অতি স্নেহে নিজের শাবকগণকে রক্ষা ও পালন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনিও মাতৃগণের সহিত আমাদিগকে বিষ-প্রয়োগ, জতুগৃহদাহ প্রভৃতি বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আপনি স্মরণ করেন, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য। 'ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো! তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা।' —ভাঃ ১।১৩।১০। 'হে প্রভো, আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃকরণস্থিত গদাধারী ভগবানের পবিত্রতা বলে পাপিগণের পাপ-মলিন তীর্থসকলকে পুনরায় পবিত্র করেন।' যুধিষ্ঠির মহারাজ তীর্থভ্রমণ-প্রসঙ্গ এবং যাদবগণের কুশল সংবাদ জানিতে চাহিলে বিদুর যদুবংশের ধ্বংসের কথা গোপন রাখিয়া কোথায় কোন্ তীর্থে গিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বর্ণন করিলেন। তত্ত্বোপদেশের দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের হিতসাধন এবং অন্যান্য সকলের প্রীতিবিধানের জন্য বিদুর কতিপয় দিবস হস্তিনাপুরে অবস্থান করিলেন। যদি প্রশ্ন হয় বিদুর শূদ্রকুলে আসিয়া কিরূপে তত্ত্বোপদেশ করিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—

'অবিভ্রদর্য্যমা দণ্ডং যথাঘমঘকারিষু।
যাবদ্দধার শূদ্রত্বং শাপাদ্বর্ষশতং যমঃ।।'
ভাঃ ১।১৩।১৫

'মাণ্ডব্য মুনির শাপে যমরাজের শতবৎসর পর্য্যন্ত শূদ্রত্ব ধারণ। সুতরাং বিদুর শূদ্রকুলে আসিলেও বস্তুতঃ শূদ্র নহেন। বিদুরের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব পাপানুসারে দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন।'

যুধিষ্ঠির মহারাজ রাজ্যাধিকার লাভ করতঃ ইন্দ্রাদি লোকপালতুল্য ভ্রাতাগণের সহিত আনন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে দুস্তরকাল অজ্ঞাতসারে প্রবিষ্ট হইল; বিদুর দেখিতে পাইলেন সকলেরই আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে; তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে শীঘ্র সংসার ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন, কারণ সর্ব্বসংহারক কাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কালের দ্বারা ধন সম্পত্তি যাইবেই, এমনকি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাণকেও ছাড়িতে হইবে। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইলেন—'আপনার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্রগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে, আপনার আয়ুও শেষ হইয়া আসিয়াছে, আপনি জরাগ্রস্ত, আজন্ম অন্ধ, কানে শুনিতে পান না, দাঁত সব পড়িয়া গিয়াছে, নাসিকা হইতে কফ বাহির হইতেছে, তথাপি আপনার বিষয় আসক্তি যাইতেছে না। অহো! প্রাণিগণের জীবিতাশা কি প্রকার?' অনেক বুঝাইলেও ধৃত-রাষ্ট্রের সংসার-মোহ দূরীভূত না হওয়ায় পুনরায় বিদুর সাংসারিক দৃষ্টিতে অভিমানী ভ্রাতাকে বলি-লেন 'আপনি এখন পরের বাড়ীতে আছেন। ভীম আপনার পুত্রগণকে মারিয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত অন্নের দ্বারা আপনাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, কি লজ্জার কথা! যাহাদিগকে বধ করিবার জন্য আপনি জতুগৃহে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বিষ প্রদান করিয়া-ছিলেন, যাহাদের ধর্ম্মপত্নীকে অপমান করিয়াছিলেন, যাহাদের ক্ষেত্র, ধন অপহরণ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের অন্নেই জীবন ধারণ করিতে হইতেছে, ইহাপেক্ষা মৃত্যু ভাল। যে বিবেকবান্ ব্যক্তি শ্রী-হরিকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তিনিই নরোত্তম।' কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ও তিরস্কৃত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র স্বজনগণের স্নেহপাশ ছেদনপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করতঃ হিমালয়-প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। পতিব্রতা সুবলতনয়া গান্ধারী স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজের পিতৃব্য বিদুর হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করি-লেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ অত্যন্ত কাতর হইলে নারদ গোস্বামী তথায় শুভাগমন করতঃ তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধের শেষে সূত গোস্বামীর নিকট অধ্যাত্ম-জ্ঞান সম্বন্ধে মৈত্রেয় ঋষির সহিত বিদুরের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা শৌনকাদি ঋষিগণ শুনিতে ইচ্ছা করিলে সূত গোস্বামী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় ও ৪র্থ স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত সারকথা এই—বিদুর যখন দেখিলেন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের প্রতি মোহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না, তাঁহারও সৎ পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া দুর্য্যোধনাদির দ্বারা তাঁহাকে তিরস্কৃত করাইলেন, তখন তিনি ব্যথিত হইয়া বন্ধু-বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করতঃ নানা তীর্থ পর্য্যটনান্তে যমুনার তীরে আসিয়া উপনীত হইলে, বৃহস্পতির পূর্ব্ব শিষ্য মহাভাগবত উদ্ধবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। উদ্ধবের সহিত কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর চতুঃশ্লোকী ভাগবতের কথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে উদ্ধব বিদুরকে মৈত্রেয় ঋষির নিকট প্রেরণ করিলেন। উদ্ধব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ভাগীরথীর তটে মৈত্রেয় ঋষির সহিত বিদুরের মিলন হয়। বিদুর মুনিবর মৈত্রেয় ঋষিকে বহু তত্ত্ববিষয়ক পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন। উক্ত প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় ও ৪র্থ স্কন্ধ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিদুর তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া মৈত্রেয় ঋষিকে প্রণাম করতঃ জ্ঞাতিবর্গের সহিত সাক্ষাতের জন্য হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অক্রূর হস্তিনাপুরে আসিয়াছিলেন পাণ্ডবগণের কুশল সংবাদ জানিবার জন্য তৎকালে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের দ্বারা পাণ্ডবগণের প্রতি যে সমস্ত অন্যায় আচরিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই বিদুর ও কুন্তীদেবী অক্রূরকে বর্ণন করিয়া শুনাইয়াছিলেন। কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করতঃ দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতে থাকিলে, অক্রূর ও মহাযশা বিদুর তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন।

'সমদুঃখসুখোঽক্রূরো বিদুরশ্চ মহাযশাঃ।
সান্ত্বয়ামাসতুঃ কুন্তীং তৎপুত্রোৎপত্তিহেতুভিঃ ॥'
—ভাঃ ১০।৪৯।১৫

'তাঁহার সমসুখ-দুঃখভাগী অক্রূর এবং মহাযশা বিদুর তদীয় (কুন্তীর) পুত্রগণের ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দ্বারা জন্মহেতু তাঁহাদের অশুভ ঘটিবে না, পরন্তু অচিরাৎ পরমমঙ্গলের সম্ভাবনা ইহা জানাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন।'

যেকালে ধৃতরাষ্ট্র গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার আশ্রমে গমন করতঃ তাঁহার নিকট নিজ-জননী কুন্তীদেবীর, জ্যেষ্ঠমাতা গান্ধারীর, পিতৃব্য বিদুর প্রভৃতির তপোঽনুষ্ঠান জানিতে চাহিয়াছিলেন তৎকালে ধৃতরাষ্ট্র বিদুর সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, বিশ্বকোষে এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, বৎস! সকলেই স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মকর্ম্মে নিরত থাকিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছেন, কিন্তু অগাধবুদ্ধি বিদুর অনাহারে অস্থি-চর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া ঘোরতর তপোঽনুষ্ঠান করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ কখন কখন তাঁহাকে এই কাননের অতি নির্জ্জন প্রদেশে দর্শন করিয়া থাকেন। উভয়ে এরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে মলদিগ্ধাঙ্গ জটাধারী দিগম্বর মহাত্মা বিদুর সেই আশ্রমের অতিদূরে দৃষ্ট হইলেন। কিন্তু ঐ মহাত্মা একবার আশ্রম দর্শন করিয়াই সহসা প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সেই ব্যাপার দর্শনে সত্বর একাকীই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাত্মা বিদুর ক্রমে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজ, "হে মহাত্মন্! আমি আপনার প্রিয় যুধিষ্ঠির, আপনার সহিত সাক্ষাৎ মানসে আসিয়াছি" বলিয়া পুনঃ পুনঃ করুণস্বরে চিৎকার করিতে আরম্ভ করিলে, বিদুর সেই বিজন বিপিনে এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট মহাত্মা ক্ষত্তার (বিদুরের) সমীপস্থ হইয়া পুনরায় বলিলেন, "আরাধ্যতম! আমি আপনার প্রিয়তম যুধিষ্ঠির, আপনার সহিত সাক্ষাৎকারে আসিয়াছি"। ইহাতে বিদুর কিছুমাত্র উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া, কেবল একদৃষ্টে স্থিরনয়নে ধর্ম্মরাজের দিকে চাহিয়া থাকিয়া যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ে সমুদয় ইন্দ্রিয় সংযোজিত করিয়া তদীয় দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার শরীর কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ ও বিচেতন হইয়া সেই বৃক্ষাবলম্বনেই রহিল।

ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী বোধ করিতে লাগিলেন এবং বেদ-ব্যাসকথিত স্বীয় পুরাতন বৃত্তান্ত তাহার স্মরণ হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি বিদুরের দেহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, দৈববাণী হইল যে, "মহারাজ! মহাত্মা বিদুর যতিধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন; অতএব আপনি তাঁহার দেহ দগ্ধ করিবেন না, তিনি সন্তানিক নামক লোকসমুদয় লাভ করিতে পারিবেন, সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত আপনার কোন শোক করাও বিধেয় নহে"। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া বিদুরের দেহ দগ্ধ করিবার অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্ধরাজের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

[মহাভারতে আশ্রমবাসিক-পর্ব্বে বিদুরের ধর্ম্মরাজের শরীরে প্রবেশরূপ অন্তর্ধানলীলা বর্ণিত হইয়াছে; ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠিরের জন্ম।]

আগরতলাস্থিত শাখামঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে বার্ষিক উৎসব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৬৮ পৃষ্ঠার পর]

২২ আষাঢ়, ৭ জুলাই শুক্রবার শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্য আহূত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, জম্মুর শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র, ভাটিণ্ডার শ্রীওম্ প্রকাশ লুম্বা প্রভৃতি সহ পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় শুভপদার্পণ করতঃ 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন' সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করিলে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন। বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীসিরাজুদ্দিন আহম্মদ সভাপতিরূপে এবং ভাইস্-চ্যান্সেলর শ্রীযমুনাধর পাণ্ডে ধন্যবাদ প্রদানমুখে বক্তব্যবিষয়ের উপর আলোক সম্পাত করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দাস বনচারী, শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাস বনচারী, শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনীলকমল দাস, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীরাজেন্দ্র দাস, শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীহলধর দাসাধিকারী, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, ডাঃ পি দাশগুপ্ত প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্তগণের সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও জম্মুর শ্রীরাসবিহারী দাস দ্বিতীয় বিমানে দমদম বিমানবন্দরে বেলা ১২ টায় অবতরণ করতঃ বেলা ১টায় কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে, কলিকাতা ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ হেড-অফিসে, এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে শাখা মঠসমূহে—কৃষ্ণনগর (নদীয়া)-বৃন্দাবন-গোকুলমহাবন-যশড়া শ্রীপাট-পুরী

(গ্র্যাণ্ড রোড)-চণ্ডীগড়-হায়দরাবাদ-দেরাদুন-আগরতলা - গুয়াহাটী - নিউদিল্লী - গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, তেজপুর ও সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে এবং কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব (২১ শ্রাবণ, ৭ আগষ্ট সোমবার একাদশী তিথি হইতে ২৪ শ্রাবণ, ১০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব তিথি-পর্য্যন্ত) এবং শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-তিথিপূজা ও শ্রীনন্দোৎসব (১ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট শুক্রবার ও ২ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট শনিবার পর্য্যন্ত) তত্তৎমঠের মঠরক্ষক এবং সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় সুন্দররূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতা মঠে বিদ্যুৎসঞ্চালিত ভগবদ্‌লীলা-প্রদর্শনী, খুবই চিত্তাকর্ষক হয়—ব্যবস্থাপক শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী।

বৃন্দাবন-গুয়াহাটী-চণ্ডীগড়- হায়দরাবাদ - আগরতলা মঠসমূহের শ্রীভগবদ্‌লীলা-প্রদর্শনী দর্শনের জন্য অগণিত নরনারীর ভীড় হয়। শ্রীনন্দোৎসববাসরে প্রত্যেক মঠে মহোৎসবে অগণিত নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তৎসমভিব্যাহরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোবিন্দ দাস ১৭ শ্রাবণ, ৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পূর্ব্ব-এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ নিউ-দিল্লী পৌঁছিয়া পাহাড়গঞ্জে শ্রীরামনাথ প্রভুর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী অবস্থান করেন এবং অন্যান্য সকলের পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালায় থাকিবার ব্যবস্থা হয়। নিউদিল্লী মঠের নির্ম্মাণকার্য্যের অগ্রগতি দেখিবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের দুই রাত্রি নিউদিল্লীতে অবস্থিতি।

৬ আগষ্ট রবিবার প্রাতে শ্রীবালকৃষ্ণজী আগরওয়ালের প্রদত্ত দুইটী মারুতি ভ্যান গাড়ীতে রওনা হইয়া সকলে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় বৃন্দাবন মঠে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীরাসবিহারী দাস, শ্রীওমপ্রকাশ আগরওয়াল ও তাঁহার স্ত্রী প্রায় ১ ঘণ্টা বাদে মোটরকারযোগে মঠে আসিয়া পেঁাছেন। V. I. P. আসায় পুলীশ রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় তাঁহাদের দুর্ভোগ হয়।

পাঞ্জাব, হরিয়াণা, জম্মু, হিমাচল-প্রদেশ, উত্তর-প্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্য হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রাকালে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ অপরাহ্ণকালীন বিশেষ ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দেন। শ্রীবলদেবাবির্ভাব পূর্ণিমা তিথিতে বহু ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনাম-মন্ত্রাদি গ্রহণ করেন। সোভিয়েট রাশিয়ার ইউক্রেনের একজন ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত হন। এইবার ঝুলনযাত্রায় বৃন্দাবনে প্রায় প্রত্যেক দিনই বর্ষা হয়।

২৩ শ্রাবণ, ৯ আগষ্ট বুধবার **কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের** বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব শতাধিক ভক্তসহ উক্ত দিবস প্রাতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়া শ্রীঅদ্বৈতবট, শ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাধি মন্দির, শ্রীমদনমোহন জীউর মন্দির, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজের ভজন কুটীর দর্শনান্তে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় কালিয়দহস্থিত বিনাদবাণী গৌড়ীয় মঠে উপনীত হইয়া সভায় যোগ দেন। সভায় ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে হরিনাম-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে কএক শত ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। মঠরক্ষক শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারীর মুখ্য সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী আদি ত্যক্তাশ্রমী সাধুগণ এবং শ্রীহিরণ্ময় সরকার, শ্রীমদনলাল গুপ্ত (জম্মুর), ভাটিণ্ডার শ্রীপার্থসারথি দাসাধি-

কারী ও তাহার পুত্র শ্রীকপিল, হায়দরাবাদের শ্রীকরুণাকর প্রভৃতিসহ দুইটী মারুতিভ্যান গাড়ী ও একটী মোটরকারে ১২ আগষ্ট শনিবার প্রাতঃ ৭ টা ২০ মিঃ এ শ্রীবৃন্দাবন হইতে রওনা হইয়া পৌনে বারটায় নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জের ঘিমণ্ডীস্থ শ্রীবাল-কৃষ্ণজীর গৃহে আসিয়া পেঁ ৗছেন এবং তাহাদের বাস-ভবনে দ্বিতলে ও ত্রিতলে অবস্থান করেন। কলিকাতা হইতে যাতায়াতে নিউদিল্লীতে অবস্থানকালে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীরামনাথজীর গৃহে এবং শ্রীবালকৃষ্ণজীর গৃহে ভক্তগণের সমাবেশে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টীসহ ১৪ আগষ্ট সোমবার দিল্লী জংসন ষ্টেশন হইতে কাল্‌কামেলে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতঃ ৭।২৫ মিঃ হওড়া ষ্টেশনে পেঁ ৗছেন।

কলিকাতা মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব নগরসংকীর্ত্তন ও ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে (প্রধান কার্য্যালয়ে) বিগত ৩১ শ্রাবণ (১৪০২), ১৭ আগষ্ট (১৯৯৫) বৃহস্পতিবার হইতে ৪ ভাদ্র, ২১ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ-অনুশীলনমুখে পঞ্চদিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্বিঘ্নে মহাসমা-রোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত মহদনুষ্ঠানে যোগ-দানের জন্য কলিকাতা সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং মফঃস্বল হইতেও বহুশত ভক্ত-অতিথির সমা-বেশ হইয়াছিল। মঠকর্ত্তৃপক্ষ অতিথিগণের মঠে থাকিবার ও প্রসাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

৩১ শ্রাবণ, ১৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণা-বির্ভাব অধিবাস-বাসরে শ্রীকৃষ্ণের আবাহন-গীতি সম্পন্নের জন্য অপরাহ্ণ ২-৪৫ মিঃ-এ শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন প্রারম্ভ হয়। শ্রীমঠ হইতে ভক্তগণ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রী-গুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে, ক্রমশঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী মূলকীর্ত্তনীয়া-রূপে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করিতে থাকিলে ভক্তগণও তদনুগমনে সংকীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় অধিক পরিশ্রম অনুভূত হয় নাই। আনন্দপুর ও মেচেদার ভক্তগণ এবং মঠের ব্রহ্মচারিগণ পরমোৎসাহে মৃদঙ্গ-বাদন সেবা করিয়া সংকীর্ত্তনের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শোভাযাত্রা মঠে ফিরিয়া আসার পরই বর্ষণ হয়।

১ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী শুভবাসরে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-তিথিপূজা—অহোরাত্র উপ-বাস, সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পারা-য়ণ, রাত্রি ১১টায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ, মধ্যরাত্রে শুভাবির্ভাবকালে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের বিশেষ মহাভিষেক পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক নামসংকীর্ত্তন-সহযোগে উদ্‌যাপিত হয়। নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় সমস্ত রাত্রি মঠে অবস্থান করতঃ ব্রত পালন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, পূজারী শ্রীপ্রাণপ্রিয় ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅচিন্ত্য-গোবিন্দ ব্রহ্মচারীর সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক-কার্য্য মহাসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হয়। শেষরাত্রি ৩ ঘটিকায় সমুপস্থিত সহস্রাধিক নরনারী ব্রতানুকূল ফল-মূলাদি প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরদিন শ্রীনন্দোৎ-সবে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয় মধ্যাহ্ন

হইতে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত। কএক শত ভক্ত পাঁচদিনের অনুষ্ঠানে দুই বেলাই মঠে প্রসাদ সেবা করেন। কর্পোরেশন হইতে প্রত্যহ জল দিলেও অগণিত নরনারীর জলাভাবজনিত কষ্ট দূরীভূত হয় নাই। শ্রীল আচার্য্যদেব জলাভাব দূর করার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীঝুলন ও জন্মাষ্টমী উৎসবকালে শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীর সেবা-প্রচেষ্টায় বিদ্যুচ্চালিত ভগবল্লীলা-প্রদর্শনী দেখিতে প্রত্যহ মঠে অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য-ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্য্যটন-দপ্তরের যুগ্মসচিব শ্রীরাধারমণ দেব, কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীচন্দন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীঅবনীমোহন সিন্‌হা, কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সীতানাথ গোস্বামী। প্রধান অতিথি হন চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার শ্রীগোবিন্দ গোপাল ঘোষ, কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক, কবি-অধ্যাপক ডঃ পলাশ মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী এবং পদ্মশ্রী ডাঃ অনুতোষ দত্ত। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—যথাক্রমে 'মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতির উপায়—ভগবদ্‌প্রপত্তি', 'পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তপূজাই ভগবানের সুষ্ঠুপূজা', 'বৈধী ও রাগানুগাভক্তি' ও 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে সর্ব্বার্থসিদ্ধি'। কলিকাতা, খড়্গপুর ও শ্রীপুরীধামস্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক মঠের সেবকগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহাদের প্রার্থনায় শ্রীনন্দোৎসববাসরে সপার্ষদে পূর্ব্বাহ্নে শুভপদার্পণ করতঃ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বক্তব্যবিষয়ের উপর তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন।

এতদ্ব্যতীত ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। প্রাতের অধিবেশনেও প্রত্যহ শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার দীর্ঘ ভাষণে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয়ের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করেন।

সভার অধিবেশন বৃদ্ধি করা হয় ২৪ আগষ্ট পর্য্যন্ত। উক্ত অধিবেশনত্রয়ে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ (হিন্দীভাষী হইলেও বাংলায় বলেন), চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ (হিন্দীভাষায়), শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ।

'ভক্তপূজাই ভগবানের সুষ্ঠুপূজা'

পরমপূজ্যপাদ **ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ** তৃতীয় অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"প্রতি বৎসর আমাকে এখানে আস্‌তে হয়। এখানে আস্‌লে মঠের প্রতিষ্ঠাতা সতীর্থ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের কথা আমার স্মরণ হয়। তিনি চাইতেন আমি এখানে আসি, প্রসাদ পাই এবং হরিকথা বলি। সেই স্মৃতি আমাকে এখানে টেনে আনে। আমার বয়স এখন ৮২ বৎসর, শরীরও সুস্থ নহে।

আজ 'শ্রীনন্দোৎসব'। 'নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্। যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥'

হে ব্রহ্মন্, শ্রীহরি যাঁর স্তন পান করেছিলেন সেই যশোদাদেবী এবং নন্দমহারাজ পূর্ব্বে কি এমন তপস্যা করেছিলেন, যেজন্য (কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পেলেন), যা' দেবকী বসুদেবও পান নাই। যিনি অজ, যাঁর জন্ম নাই, তাঁকে কি করে বলা যায় জন্ম নিলেন, মায়ের স্তন পান করলেন। 'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় —সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥'—গীতা। তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপে যোগমায়াকে অবলম্বন ক'রে অবতীর্ণ হন।

অনেকে ভুল করেন শ্রীকৃষ্ণ দেবকীনন্দন ব'লে। উহা জন্মবাদ মাত্র। 'জয়তি জননিবাস দেবকীজন্মবাদো'। শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দন। যশোদার একটী পুত্র ও একটী কন্যা হয়েছিল। বাসুদেব কৃষ্ণ নন্দনন্দন কৃষ্ণে প্রবিষ্ট হলেন। 'পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাঁতে আসি মিলে॥ নারায়ণ, চতুর্ব্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার। যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর॥ সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥ অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে॥' চৈতন্যচরিতামৃত আ ৪।১০-১৩। কৃষ্ণ লীলাময়। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝা খুব কঠিন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকারণকারণ। তাঁর প্রেরিত জন গুরু। গু+রু=যিনি অজ্ঞান—অন্ধকার নাশ করেন, তিনি গুরু। গুরুর পূজা—ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠ। 'আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়। সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দঢ়'—শ্রীচৈতন্যভাগবত। 'মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ'—ভাগবত ১১শ স্কন্ধ। ভক্তের পূজা ভগবানের পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রপ্রমাণ বহু আছে—'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণো-রারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥ অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিক স্মৃতঃ॥'—পদ্মপুরাণ। 'যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥'—আদিপুরাণ"

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন ঃ— "যে ভক্তের পূজার দ্বারা ভগবানের সুষ্ঠু পূজা হইবে, সে ভক্ত সুদুর্ল্লভ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপ-শিক্ষায় ভক্তের সুদুর্ল্লভত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'তার মধ্যে স্থাবর, জঙ্গম দুই ভেদ। জঙ্গমে তির্য্যক-জল-স্থলচর বিভেদ। তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্প-তর। তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥ বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদমুখে মানে। বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥ ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটী কর্ম্মনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥ কোটী জ্ঞানিমধ্যে হয় একজন মুক্ত। কোটী মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥' শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেও নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা ভক্ত সুদুর্ল্লভ বলা হইয়াছে। 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ সুদুর্ল্লভ প্রশান্তাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে॥' কপিল ভগবান্ ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে শুদ্ধভক্তের (সাধুর) স্বরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্ত কর্ম্মাণস্ত্যক্ত স্বজনবান্ধবাঃ॥
মদাশ্রয়া কথামৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।'

শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার অনন্যা ভক্তি, কৃষ্ণের জন্য যিনি কর্ম্ম ও স্বজনবান্ধবকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণের শুদ্ধাকথা যিনি শ্রবণ কীর্ত্তন করেন তিনিই সাধু—শুদ্ধভক্ত। এইরূপ লক্ষণযুক্ত ভক্তই ভগবদিচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে মিলাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। ভগবানেরই অভিন্ন সেবকবিগ্রহ—কৃপাময় মূর্ত্তি হওয়ায় ভক্তের সেবাই সাক্ষাৎ ভগবানের সেবা বা সুষ্ঠু ভগবানের সেবা। শুদ্ধভক্তকে অতিক্রম করিয়া, তাঁহার আনুগত্য বাদ দিয়া, সোজা-সুজি ভগবান্‌কে কিছু দিলে ভগবান্ গ্রহণ করিবেন, ইহার কোনও প্রত্যাভূতি নাই (guarantee নাই)। কিন্তু শুদ্ধভক্ত যদি কিছু গ্রহণ করেন, উহা সুনিশ্চিত-রূপে ভগবানের দ্বারা গৃহীত হইল, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এইরূপ ভক্তপূজাই সুষ্ঠু ভগবানের পূজা।

পূজা, সেবা, ভক্তি, এক তাৎপর্য্যপর। 'ভজ্' ধাতু হইতে 'ভক্তি' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ভজ্' ধাতু অর্থে 'সেবা'। 'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরি-জায়তে।' ভক্তসঙ্গে ভক্তি হয়, ভক্তির দ্বারাই ভগ-বানের সেবা বা পূজা হয়। 'ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়। অভক্তের দ্রব্যপানে উলটি না চায়॥"

কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী এবং মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

কাম

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে এইভাবে কামের সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন ; "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।" চৈঃ চঃ আ ৪।১৬৫। "কামের তাৎপর্য্য-নিজসম্ভোগ কেবল", "নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।" ঐ ম ৮।২১৬। নিজসুখসম্ভোগ-তাৎ-পর্য্যযুক্ত বাঞ্ছার নাম 'কাম'।—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)। নিজেন্দ্রিয় সুখ বিধান-কেই কামের তাৎপর্য্য বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ একাদশ-ইন্দ্রিয় সুখসাধনকেই 'কাম' বলা হয়, তার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ—সম্ভোগ-প্রবৃত্তিকেই প্রধানতঃ কাম বলিয়া সচরাচর লোকে জানেন।

উপস্থ-ইন্দ্রিয়ের সুখ সাধনের জন্য এহেন কর্ম্ম নাই, যে মানুষ তাহা করিতে পারে না। বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, স্বজনতাড়ন, গুরুজনের ভর্ৎসন ও ভয়াদি এসব তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না। কামোন্মত্ত অবস্থায় ঐসব লঙ্ঘন করিতে দ্বিধাবোধ করে না। "কাম অন্ধতমঃ"। প্রবল কামোন্মত্ততা হইলে হিতাহিত-জ্ঞান থাকে না এবং ভালমন্দ দেখিতে পায় না। 'কামে মোর হত চিত, নাহি জানে নিজ হিত'।—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। সুতরাং কামের মত মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে এমন কাহারও সামর্থ্য নাই। এই কামই জীবের প্রধান শত্রু।

কাম কোথা হইতে জাত, তাহার স্বরূপ কি? পরিষ্কারভাবে গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥"
—গীঃ ৩।৩৭

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! মায়াপ্রকৃতির রজো গুণ হইতেই কাম উৎপন্ন হইয়া জীবকে মহা পাপে প্রবৃত্ত করায়। কাম মহাভোজনশীল, অতৃপ্ত। কামই অবস্থাভেদে রূপান্তরিত হইয়া 'ক্রোধ' হয়। কামের প্রতিবন্ধক হইলেই তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া উহা ক্রোধে পরিণত হয়। কাম অত্যন্ত উগ্র, কাম সর্ব্ব-ভুক্। কামকে জীবের প্রধান শত্রু বলিয়া জানিবে।

দুষ্পার কামকে আশ্রয় করিয়া মদোন্মত্ত জীব অত্যন্ত অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পাপাচরণ করে। ইন্দ্রিয়সমূহ বড়ই বলবান্, তাহার বেগকে সহন করা দুষ্কর। সাধারণ জীবের কা কথা? দেবগণের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রও কামের বেগ সহন করিতে পারেন নাই। ইন্দ্রের সিংহাসন সহজলভ্য নহে, জন্ম-জন্মান্তর বহু তপস্যার ফলে ইন্দ্রের সিংহাসন লাভ হয়। দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসন দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু ইন্দ্র স্বর্গের অধিপতি হইয়াও কামের বেগ দমন করিতে পারেন নাই।

আদিকবি বাল্মীকি মহামুনি রামায়ণে বর্ণন করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি গৌতমের পত্নী অহল্যাদেবীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া কামোন্মত্ত হইয়া পড়েন। কামের তৃপ্তি বিধানে লোকনিন্দিত কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন, বেদাধ্যয়ন ছলে মহর্ষি গৌতমের ছদ্ম শিষ্য অভিনয় করিয়া-ছিলেন। মহর্ষি গৌতম কার্য্যান্তরে গমন করিলে, সেই অবসরে দেবরাজ ইন্দ্র ছদ্মবেশে মহর্ষি গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া মহর্ষিপত্নী অহল্যার সহিত সঙ্গত হইলেন। দেবরাজ হইয়াও গর্হিত কার্য্য করিলেন। তৎকালে সর্ব্বাঙ্গে সহস্রযোনি ধারণ করিতে হইয়া-ছিল, লোকলজ্জায় স্বর্গ-সুখ পরিত্যাগ করিয়া পদ্মনালে বহু কাল লুক্কায়িত ছিলেন। যিনি উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা প্রভৃতি অলৌকিক রূপলাবণ্যময়ী সুন্দরীগণ, সহস্র অপসরা কর্ত্তৃক পরিবৃত, তিনিও কামের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। রামা-য়ণে গৌতম ঋষি—'ইন্দ্রকে বৃষণস্খলিত হইবে এবং অহল্যাকে অন্যের অদৃশ্যভাবে ভূতলে শয়ন করিয়া অনাহারে থাকিবে'—এইরূপ অভিসম্পাত দিয়া-ছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গৌতমের শাপে ইন্দ্রের সহস্রযোনি প্রাপ্তি এবং অহল্যার পাষাণ হওয়ার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভগ-বান্ রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে **অহল্যা-উদ্ধাররূপ** মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৪৮ পৃষ্ঠার পর]

অনেকে আজ পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল, ঘর দখল করিতে পারেন নাই ; সাধুগণ কিভাবে এতগুলি ভাড়াটিয়ার দখলকারী ঘরগুলি পাইলেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। শ্রীল গুরুদেব, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীজগন্নাথদেবের অপরিসীম কৃপায় অসম্ভব কার্য্যও সম্ভব হয়। মঠের উত্তর-পার্শ্ববর্ত্তী একজন ভাড়াটীয়া ছাড়া সকলেই উঠিয়া গেলেন।

পুরীর বার-লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনারায়ণ মিশ্র—প্রসিদ্ধ এড্ভোকেটদ্বয় এবং এড্ভোকেট শ্রীনারায়ণ সেন মঠের পক্ষে ভাড়াটীয়া মামলায় আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবায় আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সুদৃঢ়তা থাকিলে তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সেবাই লভ্য হইতে পারে, অসম্ভবও সম্ভব হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাঁহার রচিত ভাষ্যে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন—সমুদ্রের তটে রাঙ্গাটুনী—অতি ক্ষুদ্র পক্ষী বাস করিত। তটেতেই সে কতকগুলি ডিম প্রসব করে। ডিমগুলি অতি ক্ষুদ্র, চোখে দেখা যায় না। কিন্তু সেই রাঙ্গাটুনী ডিমগুলির উপর অত্যাসক্তি, সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার বার ডিমগুলি দেখে। একদিন সমুদ্র ফুলিয়া উঠিয়া তরঙ্গের দ্বারা সমুদ্রের তটবর্ত্তী সমস্ত বস্তু ভাসাইয়া লইয়া যায়, তন্মধ্যে টুনী পাখীর ডিমগুলিও ছিল। টুনীপাখী ঘুরিয়া আসিয়া তাহার ডিমগুলি দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হয়। অন্যান্য পক্ষিগণের নিকট জানিতে পারিল সমুদ্র তাহার ডিমগুলি ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। টুনী পাখীর বহু প্রার্থনা সত্ত্বেও সমুদ্র তাহার বাচ্চাগুলি ফেরৎ না দেওয়ায় সে ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রের জল শেষ করিবার জন্য বার বার সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাহার ক্ষুদ্র ঠোঁটে ছোট একবিন্দু জল লইয়া মাটীতে ফেলে। পক্ষিগণ এবং অন্যান্য সকলে তাহাকে উক্তপ্রকার অসম্ভব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু টুনী পাখী কাহারও কথা শুনিল না। ঘটনাচক্রে নারদ গোস্বামী ঐস্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। বহুভাষাবিদ্ নারদ গোস্বামী টুনী পাখীর উক্তপ্রকার কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাহাকে উক্ত অসম্ভব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। টুনী পাখী নারদ গোস্বামীকে প্রণাম করিয়া বলিল, সে কোন দোষ করে নাই, তবে কেন সমুদ্র তাহার বাচ্চাগুলিকে ফেরৎ দিতেছেন না, বাচ্চাগুলি পাইলেই সে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবে। নারদ গোস্বামী টুনী পাখীর ঐপ্রকার দৃঢ়নিষ্ঠা দেখিয়া কৃপার্দ্রচিত্ত হইলেন এবং ইচ্ছাগতির প্রভাবে বৈকুণ্ঠে গরুড়ের নিকট পহুঁছিলেন। গরুড়কে উত্তেজিত করিয়া নারদ বলিলেন—গরুড় প্রকট থাকিতে তিনি পৃথিবীতে পক্ষিজাতির বদনাম শুনিয়া আসিলেন যে পক্ষীর কোন বুদ্ধি নাই। 'পক্ষিজাতির বদনাম দূর করিতে কি করিতে হইবে' ?—গরুড় জানিতে চাহিলে, নারদ বলিলেন, যাহাতে টুনী পাখী বাচ্চাগুলি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গরুড় ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের নিকট যাইয়া তাঁহার ডানার দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন। গরুড়ের প্রচণ্ড আঘাতে সমুদ্র ভীত হইয়া কৃপাঞ্জলিপুটে গরুড়ের কৃপা প্রার্থনা করিলেন। গরুড় বলিলেন টুনী পাখীর বাচ্চাগুলি ফেরৎ দিতে হইবে, পক্ষিজাতির বদনাম তিনি সহ্য করিবেন না। সমুদ্র ভীত হইয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই ডিমগুলি বাহির করিয়া টুনী পাখীকে দিলেন। টুনী পাখীর কোনও শক্তি নাই, কিন্তু তাহার দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা দেখিয়া নারদের কৃপা হইল, গরুড়ের কৃপা হইল, অসম্ভবও সম্ভব হইল।

ভাড়াটীয়াগণ উঠিয়া যাওয়ার পর মঠের প্ল্যান তৈরী ও মন্দিরের জন্য দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হইল। কোন কার্য্যই বিনা ঝঞ্ঝাটে হয় না। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীজগন্নাথদেব প্রতি পদক্ষেপে সেবকের নিষ্ঠা পরীক্ষা করিয়া পরে সুদৃঢ় নিষ্ঠা সন্দর্শনে প্রসন্ন হইয়া সেবা অঙ্গীকার করেন। শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র মহোদয় ও শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র বিশেষভাবে সহায়তা করেন। তাঁহাদেরই পরামর্শক্রমে মঠের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভক্তি-

বল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরে ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের পৌর বিভাগের কমিশনার শ্রীপি-কে চক্রবর্ত্তী এবং অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীগোবিন্দ গুপ্ত মহোদয়ের সহিত বহুবার সাক্ষাৎ এবং তাঁহাদের গৃহে গমনাগমন করেন। মঠের শুভানুধ্যায়ী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজয় রঞ্জন দে মহোদয়ের আন্তরিকতা ও সহায়তাও উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দবাবু প্ল্যান তৈরী করিয়া দিলে, উহা মঞ্জুরের জন্য উক্ত বিভাগীয় গভর্ণমেণ্টের অফিসসমূহে গেলে, তাঁহারা তাঁহাদের রেকর্ড দেখিয়া নূতন ফ্যাকড়া তুলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদের জন্মস্থানে মাষ্টার প্ল্যানে (Master Pianএ) বৃহৎ রাস্তা যাইবে, এইরূপ নির্দ্দেশিত আছে; সুতরাং ঐ স্থানে নক্শা মঞ্জুর হইতে পারিবে না। তজ্জন্য নূতন ঝঞ্ঝাট ও উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হইল। গঙ্গাধরবাবুকে উক্ত মাষ্টার প্ল্যানের কথা বলিলে তিনি উহাকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিলেন। তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে উক্ত বিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়। বিভাগীয় ইন্‌স্‌পেক্টরও পুরীতে পরিদর্শনের জন্য গিয়াছিলেন। মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র তৎকালে ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। স্থানটি বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলী হওয়ায় গঙ্গাধরবাবু এবং কমিশনার শ্রীপি-কে চক্রবর্ত্তীর সুপারিশে এবং সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের কৃপায় উক্ত বাধাও দূরীভূত হয়।
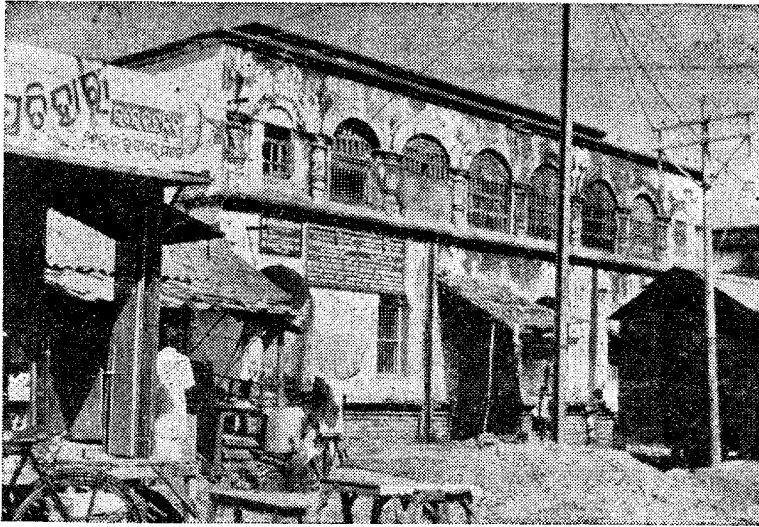
পুরী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রথমাবস্থায় সম্মুখস্থ-দৃশ্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটে গ্র্যাণ্ড রোডস্থিত পূত আবির্ভাবস্থলীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ১০৪তম শুভাবির্ভাবপূর্ত্তি-তিথিপূজা ও শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব তদীয় প্রিয় অধস্তন ও পার্ষদ নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সেবাধ্যক্ষতায় ১৬ ফাল্গুন, (১৩৮৪); ২৮ ফেব্রুয়ারী, (১৯৭৮) মঙ্গলবার মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীমঠের সম্মুখস্থ গ্র্যাণ্ড রোডে বিশাল সভামণ্ডপে ১৪ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। পুরীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সংস্থাপিত শাখামঠের পূর্ণ-প্রকাশ উদ্বোধন অনুষ্ঠান শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাবস্থলীতে তাঁহার

আবির্ভাব তিথিপূজা উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৪ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার সম্পন্ন হয়। শ্রীমঠের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের ঘোষণামুখে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের উদ্বোধন করেন ওড়িষ্যা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র।

[শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকার ৩৪ বর্ষে ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠায় এবং ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে]

উপরি উক্ত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা উপলক্ষে পঞ্চদিবস-ব্যাপী বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের মধ্যে ভিত্তিসংস্থাপন-অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হয়। শ্রীল গুরুদেব 'সাধুনিবাসের' ও পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীহরিহর মহাপাত্র 'সংকীর্ত্তন-ভবনে'র ভিত্তিসংস্থাপন করেন মহাসংকীর্ত্তন সহযোগে। পাঞ্জাব প্রচারের অন্যতম মূল স্তম্ভ লুধিয়ানানিবাসী শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুর এবং পাঞ্জাবের অমৃতসরনিবাসী শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া এই মহদনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পূর্ব্বে শ্রীল গুরুদেবের নিকট হরিনাম প্রাপ্ত। তাঁহাদের পুরুষোত্তমধামে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু মস্তক মুণ্ডনের জন্য চিন্তিত হইয়া দীক্ষাগ্রহণের কার্য্য স্থগিত রাখিতে চাহিলেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ তাঁহাদিগকে 'শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কালহরণম্' রাবণের উপদেশ ও অভিজ্ঞতার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলেন ; যিনি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহার জীবনের সমাপ্তি ঘটিতে পারে অথবা যাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন তিনিও চিরদিন থাকিবেন, এইরূপ নিশ্চয়তা নাই। এইজন্য শুভকার্য্যে বিলম্ব করা উচিত নহে। তাঁহারা পুরুষোত্তমধামে দীক্ষিত হইয়া শ্রীনরহরি দাস ও শ্রীহংস দাস নাম প্রাপ্ত হইলেন। সাধুনিবাসের ভিত্তিসংস্থাপনের পরেই শ্রীনরহরি দাসাধিকারী প্রভু (শ্রীনরেন্দ্র কাপুর) শ্রীল গুরুদেবের অবস্থানকক্ষের পূর্ণানুকূল্য করিবেন বলিয়া বাক্য দিলেন। শ্রীনরেন্দ্র কাপুরের পূর্ণানুকূল্যে উক্ত কক্ষ সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইলেও তাহার অল্প কিছুদিন বাদেই শ্রীল গুরুদেব অন্তর্ধান করায় সেই কক্ষে প্রকট-কালে শ্রীল গুরুদেবের অবস্থানলীলা হয় নাই।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, উত্তরপ্রদেশ

১৩৮২ বঙ্গাব্দে, ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীল গুরুদেবের সেবাধ্যক্ষতায় কার্ত্তিকব্রতকালে ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজ-মণ্ডল-পরিক্রমা ৮টি শিবিরে থাকিয়া সম্পন্ন হয়। তন্মধ্যে গোকুল মহাবনে ভক্তগণ অবস্থান করিয়াছিলেন ব্রহ্মাণ্ডঘাটে ৮ নভেম্বর হইতে ১৯ নভেম্বর পর্য্যন্ত। সন্ন্যাসী, বাণপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ দুই শতাধিক ভক্তের অবস্থান হয়। স্থানীয় পাণ্ডাগণ, টাউন কমিটীর চেয়ারম্যান শ্রীহরিশঙ্কর পাঠক এবং তথাকার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গোকুল মহাবনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একটি শাখামঠ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। পাণ্ডাগণ পূর্ব্বেও মঠসংস্থাপনের জন্য প্রস্তাব করতঃ কয়েকটি স্থান দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু সেই স্থানগুলি বড় রাস্তার উপরে এবং প্রশস্ত না হওয়ায় মঠসংস্থাপনের পক্ষে উপযুক্ত বিবেচিত হয় নাই। আমাদের পরমগুরুপাদপদ্ম বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার প্রকটকালে গোকুল মহাবনে একটি মঠসংস্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আমাদের পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্মকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বড় রাস্তার উপরে জমী না পাওয়ায় মঠসংস্থাপনকার্য্য সম্ভব হয় নাই! গোকুল মহাবনে ব্রহ্মাণ্ডঘাটে অবস্থানকালে শ্রীল গুরুদেব ভক্তগণকে লইয়া সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। গোকুল মহাবন-নিবাসী শ্রীভোলানাথ শেঠ শ্রীল গুরুদেবকে তৎকালে দর্শন করতঃ আকৃষ্ট হন। তিনি তখনই সঙ্কল্প করেন তাঁহার জমীবাড়ী শ্রীল গুরুদেবকে সমর্পণ করিবেন। উক্ত জমীবাড়ী বড় রাস্তার উপর হওয়ায় শ্রীল গুরুদেবের পছন্দ হইল, কিন্তু ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় তদ্বিষয়ে মনোঽভিনিবেশ করিতে

পারেন নাই। শ্রীল গুরুদেব টাউন কমিটীর চেয়ারম্যান শ্রীহরিশঙ্কর পাঠক, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং মঠের জন্য জমী প্রদান করিতে ইচ্ছুক শ্রীভোলানাথ শেঠ প্রভৃতিকে বলিলেন শ্রীদামোদর ব্রতান্তে উত্থানৈকাদশীর পরে বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তাঁহারা পেঁ ছিলে তাঁহাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিস্তৃত-ভাবে তিনি আলোচনা করিতে পারিবেন। তদনুসারে গোকুল মহাবনের পাণ্ডা টাউন কমিটীর চেয়ারম্যান, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল গুরুদেবের নিকট পেঁ ছিলে বিষয়টী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়। তাঁহারা গোকুল মহাবনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা সংস্থাপনের জন্য পুনরায় বিশেষ-ভাবে শ্রীল গুরুদেবকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের বক্তব্য—'পুরাতন গোকুল মহাবনেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত শুভাবির্ভাবস্থলী। পুরাতন গোকুলের প্রচার সুষ্ঠুভাবে না হওয়ায় নূতন গোকুলের প্রচার-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলী কোথায়, তৎসম্বন্ধে বিভ্রান্তের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী ভক্তগণ কৃষ্ণের অনন্যভক্ত। কৃষ্ণের প্রকৃত জন্মস্থানের যাহাতে বহুল প্রচার হয়, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তগণের সুপ্রতিষ্ঠিত মঠের একটি শাখামঠ তথায় সংস্থাপিত হওয়া অত্যাবশ্যক। মঠ সংস্থাপিত হইলে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ তথায় আসিবেন, উক্ত স্থানের প্রচার দ্রুত সম্প্র-সারিত হইবে।' শ্রীল গুরুদেবের সহিত তাঁহাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে জানা গেল শেঠ শ্রীভোলানাথ আগরওয়ালা তাঁহার নির্ম্মিত ধর্ম্মশালায় বহু ব্যক্তিকে অবস্থান করাইয়া তাঁহাদের যথোপযুক্ত সেবার ব্যবস্থা করিলেও অধিকাংশ ব্যক্তি ভোলানাথ শেঠের দ্বারা উপকৃত হইয়া যাওয়ার সময় তাঁহাকে ভর্ৎসনা ও অমর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যাইত। তজ্জন্য ভোলানাথ শেঠ অত্যন্ত দুঃখী ও মর্ম্মাহত ছিলেন। একদিন তাঁহার ধর্ম্মশালার সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া শ্রীল গুরুদেবকে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যাইতে দেখিয়া তিনি তাঁহার অলৌকিক ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার জমীবাড়ী উক্ত মহাপুরুষকেই দিবেন সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা জানিয়াই গোকুল-মহাবনবাসী ব্যক্তিগণ শ্রীল গুরুদেবের নিকট উক্ত প্রস্তাব লইয়া আসেন।

শ্রীল গুরুদেব শ্রীভোলানাথ শেঠের জমীবাড়ীর দলিল আইনবিদ্‌গণকে দেখাইলে তাঁহারা উহা গ্রহণ করিতে অনুমোদন করিলেন। উক্ত বিষয়ে মুখ্যরূপে যত্ন করিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। ১৪ অগ্রহায়ণ (১৩৮২), ১ ডিসেম্বর (১৯৭৫) সোমবার শেঠ শ্রীভোলানাথ আগর-ওয়াল ও তৎপত্নী শ্রীমতী গায়ত্রীদেবী তাঁহাদের বাড়ী, মন্দির ও তৎসংলগ্ন প্রায় ১ একর জমী রেজিষ্ট্রী দলিল করিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠকে নিব্যূঢ়স্বত্বে সমর্পণ করেন। শ্রীল গুরুদেব পরদিন প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চাসহ সংকীর্ত্তনমুখে প্রবেশ করিয়া মঠ সংস্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। ক্রমশঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়বিগ্রহ শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগিরিধারীজীউ সিংহাসনে বিরাজিত হইলে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরাগ, আরাত্রিক ও পাঠকীর্ত্তনাদি তথায় নিয়মিত হইতে থাকে। ৮ ডিসেম্বর সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাও বাহির হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ন ২-৩০ ঘটি-কায় শ্রীমঠে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতি হন মথুরার জেলা-ধীশ শ্রীএল্‌-এন্ বাট্‌রা। ব্রহ্মাণ্ডঘাট সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীদাউশরণ শাস্ত্রীজি মঙ্গলাচরণ-সহ সভার উদ্বোধন করেন। অভ্যাগতগণকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপনপূর্ব্বক 'মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য', 'মঠের প্রচার্য্য বিষয়', 'ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা', 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাবৈশিষ্ট্য' আলোচনামুখে শ্রীল গুরুদেবের এবং পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজের প্রেমভক্তির বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণ করিয়া সকলে প্রভাবান্বিত হন। মথুরা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অন্যান্য বক্তাগণের মধ্যে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীহরিশঙ্কর পাঠকের নাম উল্লেখযোগ্য। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এস্‌-ডি-ও শ্রীডি-এস্ ভার্ম্মা, এড্‌ভোকেট শ্রীরাখাল

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু .. .. ..
(৪) গীতাবলী .. .. ..
(৫) গীতমালা .. .. ..
(৬) জৈবধর্ম্ম .. .. ..
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত .. .. ..
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি .. .. ..
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য .. .. ..
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road

Calcutta-26

BOOK POST

Serial No. Name & Address

....

....

....

....

Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৪০২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ ১৪০২
২৫ কেশব, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, শনিবার, ২ ডিসেম্বর ১৯৯৫ { ১০ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৭১ পৃষ্ঠার পর]

"সহজিয়াগণ মনে করেন, এই অহং-মম বুদ্ধিযুক্ত দেহটাকে ভোগের জন্য টিকিট কাটা বৃন্দাবনে রাখার নামই—'ব্রজবাস', আর ব্যভিচার, লাম্পট্য, কপটতা, বৈষ্ণব-সেবা-ত্যাগ, হরি-কীর্ত্তন-ত্যাগ ক'রে প্রতিষ্ঠানু-সন্ধানই—হরিভজন।"

"কৃষ্ণভক্তের পূজা ছেড়ে ব্রজবাস প্রভৃতির ছলনা—দেহটা ল'য়ে গিয়ে কৃষ্ণকে ভোগ ক'রবার চেষ্টা। কত পাপী লোক ত' বৃন্দাবনে, নবদ্বীপে একত্র হ'য়েছে। তারা ইন্দ্রিয়তর্পণের খাতিরে শুদ্ধবৈষ্ণবের কোন কথা বুঝতে না পেরে কেবল তাঁদের চরণে অপরাধই ক'রছে। কৃষ্ণভক্তের পূজাকারীর প্রতিই শ্রীচৈতন্যদেব ও গোস্বামিগণের কৃপা হয়।"

[শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক কয়েক-জন ভক্ত মিলিয়া রহস্য করিয়াছিলেন,—শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রেষ্ঠ, না শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রেষ্ঠ ? প্রভুপাদ একটু দূরে ছিলেন, ভক্তগণের প্রেমকল্লোল শুনিয়া সম্মুখে উপ-স্থিত হইয়া বলিলেন—] "শ্রীচৈতন্যমঠে চৈতন্যদেব থাকেন, আর গৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণব থাকেন, তা'হ'লে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ ? চৈতন্যমঠে চৈতন্যদেবের পূজা হয়, গৌড়ীয় মঠে চৈতন্যদেবের ভক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পূজা হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব চৈতন্যদেবে-রই অনুগত। **গৌড়ীয়মঠ চৈতন্যমঠের অনুগত।**"

"যা'রা স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনের জন্যই ব্যস্ত এবং-সেরূপ মোহজাত ভোগেচ্ছা পরিপোষণার্থ পরমোপাস্য-শ্রীভগবান্‌কে তা'দের ইন্ধন-সংগ্রহে নিযুক্ত করবার জন্য সচেষ্ট, তাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে লোকশিক্ষক জগদ্‌গুরুর কার্য্য ক'রতে পারে ? শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের আচার-প্রচারে কি দেখতে পাওয়া যায় ? যাঁহাদের দ্বিতীয়া-ভিনিবেশজাত ভয়, শোক, মোহ বা দেহ-দ্রবিণ-সুহৃৎ প্রভৃতির জন্য শোক, স্পৃহা, লোভ, পরিভব প্রভৃতি বৃত্তি র'য়েছে, তাঁরা ভগবানে শরণাগত হন নি।

তাদৃশ অশরণাগত ব্যক্তি কখনই অপর জীবকে শরণাগত হবার উপদেশ দান ক'রতে পারেন না, আর কেবল মৌখিক উপদেশ প্রদান ক'রলেও তাদৃশ আচারহীন প্রচার ফলপ্রদ হয় না। যিনি নিষ্কিঞ্চন—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা—শতকরা শত পরিমাণ, কৃষ্ণে নিষ্কপট শরণাগত বা কৃষ্ণের একান্তসেবক, সেরূপ মহাভাগবত বৈষ্ণবই আচার্য্যের আসন গ্রহণ ক'রতে পারেন।

ভগবানের নাম-সেবা, ধাম-সেবা ও কাম-সেবা এ তিন সেবায় যাঁরা যোগদান করেন, তাঁরাই জগতের বরেণ্য। নাম-সেবা ব্যতীত জীবমাত্রেরই প্রাপঞ্চিক-বিচার হ'তে উদ্ধার লাভের উপায় নেই। নাম-সেবার ফলে মানব-জগৎ সকল কুসংস্কারের হাত হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে কৃষ্ণ-কামসেবায় প্রতিষ্ঠিত হন। ধাম-সেবা হতে মায়াবাদ—অর্থাৎ 'আমি প্রভু,—ঈশ্বর ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-তদ্রূপ বৈভবাদি নেই'—এই ভীষণ অসৎ মতবাদের কবল হ'তে উদ্ধার লাভ করা যায়, আর কৃষ্ণ-কাম-সেবা হ'তে নিজের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষরূপ ভীষণ বিপদ হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—নশ্বর কাম হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা, কাম-গায়ত্রীর সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

স্থূল শরীর ধারণ ক'রতে গিয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে যে সকল ইতর বাসনার উদয় হ'য়েছে, সূক্ষ্ম শরীর ধারণ ক'রতে গিয়ে ভগবৎ-সেবা-চেষ্টায় উদাসীন হ'য়ে যে সকল মনোধর্ম্ম-চালিত বিপরীত পথে ধাবিত হচ্ছি, সেই মুখটা উল্টে যায়, যদি আমাদের কৃষ্ণ-কাম-সেবায় রতি উদিত হয়। সেই কৃষ্ণ-কাম-সেবা আবার লাভ হয়, যদি আমরা ধাম-সেবা করি।

ধাম অর্থে—রশ্মি, প্রভাব, তেজঃ গৃহ, স্থান, শরীর, জন্ম প্রভৃতি। বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে যেখানে আত্মহিংসা, মৎসরতা ও নশ্বরতা নাই—যাহা নিত্য স্বপ্রকাশ—যাহা নিত্য চিন্ময়, যাহা নিত্য আনন্দময়, তাহাই শ্রীধাম। সেই শ্রীধামে চৈতন্যদেব উদিত হ'য়ে জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট ক'রেছেন।

আমরা এই ধামের প্রভাব বুঝতে না পেরে অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম—ধাম-সেবায় আদৌ রুচি ছিল না—শ্রীঅর্চ্চায় তাদৃশ শ্রদ্ধা ছিল না—অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিলাম, যুক্তিদ্বারা, পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা, চরিত্র-গৌরবের দ্বারা জগতের লোককে পরাভূত ক'র্ব এরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ছিলাম; কিন্তু কোন মহাত্মা 'ধাম-সেবায়েই তোমার সর্ব্বমঙ্গল লাভ হবে'—এই ব'লে শ্রীধাম-সেবায় নিযুক্ত ক'রলেন। যিনি এই ধামসেবায়, নাম-সেবায়, কৃষ্ণকামসেবায় নিযুক্ত ক'রেছেন, তাঁর আনুষ্ঠানিক চেষ্টা হ'তেই এই শ্রীধাম-প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হ'য়েছে। তাঁরই শিক্ষা সকলকে ধামসেবায় নিযুক্ত করুন। ধামসেবা হ'লে শ্রীনামসেবা হ'বে, শ্রীনামসেবা হ'লে কৃষ্ণ-কামসেবা লাভ হ'বে। ধামে যিনি সম্বন্ধস্থাপন ক'রেছেন, তাঁর গ্রামে রতি—গ্রাম্য-সম্বন্ধ অচিরেই বিদূরিত হয়। ধামে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে শ্রীনামসেবারূপ অভিধেয় অত্যল্পকাল মধ্যেই কৃষ্ণ-কামরূপ প্রয়োজন লাভ করায়—ইহাই মানবজীবনের একমাত্র প্রয়োজনতত্ত্ব।

সকল জিনিষই কালে পরিণামশীল, এ সকলে আস্থা স্থাপন ক'রে অনেকদিন থাক্‌তে পারবো না। যে জিনিষ অনিত্য, তা'তে এত আকর্ষণ কেন? কামের চেষ্টা কেন? কৃষ্ণে আকর্ষণ—কৃষ্ণসেবায় কাম হয় না কেন? ঈশ-বিমুখ-ভাব আমাদের এত প্রবল কেন? আমরা চেতনে সম্পূর্ণ উদাসীন—আমরা শিক্ষা পাই নাই—দক্ষিণে বামে বিভিন্ন অচৈতন্য শিক্ষকের প্রণালী আমাদিগকে গ্রাস ক'রেছে। অচৈতন্যের বথা বা বিদ্ধ-চেতনের কথা আলোচনা-দ্বারা মনোধর্ম্মী হ'য়ে আমাদের কোন মঙ্গল হ'বে না। মানবজাতির বিচারভ্রান্তি হ'তে কি আমরা উদ্ধার লাভ ক'রতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। চেতনের আশ্রয় গ্রহণ ক'রলে অচেতনের ক্লেশ—হেয়তা হ'তে নিশ্চয়ই উদ্ধার লাভ ক'র্‌তে পারি।

একমাত্র বৈকুণ্ঠ-নাম কৃপা ক'রে ইহ-জগতে আগমন ক'রেছেন। এই নাম যার উপর আহিত, তাহা শ্রীধাম,—এই শ্রীধামের সেবাদ্বারা আমাদের নাম-সেবা বা কৃষ্ণ-কাম-সেবা লাভ হয়। শ্রীধামের সহিত বম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নাম-সেবার ছলনা কখনও কৃষ্ণকাম সেবারূপ প্রয়োজন প্রদান করে না। সর্ব্বতো-ভাবে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না। কেবল চেতনের ধর্ম্ম কি, তা' যদি

কখনও বিদ্যুতের কণার ন্যায়ও চৈতন্যজনগণের কৃপাবলে আমাদের দৃষ্টিপথে আগমন করে, তা'হলে অন্ধকার রাজ্যের মানবজাতির পরামর্শ হ'তে আমরা উদ্ধৃত হ'তে পারি। বিদ্যাবধূ-জীবন শ্রীনামের সেবা শ্রীধামে অবস্থিত না হ'লে হ'তে পারে না। শ্রীনাম-সেবা না হ'লে কৃষ্ণ-কাম-সেবাও হয় না।"

(ক্রমশঃ)
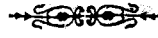
তত্ত্বসূত্র—সম্বন্ধ প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৭৩ পৃষ্ঠার পর]

অতএব গীতায় কথিত আছে,

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥

এই সকল পাপের একটী সংখ্যা করিয়া রাখা সকলের উচিত। যদিও অনেকে সমুদায় পাপ-প্রবৃত্তির বশীভূত-নহেন, তথাপি সমুদায় পাপের বিশেষ সংখ্যা থাকিলে উপরতির সাধনের উপকার হয়।

যে পাপ দমন হইয়া গেল, তাহাকে সংখ্যাপত্র হইতে বহির্ভূত করিয়া অবশিষ্ট পাপের নিরোধের জন্য যত্ন পাইতে হইবে। এক ব্যক্তির পরমায়ুর মধ্যে অবশ্য দশটী পাপ দমন হওয়ার সম্ভাবনা। ইহাও বিশেষ যত্ন করিলেই হইতে পারে, নতুবা সংশোধনের সম্ভাবনা নাই। অনেকেই ইহার বিশেষ যত্ন না করায় পাপকে পাপ বোধ করিয়াও ছাড়িতে পারেন না। কিন্তু যৎকালে এই প্রকার পাপের বশ ও দমন হইতে থাকে, তৎকালে পরানুশীলনও কিছু কিছু প্রয়োজন। নতুবা তাহা শুষ্কবৈরাগ্য হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? যাঁহারা এই প্রকার প্রত্যাহারের যত্ন করেন, তাঁহাদের প্রত্যাহার যদিও সম্পূর্ণ না হইতে হইতে মৃত্যু হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। যেহেতু মৃত্যুই শেষ অবস্থা নহে, মৃতুর পরে যে অবস্থান্তর আছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসমূলক। ঐ ভাবী অবস্থায় পূর্ব্ব আভ্যাস-ক্রমে ফল হইবে এবং তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে পাপ হইতে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা আছে। তথা গীতায়াং—

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥

অনেকেই বিশেষ যত্নপূর্ব্বক পরানুশীলনের কোন কোন প্রত্যঙ্গ সাধন করেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত-প্রত্যাহারের যত্ন করেন না; তজ্জন্যই তাঁহাদের সাধনভক্তির ভাব ও প্রেম-রূপ উন্নত অবস্থা হয় না, কেবলমাত্র পরানুশীলনবৃত্তি জাগ্রত থাকে। অনেককে লাম্পট্যপ্রিয় দেখা যায়, কিন্তু তাঁহারা ভগবদ্ভজনোল্লেখে পুলকাশ্রু প্রভৃতি প্রকাশ করেন, ইহাতে অনেকেই এরূপ সন্দেহ করেন যে প্রত্যাহার সম্পন্ন না হইয়াও তাঁহাদের ভাব বা প্রেমের উদয় হইয়াছে। এটি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে যেহেতু যাহার ভাব বা প্রেম উদয় হইবে, তাহার আর প্রাকৃত বিষয় লাম্পট্য সম্ভব হয় না। অতএব যাহা-দের প্রত্যাহার সম্পন্ন হয় নাই, তাহাদের পুলকাশ্রু ঔপাধিক মাত্র জানিতে হইবে। অতএব রূপগোস্বামী বলেন যে,—

কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়স্তথা।

পুনশ্চ কহিলেন যে,—

সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাম্।
হৃদয়ে সম্ভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ ॥

তাহাকে প্রতিবিম্ব কহিলেন,—

অশ্রমাভীষ্টনির্ব্বাহী রতিলক্ষণলক্ষিতঃ।
ভোগাপবর্গসৌখ্যাংশব্যঞ্জকঃ প্রতিবিম্বকঃ ॥

এ প্রকার প্রতিবিম্বও ভাল, কিন্তু যথার্থ সাধুদিগের প্রতি অপরাধ হইলে তাহাও ক্ষয় হয় এবং যথার্থভাবও ক্ষয় হয় যথা,—

ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ।
আভাসতাঞ্চ শনকৈর্ন্যূনজাতীয়তামপি ॥

কৃষ্ণভজনে উন্মুখ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যম, নিয়ম, অহিংসা প্রভৃতি ও শৌচাদি স্বয়ংই উপস্থিত হয়—ভক্তদের যম-নিয়মাদি স্বতঃসিদ্ধই। হরিসেবা-করণে

সর্ব্বতোভাবে অভীপ্সু জনেই ঐ সমস্ত গুণাবলী স্বয়ংই উপস্থিত হয়। ভুক্তি-মুক্তির কামনাপ্রযুক্ত জ্ঞানকর্ম্মাদির অমিশ্র বিশুদ্ধ ভক্তিতে অনধিকারী কর্ম্মী ও জ্ঞানীদের হৃদয়ে কি প্রকারে সেই ভাগবতী রতির উদয়ের সম্ভাবনা হয় ? এই প্রকারের ব্যক্তির কোন রতি লক্ষণ যদি উদয় হয়, তাহাকে প্রতিবিম্ব রত্যাভাস বলিয়া জানিতে হইবে। অশ্রুপুলকাদি দুই একটি চিহ্নের বিদ্যমানে রতি বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইয়া যে রত্যাভাস—ভোগ ও মোক্ষাদির সৌখ্যাংশব্যঞ্জক হয়, তাহাকে 'প্রতিবিম্ব' বলে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রিয় পার্ষদাদির নিকট অপরাধ ঘটিলে ভাবও একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। মধ্যম অপরাধে ঐ ভাব আভাসত্ব প্রাপ্ত হয় এবং অল্পাপরাধে ন্যূন-জাতীয়তা প্রাপ্তি করে অর্থাৎ উজ্জ্বল রতিমান্ সাধক দাস্যরতি এবং দাস্যবান্ জন শান্তাদি রতিপ্রাপ্তি করে)।

অতএব ক্রমশঃ প্রত্যাহারের যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য, সম্পূর্ণ প্রত্যাহার সম্পন্ন হইবার আয়ু নাই বলিয়া আশঙ্কা করিতে হইবে না যেহেতু প্রত্যাহারকে সহচর না করিলে প্রেমের প্রাদুর্ভাব হইতে পারিবে না।

অতএব সূত্র হইল যে,—

প্রত্যাহারসমৃদ্ধ্যা সাধনং ভাবস্তয়ৈবভাবাৎ প্রেম ॥৪০॥

ননু ভক্তেঃ কীদৃশ উত্তরোত্তরং শ্রেষ্ঠ ক্রম ইত্যপেক্ষায়ামাহ প্রত্যাহারেতি। প্রত্যাহারস্য সমৃদ্ধ্যা অভ্যাসবশেন উত্তরোত্তরাধিক্যেন ভক্তেরুত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা ভবতি প্রথমতঃ সাধনং ভাবঃ সাধনাত্মিকা ভক্তির্ভাবরূপা ভবতি তয়ৈব ভাবাৎ প্রেম তয়ৈব প্রত্যাহার সমৃদ্ধ্যা সহিতা সতি ভাবভক্তি প্রেমরূপা ভবতীত্যর্থঃ। অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ইতি গীতাবচনং প্রমাণম্।

(প্রত্যাহারযুক্ত ভক্তিসাধনক্রমে ভাবভক্তিরূপে পরিণত হয়, প্রত্যাহার-সম্পন্ন ভাবভক্তি ক্রমে প্রেম-ভক্তিরূপে পরিণত হয়। প্রত্যাহার অভ্যস্ত না হইলে ভক্তির উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভগবানের শ্রীমুখোক্তি অনুসারে, গীতা দ্বাদশ অধ্যায়ে, —হে ধনঞ্জয়, আমাতে যদি চিত্তকে স্থিরভাবে স্থাপন করিতে না পারিলে অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর)।

প্রত্যাহারের যতই সমৃদ্ধি হয় সাধকের আত্মা ক্রমশঃ ততই নির্ম্মল হইতে থাকে। আত্মা যতই নির্ম্মল হয়, ভগবানের স্বরূপ ততই নির্ম্মলরূপে সাধকের নিকট প্রতীত হয়। অতএব ভগবান্ ও জীবের সম্বন্ধ-সূত্ররূপ ভক্তিও ক্রমশঃ নির্ম্মলত্ব লাভ করে। সাধনের জড়ত্ব ভাবে নাই এবং ভাবের প্রাকৃতত্ব প্রেমে থাকিতে পারে না। যদিও সাধনেই ভাব ও প্রেম মন ও আত্মা এই দ্বিবিধ অধিকরণ-ভেদে পূর্ব্বেই অর্থাৎ ৩৫ সূত্রের ভাষ্যে দর্শিত হইয়াছে, তথাপি সাধনের জড়ত্ব পরিত্যাগ অবস্থা ও ভাবের অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্তিরূপ নির্ম্মল প্রেমাবস্থা স্বীকার করিতে হইবে। সাধন অবশ্যই সর্ব্বকাল ভাব ও প্রেমের অধীন থাকিবে। ভাব কোন সময়ে সাধন হইতে স্বাধীন হইয়া কেবল প্রেমের অধীনতা স্বীকার করিতে থাকিবে। কিন্তু প্রেম যখন মুক্ত আত্মায় অবস্থিতি করে, তখন ইহার সাধন বা ভাবের সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না, যেহেতু তৎকালে ইহাকে নিরুপাধিক রাগ বলা যায়। ভক্তি শব্দে এই সমুদায় অবস্থাকে বুঝায়। অতএব শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে দ্বিতীয় লহরীতে কহিলেন,

সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা।
কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা ॥
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥

(পূর্ব্বোক্ত এই ভক্তি,—সাধন, ভাব ও প্রেম নামে ত্রিবিধ আখ্যায় অভিহিত হয়। সাধন ও সাধ্যরূপা ভেদে ভক্তি দ্বিবিধা হইলেও এস্থলে আপাততঃ প্রতীতির জন্য ভেদত্রয় বিবেচিত হইতেছে। ইন্দ্রিয়ব্যাপার দ্বারা এই উত্তমা ভক্তি অনুষ্ঠিতা হইলে তাহাকে সাধনভক্তি বলে। নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণে শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষরূপে (কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরূপে) নিত্য বর্ত্তমান ভাবের ঐ হৃদয়ে স্বয়ং স্ফুরণ হয় বলিয়া কৃত্রিমতা-শঙ্কা হইতে পারে না। সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ইহারা সকলে পর্য্যন্ত অকৃত্রিম। সুতরাং এই স্থলে সাধ্যতা-অর্থে নিত্যসিদ্ধ ভক্ত-হৃদয়ে ভাবের প্রাদুর্ভাব মাত্রই বুঝিতে হইবে। 'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদ্যে শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়')।

(ক্রমশঃ)

কাম

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৮৪ পৃষ্ঠার পর]

ত্রিভুবনবিজয়ী লঙ্কেশ্বর রাবণের পত্নী পরমাসুন্দরী শ্রীমন্দোদরীদেবী। রাবণও পরমাসুন্দরী বহু ক্ষত্রিয় রাজকন্যা এবং স্বর্গের দেবললনাগণের দ্বারা পরিবৃত। তিনিও কামের বেগকে ধারণ করিতে পারেন নাই। জগজ্জননী শ্রীরামশক্তি সীতাকে অপহরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে স্বর্ণলঙ্কাপুরীসহ রাবণ সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মহাতপপ্রভাবশালী শ্রীবিশ্বামিত্র মুনি স্বর্গের পরমাসুন্দরী মেনকার দর্শনে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উহা তাহার সাধনপথের অন্তরায় হইয়াছিল।

আদিকবি বাল্মীকি মহামুনি রামলীলা বর্ণন করিয়াছেন। রামলীলা শ্রবণে কাম নষ্ট হয়, বর্দ্ধিত হয় না। লঙ্কেশ্বর রাবণের ভগিনী শূর্পনখা। ভ্রাতা রাবণ ভগিনীর প্রসন্নতার জন্য সহস্রাধিক নবযুবক রাক্ষসগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষপরিবৃত শূর্পনখা পঞ্চবটীবনে শ্রীরাম, শ্রীলক্ষ্মণের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরামশক্তি শ্রীসীতাদেবীরও সম্মুখে বির্লজ্জভাবে সঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছিল। তৎফলে নাক-কাণবিহীন আজীবন লজ্জাহীনের রূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল। বহুপুরুষ সঙ্গে থাকিলেও কামের তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই শূর্পনখা। কাম অতৃপ্ত বহুভোজনশীল, মহাপাপী। 'মহাশনো মহাপাপমা'।

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥'

—ভাঃ ৯।১৯।১৪

ঘৃতদ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কাম বহু উপভোগের দ্বারা ভোগপিপাসা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, উপশম প্রাপ্ত হয় না। [অগ্নিতে অল্পপরিমাণ ঘৃত দিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না। কিন্তু একসঙ্গে বহু ঘৃত (একশত মণ) দিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। ঠিক তদ্রূপ পূর্ণ কাম হইলে কামানল নির্ব্বাপিত হয়।]

'মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥'

—ভাঃ ৯।১৯।১৭

শ্রীবেদব্যাসমুনির সাবধান-বাণী—মাতা, ভগিনী ও কন্যার সহিত নির্জ্জনে একাসনে উপবেশন করা উচিত নহে। যেহেতু বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। অতএব

---

* **রাবণ ঃ**—কিন্তু রাবণের নিকটেই ভগবান্ রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে পাঠাইয়াছিলেন রাজনীতি-বিষয়ে উপদেশ গ্রহণের জন্য। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে রাবণ নারায়ণের পার্ষদ ছিলেন, অভিশপ্ত হইয়া শত্রুরূপে ব্যতিরেকভাবে শ্রীরামচন্দ্রের লীলার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন ; সীতাহরণ ব্যতিরেকভাবে রামচন্দ্রের মর্য্যাদা-পুরুষোত্তমলীলা পুষ্টির জন্য।

শূর্পনখা ঃ—শূর্পনখার রাম-লক্ষ্মণের সহিত কথোপকথন সৌভাগ্য হইয়াছিল। ভগবান্ লক্ষ্মণ তাহার নাক-কাণ কাটিয়াছেন, অন্যে নহে। শূর্পনখা ব্যতিরেকভাবে রামলীলার পুষ্টিসাধন করিয়াছে।

দেবরাজ ইন্দ্র, মিশ্বামিত্র, সৌভরি ঋষি, অগস্ত্য ঋষি, দুর্ব্বাষা ঋষি প্রভৃতি মহা তেজীয়ান্ দেবতা ও ঋষিগণকে বদ্ধজীবের সহিত সমপর্য্যায়ে আনিয়া বিচার ও সমালোচনা করিলে ভুল হইবে। এই প্রবন্ধ লেখার তাৎপর্য্য তাহা নহে। কামকে নিজ সর্ব্বনাশকর ও অহিতকর জানিয়া তাহা হইতে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য দৃষ্টান্তের অবতারণা। সব কামও এক পর্য্যায়ের নহে, তাহার মধ্যেও তারতম্য আছে,—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক কাম। পুনঃ প্রতিটী কামের মধ্যেও অনেক তারতম্য আছে।

ইন্দ্র যদি সাধারণ মনুষ্য পর্য্যায়ের হইতেন ভগবান্ বামনদেব তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'উপেন্দ্র'রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবকার্য্য সাধন করিতেন না। ইন্দ্র নিজ অপরাধ স্খালনের জন্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের তটে আসিয়া সুরভী গাভীকে সম্মুখে রাখিয়া শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ তাঁহাকে পূজা, অভিষেক

কামই মানুষের বিবেকজ্ঞানকে আবৃত করিয়া মহা-নর্থের সৃষ্টি করে।

"ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পুরেণানলেন চ ॥"
—গীঃ ৩।৩৮-৩৯

যে প্রকার ধূম অগ্নিকে, মল দর্পণকে এবং জরায়ু গর্ভে গর্ভস্থ শিশুকে আবৃত করে, তদ্রূপ কামদ্বারা মানুষের জ্ঞান গাঢ়রূপে আচ্ছাদিত হয়। তখন মানুষ নিজের ও অপরের হিতাহিত বিচার করিতে অসমর্থ হয়। জ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া দুষ্কর কার্য্য করিতে সে ব্রতী হয়। হে অর্জ্জুন! এই কামই অগ্নির ন্যায় বহুভোজন করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। কাম মানুষের বিচার ও জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে। কামই মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া মোহিত করে। কামকে সাধকের, জ্ঞানিগণের, জীবের নিত্য বৈরী জানিবে।

মানুষ দুষ্পার কামকে আশ্রয় করিয়া দম্ভ, মান ও মদযুক্ত হইয়া অসৎ-কার্য্যে ব্রতী ও অত্যন্ত নিন্দনীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

'কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥'
—গীঃ ১৬।১০

কাম, ক্রোধ এবং লোভ, এই তিনটী আত্মনাশ-কারী নরকের দ্বার। অতএব উত্তম লোকসকল এই তিনটী যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন।

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥"
—গীঃ ১৬।২১

দুষ্পূরণীয় কামনার বাধা প্রাপ্তি হইলে ক্রোধের সঞ্চার হয়, ক্রোধোন্মত্ত হইলে স্বকামনার বাধা-প্রদান-কারীকে নিরস্ত করিতে দুষ্কর কার্য্য করে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে জন্মদাতা পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভ্রাতা-ভগিনী, পতি-পত্নী ও বন্ধুকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করে, ইতিহাসাদিতে এবং প্রত্যক্ষ বহু ঘটনাতে দৃষ্ট হয়।

কামের পুনঃ পুনঃ সেবনে তৃপ্তি হয় না, প্রতিক্ষণ ভোগের লালসা বর্দ্ধিত হয়। তজ্জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভোগের তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের অন্তঃ-করণকে ভগবানে সমর্পণ করতঃ তদ্ভজনে যত্নবান হইবেন। ঐহিক ও পারত্রিক ভোগের কামনা অসৎ

করিয়াছিলেন—যাহা হইতে গোবিন্দকুণ্ডের উৎপত্তি প্রভৃতি জগতের কোনও কামাতুর বদ্ধজীবের সৌভাগ্য হয় না।

দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বামিত্রকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য মেনকাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্রের ন্যায় জগতের কোন্ কামাতুর বদ্ধজীব নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রাখে? অগস্ত্য ঋষি পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের আদেশে নিজে কন্যা সৃষ্টি করিয়া বিদর্ভরাজকে দিয়াছিলেন এবং পরে বিবাহ করিয়াছিলেন, কামের বশবর্ত্তী হইয়া করেন নাই; তিনি ইল্বলকে ভক্ষণ করিয়া হজম করিতে পারিয়া-ছিলেন, কোনও ব্রাহ্মণ ঋষিও পারেন নাই, মনুষ্য ত' দূরের কথা। অগস্ত্যের পুত্র সপ্তম বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াই সাঙ্গোপনিষৎ পাঠ করিতে করিতে পিতার নিকট আসিয়াছিলেন, জগতে কোন্ মানুষের পুত্র এই-প্রকার শক্তি ধারণ করে? তিনি দেবতাগণের অনুরোধে সাগর শোষণ, বিন্ধ্যাচলের দর্প নাশ করিয়াছিলেন, জগতের কোন্ বদ্ধজীব এই শক্তি ধারণ করে?

দুর্ব্বাষা ঋষির অত্রি মুনির ঔরসে রুদ্রের অংশে জন্ম। সাধারণ মনুষ্য নহেন। ঔর্ব্ব মুনির কন্যা কন্দলীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্ত্রীর শত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পরে তাহাকে ভস্মীভূত করিলেন। দুর্ব্বাষা ঋষি বহু ভোজন করিতে, আবার বহুদিন অভুক্ত থাকিতে পারিতেন। তিনি যে সব অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন, কোন্ মনুষ্য তাহা করিতে পারে?

সৌভরি ঋষির মান্ধাতার পঞ্চাশ কন্যার বিবাহ ও বিরাট সংসার হইয়াছিল ভক্তের চরণে অপরাধ হেতু। তিনি দশ হাজার বৎসর জলে নিমগ্ন থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। জগতের মানুষ দশ হাজার

জানিয়া ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিবেন। ভোগের চিন্তার দ্বারাই মানুষ জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হয়। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানে রতি হেতু ভগবদিতর বিষয়ে স্বাভাবিকরূপে অনাসক্ত হন।

ভোগের কারণ ভোগবাসনা, ভোগবাসনার কারণ স্বরূপভ্রম, স্বরূপভ্রমের কারণ অজ্ঞান, অজ্ঞানের কারণ জ্ঞানবিমুখতা। অখণ্ড জ্ঞানময়-তত্ত্বই ভগবান্। কারণ দূর না হইলে কার্য্য দূর হয় না। ভগবদ্বিমুখতা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও সমাধান হইবে না।

ভগবদ্‌কথিত ভক্তিযোগ-দ্বারা যিনি নিরন্তর ভগবানের ভজনে রত থাকেন, ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার সমস্ত কামকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনে।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥"
—ভাঃ ১১।২০।২৯

শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, যশসমূহ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং চিন্তনকারী ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান্ প্রবিষ্ট হইয়া কামাদি দোষসমূহ সমূলে ধ্বংস করিয়া থাকেন, কারণ ভগবান্ ভক্তবৎসল।

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥"
—ভাঃ ১।২।১৭

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥
—ঐ ১।২।১৮

নিরন্তর ভক্তপরিচর্য্যা ও ভাগবতের শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা কামাদি দোষ দূরীভূত হইলে পরমপুরুষ ভগবানে স্থায়ী নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। তদবস্থায় রজোগুণ, তমোগুণ হইতে উৎপন্ন কাম, ক্রোধ এবং লোভাদির উপশম হইলে চিত্ত প্রশান্ত ও নির্ম্মল হয়।

"তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥"
—ভাঃ ১।২।১৯

বৎসর দূরের কথা, দশ মিনিটও জলের তলে ডুবিয়া থাকিতে পারে না। সৌভরি ঋষি নিজেকে পঞ্চাশটী শরীরে বিস্তার করিয়াছিলেন, জগতের কোন্ মানুষ তাহা পারে ?

ঋগ্বেদে যে যম ও যমীর প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে, তাহাতে সাধারণ কামাতুর স্ত্রী-পুরুষ মিলনের কোনও সম্বন্ধ নাই। দিবা ও রাত্রিকে বৈদিক প্রথম ঋষিগণ বিবস্বান্ (আকাশের) ও সরণ্যুর (প্রভাতের) যমজ সন্তান—যম ও যমী নাম দিয়াছিলেন। যমীর অপর নাম যমুনা। রূপকভাবে কিছু বর্ণন হইলে তাহাকে বদ্ধজীবের কামসাম্য মনে করিলে অপরাধ হইবে। যমুনা নন্দনন্দন কৃষ্ণের বিহারস্থল পরম পবিত্র।

পরশুরাম ঃ—দশাবতারের অন্যতম, জয়দেব গোস্বামী কর্ত্তৃক স্তুত। ২৫টী লীলাবতারের মধ্যে ঊনবিংশাবতার। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ গর্ভস্তুতিতে পরশুরামকে কৃষ্ণের অবতাররূপে বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২।৪০ শ্লোকের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত অনুবাদ দ্রষ্টব্য। ভাগবতে ১।৩।২০ শ্লোকে পরশুরাম বিষ্ণুর ষোড়শাবতাররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ভাগবত ৯।১৫।১৪ শ্লোকেও পরশুরামের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পরশুরামের বন্দনা করিয়াছেন—যথা ঃ—

'দুর্ব্বশনে রঘুনাথ কৈল দরশন। মহেন্দ্র শৈলে পরশুরামের কৈল বন্দন ॥'—চৈঃ চঃ ম ৯।১৯৯

চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২০।৩৭০ পয়ারে লিখিত হইয়াছে,—পরশুরামে দুষ্টনাশন বীর্য্যসঞ্চারণ-শক্তির আবেশ, ভগবান্ পরশুরামের ক্রোধলীলা জীবকল্যাণের জন্য, উহা বদ্ধজীবের ন্যায় কামোত্থ ক্রোধ নহে। শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, নারদ ক্রোধলীলা করিয়াছেন। ইহাকে বদ্ধজীবের কামপর্য্যায়ে আনিলে মহাপরাধ হইবে, স্ব-পর অকল্যাণ সাধিত হইবে। পরশুরাম ও রামচন্দ্রের লীলা জাগতিক কাম-ক্রোধাসক্ত বদ্ধজীবের সমপর্য্যায়ের নহে। শ্রীজমদগ্নি ব্রহ্মর্ষিগণের অন্যতম, নিত্য স্মরণীয়, ভগবান্ পরশুরামের পিতা ; অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের ন্যায় সমালোচনার যোগ্য নহেন।

'কামাদি' রিপুকে শত্রু মনে করিয়া দাবাইয়া রাখিলে যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহারা সাধককে পর্য্যদস্ত

এবম্প্রকার ভগবানের প্রেমময়ী ভক্তিদ্বারা সমস্ত সংসারের আসক্তি নষ্ট হয়, হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, শুদ্ধসত্ত্বে ভগবানের তত্ত্বানুভব হেতু চিত্তের প্রশান্তি ও উপশমতা লাভ হয়।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"
—গীঃ ২।৬২-৬৩

বিষয়চিন্তা দ্বারা বিষয়ে আসক্তি হয়, আসক্তি হইতে কামনা উৎপন্ন হয়, কামনায় বাধা পড়িলে ক্রোধ হয়, ক্রোধ হইতে মোহ (কার্য্যাকার্য্যবিবেকরহিত), মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধি-নাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

করিয়া পতিত করিতে পারে এই আশঙ্কা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহা মহা জ্ঞানী যোগীদেরও পতন ঘটি-য়াছে। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রিপুসমূহকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতঃ তাহাদিগকে না দাবাইয়া প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়াছেন, রিপুসমূহকে ভগবদ্‌সেবায় নিয়োগ করিলে (শুদ্ধভক্তিমার্গে) পতনের আশঙ্কা থাকে না।

'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষিজনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভে-বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

— নরোত্তম ঠাকুর রচিত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ২ গীতি

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥—গীঃ ২।৫৯

উপরি উক্ত গীতার শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ব্যাখ্যা বিশেষ প্রণি-ধানের সহিত চিন্তনীয়।

"দেহবিশিষ্ট জীবে নিরাহার-দ্বারা বিষয় নিবৃত্তির যে বিধান দেখা যায়, উহা অত্যন্ত মূঢ়লোক-সম্বন্ধী বিধান। অষ্টাঙ্গ যোগে যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা বিষয় নিবৃত্তির অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা ঐপ্রকার লোকসম্বন্ধী বিধি। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ-পুরুষগণ-সম্বন্ধে সেই বিধি স্বীকৃত হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা পরম-তত্ত্বের সৌন্দর্য্য দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয় বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন। অতি মূঢ় ব্যক্তিগণের জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহারদ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও, জীবের রাগমার্গ ব্যতীত নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করে।"—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

বশিষ্ঠ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

"(পুং) বশবতাং বশিনাং শ্রেষ্ঠং, বশবৎ-ইষ্ঠন্ (বিন্মতোর্লুক্। পা ৫।৩।৬৫) ইতি মতোর্লুক্, যদ্বা বরিষ্ঠঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। স্বনামখ্যাত মুনি।' —বিশ্বকোষ। '**বশিষ্ঠ (বসিষ্ঠ)**ঃ—মুনিবিশেষ। বশিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে (নিপাতনে 'শ'-স্থানে 'স'), বসুমৎ (তপস্যারূপ ধনবিশিষ্ট)+'ঈষ্ঠ' অতিশয়ার্থে'—আশু-তোষদেবের নূতন বাংলা অভিধান। '**বশিষ্ঠ (বসিষ্ঠ)** ব্রহ্মার প্রাণ হইতে জন্মগ্রহণ করেন; কর্দ্দমকন্যা অরুন্ধতী ইঁহার স্ত্রী এবং পুত্র সপ্তর্ষি। কূর্ম্মপুরাণমতে ইঁহার ৭ পুত্র ও এক কন্যা।

বশিষ্ঠশ্চ তয়োর্জায়াং সপ্ত পুত্রানজীজনৎ।
কন্যাঞ্চ পুণ্ডরীকাক্ষাং সর্ব্বশোভাসমন্বিতাম্॥

(কূর্ম্মপুরাণ ১২ অধ্যায়)

'মিত্রাবরুণের পুত্র'—অগ্নিপুরাণ" —বিশ্বকোষ

ঋগ্বেদ মতে—

মিত্র ও বরুণ এবং উর্ব্বশীকে অবলম্বন করিয়া বশিষ্ঠের আবির্ভাব। ঋষিসত্তম বশিষ্ঠ মুনি স্থলে, অগস্ত্য ঋষি কুম্ভে এবং মহাদ্যুতি মৎস্য জলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং বশিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র; উর্ব্বশীর মন হইতে জাত।

বশিষ্ঠ কিরূপে ঋষি হইলেন তৎসম্বন্ধে ঋগ্বেদে বর্ণিত ঃ—

"আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং
প্রযৎ সমুদ্রং ঈরযাব মধ্য।
অধি যদপাংস্নুভিশ্চরাব
প্রপ্রেংখ ইংখয়াবহৈ শুভে কং॥
বশিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং
চকার স্বপা মহোভিঃ।
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং
যান্নু দ্যাবস্ততনন্যাদুষাসঃ॥"

—ঋগ্বেদ ৭।৮৮।৩-৪

'যখন আমি (বশিষ্ঠ) ও বরুণ উভয়ে নৌকায় চড়িয়াছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং জলের উপর গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ দোলায় সুখে খেলা করিয়াছিলাম। বরুণ বশিষ্ঠকে নৌকায় লইয়াছিলেন, তাঁহার মহাতেজে তিনি নিজ সুকর্ম্ম-দ্বারা বশিষ্ঠকে ঋষি করিয়াছিলেন। তাঁহার দিন ও উষা বর্দ্ধিত হউক, এইরূপ স্তব করিবেন বলিয়াই সুদিনে তাঁহাকে স্তোতা করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদ হইতে আমরা জানিতে পারি, বশিষ্ঠ ও তাঁহার বংশধরগণ সুদাস রাজের পুরোহিত ছিলেন।'

—বিশ্বকোষ

'বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র ও সপ্তর্ষির অন্যতম। নিমিকে দেহনাশের অভিশাপ দিয়া তাঁহার শাপে বশিষ্ঠের চৈতন্য লোপ হয়। সুতরাং ব্রহ্মার উপদেশে পুনরায় মিত্রাবরুণের ঔরসে তাঁহাকে জন্ম লইতে হয়। পত্নী অরুন্ধতীর গর্ভে তাঁহার শক্তি প্রভৃতি শত পুত্রের জন্ম হয়। 'নন্দিনী' নামে ধেনু লইয়া বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। তাহার ফলে শক্তির অভিশাপে রাক্ষসরূপে পরিণত রাজা 'কল্মাষপাদ' বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় তাঁহার শত পুত্রকে গ্রাস করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তীকে অন্তঃসত্তা জানিয়া তিনি শোক সম্বরণ করেন। অদৃশ্যন্তীর গর্ভে পরাশরের জন্ম হয়। বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকু কর্ত্তৃক সূর্য্যবংশের পুরোহিত নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রণীত 'বশিষ্ঠ সংহিতা', ঋগ্বেদে তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।'—আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান।

শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধে ১৩শ অধ্যায়ে বিদেহরাজ নিমির চরিত্র বর্ণনকালে বশিষ্ঠ মুনির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—ইক্ষ্বাকুপুত্র বিদেহরাজ নিমি যজ্ঞ আরম্ভকালে বশিষ্ঠকে ঋত্বিগ্রূপে বরণ করিলেন। বশিষ্ঠ মুনি বিদেহরাজ নিমিকে বলিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে পূর্ব্বেই ঋত্বিক্পদে বরণ করিয়াছেন, এজন্য তিনি ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপনের পর নিমির যজ্ঞ সমাধানের জন্য আসিবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত বিদেহরাজ নিমি অপেক্ষা করিবেন। বশিষ্ঠ মুনি দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিলে বিদেহরাজ নিমি বিচার করিলেন এই জীবন অনিত্য, গুরু বশিষ্ঠের প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হইবে না, অন্য ঋত্বিক্দ্বারা যজ্ঞারম্ভ করা উচিত। বশিষ্ঠ ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, বিদেহরাজ নিমি অন্য ঋত্বিক্দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। নিমির গর্হিতাচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া 'নিমির দেহ নিপাত হউক' বশিষ্ঠ অভিসম্পাত করিলেন। গুরু বশিষ্ঠের অকারণ অভিশাপে নিমি মহারাজ মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন,—'আপনি দক্ষিণা প্রাপ্তির লোভে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, আমিও প্রত্যাভিশাপ প্রদান করিতেছি—আপনার শরীর শীঘ্র পতন হউক।' অধ্যাত্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বিদেহরাজ নিমি দেহ পরিত্যাগ করিলেন। প্রপিতামহ বশিষ্ঠ দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মিত্রাবরুণের বীর্য্যে উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। যজ্ঞকালে নিমির দেহ পতন হওয়ায় মুনিশ্রেষ্ঠগণ গন্ধ-দ্রব্যের দ্বারা দেহকে সংরক্ষণ করিলেন। সত্রযাগ সমাপন হইলে সমাগত দেবতাবৃন্দকে

মুনিশ্রেষ্ঠগণ বলিলেন—'হে দেবতাগণ, আপনারা যদি যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং সমর্থবান্ হন, মহারাজ নিমির দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করুন।' দেবতাগণ বলিলেন 'তথাস্তু'—'তাহাই হউক'। কিন্তু বিদেহরাজ নিমি দেবতাগণের বর গ্রহণ করিয়া পুনরায় জীবিত হইতে চাহিলেন না। আত্মতত্ত্বজ্ঞ নিমি বিচার করিলেন—'হরিভক্ত মুনিগণ দেহ পতন হইবে এই ভয়ে কাতর হইয়া দেহ প্রাপ্তি এবং দেহগত সুখ কামনা করেন না, তাঁহারা কেবলমাত্র ভগবৎপাদপদ্ম সেবাসুখ লাভের অভিলাষী. জলে মৎস্যগণের যেরূপ অন্য জলচর জন্তু হইতে সর্ব্বদা মৃত্যুভয়, তদ্রূপ দেহধারী জীবমাত্রেরই দেহগ্রহণজনিত মৃত্যুভয় থাকিবেই।' বিদেহরাজ নিমি পুনরায় জীবিত হইতে না চাহিলে মুনিগণ সঙ্কটে পড়িলেন। দেবতাগণ তখন যাহাতে দুইদিক রক্ষা হয় তদ্রূপ বিধান দিলেন —'বিদেহরাজ নিমি দেহরহিত হইয়া সূক্ষ্মদেহে অথবা ভগবৎপার্ষদদেহে দেহী জীবগণের দৃষ্টিমধ্যে উন্মেষ ও নিমিষের প্রবর্ত্তকরূপে লক্ষিত হউন এবং যথেচ্ছাক্রমে বাস করুন।' রাজা না থাকিলে অরাজকতার জন্য প্রজাগণের ভয় হইবে চিন্তা করিয়া মহর্ষিগণ নিমির দেহকে মন্থন করিলেন। নিমির দেহ হইতে একটি কুমার উৎপন্ন হইল। অসাধারণভাবে উৎপন্ন হওয়ায় কুমারের নাম হইল 'জনক'। প্রাণহীন দেহ হইতে জাত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি বৈদেহ নামে খ্যাত। মন্থন হইতে সন্তান উৎপন্ন হওয়ায় তিনি মিথিল নামে অভিহিত হইলেন। এই মিথিলের দ্বারাই নির্ম্মিতা পুরী মিথিলা নামে বিখ্যাত। [বাল্মিকীরচিত রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে নৃগ-নিমি-উর্ব্বশী-পুরুরবা-বশিষ্ঠ-প্রসঙ্গে বিষয়টী বর্ণিত হইয়াছে।]

ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের মধ্যে বশিষ্ঠ মুনি অন্যতম, শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীমৈত্রেয়বিদুর-প্রসঙ্গে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে—

'অথাভিধ্যায়তঃ সর্গং দশ পুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে।
ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য লোকসন্তানহেতবঃ॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ॥'

—ভাঃ ৩।১২।২১-২২

'অনন্তর সৃষ্টির বিষয়ে বিশেষভাবে ধ্যানপরায়ণ ও ভগবানের শক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মা লোকবিস্তারের হেতুভূত দশটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাঁহারা যথাক্রমে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং নারদ তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মার দশমপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।'

ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে নারদ, অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, প্রাণ হইতে বশিষ্ঠ, ত্বক হইতে ভৃগু, হস্ত হইতে ক্রতু, নাভি হইতে পুলহ, কর্ণদ্বয় হইতে পুলস্ত্য, মুখ হইতে অঙ্গিরা, নেত্র হইতে অত্রি এবং মন হইতে মরীচি প্রাদুর্ভূত হইলেন।

'উর্জ্জায়াং জজ্ঞিরে পুত্রা বশিষ্ঠস্য পরন্তপ।
চিত্রকেতুপ্রধানাস্তে সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ॥'

—ভাঃ ৪।১।৩৯

'হে পরন্তপ বিদুর, বশিষ্ঠের পত্নী উর্জার গর্ভে চিত্রকেতু প্রমুখ সাতটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহারাই বিমলচরিত্র সপ্তর্ষি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।'

'বশিষ্ঠতনয়াঃ সপ্ত ঋষয়ঃ প্রমদাদয়ঃ।
সত্যা বেদশ্রুতা ভদ্রা দেবা ইন্দ্রস্তু সত্যজিৎ॥'

—ভাঃ ৮।১।২৪

'সেই তৃতীয় মন্বন্তরে বশিষ্ঠপুত্র প্রমদাদি সপ্তর্ষি সত্য, বেদশ্রুত, ভদ্র প্রভৃতি দেবতা ও সত্যজিৎ ইন্দ্র হইয়াছিলেন।'

শ্রীমদ্ভাগত ১১শ স্কন্ধে কৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তীর্থ ও নদীগণের মধ্যে 'গঙ্গারূপে', জলাশয়গণের মধ্যে-সমুদ্র, অস্ত্রগণের মধ্যে ধনু, ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে ত্রিপুরারি, নিবাসস্থানগণের মধ্যে সুমেরু, দুর্গমস্থানগণের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থ ও ওষধিগণের মধ্যে যব, পুরোহিতগণের মধ্যে বশিষ্ঠ, বেদজ্ঞগণের মধ্যে বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিক, সন্মার্গ-প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগতে ১২শ স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে সুত-শৌনকাদিসংবাদ-প্রসঙ্গে 'আষাঢ় মাসের' নির্ব্বাহকরূপে বশিষ্ঠ মুনিকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৯ ও ১৯ অধ্যায় পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মদেবকে দর্শনের জন্য (নারদ, ধৌম্য, ব্যাসদেব, ভরদ্বাজ, পরশুরাম,

গৌতম, অত্রি প্রভৃতি) ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের মধ্যে এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া গঙ্গারতটে প্রায়োপবেশনকালে (অত্রি, চ্যবন, শরদ্বান্, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বেদব্যাস, অগস্ত্য, নারদ বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, ভরদ্বাজ, গৌতম প্রভৃতি) ঋষিগণের মধ্যে বশিষ্ঠ মুনি অন্যতম ছিলেন।

মহাভারত আদিপর্ব্বের বর্ণনায় এইরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ঋক্ষপুত্র কুরুশ্রেষ্ঠ বলবান্ সম্বরণ সূর্য্যের কন্যা পরমাসুন্দরী তপতীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বশিষ্ঠ মুনির মাধ্যমে। ভূপতি সম্বরণ কঠোর তপস্যাদ্বারা সূর্য্যদেবের আরাধনা করতঃ মহর্ষি বশিষ্ঠের তেজোবলে সূর্য্যতনয়া তপতীকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হন। তৎপর হইতে কুরুবংশীয়গণ 'তাপত্য' এই নামে সম্বোধিত হন।

বশিষ্ঠ ঋষি ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাঁহার পত্নীর নাম অরুন্ধতী। ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহীপালগণের পুরোহিত হইলেন ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ। যে প্রকার বৃহস্পতি দেবতাগণের যাগক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন তদ্রূপ বশিষ্ঠও মহারাজগণের যজ্ঞক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন।

কান্যকুব্জদেশে কুশিকের পুত্র গাধি নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহার পুত্র। একদা বিশ্বামিত্র অমাত্যগণের সহিত গহনবনে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। বনভ্রমণফলে তিনি পিপাসার্ত্ত হইয়া বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে আসিয়া উপনীত হন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ নরশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের যথোচিত সৎকার বিধান করিলেন। বশিষ্ঠের একটি কামধেনু ছিল। সেই কামধেনুর নিকট যাহা চাওয়া যাইত, তাহাই পাওয়া যাইত। কামধেনু হইতে প্রাপ্ত সুধাসম সুস্বাদু চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজনীয় দ্রব্য এবং বহুমূল্য রত্ন ও বস্ত্রের দ্বারা মহীপতি বিশ্বামিত্র, তাঁহার অমাত্যগণ ও সৈন্যগণকে সৎকৃত করিলে সকলে সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহারা বিস্মিত হইলেন চিন্তা করিয়া আশ্রমবাসী মুনি হইয়া মহারাজগণেরও দুষ্প্রাপ্য রমণীয় ভোজ্যদ্রব্য ও রত্নাদি কোথা হইতে পাইলেন? কামধেনু হইতে দুর্লভ বস্তুসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া বিশ্বামিত্রের কামধেনুর জন্য লালসা হইল। তিনি বশিষ্ঠের নিকট কামধেনু চাহিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে অর্ব্বুদ সংখ্যক গাভী দিবেন প্রস্তাব করিলেন। উক্ত প্রস্তাব শুনিয়া বশিষ্ঠ ঋষি বলিলেন—'দেবতা, অতিথি, পিতৃলোক ও যাগের নিমিত্ত পয়স্বিনী নন্দিনী এখানে রক্ষিতা হইয়া আছেন। সুতরাং রাজ্যের বিনিময়েও আমি তাঁহাকে দিতে পারিব না।' বিশ্বামিত্র বলিলেন,—'আমি ক্ষত্রিয়, তুমি তপস্বী ব্রাহ্মণ। তুমি অর্ব্বুদ গাভী গ্রহণ করিয়া যদি কামধেনু প্রদান না কর, আমি বলপূর্ব্বক লইব।' বশিষ্ঠ তদুত্তরে বলিলেন, 'তুমি বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয় রাজা, বহু বলশালী, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। আমার বিচারের কোন প্রয়োজন নাই।' বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক নন্দিনীকে হরণ করিতে উদ্যত হইলে, কামধেনু হাম্বা হাম্বা রব করতঃ বশিষ্ঠের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাড়ন করা সত্ত্বেও আশ্রম হইতে বাহির হইলেন না। বশিষ্ঠ কামধেনুকে নিজের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, 'বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে, আমি কি করিব?' বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণের কষাঘাতে আহতা হইয়া নন্দিনী অনাথার ন্যায় রোদন করিতে থাকিলে মহামুনি বশিষ্ঠ তাহাতে ক্ষুব্ধ ও অধৈর্য্য না হইয়া নন্দিনীকে বুঝাইলেন—'ক্ষত্রিয়ের বল তেজ এবং ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা। তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই কর।' নন্দিনী তদুত্তরে বলিলেন—'হে ব্রহ্মণ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ না করিলে বিশ্বামিত্রের ক্ষমতা নাই আমাকে লইতে পারে।' বশিষ্ঠ বলিলেন—'আমি তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই। যদি তুমি থাকিতে পার, থাক।' বশিষ্ঠের উক্ত প্রকার বাক্য শ্রবণমাত্রই কামধেনু মস্তক ও গ্রীবা উর্দ্ধে উৎসারিত করতঃ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, ক্রোধভরে রক্তনয়না হইয়া ঘন ঘন হাম্বারব করিতে করিতে বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে তাড়ন করিতে লাগিলেন, কামধেনুর পুচ্ছদেশ হইতে মহতী অঙ্গারবৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ পুচ্ছ হইতে পল্লবগণ, স্তন হইতে দ্রাবিড় ও শকগণ, শকৃৎ (বিষ্ঠা) হইতে কাঞ্চিগণ, পার্শ্বদেশ হইতে শবরগণ এবং ফেন হইতে পৌণ্ড্র, কিরাত, যবন, সিংহল, বর্ব্বর, খস্, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হূন, কেরল প্রভৃতি বহুবিধ ম্লেচ্ছগণ সৃষ্ট হইল। তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণ ত্রাসান্বিত হইয়া পলায়ন করিল। বশিষ্ঠ-

পক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে ক্রুদ্ধ হইয়াও বিশ্বামিত্রের সেনাগণের কাহাকেও প্রাণে বিনাশ করে নাই। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মতেজের মহাপ্রভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি ক্ষত্রিয়বলকে ধিক্কার করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে বিরক্ত হইলেন। ব্রহ্মতেজই প্রকৃত বল। তপস্যাদ্বারাই পরম বল লাভ হয়। বিশ্বামিত্র বিস্তীর্ণ রাজ্য ও রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোগবিমুখ হইয়া ঘোরতর তপস্যায় নিরত হইলেন। তপস্যায় সিদ্ধ ও তেজস্বী হইয়া নিজতেজে সমস্ত লোককে তাপিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন। কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত একত্রে সোমরস পান করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে-নবমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ঃ—

ততঃ সুদাসস্তৎপুত্রো দময়ন্তী পতির্নৃপঃ।
আহুর্মিত্রসহং যং বৈ কল্মাষাঙ্ঘ্রিমুত ক্বচিৎ।
বশিষ্ঠশাপাদ্রক্ষোঽভূদনপত্যঃ স্বকর্ম্মণা ॥

—ভাঃ ৯।৯।১৮

'সর্ব্বকাম হইতে সুদাস উৎপন্ন হন, সুদাসপুত্র রাজা সৌদাস দময়ন্তীর (মদয়ন্তীর) স্বামী ছিলেন। এই সৌদাসকে লোকে মিত্রসহ এবং কখনও বা কল্মাষপাদ বলিত। ইনি নিজ কর্ম্মদোষে নির্ব্বংশ এবং বশিষ্ঠশাপে রাক্ষস হইয়াছিলেন।'

কোন এক সময়ে সুদাস পুত্র সৌদাস বনে মৃগয়াকালে এক রাক্ষসকে বধ করেন, কিন্ত রাক্ষসের ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দেন। সেই রাক্ষসের ভ্রাতা ভ্রাতৃবধ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মহারাজ সৌদাসের গৃহে পাচকরূপে অবস্থান করিতে লাগিল। গুরু বশিষ্ঠ রাজগৃহে ভোজনের জন্য আসিলে পাচক নরমাংস রন্ধন করিয়া প্রদান করিল। বশিষ্ঠ মুনি দিব্যনেত্রে অভক্ষ্য দ্রব্য পরিবেশিত হইতেছে দেখিতে পাইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে 'রাক্ষস হও' অভিশাপ প্রদান করিলেন। পরে বশিষ্ঠ জানিতে পারিলেন এইরূপ গর্হিতকার্য্য মহারাজ করেন নাই, রাক্ষস করিয়াছে। তিনি নিরপরাধ রাজার প্রতি শাপপ্রদানরূপ দোষ হইতে মুক্তির জন্য দ্বাদশ-বৎসরব্যাপী ব্রতধারণ করিলেন।

মহারাজ সৌদাস বিনা কারণে গুরুর দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া মর্ম্মাহত ও ক্রুদ্ধ হইয়া গুরু বশিষ্ঠকে প্রত্যাভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তৎপত্নী মদয়ন্তী কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেন। পত্নীকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া মহারাজ দশদিক্, আকাশ, পৃথিবী সকল স্থান জীবময় দর্শন করতঃ মন্ত্রপূত জল নিজপদদ্বয়ে নিক্ষেপ করিলেন। পত্নীর বাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম 'মিত্রসহ' হয়। মহারাজ সৌদাস রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়া পদে কল্মষতা (কৃষ্ণবর্ণতা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইহেতু তাহার নাম 'কল্মাষপাদ' হয়।

কল্মাষপাদ একসময় বনে ভ্রমণকালে ব্রাহ্মণদম্পতিকে দেখিতে পাইলেন। রাক্ষসভাবাপন্ন সৌদাস ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে গেলে অত্যন্ত দীনার ন্যায় ব্রাহ্মণ-পত্নী প্রার্থনা করিলেও এবং 'সৌদাস বস্তুতঃ রাক্ষস নহেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাবীর এবং মদয়ন্তীর পতি স্মরণ করাইয়া দিলেও, বহু যুক্তি প্রদর্শনকরত অনুনয় বিনয় করিলেও' রাক্ষসভাবাপন্ন সৌদাস ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধ হইয়া মৈথুনাবস্থায় সৌদাসের মৃত্যু হইবে অভিশাপ প্রদান করিলেন। দ্বাদশ বৎসর পরে সৌদাস অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর অভিশাপহেতু পত্নীর সঙ্গ করিলেন না। তিনি নিঃসন্তান হইলে তাঁহারই ইচ্ছক্রমে বশিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলেন। সাত বৎসর পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিয়াও পুত্র প্রসব না হওয়ায় বশিষ্ঠ প্রস্তরের দ্বারা মদয়ন্তীর উদরকে আঘাত করিয়াছিলেন। এইহেতু মদয়ন্তীর গর্ভোৎপন্ন পুত্র 'অশ্মক' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অশ্মক হইতে বালিক জন্মগ্রহণ করেন। বালিক স্ত্রীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় পরশুরামের কোপ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এইজন্য বালিক 'নারীকবচ' নাম প্রাপ্ত হন। পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে 'নারীকবচ' ক্ষত্রিয়বংশের মূল হইলেন। এইহেতু তিনি 'মূলক'-নামেও প্রসিদ্ধ হইলেন।

কল্মাষপাদ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের বর্ণনা হইতে মহাভারতের বর্ণনায় কিছু পার্থক্য দেখা যায়। মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সারকথা (আদিপর্ব্ব)—

কল্মাষপাদ নামে ইক্ষ্বাকু বংশে একজন তেজী-

য়ান্ রাজা ছিলেন। বিশ্বামিত্র কল্মাষপাদকে যজমানরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কল্মাষপাদ একদিন মৃগয়ার জন্য মহাঘোর অরণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বহু মৃগ ও বরাহকে নিধন করিয়া পরে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তিনি সংকীর্ণপথ দিয়া চলিতে চলিতে বশিষ্ঠ পুত্র শক্ত্রিমুনিকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। বশিষ্ঠের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শক্ত্রিমুনি। মহারাজ কল্মাষপাদ শক্ত্রিমুনিকে যাইতে পথ দিতে বলিলে মুনি রাজাকে সান্ত্বনা প্রদান করতঃ কহিলেন —'হে মহারাজ, ইহা আমার পথ। রাজা ব্রাহ্মণকে পথ প্রদান করিবেন, ইহাই সনাতন ধর্ম্মের বিধান।' উভয়ের মধ্যেই বাক্‌বিতণ্ডা হইতে থাকিলে পরিশেষে রাজা কল্মাষপাদ ক্রোধান্ধ হইয়া মোহবশতঃ রাক্ষসের ন্যায় শক্ত্রি মুনিকে কষাঘাত করিলেন। কশাঘাত-প্রহারে বশিষ্ঠতনয় শক্ত্রিমুনিও ক্রুদ্ধ হইয়া নৃপতিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন—'হে নৃপাধম, আমি তাপস, তুমি আমাকে রাক্ষসের ন্যায় প্রহার করিলে, এই কারণে তুমি রাক্ষস হইবে, তুমি মনুষ্যমাংসে আসক্ত হইয়া এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিবে।' শক্ত্রি রাজাকে পথ দিলেন।

কল্মাষপাদ রাজার যজ্ঞক্রিয়ার নিমিত্ত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মধ্যে পূর্ব্বে মনোমালিন্য-শত্রুতা হইয়াছিল। রাজা ও শক্ত্রির মধ্যে বিবাদকালে বিশ্বামিত্র ঘটনাচক্রে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। বিশ্বামিত্র নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া উভয়কেই অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কল্মাষপাদ পরে জানিতে পারিয়াছিলেন শক্ত্রি বশিষ্ঠের পুত্র। শক্ত্রি কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া সম্মুখে একজন মুনিকে (বিশ্বামিত্রকে) দেখিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র নৃপতির ভাব বুঝিতে পারিয়া রাক্ষসকে তাহার শরীরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। বিপ্রষির অভিশাপে ও বিশ্বামিত্রের আজ্ঞানুসারে কল্মাষপাদ রাজার শরীরে কিঙ্কর নামক রাক্ষস প্রবেশ করিল। বিশ্বামিত্র রাজাকে রাক্ষসাক্রান্ত দেখিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা রাক্ষসের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত বোধ করিলেন। এমন সময় পথে একজন ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট মাংসযুক্ত খাদ্য চাহিলেন। মিত্রপালক রাজা ব্রাহ্মণকে অভিলষিত ভোজন প্রদান করিবেন বাক্য দিলেন ও তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সূদকে বনমধ্যে ব্রাহ্মণকে সমাংস অন্ন প্রদানের জন্য প্রেরণ করিলেন। সূপকার কোথাও মাংস পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া রাজাকে জানাইলে রাক্ষসাবিষ্ট রাজা ব্রাহ্মণের ভোজনের জন্য নরমাংস দিতে নির্দ্দেশ করিলেন। সূপকার নরমাংসকে সংস্কৃত করিয়া বনমধ্যে ক্ষুধার্ত্ত তপস্বী ব্রাহ্মণকে খাইতে দিলে ব্রাহ্মণ তাঁহার সিদ্ধচক্ষুর দ্বারা অভোজ্যান্ন বুঝিতে পারিয়া শক্ত্রিঋষির ন্যায় অভিশাপ প্রদান করিলেন—'এই রাজা নরমাংসে আসক্ত হইয়া প্রাণিগণের উদ্বেগ প্রদান করতঃ এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিবেন।' এইরূপে রাজার প্রতি দ্বিতীয়বার শাপপ্রযুক্ত হওয়ায় রাজা অন্তঃপ্রবিষ্ট রাক্ষসবলে হতচেতন হইলেন। রাক্ষসভাবাপন্ন রাজা কল্মষপাদ কয়েকদিন পরে শক্ত্রিকে পথে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'তুমি আমাকে শাপ প্রদান করিয়াছ, আমি তোমাকে প্রথম ভক্ষণ করিব।' রাজা তাহার প্রাণ সংহারপূর্ব্বক ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাকে ভক্ষণ করিলেন। বিশ্বামিত্র শক্ত্রিকে মৃত দেখিয়া রাক্ষসকে বশিষ্ঠের অন্যান্য পুত্রগণকে ভক্ষণ করিতে উত্তেজিত করিলেন। সিংহ যেমন মৃগগণকে ভক্ষণ করে তদ্রূপ রাক্ষসাবিষ্ট রাজা এক এক করিয়া বশিষ্ঠের শতপুত্রকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। শতপুত্রের মৃত্যুতে বশিষ্ঠ নিদারুণ শোকগ্রস্ত হইয়া আত্মঘাতী হইবেন সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে পতিত হইলেও তাঁহার মৃত্যু হইল না, তাঁহার কোন দুঃখও হইল না, শিলারাশিসমূহ তুলার ন্যায় অনুভূত হইল। তৎপরে বনমধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু হুতাশন তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন না, অগ্নি শীতল অনুভূত হইল। গলায় পাথর বান্ধিয়া সাগরে পতিত হইলেও তরঙ্গের আঘাতে সাগরের তটে নীত হইলেন। কিছুতেই তাঁহার মৃত্যু না হওয়ায় তিনি বিষণ্ণবদনে

আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বশিষ্ঠ মুনি আশ্রমে ফিরিয়া আশ্রম পুত্রশূন্য দেখিয়া পুত্রশোক সহ্য করিতে না পারিয়া পুনরায় আশ্রম ত্যাগ করিলেন। শরীর নাশের জন্য নিজের শরীরকে পাশদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া বর্ষার জলে পরিপূর্ণ নদীতে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু নদী রজ্জু ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে পাশমুক্ত করিলেন। এই হেতু নদীর নাম হইল 'বিপাশা'। বশিষ্ঠ মুনি শোকাকুল হইয়া পর্ব্বত, নদী, সরোবর ও বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 'হৈমবতী নাম্নী' হিংস্র জলজন্তু পরিপূর্ণ একটী ভয়ঙ্কর নদী দেখিতে পাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য বশিষ্ঠ মুনি তাহাতে ঝাপ দিলেন। কিন্তু নদী বিপ্রকে অগ্নিতুল্য বোধ করিয়া শতধা হইয়া বিদ্রুতা (ভীতা) হইলেন। তদবধি উক্ত নদী 'শতদ্রু' নামে বিখ্যাতা হইলেন। বশিষ্ঠ মুনি ভয়ঙ্কর নদীতে পতিত হইয়াও মৃত্যু হইল না দেখিয়া 'ইচ্ছানুসারে মৃত্যু হইবে না' বুঝিয়া পুনরায় আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। [শাস্ত্রান্তরের বর্ণনে জানা যায় বশিষ্ঠে শোকাহত হইলে বশিষ্ঠের নিঃশ্বাসে বিশ্বামিত্রের শতপুত্র বিনষ্ট হইয়াছিল।] এমন সময় বশিষ্ঠের পুত্রবধু শক্তির স্ত্রী অদৃশ্যন্তী তাঁহার পশ্চাতে অনুগমন করিলেন। বশিষ্ঠ মুনি কে পাশ্চাৎ পাশ্চাৎ আসিতেছে জিজ্ঞাসা করিলে অদৃশ্যন্তী নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। বশিষ্ঠমুনি জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তির মুখে যেরূপ সাঙ্গ-বেদাধ্যয়নধ্বনি শুনিয়াছিলেন তদ্রূপ ধ্বনি অদশ্যন্তীর নিকট হইতে বাহির হইতেছে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার মুখে বেদাধ্যয়নধ্বনি উচ্চারণ হইতেছে। অদৃশ্যন্তী তদুত্তরে বলিলেন—'হে মুনে, আপনার পুত্র শক্তির ঔরসে আমার গর্ভে এক সন্তান আছে, সেই পুত্র দ্বাদশ বৎসর গর্ভে থাকিয়াই বেদ অভ্যাস করিতেছে। আপনি তাহারই বেদধ্বনি শুনিয়াছেন।' বশিষ্ঠমুনি অদৃশ্যন্তীর এই কথা শুনিয়া সুখী হইলেন। 'তাঁহার বংশ আছে' ইহা জানিতে পারিয়া মৃত্যু সংকল্প হইতে বিরত হইলেন। বশিষ্ঠ-মুনি অদৃশ্যন্তীর সহিত চলিতেছেন, এমন সময় নির্জ্জনবনে কল্মাষপাদকে দেখিতে পাইলেন। উগ্র রাক্ষসাবিষ্ট রাজা কল্মাষপাদ বশিষ্ঠমুনিকে দেখিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে অদৃশ্যন্তী অত্যন্ত ভীতা হইলে বশিষ্ঠ মুনি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, এই ব্যাক্তি রাক্ষস নহেন, ইনি কল্মাষপাদ নামক ভূমণ্ডলে বিখ্যাত বীর্য্যবান রাজা। বশিষ্ঠমুনি রাক্ষসভাবাপন্ন কল্মাষপাদকে হুঙ্কারের দ্বারা নিবারণ করতঃ মন্ত্রপূত জলের দ্বারা তাহাকে অভ্যুক্ষণ করিলে কল্মাষপাদ শাপমুক্ত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইলেন। মহারাজ কল্মাষপাদ কৃতাঞ্জলিপুটে বশিষ্ঠ মুনিকে প্রণাম করতঃ কহিলেন—'হে মহাভাগ! আমি সুদাস রাজার সন্তান, আপনার যজমান্, আপনার অভিলাষ কি তাহা বলুন। আমি তাহা সম্পাদন করিব।' বশিষ্ঠ মুনি তাহাকে নির্দ্দেশ করিলেন রাজধানীতে যাইয়া রাজ্য শাসন করিতে এবং ব্রাহ্মণকে কখন ও অবজ্ঞা না করিতে। রাজা কল্মাষপাদ মুনির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ ইক্ষ্বাকু-বংশ বৃদ্ধির জন্য পুত্র কামনা করিলেন। বশিষ্ঠ মুনি পুত্র দিবেন বাক্য দিলেন। বশিষ্ঠ মুনি মহারাজের সহিত অযোধ্যা নগরীতে উপনীত হইলে প্রজাগণ আনন্দিত হইয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। কল্মাষপাদ রাজার ইচ্ছা পূর্ত্তির জন্য বশিষ্ঠ রাজমহিষীর সহিত সঙ্গত হইয়া আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। রাজমহিষীর গর্ভ সঞ্চার হইলেও সুদীর্ঘকাল মধ্যে সন্তান প্রসূত হইল না দেখিয়া 'অশ্ম' অর্থাৎ প্রস্তরের আঘাতের দ্বারা কুক্ষিকে ভেদ করিলেন। দ্বাদশ বৎসর গর্ভস্থ সেই পুরুষ 'অশ্মক' নামে শ্রেষ্ঠ রাজর্ষি হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। বশিষ্ঠের পৌত্র দ্বিতীয় শক্তির ন্যায় হইলেন। বশিষ্ঠ স্বয়ংই পৌত্রের জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করিলেন। উক্ত পৌত্র যে সময়ে গর্ভস্থ ছিলেন, সেই সময় বশিষ্ঠ মুনি 'পরাসু হইতে' অর্থাৎ জীবন বিসর্জ্জন করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন, এইজন্য পৌত্র 'পরাশর' নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা পরাশর জন্মাবধি বশিষ্ঠ মুনিকে নিজের পিতা বলিয়া জানিতেন। পরে জননীর নিকট বশিষ্ঠ মুনি তাঁহার পিতা নহেন পিতামহ, তাঁহার পিতাকে রাক্ষস ভক্ষণ করিয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বলোক-সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বশিষ্ঠ মুনি তাহাকে উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন। পরাশর মুনি

বশিষ্ঠের নিকট ঘটনাবলী শ্রবণান্তর শান্ত হইলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে তিনি রাক্ষস-সত্র অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহাতেজস্বী পরাশর ঋষি মহাযজ্ঞে আবালবৃদ্ধ সমস্ত রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ মুনি তাঁহাকে উক্ত কার্য্য হইতে নিবারণ করেন নাই। পরাশর ঋষির ঔরসে ও মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনির আবির্ভাব।

মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠ মুনিকে গুরুরূপে গ্রহণের লীলা করিয়াছিলেন।

'জটা নির্মুচ্য বিধিবৎ কুলবৃদ্ধৈঃ সমং গুরুঃ।
অভ্যষিঞ্চদ্ যথৈবেন্দ্রং চতুঃসিন্ধুজলাদিভিঃ॥'

ভাঃ ৯।১০।৪৮

'অনন্তর গুরু বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের জটা মোচন করাইলেন এবং কুলবৃদ্ধগণের সহিত মিলিত হইয়া চারি সমুদ্রের বারিদ্বারা ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন।'

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনার কথা শ্রুত হয়—বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিলে পক্ষিরূপে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে বহুকাল যুদ্ধ হইয়াছিল। ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে শান্ত করতঃ তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের আকার প্রদান করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয়-যজ্ঞে (শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৭৪।৭) এবং কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কৃষ্ণদর্শনের জন্য (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৪।৪) যে সকল মহাতেজীয়ান ঋষিগণ উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম বশিষ্ঠমুনি। গুজরাটের প্রান্তসীমায় সমুদ্র হইতে এক ক্রোশ ব্যবধানে পিণ্ডারক ক্ষেত্রে যে সকল মুনিগণ সমাগত হইয়াছিলেন এবং যাদবগণ যাঁহাদিগকে উপহাস করিতে গিয়া অভিশপ্ত হইয়া ধ্বংস হইয়াছিলেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১।১১,১২) তন্মধ্যেও অন্যতম ছিলেন বশিষ্ঠ মুনি।

আসামের প্রধান সহর গুয়াহাটী (প্রাকজ্যোতিষপুরে) হইতে প্রায় ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব্বে বশিষ্ঠমুনির তপস্যাস্থল বলিয়া খ্যাত চতুর্দ্দিকে পাহাড়বেষ্টিত পরম রমণীয় পবিত্র একটি তীর্থস্থান বিদ্যমান্ আছে। উহাতে বশিষ্ঠমুনির একটি মন্দির এবং বশিষ্ঠমুনির পত্নী অরুন্ধতীরও একটি মন্দির স্থানীয় অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত হয়। একটি সুন্দর ঝর্ণার প্রবাহ স্থানের মহিমা বর্দ্ধন করিয়াছে। ভূমির অভ্যন্তর হইতে একস্থানে সর্ব্বক্ষণ জল ফোয়ারার ন্যায় নির্গত হয়। অনেকে বলেন, বশিষ্ঠমুনির ইচ্ছায় তথায় গঙ্গার অবির্ভাব। প্রতি বৎসর বহু দর্শনার্থীর ভীড় হয়।

কলিকাতা মঠে শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য্যালয় দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব বিগত ১৬ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর শনিবার মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিক এবং শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নাথ-শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল গুরুদেব-শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও রাধানয়ননাথের জয়গান মুখে মূলকীর্ত্তনীয়ারূপে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে থাকিলে ভক্তগণও উল্লাসভরে তৎপশ্চাৎ দীর্ঘ সময় নৃত্য-কীর্ত্তন করেন। তৎপরে প্রাতঃকালীন অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা পরমগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের 'শ্রীরাধাতত্ত্ব-বিষয়ে' উপদেশবাণী পাঠ করেন। বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ২০ ভাদ্র (১৩৩১ বঙ্গাব্দ)

বিশেষ বিদ্বৎসভায় 'শ্রীরাধাতত্ত্ব' সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার অভিভাষণে বলেন ঃ—'শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত-নামে যে পারমহংসী সংহিতা' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া-ছেন, তাহাতে তিনি সুষ্ঠুভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু রহস্যবিচারে বিশেষভাবে শ্রীমতী রাধিকার নাম উল্লেখ করেন নাই। যাঁহার জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলা, যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলায় প্রধানা নায়িকা—যিনি আশ্রয়তত্ত্ববিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, তাঁহারই নাম শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে উল্লেখ নাই কেন ?—ইহা অনেকেরই হৃদয়ে প্রশ্ন হইয়া থাকে। শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়াই লীলার পরম-গোপনীয়ত্ব-বিচারে শ্রীব্যাসদেব অনধিকারি-সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকদিগের নিকট হইতে গোবিন্দ-প্রেমিক-গণের পক্ষেও পরম-দুর্ল্লভ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাস্য শ্রীরাধাতত্ত্ব গোপন রাখিবার জন্য সেই তত্ত্বের উল্লেখ প্রকাশ্যভাবে করেন নাই। মর্কটের নিকট মুক্তার মালা প্রদান না করিয়া গোপন রাখা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে ? আবার, পরমহংস ভক্ত-কুলের জন্য যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীরাধার বিষয়ে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই, তাহাও নহে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীগৌরাবতের কথা ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর কথাও অতিগোপ্য রহস্যভাবে উক্ত হইয়াছে,—

(ভাঃ ১০।৩০।২৮)

"অনয়ারাধিতো ন্যূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥"

পূর্ব্বাহ্নে ১০টা হইতে পুনঃ সংকীর্ত্তনভবনে বিশেষ ভক্ত-সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমতী রাধারাণীর প্রসন্নতাবিধানের জন্য সংস্কৃতভাষায় রচিত শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীরাধিকাষ্টক এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বঙ্গ-ভাষায় রচিত শ্রীরাধাষ্টক পাঠ করেন। বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত শ্রীরাধার মহিমাসূচক কতিপয় গীতি কীর্ত্তিত হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব। বেলা ১১টা হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব পুনঃ শ্রীল গুরুদেবের, পূর্ব্ব গুরুবর্গের, শ্রীনিত্যানন্দের, শ্রীগৌরাঙ্গের ও শ্রীরাধানয়ননাথের জয়গানমুখে উচ্চসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে ভক্তগণও উল্লাসভরে তৎপশ্চাৎ দোহাররূপে কীর্ত্তন করিতে থাকিলে মুহুর্মুহুঃ মাঙ্গলিক ধ্বনি উত্থিত হইলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্লাবন আসিয়া উপস্থিত হয়।

মধ্যাহ্নে শ্রীরাধারাণীর শুভাবির্ভাবকালে শ্রীরাধিকা-বিগ্রহের বিশেষপূজান্তে শ্রীমন্দিরের দ্বারোন্মোচন করতঃ মহাভিষেক অনুষ্ঠিত হইলে উহা দর্শন করিয়া ভক্তগণ পরমানন্দে বিভোর হন। মহাভি-ষেককালে সর্ব্বক্ষণ উচ্চসংকীর্ত্তন হইতে থাকে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও পূজারী শ্রীপ্রাণপ্রিয় ব্রহ্মচারীর সহায়তায় মহাভিষেক কার্য্য সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্বে পদ্মে রাধারাণীর অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় রাভেলধাম ও যমুনার স্মৃতি হেতু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ অভিমত প্রকাশ করেন এইরূপ মহাসমারোহে শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব পূর্ব্বে তিনি কখনও দেখেন নাই।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৮৮ পৃষ্ঠার পর]

দাস, অধ্যাপক শ্রীরামমূর্ত্তি, ব্রহ্মাণ্ডঘাটের শ্রীমহন্তজী, মহাবন-বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল, স্থানীয় স্কুলের শিক্ষকগণ, সাদাবাদ সহরের কয়েকজন অফিসার ও স্থানীয় পাণ্ডাগণ। সভায় যোগদানকারী নরনারী-গণকে বুঁদে ও মিষ্টি প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীল গুরুদেব চণ্ডীগড় ও পাঞ্জাবের বিভিন্নস্থানে প্রচারান্তে ৮ বৈশাখ (১৩৮৪), ২১ এপ্রিল (১৯৭৭) বৃহস্পতিবার অক্ষয়তৃতীয়া-শুভবাসরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পার্টী সহ শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিয়া একরাত্রি অবস্থান করতঃ পরদিন গোকুলমহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। ২৩ এপ্রিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী সেবকদ্বয়ের সেবা-গ্রহণ করতঃ গোকুলমহাবন-মঠে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীল গুরুদেব পরমানন্দিত হন। জয়পুর হইতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীনন্দ-যশোদা ও কৃষ্ণবলরামের বালমূর্ত্তি তখনও শ্রীমঠে শুভাগমন না করায় শ্রীল গুরুদেব খুবই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভক্তার্ত্তিহর ভক্তবৎসল ভগবান্ ২৪ এপ্রিল শুভ অধিবাস-বাসরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজের সেবা-প্রযত্নে গোকুলমহাবন-মঠে শুভবিজয় করিলে শ্রীল গুরুদেবের উৎকণ্ঠা দূরীভূত হয়। ভক্তগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি ও মহাসংকীর্ত্তনমধ্যে শ্রীবিগ্রহগণ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শুভবিজয় করেন। পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমদ্ ব্যোমকেশ সরকার সহ হাতরাস ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে শ্রীনরেন্দ্র কাপুরজীর মোটরকারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ তাঁহাদিগকে গোকুলমহাবন-মঠে লইয়া আসেন। ২২ এপ্রিল পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ডাক্তার শ্রীললিতাপ্রসাদজী দুইটী বড় সিংহাসন ও চূড়া এবং মিস্ত্রীসহ নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া উপনীত হন। চণ্ডীগড়, জলন্ধর, অমৃতসর, হোশিয়ারপুর, দিল্লী, দেরাদুন, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। উক্ত দিবস দিল্লী হইতে শ্রীমদ্ প্রহলাদ রায় গোয়েল ও পণ্ডিত শ্রীহরসহায়মলজী সপরিবারে মোটরকারযোগে আসিয়া উপস্থিত হন। স্থানীয় ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যালের গৃহে অতিথিগণ অবস্থান করেন। পাণ্ডাগণও তাঁহাদের ঘর ছাড়িয়া দেওয়ায় অতিথিগণের থাকিবার ব্যবস্থায় কোনও অসুবিধা হয় নাই। মিউনিসিপ্যালিটী হইতে জল ও বিদ্যুতের সরবরাহ বহু অর্থ ব্যয়ে পাওয়া গিয়াছিল।

২১ মধুসূদন (৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ), ১২ বৈশাখ (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ২৫ এপ্রিল (১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ) সোমবার জহ্নুসপ্তমী-তিথিতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোকুলানন্দজীউ, শ্রীনন্দ-যশোদা এবং বাল কৃষ্ণ-বলরাম শ্রীবিগ্রহগণ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে মহাসঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীল গুরু-দেব শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার অঙ্গীভূত অভিষেকাদি যাবতীয় কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিলেন। পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ বিবিধ সেবা-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীলগুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব-হোম সম্পাদিত হয়। শ্রীবিগ্রহগণের অপূর্ব্ব প্রকাশ দর্শন করিয়া দর্শকমাত্রই মহাহর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণপরিবার, বৈশ্যপরিবার, রাজপুতপরিবার, আভীরপরিবার ব্রজবাসিগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহগণের মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগান্তে ব্রজবাসিগণের রুচিকর লাড্ডু, কচুরী, পুরি, বুঁদে প্রসাদের দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করান হয়। এতদুপলক্ষে ২৪ এপ্রিল হইতে ২৬ এপ্রিল পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসভার সান্ধ্য অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীদেবেন্দ্র সিংহ বার্ম্মা, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ এবং এড্ভোকেট শ্রীকৃষ্ণগোপাল শর্ম্মা। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'ধর্ম্ম ও নীতির আবশ্যকতা', 'শ্রীবিগ্রহসেবার

উপকারিতা', 'বিশ্বশান্তি-সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অবদান'। শ্রীল গুরুদেব প্রত্যহ সুদীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, যুগ্ম-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

গোকুলমহাবন-মঠের মঠরক্ষকের সেবায় নিযুক্ত হন শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী।

শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দে, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে; ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে যে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ৮ টি অবস্থান-শিবিরের মধ্যে ৭ম অবস্থান শিবির গোকুলমহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ভক্তগণ অবস্থান করিয়াছিলেন ৫ই নভেম্বর হইতে ৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত। প্রথম শিবির মথুরা
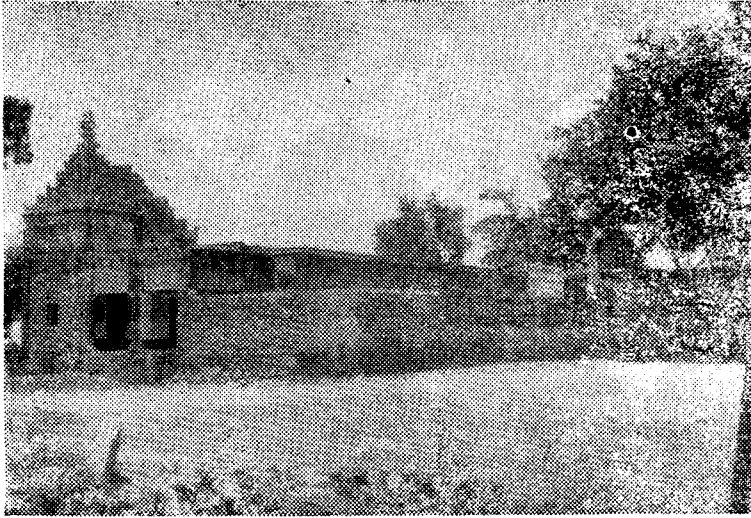
সদররাস্তার পার্শ্ববর্তী গোকুলমহাবন-মঠের সম্মুখ দৃশ্য

ডিওয়ানি ধর্ম্মশালা হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীল গুরুদেব উচ্চটীলায় অবস্থিত শ্রীবরাহদেব দর্শন করিতে গেলে গুরুতররূপে হৃদরোগে আক্রান্ত হইলে কলিকাতার ডাক্তার শ্রীহলধর দাসের চিকিৎসায় ও সেবা-শুশ্রূষায় সুস্থ হন। শ্রীল গুরুদেবকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তিনি নির্দ্দেশ দেন। উক্ত ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় শ্রীল গুরুদেব সমস্ত শিবিরে যাইতে পারেন নাই, বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। কখনও কখনও তিনি মধুবন, শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড ও গোকুলমহাবন আদি শিবিরে মোটরকারযোগে যাইয়া পরিক্রমার বিষয়ে উপদেশ ও উৎসাহপ্রদান করিয়া আসিতেন। তিনি বৃন্দাবন মঠে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা সংবাদ লইতেন এবং পরিক্রমার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতেন। গোকুলমহাবন মঠে পরিক্রমাকারী যাত্রিগণের অবস্থানের সৌকর্য্যার্থে অনেক তাঁবুর ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেব সাক্ষাৎভাবে পরিক্রমায় যোগ দিতে না পারায় পরিক্রমাকারী ভক্তগণের উৎসাহ ও আনন্দ পূর্ব্বের ন্যায় অনুভূত হয় নাই। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে স্থানীয় ব্রজবাসিগণকে তাঁহাদের রুচিকর লাড্ডু কচুরী পুরি দ্বারাই সুষ্ঠু সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। গোকুল মহাবনে বিস্তৃত উন্মুক্ত স্থান পাইয়া ভক্তগণ যারপরনাই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। মঠরক্ষক শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী দায়িত্বের সহিত গোকুল মহাবন মঠের সেবা নিষ্কপটতার সহিত সুষ্ঠুভাবে করায় শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন।

গোকুল মহাবন মঠে শ্রীল গুরুদেবের ইহাই শেষ শুভপদার্পণ।

ভোলানাথ শেঠ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোকুলানন্দ-শ্রীনন্দমহারাজ-শ্রীযশোদাদেবী-বালকৃষ্ণ ও

গোকুল মহাবনমঠে শ্রীল গুরুদেব, তাঁহার দুই পার্শ্বে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

লাড্ডু হস্তে বালবলরামের অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল গুরুদেবকে দেখিলেই অশ্রুবর্ষণ করিতেন। শ্রীল গুরুদেবও তঁহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রদর্শন করতঃ প্রবোধ দিতেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, আগরতলা

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা সহরের বনমালীপুরনিবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীগোপাল চন্দ্র দে (কণ্ট্রাক্টর) ইং ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া বলেন—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের আসাম প্রদেশে পূর্ব্বাঞ্চল-প্রচারকেন্দ্র গুয়াহাটী সহরে পল্টনবাজারস্থ মঠে তিনি কয়েকবার গিয়াছেন, উক্ত মঠকে তিনি জানেন, কলিকাতা মঠে কখনও আসেন নাই। কলিকাতা মঠে কয়েক-দিন অবস্থানের পর তিনি শ্রীল গুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন আগরতলায় যাইতে এবং তথায় প্রতিষ্ঠানের একটি শাখামঠ সংস্থাপন করিতে। গোপালবাবুর প্রস্তাব শুনিয়া শ্রীল গুরুদেব বলিলেন আগরতলায় যাতায়াত খুবই দুর্ঘট ও ব্যয়সাপেক্ষ-ব্যাপার, সেখানে মঠের প্রচারকেন্দ্র-সংস্থাপনের কোন প্রকার ইচ্ছা তাঁহার এখন নাই। প্রস্তাব গ্রহণ না করিলেও গোপালবাবু পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন শ্রীল গুরুদেবকে আগরতলায় যাইতে ও মঠ স্থাপন করিতে। তাহার বক্তব্য ঃ—সব সম্প্রদায়ের মঠ সেখানে আছে, গৌড়ীয় মঠ কেন থাকিবে না ? আগরতলার বৈষ্ণবগণের অধিকাংশেরই সদাচার নাই, গৌড়ীয় মঠ না বসিলে বৈষ্ণব-সদাচার কি তাহা তাঁহাদের বোধের বিষয় হইবে না, শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্ম কি তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিবে না।' তাহাতেও গুরুদেব আগরতলায় যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে গোপালবাবু শ্রীল গুরুদেবের এবং ৫।৬ জন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীর নামে ৬।৭টি বিমানের টিকেট খরিদ করিয়া লইয়া আসিলেন এবং গুরুদেবকে আগরতলায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে নিবেদন করিলেন। গোপালবাবুর ঐপ্রকার উৎসাহ দেখিয়া শ্রীল গুরুদেব এবং মঠের সকলে বিস্মিত হইলেন। আগরতলায় মঠসংস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলেও স্থানটী দেখিয়া আসা খারাপ নয় বলিয়া সকলে অভিমত প্রকাশ করিলেন। গুরুদেব আগরতলা যাইতে বাধ্য হইলেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ৫।৬ মূর্ত্তি এবং গোপালবাবু সহ শ্রীল গুরুদেব বিমানযোগে আগরতলায় শুভপদার্পণ করিলেন। গোপাল বাবুর পুত্র মোটরকারযোগে আগরতলা বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। (গোপাল বাবুর ৫ পুত্র—শ্রীদিলীপ কুমার দে, শ্রীশঙ্কর দে, শ্রীতপন কুমার দে, শ্রীকাজল দে ও বুড়া)। গোপাল বাবুর বনমালীপুরস্থ বাসভবনেই সকলে অবস্থান করিলেন। তাঁহার গৃহে নিত্য রাধাকৃষ্ণশ্রীবিগ্রহের সেবা হয়। গোপালবাবু নিজে প্রত্যহ প্রসাদ সেবা করিতেন, বাড়ীর অন্যান্য সকলে করিতেন না। গোপালবাবুর গৃহে এবং সহরের বিভিন্নস্থানে প্রচারের ব্যবস্থা হয়। সহরের বাহিরে দূরবর্ত্তী স্থানে রেশমবাগানস্থ চন্দ্রপুরে গোপালবাবুর ইটের ভাঁটি ও পুকুরসহ বাগান-বাড়ী। শ্রীল গুরুদেব এবং তীর্থ মহারাজাদি কএকজনকে তিনি গাড়ীতে করিয়া একদিন তথায় লইয়া গেলেন, স্থান দেখাইয়া সেখানে মঠ স্থাপনের জন্য গুরুদেবকে নিবেদন করিলেন। আগরতলা সহর হইতে অনেকটা দূর হওয়ায় শ্রীল গুরুদেব সেখানে মঠ করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

সহরে বনমালিপুরে গোপাল বাবুর নিজগৃহে মৃত্তিকা হইতে উত্থিত ২৪ ঘণ্টা জলের ফোয়ারা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। গোপাল বাবু বলিলেন তিনি ঐ জল পানীয় জলরূপে ব্যবহার করেন। গোপাল বাবুর এবং তাহার পরিবারের সকলের সহিত বৈষ্ণবগণের একটা প্রীতিসম্বন্ধ স্থাপিত হইল। আগরতলায় প্রচারান্তে বিমানযোগে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীল গুরুদেব আগরতলায় চন্দ্রপুরে মঠস্থাপন করিতে ইচ্ছুক না হওয়ায় গোপালবাবু নিজে-নিজেই মঠের নামে জমী বিক্রয় করিয়া সম্মুখে সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া দিলেন 'Site for Sree Chaitanya Gaudiya Math'। গুরুদেবের নিকট উক্ত সংবাদ প্রেরিত হইলে শ্রীল গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ সকলেই হতভম্ব হইলেন। আগরতলায় মঠ-সংস্থাপনে গোপালবাবুর আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া গুরুদেবের চিত্ত

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ—১১শ সংখ্যা
পৌষ, ১৪০২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৫৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৫শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ ১৪০২
২৫ নারায়ণ, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, রবিবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৫ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৯১ পৃষ্ঠার পর]

"গদাধরের চরিত্র লিখুন ; লিখবার পূর্ব্বে গদাধর-চরিত্রের সংগৃহীত উপকরণগুলো কিভাবে সাজাতে হবে এবং তাঁর চরিত্রের কি কি বৈশিষ্ট্য, তা আমাকে একবার দেখিয়ে ও শুনিয়ে নেবেন। এরূপভাবে অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরিত্র লেখা আবশ্যক। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সেবা ব্যতীত আমাদের মঙ্গল হ'তে পারে না। মহাপ্রভুর সেবা হ'তে মহাপ্রভুর ভক্তগণের সেবা আরও বড়। মহাপ্রভুর ভক্তগণের সেবা ক'রলে সপরিকরবৈশিষ্ট্য নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় মহাপ্রভুর সেবা হয়। চরিত্রের ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে হরিভজনের কথা বিবৃত থাকা আবশ্যক। যদিও হরিভজনের কথা সকলে বুঝবেন না এবং যাঁরা বুঝেছেন ব'লে অভিমান ক'রবেন, তাঁরাও বিকৃত ও বিপরীতভাবেই ভজনের কথা গ্রহণ ক'রবেন, তথাপি সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের জন্য হরিভজনের কথা থাকা আবশ্যক।"

"গীতাশাস্ত্র ব'লেছেন, জীব বা আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হ'য়ে ভগবদ্‌বিস্মৃতি ফলে জগতে উপস্থিত হয়। ঐরূপ আবৃতাবস্থায় মনের দ্বারা যে ধ্যান এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে রূপ-রসাদি বিষয় গৃহীত হয়, তাতে আরও অধিকতর ক্লেশ-পরম্পরা উদিত ও ভগবৎস্মৃতিরূপ আত্মস্বভাব আবৃত হ'তে থাকে। মন পরিবর্ত্তনশীল ; আত্মা অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য। মনের কার্য্য—ভোগ বা নির্ভোগ, আর আত্মার কার্য্য—সেবা। মন তৃতীয় মানের বস্তু পর্য্যন্ত জানতে পারে, আত্মাই চতুর্থমান বা তুরীয়ের অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হ'তে পারে। বর্ত্তমান অবস্থাতে সে সমস্ত বিষয় জানা অত্যন্ত কঠিন—ইহা যেরূপ সত্য, তদ্রূপ সে সব বিষয় জানবার যে উপায় আছে, তাও সত্য। আমাদের দূরদেশস্থ বান্ধবের সংবাদ 'পিয়ন' আমাদের নিকট এনে দেয়।" [পুনরায় প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন—কাহারও কাহারও সংবাদ

'পিয়ন' নাও আনিতে পারে। তদুত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন,]—"পিয়ন যাদের চিঠি এনে দিল না, জানতে হ'বে, তাদের কপাল বড়ই মন্দ। যারা সংবাদের জন্য আর্ত্ত, তাদের নিকট অবশ্যই 'পিয়ন' সংবাদ এনে দেয়।"

[পুনঃ প্রশ্ন—'সেই পিয়নকে কিরূপে চেনা যাবে এবং সংবাদের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বই বা কিরূপে জানা যাইবে ?' তদুত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন—]

"কোন বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান উপার্জ্জন ক'রতে হ'লে জগতে দুটি উপায় দেখতে পাওয়া যায়, একটি—জগতের অভিজ্ঞতাদ্বারা বস্তু জানবার প্রয়াস, আর একটী—জগতের অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণতা জেনে যে রাজ্যের জ্ঞান, সেই রাজ্য হ'তে অবতীর্ণ পুরুষের নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রুতিমূলে জ্ঞান লাভ।" [প্রশ্ন হইল—জগতের ভিতরেই আমাদের অবস্থান, সেই অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া কোন অতিমর্ত্ত্য বস্তুতে কিরূপে শরণাগত হওয়া যাইতে পারে ? উত্তরে প্রভুপাদ বলিতেছেন—] "কঠিন মনে ক'রে ভীত হ'লে চ'লবে না ; সত্যবস্তু জানতে হ'লে হৃদয়ে খুব বল চাই। সাঁতার শিখতে হ'লে প্রথমে জল দেখে ভীত হ'লে সাঁতার শিক্ষার ফল পাবে না। শরণাগতি ব্যাপারটী কঠিন নয়, উহাই আত্মার পক্ষে অতি স্বাভাবিক ও সহজ। শরণাগতির বিপরীত যা কিছু, তাই অস্বাভাবিক ও ক্লেশকর। ভগবানের কথা শুনতে হ'লে—ভগবানের এজেণ্টের নিকট হ'তে শুনতে হবে। যখন সে কথা শুনব, তখন জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা কুতর্ক প্রভৃতিকে বন্ধ ক'রে দিতে হবে। ভগবানের পরাক্রমপূর্ণ বীর্য্যবতী কথা শুনতে শুনতেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থগুলি কেটে যাবে। হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সাহস আসবে, তখন শরণাগতি বা আত্মার সহজধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে উদিত হ'বে। সেই শরণাগত হৃদয়ে চতুর্থমান অর্থাৎ তুরীয় অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বপ্রকাশ সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হবে। এই উপায়েই সত্য জানা যায়, অন্য কোন পন্থায় আর অকৈতব সত্য জানবার উপায় নেই। ভগবৎকথা ও জগতের কথায় পার্থক্য আছে। প্রত্যেক শব্দের দু' প্রকার বৃত্তি ; একটি জগতের পরিবর্ত্তনশীল বস্তু নির্দ্দেশ করে এবং ভগবান্‌কে বিস্মৃত করিয়ে দেয় ; আর একটি নিত্যবস্তু নির্দ্দেশ করে এবং ভগবানের স্বরাজ্যের উপলব্ধি ও উদ্দীপনা করায়। বৈকুণ্ঠের শব্দব্রহ্ম এবং এই কুণ্ঠিত জগতের শব্দের মধ্যে কি তফাৎ, আচার্য্যের মুখে শ্রবণ ক'রলে ভগবন্নামগ্রহণের যোগ্যতা লাভ হয়।"

"ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যশঃ ও শ্রীর জন্য আকাঙ্ক্ষা বহির্ম্মুখজীবের নিসর্গগত। আমি স্বতন্ত্র থাকব, অধীনে থাকলে অপরের বিচারের অন্তর্গত থাকতে হয়, নিজের ভোগ-যথেচ্ছার পরিপূরণ হয় না—এইরূপ ভোগময়ী বুদ্ধি এসে মানবকে আনুগত্য-ধর্ম্ম হ'তে ভ্রষ্ট করে। কিন্তু বহির্ম্মুখজীব বুঝতে পারে না যে, এই সকল (ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-জ্ঞানাদি) নিত্য-বশ্য-স্বরূপযুক্ত জীবের থাকতে পারে না। ঐ সকল ঈশতত্ত্বেই থাকতে পারে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুতে ঐরূপ বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী সকলই স্বাভাবিক থেকে ধন্য হ'য়েছিল ; কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, জ্ঞান, যশঃ প্রভৃতির জন্য কোনও যত্ন করেন নি। সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বিভুতা, সিদ্ধি তাঁর করতলগত ছিল ; কিন্তু তিনি কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বীর ন্যায় ঐশ্বর্য্যের ভিখারী বা ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনে লোলুপ ছিলেন না। কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বীর কখনও যে সকল ঐশ্বর্য্যের বিন্দুমাত্র প্রাপ্তি ঘ'টবে না, সেরূপ অনন্ত নিখিল ঐশ্বর্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর পদনখে বিরাজিত থেকে ধন্য হ'লেও শ্রীল রঘুনাথ সেই সকল ঐশ্বর্য্যের বণিক্ ছিলেন না। ফল্গু মায়াবাদীর ন্যায় তাঁ'র বৈরাগ্যচেষ্টাও ছিল না। তিনি কর্ম্মি জ্ঞানি যোগিগণের ন্যায় বৈরাগ্যের ভিক্ষুকও ছিলেন না। বৈরাগ্য সিদ্ধির অবধি তাঁ'কে প্রাপ্ত হ'য়ে ধন্য হ'য়েছিল।"

"শ্রীল রঘুনাথ বৈরাগ্যাদির জন্য যত্ন করেন নাই কেন ? জীব নিজের প্রেয়ের জন্য ব্যস্ত। প্রেয়ঃ জিনিষটা খারাপ নয়, যদি কৃষ্ণকে কেন্দ্রীভূত ক'রে হয়। কৃষ্ণকে যিনি নিজের অপেক্ষা শতগুণ অধিক ভালবাসেন—কৃষ্ণপ্রেমকে সহস্রগুণ ভালবাসেন, তাঁর এইরূপ হয় ঃ—

"আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।

ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি ॥"

[হে বরোরু রাধে, অমৃতসমুদ্রময় আশা প্রাচুর্য্যে আমি অতি কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছি ; এখন যদি তুমি আমার প্রতি কৃপা বিধান না কর, তাহা হইলে আমার প্রাণ, ব্রজবাস, এমন কি কৃষ্ণে কি প্রয়োজন ?]

এরূপ বৈরাগ্য-সিদ্ধি-পরাকাষ্ঠার কথা কি কেহ কখন শুনেছেন ? শ্রীল রঘুনাথ প্রভু রাধাদাস্য ব্যতীত কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত চাহেন না। এতবড় বৈরাগ্যের কথা নৃলোকে সম্ভব হয় না—শ্রীস্বরূপের কৃপাভিষিক্ত একান্তজন ব্যতীত এই বৈরাগ্যের আদর্শ অপর কেহ বুঝতেও পারে না। যিনি রাধাদাস্য ব্যতীত কৃষ্ণ পর্য্যন্ত চাহেন না, তিনি কি ইহলোকের সামান্য বৈরাগ্য, শ্রী, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞানের জন্য যত্ন ক'রবেন ?

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠকে কতদূর সেবা ক'রলে, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠে কতদূর প্রীতি-পরাকাষ্ঠা থাকলে এরূপ বিচার হয় ! সেদিন যেমন শ্রীচৈতন্য মঠে গান হ'য়েছিল—

"তোমার গরবে গরবিনী হাম্
রূপসী তোমার রূপে।" ইত্যাদি।

প্রাকৃত সাহজিকগণ এ গান গায় বটে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য বুঝে না। ....লোক রাই-কানুর গান করেন ; কিন্তু তাঁ'দের বিচারের ভুল কোথায় ? রাইকানুর গানে প্রচুর সাহিত্য আছে, খুব কর্ণরসায়ন, তা'তে মনের তর্পণ হয়, ইহাতে তাঁরা মনে করেন যে, তাঁরা ভগবদ্ভক্তির কথার খুব নিকটেই এসেছেন। কিন্তু তাঁদের যে অসুবিধা র'য়েছে, তাঁরা নিজের স্বরূপ, কৃষ্ণের স্বরূপ, কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ কিছুই উপলব্ধি ক'রতে পারেন না, কেবল আত্মেন্দ্রিয় তর্পণেই ব্যস্ত। ঐ সকল গানে তাঁ'দের সেবা-বুদ্ধি, সেব্যের ইন্দ্রিয় তর্পণ ক'রবার চেষ্টা উদ্রিক্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে গানের সাহিত্য, কাব্য, সুর-তান-মান-লয়ই এত 'বড়' হ'য়ে ওঠে যে, তাঁদের সুবুদ্ধিকে ডুবিয়ে দেয়। মায়ার এমনই ছলনা !

*　　*　　*　　*

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥"

কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেম-গন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তা' কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ ক'রবার জন্য। বংশীবদন কৃষ্ণের দর্শন ব্যতীত আমার প্রাণ-পতঙ্গ ধারণ নিরর্থক।

আমার কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হ'চ্ছে যে, কৃষ্ণের দেখা পাচ্ছি না, অথচ প্রাণ ধারণ ক'রে আছি।

"কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥"

আমার কৃষ্ণ দর্শন হ'চ্ছে না অথচ প্রাণ ধারণ ক'রবার এত সাধ ? আমার মত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ আর কে ?

(ক্রমশঃ)

তত্ত্বসূত্র—সম্বন্ধ প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৯২ পৃষ্ঠার পর]

এই বিশুদ্ধ প্রেম দুই প্রকার অর্থাৎ ভাবোত্থ এবং প্রসাদোত্থ। ভাবোত্থ প্রেম দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ বৈধ ভাবোত্থ ও রাগানুগা ভাবোত্থ। ভাবও তদ্রূপ দুই প্রকার অর্থাৎ সাধনোত্থ ও প্রসাদোত্থ। সাধনোত্থ ভাবও দুই প্রকার অর্থাৎ বৈধী সাধনোত্থ ও রাগানুগ সাধনোত্থ। এই সকল বিভাগের মূল উত্তমরূপে বিচার করিলে প্রতীত হইবে যে, উন্নতি দুই প্রকার অর্থাৎ বৈধ ও স্বাধীন। ভগবৎ প্রসাদ ব্যতীত স্বাধীন উন্নতির কোন হেতু দেখা যায় না। বিধি অনুসারে যে উন্নতি, তাহাই সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্য। কদাচ

কোন ব্যক্তিতে প্রসোদোত্থ স্বাধীন উন্নতি লক্ষিত হয়। বৈধ উন্নতিই প্রত্যাহারের উপর নির্ভর করে অতএব সাধনের সহিত উপযুক্ত প্রত্যাহার সম্পন্ন হইলে ভাবের উদয় অবশ্যই হইবে এবং ভাবের সহিত উপযুক্ত প্রত্যাহার যুক্ত হইলে প্রেমের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

এই উন্নতি বিচারেই উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধানুযায়ী ভক্তির ভেদ বিচার করা কর্ত্তব্য। ভক্তির দুই প্রকার বর্ণ আছে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্ত ও কেবলা। পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা, ভয়, সম্মান ইত্যাদি বৃত্তি দ্বারা উপাসনা করিতে হইলে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্ত ভক্তি হয়। পরব্যোমনাথ, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম প্রভৃতি বৃহদ্ভাবে ভজনকে নিযুক্ত করিলে অবশ্যই ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্ত ভক্তিই হইবে। কিন্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপ কৃষ্ণজ্ঞানে কেবল নিরুপাধি কেবলা প্রেমই দেখা যায়। কোন এক বৃহদ্ গুণকে লক্ষ্য করিয়া ভক্ত-সকল ভগবানের নামকরণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নারায়ণ প্রভৃতি সকল নামই বৃহদ্ গুণ বাচক। ঐ সমুদায় গুণে জীব ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ নিরূপণ হয় না। ভক্তি রাগরূপা এবং জীবেশ্বর এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সম্বন্ধরূপা অপ্রাকৃত রজ্জুবিশেষ। ইহার দ্বারাই ঈশ্বর কর্তৃক জীব অনন্তভাবে আকর্ষিত হইতেছেন অতএব সম্বন্ধ-সূত্রে আকর্ষণই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট প্রকাশ। কৃষ্ণ আকর্ষণ শব্দবাচক অতএব উপাসনাতত্ত্বে জীবের কৃষ্ণের সহিত কেবল নিত্যসম্বন্ধ। এই কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত ভক্তিদ্বারা ততদূর প্রাপ্য নহেন, যেরূপ নিরুপাধি কেবল প্রেমের বশীভূত। অতএব সাধন-ভক্তির উন্নতি হইতে হইতে উপযুক্ত কালে জীবের কেবল সাধনরূপ মধুরসাধন অবলম্বন করা উচিত। মধুর রস ব্যতীত কেবল প্রেমের আর স্থল নাই, ইহাই জ্ঞাতব্য। জীবের প্রাকৃত সম্বন্ধ অপগত হইলে নিরুপাধিভাবে কৃষ্ণসঙ্গানন্দই রতিভাব হইয়া মহাভাব পর্য্যন্ত অসীমরূপে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। ইহাই বাস্তবিক মধুর প্রেম। অতএব শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাং॥

(আনন্দ স্বরূপা রতিই নিরপেক্ষভাবে অনুভববেদ্য শ্রীকৃষ্ণাদি বিভাবাদির সাহচর্য্যে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রৌঢ়ানন্দের চরমসীমা প্রেমকে লাভ করে)।

রূপগোস্বামী পুনশ্চ কহিয়াছেন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

(প্রেমোদয়ের প্রায়িকক্রম এই যে,—প্রথমে সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস, তৎপরে ভজনরীতি শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজন-ক্রিয়া, তারপর অনর্থ নিবৃত্তি অর্থাৎ অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ পাপের নাশ, তারপর নিষ্ঠা অর্থাৎ ভজনে বিক্ষেপরহিত সংযোগ, তারপর রুচি অর্থাৎ ভজনে বুদ্ধিপূর্ব্বক অভিলাষ, তৎপরে আসক্তি অর্থাৎ স্বারসিক আকর্ষণ, তদনন্তর ভাব ও তৎপরে প্রেম উদিত হয়। ইহাই প্রেম প্রাদুর্ভাবের সাধারণ ক্রম বলিয়া জানিতে হইবে)।

বালখিল্য

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'ক্রতোরপি ক্রিয়া ভার্য্যা বালিখিল্যানসূয়ত।
ঋষীন্ ষষ্টিসহস্রাণি জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা॥'
—ভাঃ ৪।১।৩৮

'মহর্ষি ক্রতুর পত্নী ক্রিয়া ও ব্রহ্মতেজো দ্বারা প্রকাশমান ষষ্টিসহস্র বালিখিল্য (প্রসিদ্ধ বানপ্রস্থ) ঋষিবর্গকে প্রসব করিয়াছিলেন।'

ব্রহ্মার মানসপুত্র সপ্তর্ষির অন্যতম ক্রতু ঋষি। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ক্রতু ঋষিকে

ব্রহ্মবাদী প্রখ্যাত পুরুষগণের এবং উক্ত স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে উল্মুক ঋষি ও তাঁহার ভার্য্যা পুষ্করিণীর গর্ভজাত ছয়টি উত্তম পুত্রের অন্যতমরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

"ক্রতোশ্চ সন্ততির্ভার্য্যা বালখিল্যানসূয়ত।
ষষ্টির্যানি সহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধ্বরেতসাম্ ।।"
—মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫২।২৪

'ক্রতুর ভার্য্যা সন্ততি ষষ্টিসহস্র বালখিল্যগণকে প্রসব করেন। এইসকল ঋষি উর্দ্ধ্বরেতা।'

'বিধিনা নিৰ্ম্মিতা পূর্ব্বং বেদী পরমপাবনী।
অগ্নেবেশ্যাদি মুনয়ো বালখিল্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ ।।'

ব্রহ্মার রোমকূপ হইতে ইঁহাদিগের উৎপত্তি হয়, ইঁহাদের আকার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ। এই মুনিদিগের সংখ্যা ষাট হাজার। (ভারত, বিষ্ণুপুরাণ) ইঁহাদের নামের পাঠান্তর বালিখিল্য। ইঁহারা সকলেই প্রবল তপোবলসম্পন্ন।'—বিশ্বকোষ

মহাভারত আদিপর্ব্বে বালখিল্য ঋষিগণের এবং তাঁহাদের যজ্ঞদ্বারা পক্ষীন্দ্র গরুড়ের জন্মবৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত সারকথা এই— শৌনক ঋষি উগ্রশ্রবা সূত গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে সূততনয়! ইন্দ্রের কি অপরাধ ও প্রমাদ হইয়াছিল, গরুড়ই বা কিরূপে বালখিল্য মুনিগণের তপোপ্রভাবে জন্মগ্রহণ করিলেন, দ্বিজরাজ কশ্যপেরই বা কিরূপে পক্ষিরাজ পুত্র উৎপন্ন হইল, ঐ পুত্রই কিরূপে দুর্দ্ধর্ষ ও সর্ব্বপ্রাণীর অবধ্য হইল, যদি পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়া থাকে তাহা আমি আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি।' উগ্রশ্রবা সূত গোস্বামী তদুত্তরে বলিলেন—'প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রকামনায় যজ্ঞারম্ভ করিলে দেবতাগণ, ঋষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার যজ্ঞে সাহায্য করিয়াছিলেন। কশ্যপ ঋষি যজ্ঞের কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে, দেবতাগণকে এবং বালখিল্য মুনিগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় শক্তিবলে পর্ব্বত প্রমাণ কাষ্ঠভার উত্তোলন করিয়া অক্লেশে আনয়ন করিলেন। পথিমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ খর্ব্বাকৃতি ঋষিগণ একত্রে মিলিত হইয়াও একটি পলাশবৃন্তমাত্র অতিক্লেশে বহন করিয়া আনিতেছেন। নিরাহারেতে শীর্ণ কলেবর তপঃক্লিষ্ট ঋষিগণ এরূপ দুর্ব্বল যে গোষ্পদস্থজলেও মগ্ন হইয়া কষ্ট পাইতেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র বালখিল্য ঋষিগণকে উপহাস করতঃ অতিদম্ভে তাঁহাদিগকে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যান। তাহাতে মহাতপা বালখিল্য মুনিগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রের ভয়জনক ইন্দ্র হইতেও শতগুণ সৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন অপর এক উগ্রমূর্ত্তি ইন্দ্র উৎপন্ন হউক এইরূপ কামনায় হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ঐরূপ কার্য্যের কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তপ্ত ও ভীত হইয়া কশ্যপ ঋষির শরণাপন্ন হইলেন। কশ্যপ ঋষি দেবরাজের বৃত্তান্ত শুনিয়া বালখিল্য ঋষিগণের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ঋষিগণ! আপনাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে?' বালখিল্যগণ উত্তরে বলিলেন, 'হাঁ হইয়াছে'। কশ্যপ ঋষি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন,—'ব্রহ্মার নির্দ্দেশক্রমে দেবরাজ ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনারাও দ্বিতীয় ইন্দ্রের নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। কিন্তু ব্রহ্মবাক্যকে মিথ্যা করা আপনাদের সমীচীন হইবে না। আপনাদের অভীষ্ট যাহাতে মিথ্যা হয়, তাহাও আমি চাহি না। আপনারা যাহাকে 'ইন্দ্র' করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেই মহাবলবীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তি পক্ষিগণের ইন্দ্র হউক, দেবরাজ আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, আপনারা প্রসন্ন হউন।' বালখিল্য মুনিগণ কশ্যপ ঋষির বাক্য শুনিয়া বলিলেন, 'যাহা ভাল হয় তাহাই করুন।'

তৎকালে শুভলক্ষণা, কল্যাণী, যশস্বিনী, তপরতা, দক্ষকন্যা 'বিনতা' পতি কশ্যপ ঋষির নিকট পুত্র কামনায় উপনীত হইলে কশ্যপ ঋষি তাঁহাকে কহিলেন—'হে দেবি! আপনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা সফল হউক। আমার সঙ্কল্পে ও বালখিল্য মুনিগণের তপোপ্রভাবে আপনার গর্ভে মহাভাগ্যসম্পন্ন ত্রিভুবনাধিপতি দুই পুত্র হউক এবং তাঁহারা ত্রিলোকে পূজিত হউক।' প্রজাপতি কশ্যপ ঋষি প্রফুল্লহৃদয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন—'আপনার সাহায্যকারী দুইভ্রাতা উৎপন্ন হইবে। তাঁহাদের দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না। আপনার সন্তাপ দূর হউক। আপনি চিরকাল ইন্দ্র হইয়া থাকুন। কিন্তু আপনি কখনও ব্রহ্মবাদী ঋষিগণকে দাম্ভিকতাবশে

অবজ্ঞা করিবেন না।' বিনতার মনোরথ পূর্ণ হইল, যথাসময় অরুণ ও গরুড় নামে দুইটী সন্তান প্রসব করিলেন। অরুণ বিকলাঙ্গ হইয়া সূর্য্যের সারথি হইলেন। গরুড় বিহঙ্গগণের ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইলেন।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে গরুড়ের অলৌকিক বীর্য্যবত্তা বর্ণন-প্রসঙ্গে বালখিল্য মুনিগণের বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—গরুড় জননীর (বিনতার) দাসীত্ব নিরাকরণের জন্য সর্প-গণের পরামর্শে অমৃত আহরণে গিয়াছিলেন। অমৃত আহরণে যাওয়ার পূর্ব্বে জননীর নিকট কি আহার করিবেন জানিতে চাহিলে তিনি নির্জ্জন সমুদ্রমধ্যে নিষাদগণকে আহাররূপে ভক্ষণ করিতে নির্দ্দেশ করিলেন, কিন্তু গরুড়কে একটি বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন যেন ক্রোধবশতঃ কখনও কোন ব্রাহ্মণকে বধ না করে, ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা পূজ্য, কারণ তাঁহারা সকলের গুরু। মহাবলা গরুড় পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হই-লেন এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া সমুদ্রমধ্যস্থ নিষাদ-গণের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিষাদগণকে ভক্ষণের সময় সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ গরুড়ের কণ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। গরুড় তাঁহার কণ্ঠ-লগ্ন জ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে শীঘ্র নির্গত হইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ নিষাদীভার্য্যাসহ নির্গত হইয়া নিজস্থানে গমন করি-লেন। পিতা কশ্যপ ঋষির সহিত সাক্ষাৎকার হইলে গরুড় তাঁহাকে সকল কথা আনুপূর্ব্বিক জানাইলেন। বিভাবসু ও সুপ্রতীকের পরস্পরের শাপবশতঃ গজ ও কচ্ছপরূপে জন্মগ্রহণ এবং ছয় যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ গজ এবং তিন যোজন উন্নত ও দশ যোজন মণ্ডলাকার কূর্ম্মরূপে দীর্ঘকাল যাবৎ পর-স্পরের শত্রুতাচরণের কথা মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। গরুড় পিতার নির্দ্দেশক্রমে দুইটীকে ধারণ করিলেন ভক্ষণের জন্য। গরুড় গজ-কচ্ছপকে ভক্ষণের জন্য ধারণ করতঃ সাগরসলিলে বিরাজিত মহাদ্রুমগণকে দেখিতে পাইলেন। তন্মধ্যে বৃহদাকার বটবৃক্ষ শত-যোজন বিস্তৃত মহাশাখায় গরুড় বসিলেন। গরুড়ের চরণ স্পর্শমাত্র বৃক্ষশাখা ভগ্ন হইয়া যায়। গরুড় ভগ্ন মহাশাখায় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইলেন তাহাতে বালখিল্য ঋষিগণ অধোমুখে লম্বমান আছেন। বৃক্ষ-শাখা পতিত হইলে তপস্যারত ব্রাহ্মণগণ নিহত হই-বেন এই আশঙ্কায় গরুড় চিন্তিত হইলেন। গরুড় নখদ্বারা দৃঢ়রূপে গজ-কচ্ছপকে এবং ঋষিগণের বিনাশভয়ে সেই বিশাল বৃক্ষশাখাকেও চঞ্চুদ্বারা গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ গরুড়ের এই অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার নাম রাখিলেন 'গরুড়'। গরুড় বালখিল্য ঋষিগণকে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত বৃক্ষশাখা ও গজ-কচ্ছপকে লইয়া নানাদেশ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। গন্ধমাদন পর্ব্বতে আসিয়া নিজপিতা কশ্যপ ঋষিকে তিনি দেখিতে পাইলেন। কশ্যপ ঋষি অদ্ভুত বিরাটাকার ত্রিলোক লোকদলনক্ষম ঘোর কৃতান্তসদৃশ ভীষণদর্শন বিহঙ্গকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—'হে পুত্র! সাবধান, মরীচিপ বালখিল্য-গণ ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে যেন দগ্ধ না করেন।' কশ্যপ ঋষি পুত্রের নিমিত্ত নিষ্পাপ বালখিল্য মুনি-গণকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন—'গরুড় লোকহিতের জন্য যে কার্য্যে উদ্যত হইয়াছেন তৎকর্ম্মসাধনে তাঁহাকে সুযোগ প্রদান করুন।' কশ্যপ ঋষির আবেদনে বালখিল্য মুনিগণ বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য হিমালয় পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর বিনতানন্দন গরুড় বৃক্ষশাখা কোথায় ফেলিবেন জিজ্ঞাসা করিলে কশ্যপ ঋষি মনোদ্বারাও অন্যের অগম্য নির্ম্মনুষ্য এক অতি প্রকাণ্ড পর্ব্বতের বিষয়ে নির্দ্দেশ করিলেন। গরুড়বাহিত বৃক্ষশাখাকে একশত গোচর্ম্ম-নির্ম্মিত একাবলী-রজ্জু দ্বারাও বেষ্টন করা যায় না। কিন্তু গরুড় মুহূর্ত্তমধ্যে গজ-কচ্ছপ বৃক্ষশাখা ধারণ করতঃ শতসহস্র যোজন অতিক্রম-পূর্ব্বক পিতৃনির্দ্দিষ্ট ভূধরে উপনীত হইয়া মহাশব্দ-পূর্ব্বক মহাশাখা পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীরামায়ণের বর্ণনানুযায়ী ব্রহ্মার বীর্য্যে অষ্টা-শীতি সহস্র ঋষির জন্ম হয়, তাঁহারাই বালখিল্য মুনি।
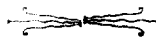
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (নোটিশ)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আগামী ২১ ফাল্গুন (১৪০২), ৫ মার্চ্চ (১৯৯৬) মঙ্গলবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

—ঃ কার্য্য-তালিকা ঃ—

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানের গতবৎসরের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট (বিবরণ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসরের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৪-৯৫ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব যাহা হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে তাহার অনুমোদন এবং পরবর্ত্তী ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য হিসাব-পরীক্ষক (Auditor) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) সম্বৎসরব্যাপী গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচনা এবং আবশ্যক-বোধে কোনও পরামর্শ প্রদান।

(৭) বিবিধ।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী, অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

প্রেমের অপর নাম প্রীতি বা ভালবাসা। প্রেম বা প্রীতি দুইপ্রকার, হেতুমূলা প্রীতি আর অহেতুমূলা প্রীতি। বৈষ্ণবসাহিত্যে যাহাকে বলে 'হৈতুকী' আর 'অহৈতুকী-প্রীতি'। হেতুমূলা প্রীতি—আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা, অপর নাম কাম। "আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।"—চৈঃ চঃ আ ৪।১৬৫। অহেতু-মূলা প্রীতি নিষ্কাম-প্রীতি—কেবল প্রীতিপাত্রের ইন্দ্রিয়-প্রীতিতৎপর। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।" চৈঃ চঃ আ ৪।১৬৫। এই প্রীতিদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি বিনাশী অপরটী অবিনাশী। যে কোন বস্তুর প্রীতিই হউক অথবা যে কোন ব্যক্তির প্রতি সম্বন্ধবশতঃই হউক যে প্রীতির উৎপত্তির মূলে কোন হেতু (কামনা)

থাকে অর্থাৎ নিজেন্দ্রিয়প্রীতি-কামনা থাকে, তাহা নাশপ্রাপ্ত হয়। হেতু নাশে প্রীতি বা প্রেম থাকে না। যে প্রীতির মূলে কোন হেতু নাই, যাহার উৎপত্তি স্বপ্রকাশ অহৈতুকী, সেই প্রীতির কোন অবস্থাতেই নাশ নাই ; অহৈতুকী প্রেমই অবিচ্ছেদ্য।

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২।৪৩

"কৈতবরহিতং প্রেম ন হি ভবতি মানুষলোকে।
যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে সত্যপি
ন কো জীবতি ॥"

কৈতবরহিত প্রেম মনুষ্যলোকে কখনই উদিত হয় না। যদি উদিত হয়, তবে বিরহ হয় না। যদি বিরহ হয় তবে জীবন থাকে না।

প্রাকৃত জগতে পতি-পত্নী, পুত্র-কন্যা, সজ্জন, বিত্ত, পশু, পক্ষী, স্বজাতি, দেশ, স্বর্গলোক, দেবতা প্রভৃতিতে প্রীতি বা প্রেম দেখা যায়, সবই কামজ প্রীতি। এই প্রীতি বিনাশশীল, হেতু নাশে প্রীতি নাশ। তাহার উদাহরণ জগদ্ব্যাপী। এ-বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে ২য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণে, (৪র্থ অধ্যায়ে ৫ম ব্রাহ্মণে) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও পত্নী ব্রহ্মবাদিনীমৈত্রেয়ী-সংবাদে প্রিয়ত্বের কথা হইতেই আত্মোপদেশের জ্ঞান পাওয়া যায়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—"স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।" হে প্রিয়ে! পতির প্রতি প্রীতিহেতু পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পতিপ্রিয় হয়। পরিদৃশ্যমান সমাজেও সম্বন্ধপূর্ব্বক বিবাহ করিলেও পতি পত্নীর কামনা পূরণে অসমর্থ হইলে পতিকে পত্নী পরিত্যাগ করেন।

"ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি,
আত্মনস্ত কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।"

জায়া অর্থাৎ স্ত্রী। স্ত্রীর প্রতি প্রীতিহেতু স্ত্রী পতির প্রিয় হয় না, পতির নিজসুখের জন্যই স্ত্রী তাহার প্রিয় হয়। স্বামী-স্ত্রীর প্রীতি কামজপ্রীতি, কামনা নাশে প্রীতি নাশ। যুবক-যুবতী কামাসক্ত হইয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু কালান্তরে তাহাদের বিবাহবন্ধনের বিচ্ছেদ ঘটে দেখা যায়।

"ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি,
আত্মনস্ত কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।"

পুত্রগণের প্রতি প্রীতিহেতু পিতার নিকট পুত্রগণ প্রিয় হয় না, আত্মসুখের জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়। যদি পিতা জানেন যে পুত্রগণ তাহার সুখের প্রতিকূল, অনেক ক্ষেত্রে পিতা পুত্রকেও ত্যাগ করেন।

"ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি,
আত্মনস্ত কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।"

বিত্তের প্রতি প্রীতিহেতু বিত্ত প্রিয় হয় না, নিজসুখের জন্যই বিত্ত প্রিয় হয়।

... ...

"ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি,
আত্মনস্ত কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি।"

দেবগণের প্রতি প্রীতিহেতু দেবগণ প্রিয় হয় না, আত্মসুখের জন্যই দেবগণ প্রিয় হন।

"ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি,
আত্মনস্ত কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি।
ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি,
আত্মনস্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।"

ভূত অর্থে প্রাণী। প্রাণীসমূহের প্রতি প্রীতিহেতু প্রাণীসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মসুখের জন্যই প্রাণীসমূহ প্রিয় হয়। লোকের গরু, কুকুর, শূকর, মুরগী প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত প্রীতি দেখা যায়। উক্ত প্রীতি নিষ্কামভাবে সেইসব প্রাণীর প্রতি প্রীতি নহে, উহার পশ্চাতে আত্মসুখেরই প্রাধান্য। সর্ব্ববস্তুর প্রতি প্রীতিহেতু সর্ব্ববস্তু প্রিয় হয় না, আত্মসুখের জন্যই সর্ব্ববস্তু প্রিয় হয়। লোকের আত্মাই পুত্রাপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, সমুদায় বস্তু অপেক্ষাও প্রিয়। আত্মপ্রীতিই মূল প্রীতি, আত্মা স্বভাবতঃই আত্মাতে প্রীতিবিশিষ্ট। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো। বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ, সর্ব্বস্মাদন্তরন্তরং যদয়মাত্মা।" জাগতিক বস্তুসমূহের মধ্যে যে পরিমাণে নিজের প্রীতি দেখিতে পায়, সেই পরিমাণেই সে সকলকে প্রীতি করে ; পতি, পত্নী, সন্তান, বিত্ত প্রভৃতি প্রীতির আস্পদ হয়। আত্মসুখের জন্য সর্ব্ববস্তু প্রিয় হয়। আত্মাতে অপ্রীতি সাধিত হইলেই সর্ব্ববস্তুতে অপ্রীতি

হয়, এ সকল প্রীতিই আত্মসুখ, হৈতুকী প্রীতি। হেতু-নাশে সর্ব্বপ্রীতি নাশ। হেতুজপ্রীতি বিনাশশীল, তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধব-গোপী-সংবাদে গোপীগণের উক্তি—

"অন্যোঽন্যর্থকৃতা মৈত্রী যাবদর্থবিড়ম্বনম্।
পুম্ভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্পদৈঃ ॥
নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা অকল্পং নৃপতিং প্রজাঃ।
অধীতবিদ্যা আচার্য্যমৃত্বিজো দত্তদক্ষিণম্ ॥
খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহম্।
দগ্ধং মৃগাস্তথারণ্যং জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়ম্ ॥"

—ভাঃ ১০।৪৭।৬-৮

হে উদ্ধব! হেতুজ প্রীতি বিড়ম্বনা মাত্র, অর্থাৎ দুঃখদায়ক—"পুম্ভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ" কামুক পুরুষ রমণীগণের উপর বহু প্রীতির অভিনয় করে ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য, ইন্দ্রিয়তর্পণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতির পাত্রকে অনাদর করে। "সুমনঃস্বিব ষট্পদৈঃ" ভ্রমরগুলি ফুলকে অত্যন্ত প্রীতি করে, কত গুণকীর্ত্তন করে, বার বার মুখচুম্বন করে, কিন্তু ঐ প্রীতি স্থায়ী হয় না, মধু-নাশে প্রীতি নাশ। প্রীতির উদ্দেশ্য ছিল মধুপান, মধুশেষে প্রীতি শেষ। "নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকাঃ"—বেশ্যাগণও প্রীতি প্রদর্শন করে অর্থবান্ যুবকদের প্রতি; ততদিনই প্রীতি তাহাদের, যতদিন তাহাদের নিকট অর্থ থাকে, অর্থ শেষ হইলে প্রীতিও শেষ। প্রীতি অর্থের জন্য, প্রাকৃত স্বার্থের জন্য প্রীতির অভিনয়, স্বার্থ পূর্ত্তির অভাবে প্রীতির অভাব। "অকল্পং নৃপতিং প্রজাঃ"—প্রজারা রাজাকে (প্রীতি) ভালবাসে, তার মূলেও হেতু আছে। রাজা প্রজাগণের সুখ বিধান করিবেন এই হেতুমূলে প্রীতি। রাজার যখন প্রজাগণের সুখ-বিধানে শক্তি না থাকে অথবা সামর্থ্য থাকিলেও তিনি প্রজাপালনে উদাসীন হন, প্রজাগণও রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে। সুখ পাইব এই কারণেই রাজাকে প্রজারা প্রীতি করে। হেতু নাশে প্রীতি নাশ। "অধীতবিদ্যা আচার্য্যম্"—ছাত্রগণ অধ্যাপককে প্রীতি করে বিদ্যার্জ্জন পর্য্যন্ত, অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে আর অধ্যাপককে প্রীতি করে না। বিদ্যার্জ্জন স্বার্থেই ছাত্র-গণের অধ্যাপকে প্রীতি। বিদ্যার্জ্জন শেষ হইলে প্রীতি শেষ। "ঋত্বিজো দত্তদক্ষিণম্"—পুরোহিতগণ যজ-মানের প্রতি প্রীতি করে দক্ষিণাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত; দক্ষিণা-প্রাপ্তির পর যজমানের প্রতি পুরোহিতের প্রীতি থাকে না।

"খগাঃ বীতফলং বৃক্ষং ত্যজন্তি"—পক্ষিসমূহ ফল-বন্ত বৃক্ষকে ভালবাসে, দলে দলে আসিয়া প্রীতি-সহ-কারে তাহার শাখায় প্রশাখায় বসে, কতদিন যত-দিন ফলবন্ত থাকে। ফল শেষ হইলে আর পক্ষিগণ বৃক্ষকে দেখিতেও আসে না। 'ফল'-ভোগ শেষ প্রীতিরও শেষ। "ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহম্ ত্যজন্তি"—অতিথিগণ গৃহীর গৃহে অতিথি হন। গৃহস্থের প্রতি প্রীতি ততক্ষণই যতক্ষণ তাহাদের ভোজনরূপ কার্য্য শেষ না হয়, ভোজন সমাপ্ত হইলে গৃহীর প্রতি অতি-থির প্রীতি শেষ। "দগ্ধং মৃগাস্তথারণ্যং ত্যজন্তি"—মৃগগণ অরণ্যের প্রতি প্রীতি করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দগ্ধ না হয়, দগ্ধ অরণ্যের প্রতি মৃগের আর প্রীতি থাকে না। তাহাদের প্রীতিহেতু অরণ্যবাস, বাস অভাবে প্রীতির অভাব। "জারাঃ ভুক্ত্বা রিতাং স্ত্রিয়ম্ ত্যজন্তি"—যাহারা জার, তাহারা পরস্ত্রীর প্রতি প্রীতির অভিনয় করিয়া ভোগ করে, ভোগরূপ কার্য্য সমাপ্ত হইলেই পরিত্যাগ করে। এই সকলই হৈতুকী সকৈতব, প্রীতি—ইহাই মূল কথা। আত্ম-প্রতি অপ্রীতি আচ-রিত হইলেই সব প্রীতি নাশ। 'আত্মা' শব্দের অর্থ দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি। পূর্ব্বকথিত 'আত্মা' শব্দে দেহকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তত্ত্বতঃ আত্মা শব্দের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মাই নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। "অনেন জীবেন-আত্মনানুপ্রবিশ্য"—ছাঃ ৬। ৩।২। জীবের সহিত দেহে আত্মার প্রবেশের কথা আছে। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা।"—শ্বেঃ ১।৯। উপনিষদে আছে—পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, জীবাত্মা অসর্ব্বজ্ঞ অনীশ অল্পজ্ঞ—দুইই জন্মরহিত।

দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যগণেরও দেহ যেরূপ প্রিয় হয়, দেহ-সম্বন্ধী গৃহ, স্ত্রী, পিতা-মাতা, বা পুত্রাদি সেরূপ প্রিয় হয় না।

"দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা নহ্যনু যে চ তম্ ॥"

—ভাঃ ১০।১৪।৫২

যদিও দেহাত্মবাদিগণের পক্ষে দেহ সর্ব্বাপেক্ষা মমতাস্পদ হইলেও প্রাণাত্মাতুল্য প্রিয় নহে। যেহেতু

এই দেহ রোগগ্রস্ত হইলেও জীবনের আশা বলবতী থাকে অর্থাৎ দেহত্যাগে দেহাত্মাভিমানী অতিশয় কষ্ট অনুভব করে, দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না, সুতরাং আত্মার অতিশয় প্রিয় ও অবিনাশী বলিয়া জীবিতাশা প্রবল থাকে।

"দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী।।"
—ভাঃ ১০।১৪।৫৩

এই দেহ সর্ব্ববস্তু অপেক্ষা মমতাস্পদ হইলেও দেহ রোগগ্রস্ত হইলে প্রাণাত্মাকে দেহে রক্ষার জন্য, হস্ত, পদ, চক্ষু কর্ণাদি অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, এমনকি অতি মর্ম্মস্থান হৃদয়াংশকেও দেহে প্রাণাত্মাকে রক্ষার জন্য ডাক্তারকে কর্ত্তন করিতে দেওয়া দেখা যায়। সুতরাং দেহাত্মভিমানিগণের আত্মার প্রতি প্রীতিই সর্ব্বাধিক হওয়ায় জীবিতাশা বলবতী হয়। অতএব সমস্ত প্রাণিগণেরই নিজের প্রাণাত্মাই প্রিয়তম, আত্মতুল্য প্রিয় কেহ নহে।

"সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইত্যরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি।।"
—ভাঃ ১০।১৪।৫০

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে পরমহংস চূড়ামণি শ্রীশুকদেব বলিলেন—'হে রাজন্! নিজ নিজ আত্মাই সমস্ত প্রাণীর প্রিয় হইয়া থাকে, আত্মাভিন্ন, পুত্র, ধন প্রভৃতি পদার্থ আত্মার প্রিয় বলিয়া গৌণভাবে প্রিয়, বস্তুতঃ সাক্ষাৎ প্রিয় নহে। দেহের যেরূপ প্রাণই প্রিয়—তদ্রূপ, আত্মারও প্রিয় পরমাত্মা ভগবান্।'

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাত্মার আত্মা। "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।"—ভাঃ ১০।১৪।৫৫, সেই সর্ব্বাত্মার আত্মা ভগবানের সঙ্গে কোন সুকৃতিবান্ ব্যক্তি একবার কিঞ্চিৎ প্রিয় বা প্রীতি সংস্থাপন করিতে পারেন, এবং প্রীতির আনন্দ-রসাস্বাদন করেন, তাহা হইলে তাহার সমস্ত খণ্ডিত দ্বন্দ্বধর্ম্ম স্ত্রী-পুত্রাদি পরস্পরের প্রতি মায়িক আসক্তি থাকিবে না। তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে নয়নযুগল তৃপ্তি সীমা পায় না, তাঁহার বচনামৃত শ্রবণে কর্ণযুগল আনন্দাব্ধিতে নিমজ্জন হইয়া বধিরত্ব প্রাপ্ত হয়, কোটি পূর্ণেন্দু সম সুশীতলাঙ্গ স্পর্শানন্দে ত্বক্ জড়ত্বের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অঙ্গ-সৌরভামৃত নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে প্রাকৃত দ্রব্যের গন্ধ কোন কালেই প্রবেশাধিকার পায় না, তাঁহার অধর যুগলে পীযূষ তিরস্কারী রসামৃতাব্ধি অতৃপ্ত জিহ্বাকে অনন্তরসামৃতে অনন্তগুণ বৰ্দ্ধিত করে। এবমপ্রকার শ্রীগোপেন্দ্রনন্দন পঞ্চেন্দ্রিয়কে সবলে আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে বাধাস্বরূপ চক্ষুর নিমেষকে নিন্দা করিতেছেন যথা শ্রীশুকোক্তি—

"যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ—
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ।।"
—ভাঃ ৯।২৪।৬৫

"সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা-চিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দিসনর্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ পীযূষরম্যাধরঃ।
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে।।
—গোবিন্দলীলামৃত

'যিনি সৌন্দর্য্যের অমৃতসিন্ধু-প্রবাহে নারীদিগের চিত্তপর্ব্বতের সংপ্লাবক, যিনি কর্ণের আনন্দজনক রম্যবচনযুক্ত হইয়া কোটীচন্দ্রের ন্যায় শীতল এবং যিনি সৌরভ্যরূপ অমৃতপ্লব দ্বারা জগৎকে আবৃত করিয়াছেন এবং পীযূষপূর্ণ অধরযুক্ত, হে সখি সেই গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছেন।'—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

তাঁহার দর্শনে নয়নযুগল, তাঁহার গুণ শ্রবণে শ্রবণযুগল এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তনে জিহ্বা নিরন্তর ব্যাকুল থাকিবে। তাঁহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের কথা শ্রবণ করিলে স্ত্রীর প্রতি পুত্রের প্রতি আসক্তি থাকে না—যেমন ব্রজের যাজ্ঞিক পত্নীগণ। পুরুষ শ্রবণ করিলে স্ত্রী-পুত্রকন্যা, রাজ্য, ধন, জন প্রভৃতির প্রতি আসক্তি থাকে না—যেমন মহারাজ ভরত যুবাকালেই অতুল রাজৈশ্বর্য্য, স্ত্রী-পুত্র, ধন জন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। পুত্র শ্রবণ করিলে পরম প্রীতিপাত্র, মাতা-পিতার প্রতি আসক্তি থাকে না। তাঁহার প্রতি প্রীতি হইলে নির্দ্দয় কৃতঘ্নতাদি দোষের ন্যায় প্রতীয়মান মাতাপিতার প্রতি প্রাকৃত শুশ্রূষাদি ক্রিয়া থাকে না—কৃষ্ণ-সেবার

দ্বারাই তাঁহাদের সেবা সম্পাদিত হয়।—যেমন ধ্রুব, প্রহলাদ প্রভৃতি ভক্তগণ। কন্যা শ্রবণ করিলে, পিতামাতা ও ভ্রাতাগণের প্রতি আসক্তি থাকে না, যেমন ব্রজে গোপকন্যাগণ কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে মাতা, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া পরম প্রীতিপাত্র কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। এমন কি প্রাণীমাত্রেরই পরমপ্রিয় স্বদেহ, সেই দেহের প্রতিও তখন আসক্তি থাকে না, গভীর রাত্রে হিংস্র-প্রাণীসঙ্কুল বনেও প্রবেশ করে।

"তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥"
—ভাঃ ১০।২৯।৮

পতি, পিতা, ভ্রাতা এবং বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেও তাঁহারা নিষেধ মানিলেন না। কারণ তাঁহাদের (গোপীগণের) চিত্ত গোবিন্দে অত্যন্ত আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহারা মোহিত হইয়াছিলেন।

"রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥"
—ভাঃ ১০।২৯।১৯

সেই ব্রজরমণীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে সুমধ্যমা সুন্দরীগণ! এই রাত্রি অতিশয় ভয়ঙ্করী এবং ভীষণ হিংস্র জন্তুপরিপূর্ণ, অতএব তোমাদের ন্যায় স্ত্রীলোকের এখানে অবস্থান করা উচিত নহে, ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন কর।' শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মুনিগণও প্রীতিবশতঃ বনে ফল মূল ভক্ষণ করতঃ নিরন্তর তাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন। জ্ঞানিগণের তাঁহার প্রতি প্রীতি হইলে আর জ্ঞানানুশীলন থাকে না। কর্ম্মিগণের তাঁহার প্রতি প্রীতি হইলে আর তাঁহাদের কিছুই করণীয় থাকে না। তপস্বিগণের তাঁহার প্রতি প্রীতি হইলে আর কায়কৃচ্ছ্রূরূপ তপঃসাধন থাকে না। তাঁহারা ভগবানের নিরন্তর গুণশ্রবণকীর্ত্তনে মাত্র রুচিবিশিষ্ট হন। শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গ প্রাধান্য লাভ করে অন্য ভক্ত্যঙ্গ গৌণভাবে থাকে। শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ তাঁহার গুণশ্রবণকীর্ত্তন করিয়া নিরন্তর প্রেমোন্মত্ত থাকেন। ভগবানের প্রতি প্রীতি উদয় হইলে ধন, জন, পুত্রপরিবার দুস্ত্যজ্য হইলেও অনায়াসে ত্যজ্য হয়। তাঁহারা সংসারবিরক্ত হইয়া ভিক্ষুধর্ম্মাবলম্বন করতঃ প্রীতিভরে ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করেন। দেহের জরাজীর্ণ অবস্থাতেও তাঁহাদের ভগবানের প্রতি প্রীতি অটল থাকে।

"যদনুচরিতলীলা-কর্ণপীযূষ-বিপ্রুট্
সকৃদদন-বিধূত-দ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি ॥"
—ভাঃ ১০।৪৭।১৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিই প্রেম, এই প্রেমের কোনও হেতু নাই, অতএব অহৈতুকী। এই প্রেম স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্য। জীবাত্মা নিত্য শাশ্বত; তদ্রূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিও শাশ্বত ও নিত্য। প্রীতি স্বপ্রকাশ, তাহার কোনও হেতু নাই, সুতরাং কোনও অবস্থাতেই বিনাশ হয় না। অহৈতুকী প্রীতি বা প্রেমই অবিনাশী।

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।১০৪

জীবের নিত্যস্বরূপে কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ, কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ মায়াসঙ্গ-দোষে তাহা আচ্ছাদিত হয়। অনন্য কৃষ্ণভক্ত সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সেই আচ্ছাদন অপসারিত হয়।

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।৮০

বীজাঙ্কুরের ন্যায় অঙ্কুর নিত্যসিদ্ধ, ভূমিতে রোপিত করিয়া জলসেচনে বৃক্ষের জন্ম হয়। অতএব "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম"।

"অনুকূল-ভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। অন্যাভিলাষ ত্যাগ এবং জ্ঞান-কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ছেদনদ্বারা স্বরূপলক্ষণ প্রেমধন উৎপন্ন করে। কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা কখনও (শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের) সাধ্য নয়; কেবলমাত্র শ্রবণাদিদ্বারা বিশোধিত চিত্তেই তাহার উদয় সম্ভব। অতএব শুদ্ধশ্রবণকীর্ত্তনাদি ক্রিয়াই প্রধানতঃ সাধনভক্তি, তাহা দুই প্রকার—'বৈধী' ও 'রাগানুগা'। যাঁহাদের হৃদয়ে রাগোদয় হয় নাই, তাঁহাদের শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে জ্ঞানপ্রবৃত্তি হয়, তাহাই 'বৈধীভক্তি'।"—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

বিরহ-সংবাদ

শ্রীজানকীবল্লভ দাসাধিকারী, কল্যাণী, আগরতলা (ত্রিপুরা)ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অনুকম্পিত দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীজানকীবল্লভ দাসাধিকারী (পূর্ব্বনাম শ্রীজগবন্ধু) বিগত ১৭ কার্ত্তিক (১৪০১), ৪ নভেম্বর (১৯৯৪) শুক্রবার শুক্লা-প্রতিপদ তিথিতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা অন্নকূট-উৎসব শুভবাসরে ৭৮ বৎসর বয়সে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে আগরতলা সহরে কল্যাণীস্থ নিজ বাসগৃহে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ভক্তিসদাচার-সম্পন্ন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থাতেও, যতদিন শয্যাশায়ী হন নাই, প্রত্যহ নিয়মিত মঙ্গলা-রাত্রিকে যোগদান করিতেন, হরিনাম করিতে করিতে প্রথমদিকে পদব্রজে আসিতেন ও হরিকথা শুনিতেন। শ্রীল গুরুদেবে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি প্রত্যহ গুরুদেবের অবশেষ প্রসাদ গ্রহণের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। মঠবাসী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সকলেই তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট এবং তাঁহার বৈষ্ণবোচিত স্নিগ্ধ ব্যবহারে সুপ্রসন্ন ছিলেন। তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী ভক্ত পতির বৃদ্ধ ও দৃষ্টিশক্তিহীন অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সেবাশুশ্রূষা করিয়া আদর্শ সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন।

শ্রীমঠের আচার্য্যদেব যখনই আগরতলায় কল্যাণীতে যাইতেন, সদলবলে তাঁহার গৃহে শুভ-পদার্পণ করিতেন।

তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ, বিশেষতো আগরতলাস্থিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীসুধীর কুমার চক্রবর্ত্তী, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীসুধীর কুমার চক্রবর্ত্তী (শ্রীসত্যপ্রিয় দাসাধিকারী) বিগত ১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শুক্লাদ্বাদশী তিথি বাসরে শেষ রাত্রি ২ ঘটিকায় ৭৮।১ সুলতান আলম রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩ স্থিত তাঁহার নিজ গৃহে ৭৬ বৎসর বয়সে শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি স্ত্রী, চারি পুত্র (শ্রীসুকুমার, শ্রীউৎপল, শ্রীচঞ্চল ও শ্রীঅপু) ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্মস্থান বাংলাদেশে যশোহর জেলায় বাঁদরা গ্রামে। তিনি বহুদিন হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরু-দেবের অলৌকিক ব্যক্তিত্বই তাঁহাকে মঠের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করায়। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে, ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে শ্রীলগুরুদেবের সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীদামোদর ব্রতকালে মাসব্যাপী শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হইয়া-ছিল। শ্রীসুধীরবাবু উক্ত পরিক্রমায় যোগ দিয়াছিলেন। তিনি নন্দগ্রামে পাবন সরোবরের তটবর্ত্তী শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজন কুটীরে ২০ কার্ত্তিক (১৩৭৯), ৬ নভেম্বর (১৯৭২) তারিখে শ্রীল গুরুদেবের নিকট শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষান্তে তাঁহার নাম হয় শ্রীসত্যপ্রিয় দাসাধিকারী। তিনি সদাচারসম্পন্ন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। মঠের সমস্ত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহে উৎসাহের সহিত তিনি যোগ দিতেন এবং কলিকাতা মঠে নিয়মিতভাবে হরিকথা শুনিতেন। তিনি ঠিকাদারের (Contracter-এর) কার্য্য করিতেন। কলিকাতা মঠের মেরামত, চূনকাম ইত্যাদি কার্য্যে এবং গৃহ-নির্ম্মাণের মাল মশলাদিও সরবরাহে তিনি সাধ্যমত সহায়তা করিতেন।

কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে তাঁহার শেষকৃত্য সুসম্পন্ন হয়। ২৯ ভাদ্র, ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য (শ্রাদ্ধকৃত্য) যথাবিহিত-ভাবে তাঁহার গৃহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্ত মাত্রই বিরহ সন্তপ্ত।

শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী, চন্দ্রপুর, রেশমবাগান, আগরতলা (ত্রিপুরা)ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী বিগত ২ আশ্বিন (১৪০২), ২০ সেপ্টেম্বর (১৯৯৫) বুধবার ইন্দিরা একাদশী-তিথিবাসরে চন্দ্রপুরস্থ নিজগৃহে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় ৭০ বৎসর বয়সে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি একাদশীর দিন মধ্যাহ্নে অনুকল্প গ্রহণ করিয়া হরিনাম করিতে-ছিলেন। হরিনাম করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলেখ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্ত্রী-পরিজনগণের সমক্ষেই স্বধাম প্রাপ্ত হন। তিনি স্ত্রী, তিনপুত্র (সজন রায়, স্বপন রায় ও নারায়ণ রায়) এবং তিন কন্যা (রুমা, রীণা, কৃষ্ণা) রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বধাম-প্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—শ্রীজগন্নাথবাড়ী হইতে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী, শ্রীস্বপন চক্রবর্ত্তী, শ্রীদারিদ্র্য-ভঞ্জন ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীরমণী দাস, শ্রীহলধর দাস, শ্রীমদনগোপাল দাস, শ্রীগৌতম দাস প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ মুকুন্দ প্রভুর গৃহে চন্দ্রপুরে উপনীত হন। সকলে তথা হইতে সংকীর্ত্তন-সহযোগে তাঁহাকে লইয়া শ্মশান-ঘাটে আসেন। বৈষ্ণববিধানমতে স্নান-নববস্ত্রপরিধান-তিলকাদি-দ্বারা যথাবিহিতভাবে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী প্রভু পূর্ব্বে অন্য সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু শ্রীল গুরুদেবের অলৌকিক ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া আগরতলা-শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে ৬ জুন শ্রীল গুরুদেবের নিকট শুদ্ধ ভক্তিসদাচারের সহিত শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বনাম ছিল মতিলাল রায়। বংশ-পরিচয়ে ইনি কায়স্থ ছিলেন। যখন হইতে চন্দ্রপুরে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হইতে ইঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মঠে নিয়মিত আসিতেন, হরিকথা শুনিতেন এবং মঠের বিবিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টার দ্বারা ইঁহারা বৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মুকুন্দপ্রভুর সহধর্ম্মিণীও শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিতা দীক্ষিতা শিষ্যা। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ বহুবার ইঁহাদের আমন্ত্রণে চন্দ্র-পুরে ইঁহাদের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ পাঠকীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং মহোৎসবেও যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী প্রভু জীবনের অবশিষ্ট-কাল অধিকাংশ সময় আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে---শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে অবস্থান করতঃ সাধ্যানুসারে বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া-ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ স্নিগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। আগরতলার ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সকলেই তাঁহার অমায়িক বৈষ্ণবোচিত ব্যবহারে সন্তুষ্ট।

তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য ১২ আশ্বিন, ৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিবাসরে যথাবিহিত-ভাবে চন্দ্রপুরস্থ গৃহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস তাঁহার পুত্রগণ শ্রীজগন্নাথমন্দিরে বিশেষ বৈষ্ণবসেবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মুকুন্দপ্রভুর স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

স্বধামে শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা সহরের স্বনামধন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী শ্রীচিত্ত-রঞ্জন সাহা বিগত ১৮ অগ্রহায়ণ (১৪০২), ৫ ডিসেম্বর (১৯৯৫) মঙ্গলবার শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে ভোর ৫ ঘটিকায় শিবনগরস্থ নিজ বাসভবনে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তির কএকদিন পূর্ব্বেও তিনি সকলের সহিত স্বাভাবিক-ভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন। প্রয়াণসময়ে তিনি কাহাকেও উদ্বেগ দেন নাই। মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারীর (শ্রীশৈলেন সাহার)

নিকট হইতে ফোনে সংবাদ পাইয়া আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ মঠবাসী বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার গৃহে উপনীত হইয়া হরি-সংকীর্ত্তন করেন। তিনি উদারচেতা ধাম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। সহরের বহু বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আসিয়াছিলেন।

তিনি স্থানীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথ-বাড়ীতে অতিথিগণের অবস্থানের জন্য অতিথিভবন নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীমঠের আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। অসুস্থ শরীর লইয়া তিনি নিজে মঠে অবস্থান করতঃ সাক্ষাৎভাবে নির্ম্মাণকার্য্য দেখাশুনা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নিগ্ধ অমায়িক ব্যবহারে সাধুগণ প্রসন্ন। শ্রীল আচার্য্যদেব আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার গৃহে কএকবার শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণও পিতার ন্যায় স্নিগ্ধ ও অমায়িক স্বভাববিশিষ্ট।

করুণাময় শ্রীগৌরহরি ও পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ-দেব তাঁহার স্বধামগত আত্মার আত্যন্তিক কল্যাণ বিধান করুন, এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

জলন্ধরসহরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু-শ্রীরাধামাধবমন্দিরে মাসব্যাপী শ্রীদামোদর-ব্রত এবং শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদপ্রার্থনামুখে এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সেবাধ্যক্ষতায় পাঞ্জাবে জলন্ধরসহরে প্রতাপবাগস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু-শ্রীরাধামাধব-মন্দিরে মাসব্যাপী শ্রীদামোদরব্রত বিগত ১৬ আশ্বিন (১৪০২), ৪ অক্টোবর (১৯৯৫) বুধবার শ্রীপাশাঙ্কুশা একাদশী হইতে ১৬ কার্ত্তিক, ৩ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন এবং পরদিবস ব্রত-উদ্‌যাপন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পাঞ্জাব, হরিয়াণা, হিমাচল-প্রদেশ, জম্মু, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ ব্রতানুষ্ঠানে বিপুল-সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল দাস ও শ্রীবাঞ্ছানিধি পাণ্ডা ৯ আশ্বিন, ২৭ সেপ্টেম্বর বুধবার কলিকাতা হইতে অমৃতসর মেলে রওনা হইয়া ২৯ সেপ্টেম্বর জলন্ধর-সহরে শ্রীদামোদর-ব্রতানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শুভ-পদার্পণ করেন। বৃন্দাবন মঠ হইতে শ্রীদেবকীনন্দন-দাস ব্রহ্মচারী (ছোট) প্রচার-সেবায় সহায়তা করিতে অগ্রিম আসিয়া পেঁাছেন। পূজার ভীড়ে ৩০ সেপ্টেম্বর সংরক্ষিত বার্থ না পাওয়ায় কলিকাতার ভক্তগণ কএকদিন পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। বারাসতের শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী সস্ত্রীক, কলিকাতা হইতে শ্রীমতী অরুণা কর, শ্রীমতী নীলিমাদেবী, শ্রীমতী রেণুকা চৌধুরী প্রভৃতি, মেদিনীপুর মঠের শ্রীঅজিত হরিদাস ব্রহ্মচারীও ব্রতানুষ্ঠানে যোগ দেন।

শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ৩০ সেপ্টেম্বর পূর্ব্ব-এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া প্রথমে নিউদিল্লীতে পেঁাছেন। নিউদিল্লী মঠ-নির্ম্মাণ পরিদর্শন করিয়া তিনি দুইমূর্ত্তিসহ ২ অক্টোবর শতাব্দী এক্সপ্রেসে রাত্রিতে জলন্ধরসহরে শুভপদার্পণ

করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমালা ও সংকীর্ত্তন-সহ বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ কএকদিবস পূর্ব্বেই জলন্ধরে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধব-মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি কার্ত্তিকব্রতের প্রারম্ভে দুইদিন তথায় অবস্থান করতঃ পরে বৃন্দাবন মঠে যাইয়া ব্রত পালন করেন। পশ্চিমবঙ্গের শ্রীমায়াপুর মঠের মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, আসামের সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, নিউ-দিল্লী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীযোগেশ, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌতম দাস, গৌহাটী মঠের পূজারী শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীলব দাসাধিকারী ও শ্রীঅদ্বৈত দাসসহ এবং আগরতলা মঠের শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, নন্দ-গ্রামের শ্রীপ্রহলাদদাস ব্রহ্মচারী, গোবর্দ্ধনের শ্রীসনৎ-কুমার দাস ব্রহ্মচারী ব্রতানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। চণ্ডীগড় মঠ হইতে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ দুইদিনের জন্য এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা অনুষ্ঠানে ও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ভোর ৪-৩০টা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিয়মসেবার প্রতিটী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। প্রত্যহ প্রাতে জলন্ধর সহরের বিভিন্ন এলাকায় নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় তিনি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাপ্রার্থনামুখে নৃত্য কীর্ত্তন প্রারম্ভ করিলে পরবর্ত্তিকালে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বালী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (অমরেন্দ্র), শ্রীযোগেশ ও শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরাম-ভজন পাণ্ডে)। রাত্রির বিশেষ সভায় শ্রীল আচার্য্য-দেব শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম স্কন্ধ হইতে শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ কর্ত্তৃক অপরাহ্নে 'শ্রীশিক্ষাষ্টক' এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ কর্ত্তৃক প্রাতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'শ্রীভজনরহস্য' গ্রন্থ পঠিত হয়। সহ-রের দূরবর্ত্তী স্থানে প্রাতঃ ও পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্য সম্পন্নের দিনে শ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীভজনরহস্যের' শিক্ষা অবলম্বনে হরিকথা বলেন। পাঞ্জাবী ও হিন্দী-ভাষী ভক্তগণের মধ্যে বঙ্গভাষায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত শিক্ষাষ্টকের গীতিসমূহ এবং অষ্ট-কালীয় লীলাকীর্ত্তনে পরমোৎসাহ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বঙ্গভাষায় রচিত গীতিসমূহের অর্থ বুঝেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন বঙ্গভাষা মিষ্টিভাষা, সবটা না বুঝিলেও কীর্ত্তনে তাঁহাদের পরম সুখ হয়। প্রচার-ফলে রাত্রির অধিবেশনে সংকীর্ত্তনভবনে ভক্তগণের সমাবেশ ক্রমশঃ বিপুলসংখ্যায় বর্দ্ধিত হয়।

স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণ সম্মিলিতভাবে জমী ক্রয় করিয়া তথায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মাধবমন্দির প্রতিষ্ঠা, সংকীর্ত্তনভবন, ত্রিতল সাধুনিবাস, সংকীর্ত্তনভবনের উপরে দ্বিতল অতিথিভবন, বহু শৌচাগার ও স্নানাগার নির্ম্মাণ করেন। ব্রতানুষ্ঠান-কালে তাহাতেও সঙ্কুলান না হওয়ায় অতিথি-গণের বাসস্থানের ব্যবস্থা পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থ ভক্তগণের গৃহেও হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব গত বৎসর জলন্ধরে কার্ত্তিকব্রত পালন করিবেন বলিয়া স্বীকৃতি দিলে স্থানীয় ভক্তগণ পরমোৎসাহে বহু অর্থ ব্যয়ে সাধু ও ভক্তগণের থাকিবার ব্যাপক সুব্যবস্থা করেন। স্থানীয় ও বহিরাগত ভক্তগণের আনুকূল্যে প্রত্যহই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ভক্তগণের সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহারে এবং থাকিবার ও প্রসাদ সেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থায় সাধু ও ভক্তগণ সকলেই সুপ্রসন্ন হন।

জলন্ধর সহরে নিকটবর্ত্তীস্থানে এবং রিজার্ভ বাস-রিজার্ভ ট্রাক-বহু মোটর গাড়ীতে দূরবর্ত্তী স্থানে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানদ্বারা ব্যাপক প্রচার হওয়ায় বহু নূতন নূতন স্থান হইতে আহ্বান আসিতে থাকে, উহা দুই মাসেও শেষ হইত না। প্রায় প্রত্যহই স্থানীয় পাঞ্জাবী ও হিন্দী দৈনিক পত্রিকাসমূহে ফটোসহ সংবাদ পরিবেশিত হওয়ায় পাঞ্জাব, হরিয়াণা, জম্মু, চণ্ডীগড়, উত্তরপ্রদেশে ব্যপক প্রচার হয়।

নিম্নলিখিত মুখ্য মুখ্য স্থানসমূহে নগর-সংকীর্ত্তন, ভক্তগণের সম্বর্দ্ধনা ও পাঠকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয় ঃ—

৪ অক্টোবর বুধবার—ভগৎ সিং চৌক, ভাই হিত সিং নগর, একহরী পুলী হইয়া বৃন্দাদেবী মন্দিরে যাইয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় যামকীর্ত্তন ও ভাষণ।

৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার—মণ্ডীরোড, গোবিন্দগড় রাস্তা (ভক্ত জওহরলালজী কর্তৃক সম্বর্দ্ধনা)।

৬ অক্টোবর শুক্রবার—কৃষ্ণনগর, এস্-ডি-কলেজ, সেণ্ট্রাল টাউন।

৭ অক্টোবর শনিবার—চহার বাগ, খোঁদিয়া মহল্লা, কোট পক্ষিয়াঁ, ফগোয়াড়া।

৮ অক্টোবর রবিবার—মোতা সিং নগরে নগরসংকীর্ত্তন, শ্রীভগতরামজীর গৃহে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যামকীর্ত্তন ও ভাষণ।

৯ অক্টোবর সোমবার—মণ্ডীরোড, বারদানা বাজার, সনাতনধর্ম্ম-স্কুল, হাসপাতাল গোলি, গীতা মন্দির।

১০ অক্টোবর মঙ্গলবার—অলিমহল্লা-মন্দির, শক্তি-নগরে নগরসংকীর্ত্তন (শ্রীলেখরাজ গুপ্তার সম্বর্দ্ধনা)।

১১ অক্টোবর বুধবার—আটারী বাজার, গুরুদ্বার-ওয়ালী গোলি, কিলা মহল্লা, খিঁগড়া গেট, পঞ্জপীড়।

১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার—কোট পক্ষিয়াঁ রাস্তা, পঞ্জপীড়, বাগ্ করম বক্স।

১৩ অক্টোবর শুক্রবার—অশোকনগরে নগরসংকীর্ত্তন (শ্রীহরিদর্শন মন্দির দর্শন)।

১৪ অক্টোবর শনিবার—চিন্তাপূর্ণী মন্দির, চন্দন নগর, দীনদয়াল উপাধ্যায় নগরে নগরকীর্ত্তন (মস্ত-রাম পার্কে—দ্বিতীয় ও তৃতীয় যামকীর্ত্তন ও ভাষণ)।

১৫ অক্টোবর রবিবার—শহীদ উধম সিং নগর, পাথর পার্কে নগরকীর্ত্তন (পরীক্ষিৎজীর ও ভনোট সাহেবের সম্বর্দ্ধনা)।

১৬ অক্টোবর সোমবার—দমোরিয়াপুল, গভর্ণমেণ্ট স্কুল কিসনপুরা (শ্রীরাজনজী, শ্রীধর্ম্মপালজী, শ্রীঅশোক পাল ও শ্রীনরেন্দ্রজী—ভক্তগণের পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়া গমন ; তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা)।

১৭ অক্টোবর মঙ্গলবার—নিউ জওহার নগরে নগর-সংকীর্ত্তন (পরীক্ষিতজীর ভ্রাতা শ্রীমুরলী মনো-হরজীর সম্বর্দ্ধনা)।

১৮ অক্টোবর বুধবার—মাস্টার তারা সিং নগরে নগরসংকীর্ত্তন (শ্রীরাজকুমার জিন্দেলের ও শ্রীজয়কিশন সৈনীর সম্বর্দ্ধনা) শ্রীরাজকুমার জিন্দেলের গৃহে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যামকীর্ত্তন ও ভাষণ।

১৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার—শ্রীদেবীতালাব মন্দির হইতে আরম্ভ, অমর নগরে নগরসংকীর্ত্তন (নিউকলোনিতে শ্রীহরবংশলাল গৃহের সম্মুখে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যামকীর্ত্তন ও ভাষণ)।

২০ অক্টোবর শুক্রবার—পাককা-বাগে নগর-সংকীর্ত্তন। শ্রীসনাতন ধর্ম্ম জনতা মন্দিরে ২য় ও ৩য় যামকীর্ত্তন ও ভাষণ (হিন্দ সমাচার পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক শ্রীবিজয় চোপড়া, পণ্ডিত সীতারাম পাঠক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকগণের সম্বর্দ্ধনা)।

২১ অক্টোবর শনিবার—লাহোরিয়া মন্দির, মহেন্দ্র মহল্লা, চিরঞ্জীব পুরা (লাহোরিয়া মন্দিরে ২য় ও ৩য় যামকীর্ত্তন ও ভাষণ)।

২২ অক্টোবর রবিবার—মডেল টাউনে নগর-সংকীর্ত্তন (অজিত তলোয়ারের গৃহে ২য় ও ৩য় যাম-কীর্ত্তন ও ভাষণ)।

২৩ অক্টোবর সোমবার—আদর্শনগরে নগরসংকীর্ত্তন —গীতামন্দির হইতে স্বধামগত শ্রীহিন্দপালজীর বাসভবন পর্য্যন্ত। শ্রীভূপেন্দ্র কুমার আগর-ওয়াল, শ্রীঅশোক কুমার গুপ্ত ও শ্রীঅলোক কুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা। তাঁহাদের গৃহে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যামকীর্ত্তন এবং ভাষণ।

২৪ অক্টোবর মঙ্গলবার (দীপান্বিতা, সূর্য্যগ্রহণ)—সেণ্ট্রাল টাউন, গীতামন্দির, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-রাধামাধবমন্দিরে পাঠকীর্ত্তন ও গ্রহণকাল পর্য্যন্ত শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২০৮ পৃষ্ঠার পর]

কিছুটা দ্রবীভূত হইল। গোপালবাবু কলিকাতা মঠে আসিয়া পুনঃ প্রার্থনা করিলে শ্রীল গুরুদেব ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে ৪ জুলাই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোপালবাবুসহ বিমানযোগে আগরতলায় পৌঁছিলেন। গোপালবাবু আসাম ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্ববর্ত্তী যে জমী মঠের জন্য দিয়াছেন তাহাতে একটি হাই ভোল্টের ইলেকট্রিক পোষ্ট থাকায় তাহা না সরাইলে সেখানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে অসুবিধা ও বিপজ্জনক হইতে পারে আশঙ্কায় P.W.D. সুপারিনটেনডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীরায় চৌধুরীর সহিত গোপালবাবু এবং তীর্থ মহারাজ সাক্ষাৎ করিয়া অনুরোধ করিলেও কোনও ফলোদয় হয় নাই। সেইবারও শ্রীল গুরুদেব আগরতলায় প্রচারান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

১৩৮১ বঙ্গাব্দ ২১ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ শ্রীল গুরুদেব ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারী শিষ্যসমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ উত্তরবঙ্গে নিউ ময়নাগুড়ি, আসাম-প্রদেশে তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটী, সরভোগ মঠসমূহের বার্ষিক উৎসবে যোগদান ও বিভিন্ন স্থানে প্রচারান্তে গুয়াহাটী ফিরিয়া আসেন। গুয়াহাটী হইতে ১৯ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীল গুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে বিমানযোগে আগরতলায় শুভপদার্পণ করেন। বিমানবন্দরে গোপালবাবু বিশিষ্ট নাগরিকগণসহ উপস্থিত হইয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিমানবন্দরে শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীও উপস্থিত ছিলেন। আগরতলায় নূতন শাখা-মঠ-স্থাপনে প্রারম্ভিক কার্য্যের জন্য শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী কয়েকদিন পূর্ব্বেই তথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। গোপালবাবুর ব্যবস্থায় স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে ২২ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ শুক্রবার হইতে ২৫ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত চারিটী বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে ত্রিপুরার উপ-শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম, শ্রম-মন্ত্রী শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস, উপজাতি-কল্যাণমন্ত্রী শ্রীহরিচরণ চৌধুরী ও ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের আইনমন্ত্রী শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী। শ্রীল গুরুদেব প্রত্যহ দীর্ঘসময় ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার নির্দ্দেশে বক্তৃতা করেন শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী।

গোপালবাবু তাঁহার চন্দ্রপুরস্থ বাগানবাড়ীতে পুষ্করিণীর সংলগ্ন দুইটী কামরা ও বারান্দাযুক্ত টিনের ঘর, তৎপার্শ্বে একটি শণের ঘর ও একটি ছোট রান্নাঘর অস্থায়ীভাবে মঠ পরিচালনের জন্য দিলে তাহাতেই মঠের কার্য্য আরম্ভ হয়। একটী কক্ষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণের পটমূর্ত্তির ও শালগ্রামের নিত্যপূজা, অপরটীতে শ্রীল গুরুদেবের অবস্থানকক্ষ। সেবকগণের থাকার ব্যবস্থা শণের ঘরে। শণের ঘরে কোনও কপাট ছিল না। গোপালবাবু বলিলেন চোরের ভয় নাই। শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী সেবকরূপে প্রথমে অবস্থান করেন। গোপালবাবু মঠের জন্য যে জমী বিক্রয়-কোবলা করিয়া দিয়াছিলেন, উহা পুষ্করিণীর অপরপারে আসাম ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্ববর্ত্তী। গোপালবাবুর পুনঃ পুনঃ অনুরোধক্রমে শ্রীল গুরুদেব মঠের সাধু ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ প্রস্তাবিত মঠের জমীতে যাইয়া আগরতলায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা সংস্থাপিত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। হরিসঙ্কীর্ত্তনান্তে সমুপস্থিত সকলকেই মিষ্টি প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

স্থানীয় উৎসাহী উদীয়মান যুবক ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমাণিক সেনের সহিত শ্রীল গুরুদেবের সেই সময় প্রথম পরিচয় হয়। মঠের প্রস্তাবিত জমীতে মন্দির ও গৃহাদির নক্সা করার প্রয়োজনের কথা শ্রীল গুরুদেব ব্যক্ত করিলে মাণিকবাবু স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উহা করিয়া দিবেন বলিলেন। নক্সা তৈরী করার পর মাণিকবাবু গুরুদেবের সহিত আলোচনাকালে মন্তব্য করেন স্থানটি নীচু, বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়, এখানে মঠ না করিয়া সহরে অনেক সুন্দর সুন্দর স্থান আছে, সেখানে মঠ করা সমীচীন। মাণিকবাবুর মন্তব্য

শুনিয়া গোপালবাবু গুরুদেবকে তাঁহার গাড়ীতে লইয়া সমস্ত স্থান দেখাইবেন বলিলেন। গোপালবাবু কয়েকবার সহর ঘুরাইয়া স্থানগুলি দেখাইলেন—তন্মধ্যে বিধানসভার (Assemblyর) নিকটবর্ত্তী শ্রীজগন্নাথ মন্দিরও অন্যতম, কিন্তু চন্দ্রপুরে তাঁহার জমীতেই মঠ করিতে তাঁহার অনুরোধ। মাণিকবাবু, সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই সহরের মধ্যে উপযুক্ত স্থানে মঠ স্থাপন করা সমীচীন হইবে বলিলে শ্রীল গুরুদেব ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্তের সহিত নির্দ্ধারিত দিনে সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। অন্যান্য মন্ত্রিগণের সহিতও গুরুদেবের এই বিষয়ে আলোচনা হয়। শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী আগরতলায় প্রথমে প্রচারে আসিয়াছিলেন। গোপাল-বাবু তাঁহার সুপরিচিত। শ্রীল গুরুদেব মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীকে ধ্যান দিতে বলিলে তিনি তদ্বিষয়ে ধ্যান দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে গুরুদেব সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে উক্ত বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট মঠের জমীর জন্য দরখাস্ত পেশ করেন। উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে জানা গেল মন্দির আদি সম্বন্ধে মুখ্যদায়িত্বে আছেন রাজস্বমন্ত্রী (Revenue Minister)। তৎকালীন ত্রিপুরার রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য। তাঁহার সহিত গুরুদেবের সাক্ষাৎকারের দিন ও সময় ধার্য্য হইলে শ্রীল গুরুদেব মঠের সম্পাদক ও অন্যান্যসহ কৃষ্ণদাস বাবুর বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষো-চিত দীর্ঘ গৌরকান্তি স্বরূপ দর্শন করিয়া তিনি আকৃষ্ট হইয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবা শ্রীল গুরুদেবকে সমর্পণ করিবেন সঙ্গে সঙ্গে স্থির সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। [শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবা অর্পিত হওয়ার পর শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে একটী সভায় তিনি নিজেই তাঁহার ভাষণে উহা ব্যক্ত করিয়া-ছিলেন।] তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের অনুগত বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত, স্বাভাবিকভাবেই বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় রুচিবিশিষ্ট। তাঁহার বিনীত স্বভাব এবং অমায়িক ব্যবহারে শ্রীল গুরুদেব এবং বৈষ্ণবগণ সকলেই প্রসন্ন হইলেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীল গুরুদেব যখনই আগরতলায় আসিতেন, কৃষ্ণদাসবাবু নিজে চন্দ্রপুরে যাইয়া গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

ভক্তপ্রবর শ্রীগোপাল চন্দ্র দে মহোদয়ের এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলেরই বৈষ্ণবসেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। তাঁহারা শ্রীল গুরুদেবের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীল গুরুদেব কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আগরতলা চন্দ্রপুরস্থ মঠে ক্রমশঃ শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী, শ্রীদুর্দ্দৈবমোচন ব্রহ্ম-চারী, শ্রীরামকুমার ব্রহ্মচারী সেবকরূপে থাকিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ উক্ত মঠের মঠরক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। মঠটির গ্রাম্য পরিবেশ। বাগানবাড়ীতে একটি অস্থায়ী শৌচাগার ছিল। সম্মুখের পুষ্করিণীতে সকলে অবগাহন স্নান করিতেন। বৈদ্যুতিক আলোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। রাত্রিতে লণ্ঠনের সাহায্যে সমস্ত কার্য্য হইত। বারান্দায় নিয়মিত পাঠকীর্ত্তনে গ্রামের মহিলা পুরুষ কতিপয় ব্যক্তি যোগ দিতেন। বর্ষাকালে চতুর্দ্দিকে সাপ ব্যাঙ দেখা যাইত। শ্রীমঠের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মঠের কার্য্যের তদ্বিরের জন্য পুনরায় কলিকাতা হইতে ২১ জুলাই (১৯৭৫) সোমবার বিমানযোগে আগরতলায় আসেন। তৎকালে তিনি পক্ষাধিককাল আগরতলা মঠে অবস্থান করিয়া আগরতলা সহরে (শিববাড়ীতে, শ্রীমদনমোহন মন্দিরে প্রভৃতি স্থানে) ও চন্দ্রপুর গ্রামে ও চন্দ্রপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলে ভক্তগণের গৃহে যাইয়া পাঠকীর্ত্তন করেন। তাহাতে অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। সস্ত্রীক শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী প্রভু প্রত্যহ মঠে আসিয়া পাঠ শুনিতেন এবং অনেক প্রকারে মঠের সেবায় সহায়তা করিতেন। শ্রীল গুরুমহারাজ—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভুসহ কলিকাতা হইতে বিমানযোগে ১৭ শ্রাবণ (১৩৮২ বঙ্গাব্দ), ৩ আগষ্ট (১৯৭৫) রবিবার আগরতলায় শুভ-পদার্পণ করেন। উক্ত দিবস আগরতলা সহরে বটতলায় শ্রীমদনমোহন মন্দিরে, তৎপরে ৪ ও ৫ আগষ্ট

সেণ্ট্রাল রোডে শিববাড়ীতে এবং ৭ আগষ্ট বনমালীপুরস্থ শ্রীগোপাল চন্দ্র দে মহোদয়ের গৃহে সান্ধ্যধর্ম্মসভায় শ্রীল গুরুদেব ভাষণ প্রদান করেন। প্রথম দিনের বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল 'বিশ্ব-সমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু'। ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের রাজস্বমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য আগরতলায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা সংস্থাপনের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনার জন্য চন্দ্রপুরে মোটরকারযোগে আসিয়া শ্রীল গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজস্বমন্ত্রীর সহিত তাঁহার staff কর্ম্মচারিগণও আসিয়াছিলেন। আলোচনায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন প্রভু, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীগোপালবাবু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। আগরতলা সহরের কেন্দ্রে বিধানসভার (Assembly House এর) নিকটবর্ত্তী শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবা গ্রহণ বিষয়ে রাজস্বমন্ত্রী অধিক জোর দেন।

চন্দ্রপুরে অবস্থানকালে সেবকগণ তথায় কিভাবে থাকিয়া সেবা সম্পাদন করিয়াছেন তাহা এক-দিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বোধের বিষয় হইবে। শ্রাবণ মাসে প্রত্যহই প্রচুর বর্ষা। শণের ঘরে পূজ্যপাদ জগমোহন প্রভু, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও অন্যান্য সকলে পাশের খোলা রান্নাঘরে অবস্থান করিয়া-ছিলেন। সমস্ত রাত্রি বর্ষা হওয়ায় এবং বৃষ্টির জল গৃহাভ্যন্তরে পড়ায় তীর্থ মহারাজকে সমস্ত রাত্রি ছাতা মাথায় দিয়া বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। সেবকগণও অতিকষ্টে অবস্থান করিয়াছিলেন। কষ্ট হইলেও কাহারও মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখা যায় নাই। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের উপস্থিতিতে এবং তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে তথায় অবস্থানহেতু, উহা সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা, এই বোধে সেবকগণ দুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। গোপালবাবু মাঝে মাঝে শাক-সবজী লইয়া আসিতেন এবং মঠে প্রসাদ পাইয়া বলিতেন, মঠে প্রসাদ পাইলে পেটের অসুখের কোন ভয় নাই। ইহার কারণ মনে হইল মঠরক্ষক পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ বন মহারাজ রন্ধনে সামান্য তেল দিতেন।

চন্দ্রপুরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ ও মঠের সেবকগণের সেবা-প্রচেষ্টায় ১৩ ভাদ্র (১৩৮২), ৩০ আগষ্ট (১৯৭৫) শনিবার শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতোপ-বাস, পরদিন শ্রীনন্দোৎসব এবং ২৭ ভাদ্র, ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। গ্রামের বহু ব্যক্তি মহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

৯ ফাল্গুন ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দ রবিবার পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব আসাম-প্রদেশে চারিটী মঠের বার্ষিক উৎসবে এবং হাউলী বন্দরের ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানান্তে গৌহাটী পেঁৗছিয়া আগরতলা বিমানবন্দরে শুভাগমন করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী। আগরতলা সহরে দুর্গাবাড়ীতে ১২ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ১৬ ফাল্গুন, ২৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল গুরুদেব অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত সভাসমূহে সভা-পতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের উপজাতি-কল্যাণমন্ত্রী শ্রীহরিচরণ চৌধুরী, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত, শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম, বি, টি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগোপাল ভট্টা-চার্য্য এবং ত্রিপুরা-মহারাজের ভ্রাতা কুমার সহদেব বিক্রমেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুর। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল ঃ 'মানবজাতির ঐক্যবিধানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান', 'ঈশ্বর ও জন্মান্তর-বিশ্বাসের উপ-কারিতা', 'ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়', 'ভাগবতধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমতা', 'ভবব্যাধির মহৌষধ বৈকুণ্ঠ-নাম গ্রহণ'। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ। মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীগোপাল চন্দ্র দে প্রচার-সেবায় বিশেষভাবে যত্ন করেন। শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে রেশমবাগান-চন্দ্রপুরস্থ শাখামঠে অবস্থান করেন।

শ্রীল গুরুদেব আগরতলা সহরে মঠের স্থায়ী প্রচারকেন্দ্র সংস্থাপনে ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের পক্ষ হইতে প্রস্তাবিত শ্রীজগন্নাথবাড়ীর সেবাগ্রহণ-বিষয়ে তদ্বিরের জন্য মঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের তদানীন্তন আইন-সচিব (Law-Secretary) শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী শ্রীজগন্নাথমন্দিরের-সেবা অর্পণে আইনগত অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ও রাজস্বমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য উক্ত বিষয়ে বিশিষ্ট আইনজ্ঞের পরামর্শের জন্য জোর দিলে মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছাক্রমে 'ল' সেক্রেটারী কলিকাতায় ত্রিপুরা-ভবনে কলিকাতার বিশিষ্ট আইনজ্ঞ শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত আলোচনার পর সংশয়মুক্ত হন। শ্রীজগন্নাথবাড়ীর সেবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠকে অর্পণ করা হইবে বলিয়া ত্রিপুরা রাজ্য-সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস জানাইলে মঠের সম্পাদক শ্রীল গুরুদেবের উপস্থিতির জন্য কলিকাতা মঠে সংবাদ প্রেরণ করেন। গুরুদেব সংবাদ পাইয়া সপার্ষদে আগরতলায় বিমানযোগে শুভাগমন করেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অফিসে তদ্বির করার পর জানা গেল বিভাগীয় অফিসার সেবা অর্পণেতে অসুবিধার কথা মুখ্যমন্ত্রী ও রাজস্বমন্ত্রীকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য সম্পত্তি ক্যাবিনেটে পাশ না করাইয়া দিলে আইনগত অসুবিধা থাকিয়া যাইবে। মুখ্যমন্ত্রীকে জরুরী কার্য্যের জন্য দিল্লীতে চলিয়া যাইতে হওয়ায় ক্যাবিনেট মিটিং ডাকা তখন সম্ভব হয় নাই। সুতরাং শ্রীল গুরুদেবকে আগরতলা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল।

শ্রীমঠের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে তৎকালে আগরতলা মঠ ও পুরী মঠের জরুরী সেবা-সম্পাদনের জন্য আগরতলা-কলিকাতা-পুরী কয়েকবার যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। ত্রিপুরা রাজ্য-সরকারের পক্ষ হইতে প্রস্তাবিত সেবাসমর্পণ-বিষয়ে মন্ত্রীপরিষদে (cabinet এ) অনুমোদিত হওয়ার সংবাদ কলিকাতা মঠে প্রেরিত হইলে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীল গুরুদেবকে পাঞ্জাবে উক্ত সংবাদ জ্ঞাপন করতঃ তাঁহার শুভাগমন প্রার্থনা করেন। শ্রীল গুরুদেব উক্ত সংবাদ প্রাপ্তির পর পাঞ্জাব প্রচার ছাড়িয়া তাঁহার পক্ষে তখন যাওয়া সম্ভব নয় জানাইলেন, তিনি মঠের সম্পাদককে আগরতলায় যাইয়া বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। তদনুসারে সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ উক্ত জরুরী সেবাকার্য্য সম্পাদনের জন্য বিমানযোগে আগরতলায় পৌঁছেন। ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের পক্ষ হইতে (আগরতলা রাজপ্রাসাদের সীমানান্তর্গত) শ্রীজগন্নাথ মন্দির ২০ বৈশাখ (১৩৮৩), ৩ মে (১৯৭৬) সোমবার দলিলাদি রেজিষ্ট্রীদ্বারা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সমর্পিত হয়। তদনুসারে ১১ আষাঢ় (১৩৮৩), ২৫ জুন (১৯৭৬) শুক্রবার রাজ্যসরকার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠকে উক্ত সেবা হস্তান্তরের দিন ধার্য্য করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে মঠের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মঠের সেবকগণসহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবা গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইলে এবং ত্রিপুরা রাজ্য-সরকারের পক্ষ হইতে অফিসারগণ আসিলেও পূজারী শীঘ্র শীঘ্র পূজা সম্পাদন করিয়া মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় তাহার কোন সন্ধান না পাওয়ায় হস্তান্তর কার্য্যে বিলম্ব হইতে থাকে। মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীগোপাল চন্দ্র দে মহোদয়, এড্‌ভোকেট শ্রীসুধীর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয় প্রভৃতি সজ্জনগণ যাঁহারা বিশেষ উৎসাহান্বিত হইয়া আসিয়াছিলেন, অধিক বিলম্ব হইতে থাকায় অনেকেই ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। মঠের সম্পাদক মহোদয় শ্রীমন্দিরের বারান্দায় বসিয়া থাকিয়া সেবাগ্রহণের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ উক্ত ঘটনার বিষয় রাজস্বমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীপ্রমোদ আচার্য্যকে জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীপ্রমোদ আচার্য্য রাজস্বমন্ত্রীকে জানাইলে রাজস্বমন্ত্রী ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে ফোন করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেবাহস্তান্তরের বিলম্বে অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠকে সেবা-সম্প্রদানের জন্য কড়া আদেশ প্রদান করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে অফিসারগণ

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin ....

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

মাঘ, ১৪০২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ ১৪০২
২৫ মাধব, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, মঙ্গলবার, ৩০ জানুয়ারী ১৯৯৬ { ১২শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২১১ পৃষ্ঠার পর]

বহুদিন পূর্ব্বের কথা, একদিন আমি মহাপ্রভুর বাড়ীতে আছি, ঘোর অমাবস্যা রাত্রি। পরমহংস বাবাজী মহারাজ (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ) তখন (আমাদের বাহ্য দর্শনের বিচারে) দিনের বেলায়ই চোখে দে'খতে পান না ; কিন্তু অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে রাত্রি ১টার সময় কুলিয়া হ'তে শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে এসে উপস্থিত। কেই বা তাঁ'কে পথ দেখিয়ে দিলেন, কেই বা নদী পার করা'লেন ! আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—"এই ঘোর অন্ধকার অমাবস্যার মধ্যরাত্রিতে কে আপনাকে পথ দেখিয়ে দিলেন ?" আমাদের গুরুদেব তা' শুনে হাস্য ক'রলেন। তখন বু'ঝলাম তাঁকে কৃষ্ণই পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি কি এক ভাবে উন্মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণানুসন্ধান ক'রতে ক'রতে শ্রীযোগপীঠে এসে উপস্থিত ! তিনি তখন শ্রীযোগপীঠে ক্ষেত্রপাল শিবের মন্দিরের নিকট কদমতলায় থা'কতেন, ঘরে প্রবেশ ক'রতেন না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর বৈরাগ্য, আমরা আমাদের শ্রীগুরুদেবেই দেখেছি।"

ভক্তিগ্রন্থ ও ভক্তের অবস্থানের জন্যই শ্রীমন্দিরের প্রয়োজন

"যেমন বাহ্যে গৌড়ীয় মঠের বিপুল সৌধ নির্ম্মিত হ'ল, তদ্রূপ আভ্যন্তরীণ হরিভজনের কথা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত থা'কবার জন্য কতকগুলি গ্রন্থও রচিত হওয়া আবশ্যক ; ইষ্টক প্রস্তরাদিনির্ম্মিত মন্দির বা সৌধ অপেক্ষা অপ্রাকৃত কীর্ত্তনচর্চ্চার মন্দির ও নাট্য-মন্দিরস্বরূপ গ্রন্থভাগবত—ভক্তভাগবতসমূহ রচিত হ'লে জগতে হরিকথা আরও অধিকতর দিন প্রচারিত থা'কবে। এখন আসন নির্ম্মিত হ'ল মাত্র, একজনের সমস্ত জীবনের উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা ভগবৎকথা-প্রচারের দুর্গ স্থাপিত হ'ল বটে, কিন্তু এই দুর্গে থেকে

বহির্ম্মুখ জগতের সঙ্গ হ'তে—কলি-কোলাহল হ'তে আত্মরক্ষা ক'রে এখানে ব'সে হরিকথা প্রচার ক'রতে হ'বে। আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থ-সৌধ ও আদর্শ জীবন নির্ম্মিত হ'লেই ভগবদ্‌ভক্তির কথা জগতে স্থায়ী হ'বে।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের একটী বিবৃতি রচিত হওয়া আবশ্যক। ঐ বিবৃতি কেবল কতকগুলি অনুস্বার-বিসর্গের পণ্ডিত বা প্রাকৃত সহজিয়ার বাগাড়ম্বরের প্রদর্শনী মাত্র হ'বে না; কিন্তু যাঁ'দের প্রকৃত অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য পিপাসার উদয় হ'য়েছে, সেই সকল লৌল্যযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজনীয় পাঠ্য হ'বে। শ্রীমদ্ভাগবতের মত পুঁথি জগতে আর নাই। এ একটা গল্পের কথা নয়; মানুষ যদি সত্য সত্য নিরপেক্ষ বিচারক হ'য়ে এর অনুধাবন করেন, তা' হ'লে বুঝতে পারবেন যে, ভাগবতের মত গ্রন্থ জগতে হয় নাই ও হ'বে না। আমরা যে কথা ব'লে থাকি, সেই সংশয়-নাস্তিক্য-নির্গুণ-ক্লীব-পুরুষ-মিথুন-স্বকীয়-পারকীয় বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষের কথা এই ভাগবতগ্রন্থে প্রদর্শিত হ'য়েছে। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণলীলার কথা বিবৃত র'য়েছে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর নয়টী স্কন্ধ রচনা ক'রবার কি প্রয়োজন ছিল? যে গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়—কৃষ্ণ-লীলা, সেই গ্রন্থ স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বেচ্ছাচারিতার কথা ব'লবার জন্য তৎপূর্ব্বে নয়টি স্কন্ধ স্থাপন ক'রবেন তা'তে সংশয়, নাস্তিক্য, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয় বিচার প্রদর্শন ক'রে অপ্রাকৃত পারকীয় বিলাসের কথা দশম স্কন্ধে গোপী-গীতা প্রভৃতিতে স্থানে স্থানে প্রদর্শন ক'রলেন। ভাগবত মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বেও ত অনেকে পাঠ ক'রেছেন, কিন্তু যাঁ'রা রূপানুগবর কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ ক'রে ভাগবত পাঠ ক'রেছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ক'রেছেন, তাঁ'রাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য—শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট বিষয় হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, ব্যবসায়ী যে ভাগবত ব্যাখ্যা করেন, তা'তে শ্রীরূপানুগ-পন্থায়—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উদ্দিষ্ট পন্থায় ভাগবতপাঠ আবৃত হয়। আমরা সেরূপ ভাবে দশমস্কন্ধের বিবৃতি লি'খবার জন্য প্রস্তুত নই। অসংখ্য সহজিয়া সেরূপ ভাবের ব্যাখ্যা বিবৃতি লিখে লোকের চিত্তরঞ্জনপূর্ব্বক পরের ও নিজের নরকের পথ পরিষ্কার করতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত নিগমকল্পতরুর গলিত ফল ঃ—

> নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং
> শুকমুখাদমৃত-দ্রবসংযুতম্।
> পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
> মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥

(ক্রমশঃ)

তত্ত্বসূত্র—সিদ্ধান্ত প্রকরণম্

জ্ঞানসূর্য্যস্য হি রশ্ময়ঃ শাস্ত্রাণি। ৪১ ॥

নন‍ু নানা শাস্ত্রেষু নানামতবাদিনাং নানাবিধ সিদ্ধান্ত সমূহে তমপ্যেকং সিদ্ধান্তমাশ্রিত্য তচ্ছাস্ত্রাধীনতয়া যততাং জীবানাং অবশ্যং শ্রেয়ঃ স্যাৎ কিমনেন তত্ত্বসূত্র পরামর্শা পরিশ্রমেণ ইতি চেৎ ন, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানাবলম্বনমৃতে জীবানামৈকান্তিক শ্রেয়সিদ্ধিরিতি প্রতিপাদায়িতুং পঞ্চমং প্রকরণমারভতে শ্রীসূত্রকারঃ জ্ঞানসূর্য্যস্যাহীতি। হি পদং নিশ্চয়বাচকং হেতুবাচকং বা। জীবানাং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানমেব সূর্য্যঃ ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ অজ্ঞানধ্বান্তধ্বংসকত্বাৎ সর্ব্বার্থপ্রকাশকত্বাচ্চ। তস্য রশ্ময়স্তদংশভূতানি তৎসম্ভূতানি সর্ব্বাণি শাস্ত্রানীত্যর্থঃ। ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়তঃ ইতি শ্রুতেঃ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ইতি ব্রহ্মসূত্রকারেন ব্যাসেনাপ্যেতদেব নির্ণীতং।

> নারায়ণং নমস্কৃত্য ব্রহ্মাণঞ্চ স্বয়ম্ভুবম্।
> নারদং তত্ত্বসারজ্ঞং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং মুনিম্ ॥

মধ্বাচার্য্যং ততো বন্দে তচ্ছিষ্যান্ সম্প্রদায়িনঃ ।
কলৌ যস্মিন্ সম্প্রদায়ে সাক্ষাচ্চৈতন্যবিগ্রহঃ ।।
আবিরাসীন্নবদ্বীপে সর্ব্বসিদ্ধান্তসাগরঃ ।
সারগ্রাহিগণা যস্য সৈন্যভূতাক্ষিতৌমতাঃ ।।
ন বাহ্যং লক্ষণং তেষাং বিনা কৃষ্ণানুশীলনম্ ।
সম্প্রদায় স্বপক্ষত্বে সারত্যাগো ভবেদ্‌ধ্রুবম্ ।।
সারগ্রাহিজনাস্তস্মাৎ সম্প্রদায়রতা ন হি ।
যৎসম্প্রদায়ে যৎসত্যং তৎসারমিতি তন্মতম্ ।।
তত্র তেষাং প্রমোদোহি তদ্ধর্ম্মিশু চ মিত্রতা ।
বহু সজ্জন সাহায্যে দুঃসাধ্যমপি সিদ্ধ্যতি ।।
মিথঃ সাররসালাপো মিথ আনন্দকারণম্ ।
সর্ব্বেষাং সম্প্রদায়ানামেতদ্বৈ ফলমদ্ভুতম্ ।।
তস্মাচ্ছ্রীগৌরদাসানাং মাধ্বীয় জনসংগ্রহঃ ।
তত্রাপি বহবঃ সন্তি বাহ্য চিহ্নাবলম্বিনঃ ।।
সম্প্রদায়ানুরোধাত্বা তত্তত্বাজ্ঞানতোপি বা ।
কেচিত্তচ্চিহ্ন শূন্যাশ্চ সারগ্রাহিতয়া মতা ।।
লাভপূর্ণা দোষমুক্তাঃ সঞ্চরন্ত্যবধূতবৎ ।
তেষাং বিশুদ্ধবুদ্ধীনাং কৃষ্ণতত্ত্ববিবেকিনাম্ ।
নমামি চরণাম্ভোজং যুক্তবৈরাগ্য ধারিণাম্ ।।

জ্ঞান সূর্য্যস্বরূপ এবং অখিল শাস্ত্র তাহার কিরণ-মাত্র এই বাক্যের দ্বারা প্রতীত হয় যে, কোন শাস্ত্রেই সমস্ত জ্ঞান থাকিতে পারে না। জীবের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই সর্ব্বশাস্ত্রের মূল এবং ঐ জ্ঞানই ঈশ্বর-দত্ত বলিয়া জানিতে হইবে। সহৃদয় ঋষিগণ পরব্রহ্মের নিকট হইতে ঐ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া অন্যান্য জীবের উপকারার্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিলে ঐ মূল জ্ঞান কিয়দংশে বেদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এ প্রযুক্ত লিপিবদ্ধ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণসকলকে বেদ বলা যায়। কখনও কখনও জ্ঞান বলিয়া তাহাদের আখ্যা হয়। জীবের চিদানন্দত্ব-প্রযুক্ত যেমত তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে উক্ত আছে, তদ্রূপ বেদসকলের জ্ঞানাকারতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে ব্রহ্ম কহা যায়। ঐ বেদবিদ্যা দুই প্রকার যথা মুণ্ডকোপনিষদি,—

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম
যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈরাপরা চ ।।
তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সাম-
বেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি ।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ।।

এই অনাদি জ্ঞান হইতে প্রথমে প্রণব তদন্তে গায়ত্রী, তদন্তে একমাত্র বেদ এবং শেষে চারিটী বেদ প্রকাশ হইয়াছে। ঐ বেদসকলে প্রবাহক্রমে লেখক-দিগের ভিন্ন ভিন্ন গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মত সংযুক্ত হইয়াছে। তথাহি একাদশ স্কন্ধে ভাগবতে ভগবদ্-বাক্যম্—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণী যং বেদ সংজ্ঞিতা ।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ।।
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা ।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন্ সপ্তব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ।।
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎ পুত্রা দেব দানব গুহ্যকাঃ ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ স বিদ্যাধর চারণা ।।
কিং দেবা কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ ।
বহ্বস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃ সত্ত্ব তমো ভুবঃ ।।
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা ।
যথা প্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি ।।
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়োর্নৃণাং ।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে ।।

অতএব ক্রমশঃ অনেক পাষণ্ডমত-সকলও শাস্ত্র বলিয়া চলিতেছে। এজন্য সর্ব্বজীবের সম্পত্তিস্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই শাস্ত্র-বিচারকালে একমাত্র সেতু-স্বরূপ হওয়া উচিত। এ প্রযুক্ত একাদশে কথিত হইয়াছে।

অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ ।।

বেদবাক্য-সকলের যথার্থ অর্থ নির্ণয়করণার্থে যাজ্ঞবল্ক্য, শাতাতপ, বশিষ্ট, বামদেব প্রভৃতি ঋষি-গণ অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র নামধেয় গ্রন্থের রচনা করিয়া-ছেন। বেদব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণও অনেক পুরাণ শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমহাদেব অনেকগুলি তন্ত্র-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ সমুদায় ব্যাখ্যার সহিত বেদের বিচার করাই সংসারী লোকের কর্ত্তব্য। কিন্তু এ সমুদায় সম্পন্ন হইলেও নিজের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আলোচনাও আবশ্যক যেহেতু ব্যাখ্যাকর্ত্তা ও তাহাদের টীকাকর্ত্তারা সর্ব্বত্র স্বচ্ছ নহেন। কোন কোন স্থলে

টীকাকর্ত্তাদিগেরও সন্দেহ দেখা যায় এইজন্য বেদের শাসন এই যে, কঠোপনিষদি,—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং
ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
দংদ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

অতএব স্বতঃসিদ্ধ স্বাধীন জ্ঞানের আলোচনা সর্ব্বত্র প্রয়োজন ইহাই শাস্ত্রবিচার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত। জ্ঞানই শাস্ত্রের মূল অতএব মূলকে অবহেলা করত যে সকল পুরুষেরা শাখার উপর নির্ভর করে, তাহাদের মঙ্গল কি প্রকারে হইবে? যদি বল স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় সিদ্ধান্ত হইল, তবে শাস্ত্রে আদর করিবার প্রয়োজন কি? উত্তর এই যে, বদ্ধাবস্থায় জীবের জ্ঞান অজ্ঞান-তিমিরের দ্বারা আচ্ছন্ন আছে; ক্রমশঃ প্রত্যাহারযুক্ত পরানুশীলনের দ্বারা সমাধির আবির্ভাবে লুক্কায়িত সত্যসমূহ ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হয়। সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যে কতই সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ঋষিগণ সময়ে সময়ে সমাধিযোগে অনেক নূতন বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ সকল আবিষ্কৃত তত্ত্বকে শাস্ত্র কহা যায়। একতত্ত্ব অন্য তত্ত্বের প্রকাশক হয়, এজন্য আবিষ্কৃত তত্ত্বসকলকে যত্নপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক। এ প্রকার না করিলে কোন তত্ত্বেরই চরমফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সামান্য উদাহরণ এই যে,—ইষ্টক গঠন, চূর্ণ প্রস্তুতকরণ ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম যদি কোন এক ব্যক্তিকে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত, তাহা হইলে তাহা কর্ত্তৃক কদাচ গৃহনির্ম্মাণ ব্যাপার সম্পাদিত হইত না।

মূল শাস্ত্রকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বীয়াবিষ্কৃত তত্ত্বকে অন্যান্য নানা তত্ত্বাবিষ্করণ দ্বারা বিবৃদ্ধিকরণার্থ নারদকে উপদেশ করেন। যথা ভাগবতে—'সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতৎ বিপুলীকুরু।' আবিষ্কৃত সত্যসকল ক্রমে ক্রমে শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়া কোন ভাবী কার্য্যের উপকার হয়; অতএব যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বিচার-কুশল হইলে কখনই শাস্ত্র-নিন্দা করিতে পারিবেন না। কিন্তু শাস্ত্রের তাৎপর্য্যরূপ এই ভক্তিতত্ত্ব যাহাদের বিচার নাই, তাহাদের শাস্ত্র বহন করা কেবল পরিশ্রম মাত্র, অতএব যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে তৃতীয় সর্গে ভরদ্বাজং প্রতি বাল্মীকি-বাক্যং—

দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জ্জনম্।
সম্পন্নং চেত্তদুৎপন্না পরানির্ব্বাণ নির্বৃতিঃ॥

শ্রীমদানন্দ বোধেন্দ্র সরস্বতী কৃত অস্য শ্লোকস্য টীকা,—নতাবদন্যঃ চিদ্ব্যতিরিক্তস্য জড়তয়াচ অনুভবত্বাযোগাৎ। আত্মৈব চেৎ স পূর্ব্বমেবাসীদিতি কিং শাস্ত্রেণ ইত্যাশঙ্ক্যাহহ দৃশ্যমিতি। সত্যতত্ত্বৈবানুভবঃ তথাপ্যসৌ দৃশ্যসহকৃতোনতদনুভবঃ কিন্তু মনসো বৃত্তিরূপেনাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার বোধনবিদ্যা নাশাত্তদুপানক দৃশ্যমার্জ্জনং দৃশ্যাং কালত্রয়োজ্ঞা নাস্তীত্যেব রূপং সম্পন্নং চেন্নিত্য সিদ্ধান্তরূপাপি পরানির্ব্বাণ নির্বৃতিস্তস্মাত্তত্ত্বজ্ঞানাদুৎপন্নেব ভবতীতি কেবলস্তদ্দ্বারা স্বরূপভূতোপ্যনুভবঃ শাস্ত্রফল

পুনশ্চ তত্রৈব,—

অন্যথা শাস্ত্রগর্ত্তেষু লুঠতাং ভবতামিহ।
ভবত্যকৃত্রিমাজ্ঞানং কল্পৈরপি ন নির্বৃতিঃ॥

অতএব সারগ্রাহী সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানের দ্বারা সকল বিষয় নির্ণীত হইবে কিন্তু অখিল শাস্ত্রকে ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে বরণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহাদের স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান অপরিষ্কৃত, তাহাদের পক্ষে ঐ বিধি নহে। শাস্ত্রের বিধিবাধ্যত্বের সম্বন্ধে সূত্রিত হইল যে,—

(ক্রমশঃ)

ভৃগু মুনি

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ ॥'

—ভাঃ ৩।১২।২২

'তাঁহারা যথাক্রমে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং নারদ তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মার দশম পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন।'

ব্রহ্মার ত্বক্ হইতে ভৃগু মুনির আবির্ভাব।

—৩।১২।২৩

মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে ৮৫ অধ্যায়ের বর্ণনানুযায়ী পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ব্রহ্মার বীর্য্য হইতেই 'ভৃগু', 'অঙ্গিরা' ও 'কবির' জন্ম হয়। অগ্নি-জ্বালা—ভৃগ্ হইতে ভৃগু উৎপন্ন হইলেন। ভৃগু জ্বালামালার সহিত উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ভৃগু অর্থাৎ জ্বালার নাম দ্বারা তাঁহার 'ভৃগু' এই নাম হইয়াছে।

'তপসা ভৃজ্জ্যতে পঞ্চতপাদিভির্বেতি ভ্রস্জ (প্রথি ভ্রাদি ভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চ। উণ্ ১।২৯) ইতি কু, সম্প্রসারণং সলোপঃ ন্যঙ্কাদিত্বাৎ কুত্বঞ্চ, যদ্বা ভৃজ্জতীতি কিপ্, ভৃক্ জ্বালা তয়া সহোৎপন্ন ইতি উ।' —বিশ্বকোষ

সূর্য্যদেব অগ্নিতে ব্রহ্মার বীর্য্য আহুত করিলে উহার শিখা হইতে ভৃগু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা ও নির্ধূম অঙ্গার হইতে 'কবি' উৎপন্ন হন। ভৃগু ব্রহ্মার বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইলেও মহাদেব, অগ্নি ও ব্রহ্মা দেবতাত্রয় ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবির পিতা বলিয়া বিবাদ উপস্থিত করিলে দেবতাগণ মধ্যস্থ হইয়া তিন পুত্র তিনজনকে প্রদান করিলেন—তেজস্বী ভৃগু মহাদেবের, অঙ্গিরা অগ্নিদেবের এবং 'কবি' ব্রহ্মার পুত্ররূপে কল্পিত হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে ভৃগুর বংশ বর্ণিত হইয়াছে—ভৃগুর সহধর্ম্মিণী খ্যাতির গর্ভে 'ধাতা' ও 'বিধাতা' দুইটি পুত্র ও 'শ্রী' নাম্নী ভগবৎ-পরায়ণা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মেরুঋষির কন্যাদ্বয় 'আয়তী' ও 'নিয়তি'র সহিত ধাতা ও বিধাতার বিবাহ হয়। আয়তীর গর্ভে 'মৃকণ্ড' ও নিয়তির গর্ভে 'প্রাণ' নামে দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মৃকণ্ড হইতে মার্কণ্ডেয়ের এবং প্রাণ হইতে বেদশিরার জন্ম হয়। ভৃগুঋষির 'কবি' নামে আরও একটি পুত্র ছিল। কবির পুত্র ঐশ্বর্য্যযুক্ত উশনা নামক ঋষি।

প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতাগণকে মহাদেব বলিলেন ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার মানসে ভৃগু প্রভৃতিকে শ্রীহরির মহিমাত্মক স্তোত্র শুনাইয়াছিলেন। —ভাঃ ৪।২৪।৭২

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে কৃষ্ণ-উদ্ধবসংবাদে কৃষ্ণের উক্তি—তিনি ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, রাজর্ষিগণের মধ্যে মনু, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ এবং ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু স্বরূপ। —ভাঃ ১১।১৬।১৪

শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও কৃষ্ণের উক্তি—

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং.........। গীতা ১০।২৫

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে 'ভৃগু ঋষিকে' ভাদ্র মাসের নির্ব্বাহকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

দেবতাগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে মুনিগণের মধ্যে সংশয় উৎপন্ন হইলে ভৃগু ঋষি বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমতা পরীক্ষার দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে একোননবতিতম অধ্যায়ে বর্ণিত প্রসঙ্গ—পুরাকালে সরস্বতী নদীর তীরে ঋষিগণ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হয়। বিষয়টি সঠিক জানিবার জন্য তাঁহারা ব্রহ্মপুত্র ভৃগুঋষিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের নিকট যাইয়া পরীক্ষার দ্বারা বিষয়টী নির্দ্ধারণের জন্য প্রেরণ করিলেন। ভৃগুঋষি প্রথমে ব্রহ্মার নিকট পৌঁছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না এবং তাঁহার মহিমাসূচক কোনরকম স্তবও করিলেন না। ভৃগুর ঐরূপ ব্যবহারে ব্রহ্মা স্বীয়তেজে প্রজ্বলিত হইয়া ভৃগুর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। জলের উৎপত্তির কারণ বহ্নি যেমন জল দ্বারাই নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাও পুত্রের প্রতি সঞ্জাত ক্রোধকে স্বয়ংই নিবারণ করিলেন।

ভৃগু ব্রহ্মধাম হইতে কৈলাশ-ধামে উপনীত হইলে

মহেশ্বর হৃষ্ট চিত্তে আসন হইতে উত্থিত হইয়া ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। ভৃগু তখন মহেশ্বরকে অনাদর পূর্ব্বক কহিলেন 'তুমি অত্যন্ত উন্মার্গগামী, তোমার আলিঙ্গন আমি গ্রহণ করিব না।' মহাদেব এইরূপ অশালীন ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তে ত্রিশূল লইয়া ভৃগুকে বধ করিতে উদ্যত হইলে পার্ব্বতীদেবী পতির পদযুগলে পতিতা হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত বিনয়বাক্যে শান্ত করিলেন।

তদনন্তর ভৃগু ঋষি বৈকুণ্ঠধামে ভগবান শ্রীহরির নিকট উপনীত হইলেন। তিনি তথায় যাইয়াই লক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়দেশে শায়িত শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। সাধুজনশরণ ভগবান্ শ্রীহরি লক্ষ্মীদেবীর সহিত শয্যা হইতে নামিয়া অবনত-মস্তকে ভৃগু ঋষিকে প্রণাম করিলেন এবং মুনিবরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, 'হে প্রভো! আমরা আপনার আগমন জানিতে না পারায় যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা আপনি নিজগুণে ক্ষমা করুন। আপনার পাদোদক প্রসিদ্ধ তীর্থ সমূহকে পবিত্র করে। আপনি আপনার পাদোদক দ্বারা আমাকে, বৈকুণ্ঠলোককে এবং লোকপালগণকে পবিত্র করুন। আপনার পাদস্পর্শে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হওয়ায় লক্ষ্মীদেবী অতঃপর আমার বক্ষে নিশ্চলা হইয়া বাস করিবেন।' ভগবানের ঐরূপ গম্ভীর বচনে আনন্দলাভ করিয়া ভৃগু প্রেমবিহ্বলচিত্তে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তথায় কিছু সময় অবস্থানের পর পুনরায় যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মবাদী মুনিগণকে নিজের অনুভূত বিষয়-সমূহ বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন।

মুনিগণ ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও সংশয়শূন্য হইলেন।

'তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ।
ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ শান্তির্যতোঽভয়ম্ ॥
ধর্ম্মঃ সাক্ষাদ্ যতো জ্ঞানং বৈরাগ্যঞ্চ তদন্বিতম্।
ঐশ্বর্য্যঞ্চাষ্টধা যস্মাদ্ যশশ্চাত্মমলাপহম্ ॥
মুনীনাং ন্যস্তদণ্ডানাং শান্তানাং সমচেতসাম্।
অকিঞ্চনানাং সাধূনাং যমাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥
সত্ত্বং যস্য প্রিয়া মূর্ত্তির্ব্রাহ্মণাস্ত্বিষ্টদেবতাঃ।
ভজন্ত্যনাশিষঃ শান্তা যং বা নিপুণবুদ্ধয়ঃ ॥'
—ভাঃ ১০।৮৯।১৪-১৭

'অনন্তর মুনিগণ ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও সংশয়শূন্য হইয়া যাঁহা হইতে শান্তি, অভয়, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য ও নিখিল পাপবিনাশন যশঃ উৎপন্ন হয়, যিনি রাগ-দ্বেষাদি শূন্য, সমবুদ্ধিসম্পন্ন, শান্তচিত্ত, মুনিধর্ম্মযুক্ত অকিঞ্চন সাধুগণের পরমগতিরূপে শাস্ত্রাদিতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়বিগ্রহাশ্রিত, ব্রাহ্মণ-গণ যাঁহার প্রিয়ত্বহেতু ইষ্টদেবতুল্য আদরণীয়; এবং নিষ্কাম, শান্তবুদ্ধি বিবেকিগণ যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণুকেই দেবত্রয়ের মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ'রূপে নির্ণয় করিলেন।'

ভৃগুবংশে ভগবান্ পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্য পরশুরামকে ভৃগুপতি বলা হয়। শ্রীজয়দেব গোস্বামী দশাবতার স্তোত্রে পরশুরামকে ভৃগুপতিরূপে স্তব করিয়াছেন।

'ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥'

ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগুর বংশে ঔর্ব্বের পুত্ররূপে ঋচীক্ মুনি জন্মগ্রহণ করেন। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। জমদগ্নির পুত্ররূপে পরশুরামের আবির্ভাব।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যও ভৃগুবংশজাত। এইজন্য শুক্রাচার্য্যকে ভার্গব বলা হয়। ভৃগুবংশ-বর্ণনে পূর্ব্বে ভৃগুর পুত্র কবি ও কবির পুত্র উশনা লিখিত আছে। সেই উশনার নামান্তর শুক্রাচার্য্য।

"ভৃগুঋষি ধনুর্ব্বেদবিদ্যার প্রবর্ত্তক (বিষ্ণুপুরাণ)। রামায়ণে লিখিত আছে অসুরগণ ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে অসুর নাশার্থ নিক্ষিপ্ত বিষ্ণুর চক্রে ভৃগু-পত্নীর মস্তক খণ্ডিত হয়। ইহাতে ভৃগু ভগবান্ বিষ্ণুকে শাপ দেন। এই শাপে ভগবান বিষ্ণু রামা-বতারে পত্নীবিয়োগ দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। ইনি কোন সময় ক্ষত্রিয় বীতহব্যকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।

ভৃগু সপ্তর্ষির মধ্যে একজন, প্রতিদিন তর্পণ করিবার সময় ভৃগুর উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতে হয়। ইহার বরে সগর রাজা পুত্রলাভ করিয়াছিলেন।"
—বিশ্বকোষ।

আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধানে 'চরিতা-

বলী'তে এইরূপ লিখিত আছে—'একদিন ভৃগুঋষি ব্রহ্মা ও শিবের নিকট গমন করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদের অমর্য্যাদা করেন এবং তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে স্তব দ্বারা শান্ত করেন। কিন্তু বিষ্ণুর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিলে কোমলপদে আঘাত লাগিল ভাবিয়া বিষ্ণু উঠিয়া তাঁহার চরণ সেবা করিতে আরম্ভ করেন। বিষ্ণু সেই পদাঘাত চিহ্ন চিরকাল বক্ষে ধারণ করেন এবং তিনিও বিষ্ণুকে সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন।

ভৃগু মুনির পত্নীর নাম পুলোমা ও পুত্রের নাম চ্যবন ঋষি। একসময় ভৃগু মুনির অনুপস্থিতিতে পুলোমা রাক্ষস কর্ত্তৃক হৃত হন। সেই সময়ে তিনি গর্ভবতী ছিলেন। পথে তাঁহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। মাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া সেই সদ্যোজাত শিশু রাক্ষসকে ব্রহ্মতেজে পুড়াইয়া ফেলেন। সেই শিশু পুত্রই চ্যবন। (মহাভারত)'

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্ব-স্রষ্টৃদিগের যজ্ঞে উপস্থিত ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণ এবং ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু ঋষি অন্যতম ছিলেন। দক্ষ প্রজাপতি পিতা ব্রহ্মার নির্দ্দেশক্রমে কনিষ্ঠা কন্যা সতীকে মহাদেবের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন। দক্ষ প্রজাপতি উক্ত সভায় আসিলে সকলেই উত্থিত হইয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন, কেবল ব্রহ্মা ও শিব করেন নাই। শিব জামাতা হইয়া উত্থিত না হওয়ায় দক্ষ প্রজাপতি শিবকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছিলেন। শিবানুচরগণের মধ্যে প্রধান নন্দী শিবনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া দক্ষ ও দক্ষের অনুমোদনকারী দ্বিজগণকে অভিশাপ প্রদান করেন—'শিবানন্দাকারিগণ বেদের অর্থবাদে জড়ীকৃত ও দেহে আসক্ত হইবে এবং যাচকবেষে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে। দক্ষ কর্ম্মময়ী অবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া স্থির করায় পশুতুল্য অত্যন্ত কামুক হইয়া অচিরেই ছাগলের ন্যায় মুণ্ড লাভ করিবে।' দ্বিজগণের প্রতি ঐরূপ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া ভৃগু বিস্তর ব্রহ্মদণ্ডরূপ প্রত্যভিশাপ প্রদান করিলেন—'যাঁহারা শিবব্রত ধারণ করিবে, কিংবা যাহারা শিবব্রতধারী ব্যক্তিগণের অনুবর্ত্তী হইবে তাহারা সৎশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী হওয়ায় পাষণ্ড হউক। ঐসকব পুরুষ শৌচাদিবিহীন মূঢ়-বুদ্ধি জটাভস্মাস্থিধারী হইয়া শিবদীক্ষায় প্রবিষ্ট হউক। শিবদীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষ 'গৌড়ী, পৈষ্ঠী, মাধ্বী প্রভৃতি সুরা ও তালাদি সম্ভূত মদ্যকেই দেবতার ন্যায় পূজ্য করুক।'

চতুর্থস্কন্ধে পরবর্ত্তিকালে নিখিত আছে শিবনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া সতী দেহত্যাগ করিলে শিবের ক্রোধোৎপন্ন কপালমালী বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ নাশ করেন, দক্ষকে পশুমারণ যন্ত্র-দ্বারা হনন এবং ভগদেবের চক্ষু উৎপাটন, পুষাদেবের দন্ত উৎপাটন এবং ভৃগু ঋষির শমশ্রুরাজি উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে শিবের কৃপায় ভৃগু ছাগ-শমশ্রু ও দক্ষ ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হইলেন।'

পুত্র বেণের অত্যাচারে অঙ্গরাজা গৃহত্যাগ করিলে শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে সকল মুনিগণ বেণকে অসদাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ করিয়া রাজ্য শাসনের জন্য রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম ভৃগু ঋষি।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের তেজ বর্ণিত হইয়াছে। 'দেবাসুর-সংগ্রামে ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিহত অসুররাজ বলি ভার্গবশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া গুরু শুক্রাচার্য্যের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃগুবংশীয়গণ বলিমহারাজের সেবায় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বিশ্বজিৎ-যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। যজ্ঞ হইতে রথ, অশ্ব, পতাকা, ধনুঃ, অক্ষয় তূণীর ও কবচ উত্থিত হইল। পিতামহ প্রহলাদ একটি অম্লান পুষ্প মাল্য এবং শুক্রাচার্য্য একটী শঙ্খ প্রদান করিলেন। বলিমহারাজ পিতামহ প্রহলাদ, ব্রাহ্মণ ও গুরু শুক্রাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া ভৃগুদত্ত দিব্যরথে ইন্দ্রপুরী উপনীত হইয়া সৈন্যদ্বারা পুরীর বহির্ভাগ রুদ্ধ করতঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বলির পরাক্রমে ভীত হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট যাইয়া উহার কারণ জানিতে চাহিলেন। বলির ভৃগুবংশীয় বিপ্রগণের বলে বলীয়ান্ হওয়ার কথা, বিপ্রগণের প্রতি অবজ্ঞায় দেবতাগণের ভীষণ প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা, স্বয়ং শ্রীহরি ব্যতীত কাহারও ক্ষমতা নাই বলিকে জয় করিতে পারে—এইরূপ বলিয়া বৃহস্পতি দেবতাগণকে স্বর্গ পরিত্যাগ

করতঃ অন্তরিক্ষে অবস্থানের জন্য নির্দ্দেশ করিলেন।

উপনয়নসংস্কারের পর ভগবান্ বামনদেব ভিক্ষার জন্য নর্ম্মদা নদীর তটে ভৃগু কচ্ছক্ষেত্রে উপনীত হইলে তাহার দর্শন লাভ করিয়া ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ভগবান্ বামনদেব বলির নিকট হইতে ত্রিলোক গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বর্গ প্রদান করিলে দক্ষ, ব্রহ্মা, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, মনুগণ, মুনিগণ, দক্ষ, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি কার্ত্তিক ও মহাদেবের সহিত মিলিত হইয়া জীবের মঙ্গলার্থে ও কশ্যপ ঋষি ও অদিতি মাতার সন্তোষের জন্য ভগবান্ বামনদেবকে লোকসকলের পালকরূপে বরণ করিলেন।

ভাগবত একাদশস্কন্ধ পাঠে জানা যায় দ্বারকার নিকটবর্ত্তী পিণ্ডারক-তীর্থক্ষেত্রে সমবেত ভৃগু আদি মুনিগণের সহিত রহস্য করিতে গিয়া যাদবগণ অভিশপ্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হন।

জলন্ধরসহরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু-শ্রীরাধামাধবমন্দিরে মাসব্যাপী শ্রীদামোদর-ব্রত এবং শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২২৪ পৃষ্ঠার পর]

২৫ অক্টোবর বুধবার (অন্নকূট ও গোবর্দ্ধনপূজা)— মহল্লা গোবিন্দগড়ে নগরসংকীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন।

২৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার— বন্দাবাহাদুর-নগরে বারিয়া-মহল্লায় নগরসংকীর্ত্তন। শ্রীরাজপাল গুপ্তার গৃহে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যামকীর্ত্তন ও ভাষণ।

২৭ অক্টোবর শুক্রবার—মাস্টার তারা সিং নগরে নগরসংকীর্ত্তন। শ্রীতরসেমলাল গুপ্তের গৃহে দ্বিতীয়, তৃতীয় যামকীর্ত্তন ও ভাষণ।

২৮ অক্টোবর শনিবার—দীনদয়ালউপাধ্যায়-নগরে নগরসংকীর্ত্তন। শ্রীআজ্ঞাপাল চাচ্চার গৃহে দ্বিতীয়, তৃতীয় যামকীর্ত্তন ও ভাষণ।

২৯ অক্টোবর রবিবার—দিলবাগ-নগরে নগরসংকীর্ত্তন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে দ্বিতীয়, তৃতীয় যামকীর্ত্তন ও ভাষণ। শ্রীমন্দিরের স্বত্বাধিকারী শ্রীদেবেন্দ্র শর্ম্মার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বিপুল সম্বর্দ্ধনা।

৩০ অক্টোবর সোমবার— শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা-স্কুল হইতে আর্য্যসমাজ মন্দির পর্য্যন্ত নগর-সংকীর্ত্তন (শ্রীমেলহোত্রাজী, শ্রীসোহনলাল বার্ম্মা, শ্রীবগিনামলজী, শ্রীগিরিরাজকুমার গুপ্তার সম্বর্দ্ধনা)। বিক্রমপুরায় শ্রীগিরিরাজকুমারের গৃহে ২য় ও ৩য় যামকীর্ত্তন ও ভাষণ।

৩১ অক্টোবর মঙ্গলবার—শ্রীদেবীরাজ রাণী মন্দির, বস্তী শেখ রোড, বোড়থলা, বস্তী গুঁজা, বীর বত্তরীক চৌকে—নগর-সংকীর্ত্তন। নারায়ণ নগরে বস্তী শেখ রোডে শ্রীবিপিন কুমার আগরওয়ালের গৃহে দ্বিতীয়, তৃতীয় যামকীর্ত্তন ও ভাষণ।

১ নভেম্বর বুধবার—দুর্গাকলোনী, নই-দানামণ্ডীতে নগর-সংকীর্ত্তন। দুর্গামন্দিরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যামকীর্ত্তন ও ভাষণ।

২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার—সেণ্ট্রাল টাউনে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সুসজ্জিত পাল্কীতে শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা গুরুদেব শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের বৃহদ্ আলেখ্য এবং সুসজ্জিত গাড়ীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশাল শ্রীমূর্ত্তিসহ প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে আরম্ভ এবং বেলা ১১টায় প্রত্যাবর্ত্তন। শ্রীরেবতীরমণ গুপ্তের গৃহের

পার্শ্বে বিশাল সভামণ্ডপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যাম-কীর্ত্তন এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ।

৩ নভেম্বর শুক্রবার (উত্থানৈকাদশী, প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা)—শারদা গোলি, মণ্ডীরোড, রেলওয়ে ষ্টেশন, খান্না মন্দিরে—নগর সংকীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-রাধামাধব মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন, দ্বিতীয় যাম ও শ্রীদামোদরাষ্টক কীর্ত্তন।

কার্ত্তিকব্রতকালে স্থানীয় ভক্তগণ ব্যতীত বহিরাগত অতিথিগণের মধ্যে বৈষ্ণবসেবার জন্য বিশেষভাবে আনুকূল্য বিধান করিয়াছিলেন জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত, কলিকাতা সহরের নিকটবর্ত্তী বারাসতের শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সাহা) এবং কলিকাতা সহরের বালিগঞ্জনিবাসী শ্রীমতী অরুণা কর।

৫ কার্ত্তিক ১৪০২, ২৩ অক্টোবর ১৯৯৫ সোমবার পাঞ্জাবের অধিবাসিগণ দীপান্বিতা-তিথি পালন করেন। এইরূপ জানা গেল পরদিবস ২৪ অক্টোবর মঙ্গলবার পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ থাকায় পূর্ব্ব দিবসে তাঁহারা দীপান্বিতা তিথি পালন করেন। দীপান্বিতা সায়ংকালে অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ অক্টোবর সূর্য্যগ্রহণ প্রাতঃ ৭-৩২ মিঃ-এ আরম্ভ এবং পূর্ব্বাহ্ন ১০-১৮ মিঃ-এ মোক্ষ। গোস্বামীমতে পূর্ব্বতিথি বিদ্ধা ভক্ত্যনুকূল নয় বলিয়া ২৪ অক্টোবর দীপান্বিতা তিথি নির্দ্দেশিত হইয়াছে। স্থানীয় রীতি অনুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব ২৩ অক্টোবর শ্রীমন্দিরে সায়ংকালে দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দীপাবলী-উৎসব প্রারম্ভ করেন। বৈষ্ণব-বিধানানুসারে পরদিনও দীপান্বিতা তিথি পালিত হয়।

৭ কার্ত্তিক, ২৫ অক্টোবর বুধবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু-শ্রীরাধামাধব-মন্দিরে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব বিশেষভাবে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে উক্ত দিবস বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। প্রায় দেড় শত প্রকারের অন্ন-ব্যঞ্জন-মিষ্টদ্রব্যাদি শ্রীগোবর্দ্ধন পূজায় ভোগ নিবেদিত হয়। পূর্ব্বাহ্ন হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে শ্রীগোবর্দ্ধন তত্ত্ব, শ্রীগোবর্দ্ধন পূজার ও অন্নকূট মহোৎসবের মহিমা বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলেন। দর্শনার্থিগণ গোবর্দ্ধনের ভোগসম্ভার দেখিয়া বিস্মিত হন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর প্রথমতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব সুকোমল ঘাস প্রদান করতঃ গো-সেবা এবং তদ্দর্শনে অন্যান্য ভক্তগণও গোসেবা করেন। অপরাহ্নে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাবতিথি-পূজার পূর্ব্ব-দিবস শ্রীমন্দির হইতে প্রাতঃ ৭-৩০টায় শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চা শিবিকায় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃহৎ শ্রীমূর্ত্তি সুসজ্জিত মোটরযানে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহযোগে নগর-পরিক্রমা করেন। এইরূপ বিরাট শোভাযাত্রা পূর্ব্বে জলন্ধরে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উদ্যোগে কখনও বাহির হয় নাই। শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী (শ্রীতারক রায়) গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

১৬ কার্ত্তিক ৩রা নভেম্বর শুক্রবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিতে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শুভাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আবির্ভাবতিথি-পূজায় ভক্তগণের সমাবেশ সর্ব্বাধিক হইয়াছিল। শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কীর্ত্তন-ভবনে সুরম্য সিংহাসনে বিরাজিত শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের সুবৃহদ্ আলেখ্যার্চ্চায় পূজা ও আরতি বিধানের পর মঠের সাধুগণ, গৃহস্থ ভক্তগণ ও অন্যান্য নরনারীগণ সশ্রদ্ধ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপশ্চাৎ শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চার সংকীর্ত্তনসহ চারিবার পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়। পরিক্রমার পূর্ব্বে—'গুরুতত্ত্ব', গুরু-পূজার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে শ্রীল গুরুদেবের উপদেশ-বাণী পাঠ করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। সমাগত ব্রতপালনকারী ভক্তগণকে ব্রতানুকূল ফলমূল অনুকল্প প্রসাদ দেওয়া হয়। পরদিবস শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাবতিথি পূজা এবং শ্রীদামোদরব্রত-উদ্‌যাপন উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণে মহা-প্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রির বিশেষ সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমঠের ত্রিদণ্ডিযতি-

গণ শ্রীল গুরুদেবের পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

৫ নভেম্বর বহু ব্যক্তি ভক্তি-সদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন। উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৪-৩০ টায় শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে রিজার্ভবাসে হিমাচলপ্রদেশে উনা সহরে প্রচারোদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে), শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী (শ্রীবিপিনকুমার আগরওয়াল) শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী (শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস), শ্রীনরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল, শ্রীরাজ কুমার জিণ্ডেল, শ্রীবিজয়কুমার শর্ম্মা, শ্রীমদনগোপাল কাপুর, শ্রীযোগেন্দ্র অরোরা, শ্রীরোহিণীনন্দন দাস (শ্রীরাজেশ) শ্রীইন্দ্রপাল হলোত্রা (মিণ্টু) প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় মাসব্যাপী কার্ত্তিক-ব্রতানুষ্ঠান সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।
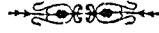
বিরহ-সংবাদ

শ্রীরোহিণী দাসাধিকারী, বড়দোয়ালী, আগরতলা (ত্রিপুরা)—বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমদ্ রোহিণী দাসাধিকারী প্রভু বিগত ১৩ আশ্বিন, (১৪০২), ১লা অক্টোবর (১৯৯৫) রবিবার শুক্লা সপ্তমী তিথিবাসরে

প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় আগরতলা বড়দোয়ালীস্থিত নিজালয়ে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে ৯৬ বৎসর বয়সে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি স্ত্রী, চারি পুত্র (শ্রীতুলসীদাস পাল, শ্রীগঙ্গাদাস পাল, শ্রীবটকৃষ্ণ পাল ও শ্রীগোপালকৃষ্ণ পাল) এবং দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আগরতলা শহরে রোহিণী প্রভু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের একমাত্র চরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য হওয়ায় সারস্বত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ আগরতলা সহরে প্রথমে রেশম বাগান চন্দ্রপুরে অস্থায়ীভাবে ও তৎপরে সহরের কেন্দ্রস্থলে বিধানসভার সন্নিকটে শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে স্থায়ীমঠ সংস্থাপন করিলে যখনই গুরুদেবের আগরতলায় শুভাগমন বার্ত্তা শুনিতেন তখনই রোহিণীপ্রভু শ্রীল গুরুদেবকে দর্শন করিতে মঠে আসিতেন, হরিকথা শুনিতেন এবং মহোৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিতেন। তিনি সদাচারনিষ্ঠ হইয়া কৃষ্ণভজন করিতেন। শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীলগুরুদেবের অন্তর্ধানের পরেও তিনি মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিতে আসিতেন এবং প্রতিটী অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। তাঁহার আমন্ত্রণে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার গৃহে বৈষ্ণবগণসহ পাঠকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। গত বৎসর শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার বিশেষ অসুস্থতার সংবাদে

সদলবলে তাঁহাকে দর্শন করিতে তাঁহার গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার দীক্ষিত সহধর্ম্মিনীও পতির ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা সম্পাদন করিয়া স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্ত কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীদুলাল কিছুদিন আগরতলা মঠে থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন।

রোহিণীপ্রভুর স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ সন্তপ্ত।
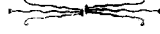
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগামী ১৫ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ ১৪ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পরিক্রমার অধিবাস-দিবস সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবশ্যই পৌঁছিবেন।

২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস সহযোগে সম্পন্ন হইবে। সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে।

২২ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ বুধবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে।

পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অফিসে প্রথমে নাম রেজিষ্ট্রী করাইয়া ব্যাজ লইবেন।

সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের নামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ ও টেলিঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) পিন্ ৭৪১৩১৩ এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
৩০।১।১৯৯৬

আশীর্ব্বাদ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক পরমহংস মহারাজ]

নিতাই গৌরাঙ্গ দুই প্রভু চলে শান্তিপুরদিকে রঙ্গে,
পথেতে তাঁহারা মিলিলেন এক দারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে।
জীবে শিক্ষা দিতে শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসীরে করে নতি,
'ধনলাভ আর সুবিবাহ হোক'—আশীর্বাদ করে যতি।
গৌরাঙ্গ কন এ নহে শ্রেয়, মাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কথা,
বিষ্ণুভক্তিবিনা আশীর্ব্বাদ যত নশ্বর লৌকিক বৃথা।
ন্যাসী কন ভবে বাঁচিয়া থাকিলে ভোগ ও বিলাস ছাড়ি,
হয়নাক সুখ কোনই জীবনে আমি তাহা মনে করি।
বিষ্ণুতে ভক্তি হলেও তোমার জঠরের জ্বালা আছে,
যাইবা কোথায় আহারের তরে কহত আমার কাছে।
শুনি সন্ন্যাসীর মূঢ়জনোচিত কৃষ্ণবিস্মৃতির বাণী,
হায়, হায় করি উঠিলেন প্রভু শিরে করাঘাত হানি।
কৃষ্ণৈকশরণ ভাবেনা কখন নিজের পোষণ তরে,
যথালাভে তুষ্ট হ'য়ে ভক্তগণ জীবন নির্ব্বাহ করে।
ধন ও পুত্র পাইবার তরে বিষয়ী লোকের মন
পাইয়াও কেন মরে তার সুত, নাশ হয় তার ধন।
জ্বর বা যাতনা পাইবার তরে বাসনা কি কেহ করে,
তবে কেন জ্বর আসিয়া শরীরে মহাকষ্ট দেয় তারে।
ঈশ্বরে ভুলিয়া বদ্ধজীবগণ বিষয়েতে মগ্ন রয়,
তাহাদের তরে বেদ কর্ম্মকাণ্ড স্বর্গসুখ কথা কয়।
স্বর্গলাভ আশা ভোগের লোভে সংসার আসক্ত জন,
গঙ্গাস্নান আদি পুণ্যকর্ম্ম করে কামনা চঞ্চল মন।
বেদের অভিপ্রায় তাৎপর্য্য হয় শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান,
শ্রীকৃষ্ণই সেব্য, ভক্তি অভিধেয়, প্রেম হয় প্রয়োজন।
অতএব কহি বিচার করিয়া বুঝি দেখ সার ভাই,
কৃষ্ণভক্তিবিনা অক্ষয় অব্যয় আর কোন বস্তু নাই।
সন্ন্যাসীর দ্বারে সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান্,
ভক্তি বিনা যেন অন্য কোন বর কেহ কভু নাহি চান।

উপনিষদ্-তাৎপর্য্য

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

'উপনিষদ্' শব্দের ব্যুৎপত্তি এবম্ প্রকার করা হইয়াছে, উপ+নি, এই দুই উপসর্গের সঙ্গে 'সদ্' ধাতু হইতে 'ক্বিপ' প্রত্যয় করিলে পর 'উপনিষৎ'-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'সদ্' ধাতুর তিন অর্থ হয়—বিশরণ, গতি, প্রাপ্তি, অর্থাৎ বিনাশ, জ্ঞান, এবং প্রাপ্তি, আর অবসাদন—মানে শিথিল করা। কেহ কেহ 'উপ' ব্যবধানরহিত, নি (সম্পূর্ণ) 'সদ্'—জ্ঞান, অর্থ করেন। বিভিন্ন আচার্য্য ও ভাষ্যকারগণ উপনিষদ্' শব্দের বিভিন্ন ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করেন। যাহা সমস্ত অনর্থের উৎপন্নকারী সংসার নাশ করে, সংসারের কারণভূত অবিদ্যাকে শিথিল করে এবং ব্রহ্মকে প্রাপ্তি করায় তাহা 'উপনিষদ্' নামে খ্যাত।

উপনিষদের অন্য নাম 'বেদান্ত'ও বলা হয়। ইহা বেদের শীর্ষস্থানীয় অন্তভাগের নাম, তজ্জন্য বেদান্ত। এই বেদান্তই ব্রহ্মবিদ্যা, অর্থাৎ বেদের সিদ্ধান্ত চরম তাৎপর্য্য উপনিষদেই নির্ণয় করা হইয়াছে।

উপনিষৎ— উপনিষীদতি উপ-নি-সদ্-ক্বিপ। অথবা সদ্-ণিচ্-ক্বিপ। সমীপসদন, রহস্য (উপনিষদো রহস্যে সমীপসদনে)। নির্জ্জন স্থান। ধর্ম্ম। দ্বিজাতি-কর্ত্তব্য ব্রত-বিশেষ। বেদশিরোভাগ, বেদান্ত।

উপনিষদকে মুনিঋষিগণ বেদের শিরোভাগ বা বেদান্ত বলিয়াছেন, কারণ বেদের এই অংশে ব্রহ্মবিদ্যা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদের অন্য অংশে কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা পুণ্যলাভের উপদেশ আছে, কিন্তু এই অংশে জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারা যাহাতে নিত্য আত্মতত্ত্ব লাভ করা যায়, তাহারই উপদেশ ঘোষিত হইয়াছে।

শাস্ত্রকারেরা উপনিষদের এইরূপ অর্থ ও ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন ঃ—

"বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্।"

ইতি বেদান্তসার।

উপনিষচ্ছব্দো ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারবিষয়ঃ। উপনিপূর্ব্বকস্য ক্বিপ্‌প্রত্যয়ান্তস্য ষদ্ বিশরণ গত্যবসাদনেষ্বিত্যস্যধাতোরুপনিষদিতিরূপঃ। তত্রোপশব্দঃ সামীপ্যমাচষ্টে তচ্চ সঙ্কোচকাভাবাৎ সর্ব্বান্তরে প্রত্যগাত্মনি পর্য্যবস্যতি। নিশব্দো নিশ্চয়বচনঃ সোঽপি তত্ত্বমেব নিশ্চিনোতি তত্রৈকত্ব বাচ্যুপশব্দসামানাধিকরণ্যাৎ। তস্মাৎব্রহ্মবিদ্যাস্বসংশীলিনাং সংসারসারতামিতিং সাদয়তি বিষাদয়তি শিথিলয়তীতি বা পরমশ্রেয়োরূপং প্রত্যগাত্মানং সাদয়তি গময়তীতি বা দুঃখ-জন্মপ্রবৃত্ত্যাদি মূলাজ্ঞানং সাদয়ত্যুন্মূলয়তীতি বোপনিষৎপদবাচ্যা সৈব প্রমাণং তস্যাঃ প্রমাণরূপায়াঃ করণভূতঃ সর্ব্বশাখাসূত্তরভাগেষূৎপদ্যমানো গ্রন্থরাশিরপ্যুপচারাৎ প্রমাণমিত্যুচ্যতে।' ইতি বিদ্বন্মনোরঞ্জনী-টীকা।

'ব্রহ্মাত্মার ঐক্যসাক্ষাৎকারই উপনিষদ্ শব্দের বিষয়। উপপুর্ব্বক নিপূর্ব্বক বধ গতি ও অবসাদনার্থক সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপ শব্দে সামীপ্য বুঝায়। সঙ্কোচকের অভাব হেতু তাহার অর্থ সর্ব্বান্তর পরব্রহ্মরূপ প্রত্যগাত্মাতে বর্ত্তিয়া থাকে। নিশব্দ নিশ্চয়বোধক, উপশব্দের সামাধিকরণ্য হেতু তত্বনিশ্চয়রূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব যাহারা ব্রহ্মবিদ্যায় সংসক্ত চিত্ত নহে, তাহাদের 'সংসার-সার' এই বুদ্ধি নাশ করে বা শিথিল করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে, অথবা ইহা দ্বারা পরম শ্রেয়ঃস্বরূপ প্রত্যাগাত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। অথবা দুঃখ জন্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতি মূল অজ্ঞানকে উন্মূলিত করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। তাহাই ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে প্রমাণ। তাহাই প্রমাণস্বরূপ, ইহার করণভূত সমস্ত শাখারূপ উত্তর ভাগে উৎপদ্যমান গ্রন্থরাশি উপচারহেতু প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

"অত্র চোপনিষচ্ছব্দো ব্রহ্মবিদ্যৈকগোচরঃ।
তচ্ছব্দাবয়বার্থস্য বিদ্যায়ামেব সম্ভবাৎ॥
উপোপসর্গঃ সামীপ্যে তৎপ্রতীচি সমাপ্যতে।
সামীপ্যতারতম্যস্য বিশ্রান্তেঃ স্বাত্মনীক্ষণাৎ॥
ত্রিবিধস্য সদর্থস্য নিশব্দোঽপি বিশেষণম্।
উপনীয় তমাত্মানং ব্রহ্মরূপাদ্বয়ং যতঃ॥
নিহন্ত্যবিদ্যাং তজ্জঞ্চ তস্মাদুপনিষদ্ভবেৎ।
প্রবৃত্তিহেতুন্নিঃশেষাংস্তন্মূলোচ্ছেদকত্বতঃ॥
যতোঽবসাদয়েদ্বিদ্যা তস্মাদুপনিষদ্ভবেৎ।
যথোক্ত বিদ্যাহেতুত্বাদ্‌গ্রন্থোঽপি তদভেদতঃ॥
ভাবদুপনিষন্নামা সলিলং জীবনং যথা।"

উপনিষদ শব্দ একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যারূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহার অবয়ব অর্থের বিদ্যাতেই সঙ্গতি হয়। 'উপ'—এই উপসর্গের অর্থ সামীপ্য তারতম্যের বিশ্রান্তির স্বীয় আত্মাতে ঈক্ষণ হেতু তাহা প্রত্যগাত্মাতে পর্য্যবসিত হয়। 'নি' শব্দ ও 'সদ'—ধাতুর নাশ, গতি ও অবসাদন এই ত্রিবিধ অর্থের বিশেষণ। জীবাত্মরূপ চৈতন্যকে পরমাত্ম চৈতন্যের নিকট লইয়া গিয়া, ব্রহ্মের সহিত উহার অদ্বয়ত্ব ভাব নিষ্পাদন করে এবং অবিদ্যা নাশ ও অবিদ্যা জন্য কার্য্য নাশ করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। অথবা উপনিষদ্ বিদ্যাপ্রবৃত্তির হেতু সমস্ত নিঃশেষে বিনাশ করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। এই গ্রন্থ সমস্ত অভেদ বিদ্যার হেতু হয় বলিয়া জলাদি যেমন জীবন বলিয়া উক্ত হয় সেইরূপ উপচার হেতু ইহা উপনিষদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত প্রবৃত্তি ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তি ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মানুযায়ী পুণ্যকর্ম্মাদি করিলে আমরা ইহলোকে এবং পরলোকে স্বর্গসুখ ও অশেষ পুণ্য লাভ করিতে পারি, তাহারই নাম প্রবৃত্তি ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং সূত্রভাগে বর্ণিত হইয়াছে, এই ধর্ম্মাচরণকে কর্ম্মকাণ্ড বলা যায়।

আবার যে ধর্ম্মানুসারে আমরা নিত্য শান্তি, অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করিতে পারি, যে ধর্ম্মোপদেশ গুণে অসার সংসারের মায়ামোহাদি সহজেই নিরাকৃত হয়, যে ধর্ম্মানুসরণ করিলে জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়, যে ধর্ম্ম উদ্‌যাপন করিলে জন্ম-জরা-মরণরূপ সংসারে আর আসিতে হয় না, তাহারই নাম নিবৃত্তি ধর্ম্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদে এই নিবৃত্তি ধর্ম্ম

বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদ্ অনুযায়ী আচরণ করাকে জ্ঞানকাণ্ড কহে।”—বিশ্বকোষ

বিশ্বকোষে উপরিউক্ত বিশ্লেষণে উপনিষদের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন অভেদপর জ্ঞানকাণ্ডই উপনিষদের শিক্ষা। উপরিউক্ত বিচার সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত বিচারকে সমর্থন করেন নাই, তজ্জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা।

* * * *

—শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি-লীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—‘উপনিষদি (ব্রহ্ম-বিদ্যাভিধানসর্ব্বোন্নত - বেদশাখাবিশেষে, উপ-নি-পূর্ব্বকস্য বিশরণগত্যাবসাদনার্থস্য যদ্ ল্ধাতোঃ ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্তস্যেদং—তত্র, উপ-উপগম্য গুরূপদেশাল্লব্ধেতি যাবৎ। উপস্থিতত্বাদ্ব্রহ্মবিদ্যাং নিশ্চয়েন তন্নিষ্ঠতয়া যে দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ তেষাং সংসারবীজস্য সদ্ বিশরণকর্ত্রী শিথিলয়িত্রী অবসাদয়িত্রী বিনাশয়িত্রী ব্রহ্মগময়িত্রীতি) যদ্ অদ্বৈতং দ্বিতীয়রহিতং ব্রহ্ম (অভিধীয়তে) তদপি অস্য (গৌরকৃষ্ণস্য) তনুভা (অপ্রাকৃত দেহস্য কান্তিঃ)।’

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্তের (ব্রহ্মসূত্রের) ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি ঃ—

উপনিষদ্-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য—ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি কর শব্দের লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ—প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ॥

—চৈঃ চঃ ম ৬।১৩৩-৩৫

‘উপনিষদ্ বাক্যসমূহের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই বেদব্যাস নিজকৃত-সূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন ; অর্থাৎ সেই মুখ্য অর্থই জ্ঞাতব্য। তাহা ছাড়িয়া যে গৌণার্থ কল্পনা করা যায় এবং শব্দের ‘অভিধা-বৃত্তি’ ছাড়িয়া যে লক্ষণা করা যায়, তাহা অমঙ্গলজনক। ‘প্রত্যক্ষ’, ‘অনুমান্’, ‘ঐতিহ্য’ ও ‘শব্দ’ এই চারিপ্রকার প্রমাণের মধ্যে শ্রুতিপ্রমাণ অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণই সকলের প্রধান। শ্রুতিবাক্যের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই প্রমাণ। দেখ পশুদিগের অস্থি ও বিষ্ঠা—নিতান্ত অপবিত্র ; কিন্তু শঙ্খ ও গোময় তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতিবাক্যবলে মহাপবিত্র হইয়াছে। বৈদিক-বাক্যের লক্ষণা করিতে গেলে, তাহাকে ‘অনুমানের’ অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়। ব্যাসসূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান। মায়াবাদিগণ স্বকল্পিত ভাষ্যরূপ-মেঘদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছে। বেদ এবং অনুগত পুরাণসমূহ একমাত্র ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন। **সেই ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ত্বধর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরলক্ষণে লক্ষিত হন। আবার সেই ঈশ্বরকে তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে, সেই বৃহদ্ব্রহ্মবস্তুই স্বয়ং ভগবান্ হইয়া পড়েন।** অতএব ‘ব্রহ্ম’ ও ‘ঈশ্বর’—ইঁহারা ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপার-বিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ শ্রী-সংযুক্ত, সুতরাং তিনি নিত্য সবিশেষ। **তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে।** যে সকল শ্রুতিগণ তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া বলেন, তাঁহারা কেবল ‘প্রাকৃতবিশেষ’ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত-বিশেষ স্থাপন করেন। “অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্”—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩।১৯ ইত্যাদি বহু-বিধ শ্রুতিতে অপ্রাকৃত সাকার-সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বর্ণন আছে।

যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। ‘নির্ব্বিশেষ’ ও ‘সবিশেষ’ ভগবানের এই দুইটী গুণই নিত্য—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে ; কেন না, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।” —শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতি নীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

—(শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রম্ শ্রীরূপগোস্বামী-বিরচিতম্)

‘নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ্-রত্নমালার

প্রভানিকরদ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম। আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।'

সুতরাং উপনিষদের শিক্ষা কেবল অভেদপর জ্ঞানকাণ্ড নহে।

উপনিষদই কর্ম্মবিজ্ঞান, ব্রহ্মবিজ্ঞান, ভক্তি-বিজ্ঞানের মূলাধার। এই জন্য উপনিষদকে বিজ্ঞান-ত্রয়ী বলা হয়। এই দৃষ্টিতে বেদের তিন কাণ্ড—কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড—কর্ম্মোপাসনা, জ্ঞানোপাসনা এবং বিজ্ঞানোপাসনা—(ভক্তি-উপাসনা)। কেহ কেহ বলেন উপনিষদে কেবল জ্ঞানের চর্চ্চা, কর্ম্মের এবং ভক্তির চর্চ্চা নাই। কিন্তু এ-কথা যথার্থ নহে। উপনিষদ্ জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তিরও চর্চ্চা করিয়াছেন। বরং উপনিষদে ব্রহ্মকে প্রাপ্তি বিষয়ে ভক্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ব্রহ্মের উপাসনা করা উচিত এবং ব্রহ্মের কৃপা হইলে পর তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় (মোক্ষ প্রাপ্তি হয়)। ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-কারের জন্য সাধনের মধ্যে ভক্তিকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মতানুসারে ভক্তিবিনা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অসম্ভব বলিয়াছেন। তিনি বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'মোক্ষকারণ সামগ্রয়াং ভক্তিরেব গরীয়সী।' মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য সাধনসমূহের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি এ-বিষয়ে কত মহত্ত্ব দিয়াছেন, তাহা 'এব' শব্দের প্রয়োগে জানা যায়।

উপাসনা বিষয়ে উপনিষদ্ বলিতেছেন,—'তদ্বন-মিত্যুপাসিতব্যম্ স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি।' কেন ৪।৬। তদ্ (ব্রহ্ম) বনম্ (ভজনীয়ম্) ইতি-উপাসিতব্যম্, ভজনীয় বস্তু হওয়ার দরুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা উচিত। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—তদ্ ব্রহ্ম হ কিল তদ্বনং নাম। তস্য বনং তদ্বনং তস্য প্রাণিজাতস্য প্রত্যগাত্মভূতাত্বাদ্ বনং বননীয়ং সম্ভ-জনীয়ম্। অতঃ তদ্বনং নাম প্রখ্যাতং ব্রহ্ম তদ্ বনমিতি যতঃ তস্মাৎ তদ্বনমিতি অনেনৈব গুণাভি-ধানেন উপাসিতব্যং চিন্তনীয়ম্।"

সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই 'তদ্বন'-নামধারী। তস্য বনং তদ্বনম্ (এইপ্রকার, ইহাতে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস) অর্থাৎ তিনি প্রাণিসমূহের প্রত্যগাত্মস্বরূপ হওয়ায় বন অর্থ 'বননীয়' অর্থাৎ ভজনীয়। ব্রহ্ম সমস্ত প্রাণীরই আত্মস্বরূপ, সুতরাং তিনি সকলেরই সেব্য। যেহেতু ব্রহ্ম সেই নামেই প্রসিদ্ধ, অতএব তাঁহার গুণ-ব্যঞ্জক 'তদ্বন' বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করা আবশ্যক।

"ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥"
—কঠ ২।২।৩

ব্রহ্ম প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধদিকে প্রেরিত করিতেছে, অপান বায়ুকে নিম্নের দিকে প্রেরণ করিতেছে। তিনি হৃদয়ের মধ্যে নিবাসকারী ভজনীয় বামনকে সর্ব্বদেব উপাসনা করিতেছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"ঊর্দ্ধং হৃদয়াৎ প্রাণং প্রাণবৃত্তিং বায়ুমুন্নয়ত্যূর্দ্ধং গময়তি। তথাপানং প্রত্যগধোঽস্যতি ক্ষিপতি। য ইতিবাক্য শেষঃ। তং মধ্যে হৃদয় পুণ্ডরীকাকাশে আসীনং বুদ্ধ্যাবভিব্যক্তং বিজ্ঞান-প্রকাশনং বামনং বর্ণনীয়ং সম্ভজনীয়ং সর্ব্বে বিশ্বে দেবাশ্চক্ষুরা-দয়ঃ প্রাণা রূপাদি বিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তো বিশ ইব রাজানমুপাসতে॥"

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জালানিতি শান্ত উপাসীত।"—ছাঃ ৩।১৪।১। তজ্জলান্—তৎ+জ+ল+অন্। (তৎ+জ) অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে এই জগতের উৎপত্তি (তৎ+ল) তাহাতেই লীন বা লয়প্রাপ্ত, (তৎ+অন্) তাহাতেই জীবিত থাকে, বা অবস্থান করে। তাঁহাকে শান্ত (নিষ্কাম) হইয়া উপাসনা করিবে। আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন " ... ... যস্মাচ্চ সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম, অতঃ শান্তো রাগদ্বেষাদিদোষ-রহিতঃ সংযত সন্ যত্তৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম তদ্বক্ষ্যমাণৈর্গুণৈ-রূপাসীত।"

অদ্বয়জ্ঞানবাদী আচার্য্য শঙ্কর, সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসারসংগ্রহে লিখিয়াছেন—যস্য প্রসাদেন বিমুক্তসঙ্গাঃ শুকাদয়ঃ সংসৃতি বন্ধমুক্তাঃ। তস্য প্রসাদো বহুজন্মলভ্যো ভক্ত্যেকগম্যো ভবমুক্তি হেতুঃ॥ ভগবানের কৃপাতে শুকদেবাদি সঙ্গরহিত হইয়া ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার কৃপায় অনেক জন্মের সাধনের পরে একমাত্র ভক্তিদ্বারা তিনি লভ্য

হন। অতএব সংসারবন্ধনমুক্তির হেতু অথবা ভববন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্তির উপায় বস্তুতঃ তাঁহারই কৃপা। 'ভক্ত্যেকগম্যঃ'-পদ দ্বারাই নিশ্চয়তা দিয়াছেন যে কেবল ভক্তিতেই মুক্তির বাস্তবিকতা লভ্য, জ্ঞানাদির দ্বারা নহে। এ-বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয় যে, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" ৬।২৩। অতএব সমস্ত শ্রুতিই কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির চর্চ্চা করিয়াছেন।

স্মৃতিসমূহের চূড়ামণি শ্রীমদ্ভগবদগীতা ভক্তির সম্পুটস্বরূপ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় ১৮।৬৩ শ্লোকের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন—"ষট্‌কত্রিকমিদং সর্ব্ববিদ্যাশিরোরত্নং শ্রীগীতাশাস্ত্রং মহানর্ঘ্যরহস্যতম-ভক্তিসম্পুটং ভবতি—প্রথমং কর্ম্মষট্‌কং যস্যাধারপিধানং কানকং ভবতি, অন্ত্যং জ্ঞানষট্‌কং যস্যোত্তরপিধানং মণিজটিতং কানকং ভবতি, তয়োর্মধ্যবর্ত্তি ষট্‌কগতা ভক্তিস্ত্রিজগদনর্ঘ্যা শ্রীকৃষ্ণবশীকারিণী মহামণি মতল্লিকা বিরাজতে।

সর্ব্ববিদ্যার শিরোরত্নস্বরূপ ষট্‌কত্রয়সংযুক্ত এই গীতাশাস্ত্র মহামূল্য রত্নশ্রেষ্ঠ ভক্তির সম্পুট অর্থাৎ পেটিকাস্বরূপ। গীতার প্রথমে কর্ম্মষটক, অর্থাৎ ইহার প্রথম ছয় অধ্যায় কর্ম্মোপদেশপূর্ণ। সমস্ত গীতারূপ পেটিকার তাহাই একদিকের আবরণ; সেই আধারপিধান যেন কনকনির্ম্মিত অর্থাৎ স্বর্ণময়। ইহার তৃতীয় ষট্‌ক অর্থাৎ ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত শেষ ছয় অধ্যায় গীতারূপ পেটিকার উর্দ্ধ পিধানস্বরূপ—তাহা মণিবিজড়িত কনকময়। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ষটকগতা ভক্তি ত্রিজগতের অমূল্য সম্পত্তি, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থা, তাহা পেটিকার মধ্যস্থলে মহামূল্য অতিশ্রেষ্ঠ মণির ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

ভক্তি-উপাসনায় জীবের কারণ, জীবের স্বরূপ এবং জীবের প্রয়োজন এই তিনের বিষয় চিন্তন, মনন, অনুসন্ধান করা হইয়াছে। কোনও উপনিষদ্ জীবের কারণ, কোনও উপনিষদ্ জীবের স্বরূপ এবং কোনও উপনিষদ্ জীবের প্রয়োজনকে প্রতিপাদন করে। তজ্জন্য উপনিষদে ক্রমত্রয় বিদ্যমান। ক্রমত্রয়রূপে বিজ্ঞান ত্রয়ীরূপে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা।

এই ব্রহ্মবিদ্যার মীমাংসা অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে জানিতে পারা যায়। শৌনক নামক প্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন, যাহাকে মহাশাল বলা হইত। মহাশালের অভিপ্রায় মহাবিদ্যালয় অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়। কেহ মহাশালের অভিপ্রেত অর্থ অতিথিশালা বা ছাত্রাবাস বলেন। মহর্ষি শৌনক বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলাধিপতি ছিলেন অর্থাৎ প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। অর্থাৎ যিনি দশ হাজার বিদ্যার্থীকে নিঃশুল্ক-ভাবে বিদ্যাদানের সহিত ভোজন, আবাস আদির সুবিধা প্রদান করিতেন, তাঁহাকে কুলপতি বলা হইত। পুরাণে পাওয়া যায় যে তাঁহার বিদ্যালয়ে ৮৮ হাজার ঋষি বিদ্যার্থী অধ্যায়ন করিতেন, তাঁহার বিদ্যালয় উত্তর প্রদেশের নৈমিষারণ্যে ছিল। মহাশালের এইরূপ অর্থও হয়=মহা=শ্রেষ্ঠ, শাল=গৃহ—গৃহস্থশ্রেষ্ঠ। মহর্ষি শৌনক ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে জানার জন্য একসময় শাস্ত্রবিধি অনুসারে হস্তে সমিধ লইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্বীয়গুরু মহর্ষি অঙ্গিরার চরণে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"শৌনক হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ প্রপচ্ছ। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥" মুঃ ১।১।৩। শৌনক যথাবিধি অঙ্গিরা ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কোন্ বিষয় জানিলে সমস্ত বিশেষরূপে জানা যায়?

"তস্মৈ স হোবাচ! দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরচা।" মুঃ ১।১।৪, অঙ্গিরা ঋষি শৌনকে বলিলেন, 'হে শৌনক! ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন মনুষ্যের জ্ঞাতব্য দুই বিদ্যা আছে—একটি পরাবিদ্যা, অপরটি অপরা বিদ্যা। অর্থাৎ জগৎ ও জগতের পদার্থগুলিকে যথার্থ রূপে অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রয়োগ বিধিকে বিশেষভাবে জানা—অপরাবিদ্যা। পরাবিদ্যা সংসারের পদার্থগুলিকে নয়, জীবের যথার্থ স্বরূপ জীবের কার্য্যকারণকে বিশেষভাবে জানিয়া, জীবের প্রয়োজনকে পূরণের জন্য অনুসন্ধান করার নাম পরাবিদ্যা শ্রেষ্ঠাবিদ্যা বা অক্ষরবিদ্যা। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২২৮ পৃষ্ঠার পর]

সদলবলে জগন্নাথ মন্দিরে পেঁৗছিলে পূজারীকে তখন তথায় উপস্থিত হইতে দেখা গেল। মন্দিরের সমস্ত সেবা বুঝাইতে, সেবা-হস্তান্তর করিতে রাত্রি হইয়া যায়। মঠের সম্পাদকের নির্দ্দেশে চন্দ্রপুরস্থ মঠের সেবকগণ বিছানাপত্র-সহ গোপালবাবুর ট্রাকে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে চলিয়া আসেন। তৎকালে স্নানযাত্রার পরে অনবসরকালে শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রার অবস্থানের জন্য একটী কক্ষ এবং তাহার বিপরীতদিকে সেবকগণের থাকার জন্য মন্দিরের সংলগ্ন একটি কক্ষ এবং বাহিরে আটচালার মত সেবকগণের থাকিবার একটি ঘর ছিল। একটি টিনের ঘর গুণ্ডিচা মন্দিররূপে ব্যবহৃত হইত। সেবকগণ অধিকাংশ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। মন্দিরের সংলগ্ন সেবকখণ্ডে সর্ব্বত্র বৃষ্টির সময় জল পড়িত। শ্রীমঠের সম্পাদক গোপালবাবুর বাড়ীতে যাইয়া শৌচাদিকার্য্য সমাপনের পর ফোনে শ্রীমন্দিরের হস্তান্তরের শুভ-সংবাদ কলিকাতা মঠে প্রদান করিলেন। শ্রীল গুরুদেব তৎকালে কলিকাতা মঠে ছিলেন। তিনি উক্ত শুভ-সংবাদ পাইয়া ছয় মূর্ত্তি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীননীগোপাল বনচারী সমভিব্যাহারে ১২ আষাঢ়, ২৬ জুন শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রথম বিমানে আগরতলায় শুভাগমন করেন। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী গৌহাটী হইতে রেলপথে ও বাসে ২৮শে জুন, শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু কলিকাতা হইতে ২৯শে জুন আসিয়া পেঁৗছিলেন।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সেবাধ্যক্ষতায় আগরতলায় শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব ১৫ই আষাঢ়, ২৯শে জুন মঙ্গলবার বিরাট্‌ভাবে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা চিরাচরিত প্রথানুযায়ী কেবলমাত্র সরোবর পরিক্রমা না করিয়া সহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। আনুমানিক বিশ সহস্র নরনারী রথযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। রথাকর্ষণে ত্রিপুরাবাসী নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করিয়া শ্রীল গুরুদেব সন্তোষ লাভ করিলেও শ্রীজগন্নাথদেব ও ভক্তগণের উপর কলা, আনারস, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতি ফল সজোরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কুপ্রথাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। উহাতে দুরভিসন্ধিমূলক ব্যক্তিগণের দ্বারা শ্রীবিগ্রহগণের অঙ্গহানি ও ভক্তগণের গুরুতর-রূপে আহত হওয়ার আশঙ্কা। উক্ত কুপ্রথা পরিত্যক্ত হইলে তথাকার রথযাত্রা সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর। সুখের বিষয় শ্রীল গুরুদেবের আবেদনে ত্রিপুরাবাসী সজ্জনগণ ২৩শে আষাঢ়, ৭ই জুলাই উল্টারথের শোভাযাত্রায় উক্ত গর্হিত কার্য্য হইতে অনেকাংশে নিবৃত্ত হইলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৬ আষাঢ়, ৩০ জুন বুধবার হইতে ২০ আষাঢ়, ৪ জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীল গুরুদেব জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণে নির্দ্দিষ্ট বক্তব্য বিষয়ের উপর আলোকসম্পাত করায় শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন। বক্তব্য বিষয়ঃ 'মঠ ও মন্দিরের উপযোগিতা', 'সংসার-দুঃখ ও তৎপ্রতিকার', 'ঈশ্বর ও জন্মান্তর বিশ্বাসের উপকারিতা', 'বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান', 'যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন'। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে বিভিন্নদিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী।

স্থানীয় দূর্গাবাড়ীতেও ৫ জুলাই হইতে ৯ জুলাই পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখ-পদ্মবিনিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধ হইতে অম্বরীশ মহারাজের চরিত্র-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া বহু নরনারী আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

আগরতলায় শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে শ্রীমঠপ্রতিষ্ঠা-কালে সেবকগণ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন
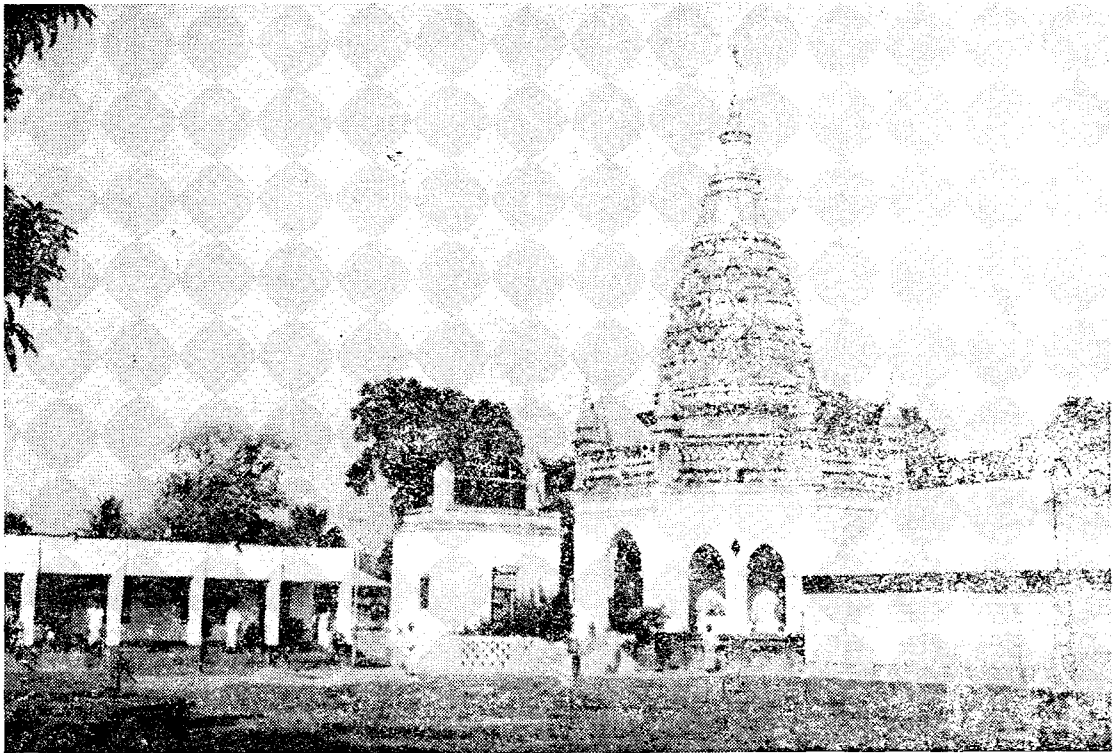
আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ -- শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির

মহারাজ (মঠরক্ষক), শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বেশ্বর বনচারী, শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীদুর্দ্দৈবমোচন ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামকুমার ব্রহ্মচারী।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ২৯ মে (১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ) রবিবার পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব এবং তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ বিমানযোগে কলিকাতা হইতে আগরতলায় শুভ পদার্পণ করেন। উক্ত বৎসর শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথজীউ-শ্রীবিগ্রহগণের নবকলেবর-উৎসব। শ্রীপুরুষোত্তমধামে অনন্ত মহারাণার বংশ, যাঁহারা শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহের প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে শ্রীবিগ্রহগণের নবপ্রকাশের জন্য সেবানুকূল্য বিধান করা হয়। শ্রীপুরুষোত্তমধাম হইতে শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথ শ্রীবিগ্রহগণ ১৩ জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৪), ২৭ মে (১৯৭৭) শুক্রবার পুরী এক্সপ্রেস-যোগে শুভযাত্রা করেন। তিনটী বৃহৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্সে শ্রীবিগ্রহগণ কলিকাতায় শুভাগমন করায় বাক্সের সাইজ বেশী বড় হওয়ায় বিমানে দমদম হইতে আগরতলায় শুভপদার্পণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। হাওড়া ষ্টেশন হইতে কামরূপ এক্সপ্রেসযোগে শ্রীবিগ্রহগণ পুনঃ শুভযাত্রা করেন। সেবকরূপে সঙ্গে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী। গৌহাটীতে গাড়ী বদল করিয়া বদরপুর জংশন হইয়া ধর্ম্মনগরে শ্রীবিগ্রহগণের শুভাগমন হয়। ধর্ম্মনগর হইতে ট্রাকযোগে শ্রীবিগ্রহগণ ৩৫ কিলোমিটার আসিলে সেতুর সম্মুখে ট্রাক বসিয়া যায়। বর্ষার দরুণ ধস্ নামায় যানবাহন চলাচল রাস্তাও বন্ধ হয়। এইজন্য পার্টি শ্রীবিগ্রহগণসহ ৩১ মে আগরতলায় পৌঁছিতে

পারেন নাই। বর্ষার মধ্যে সমস্ত রাত্রি ট্রাক আটক পড়ায় সেবকগণ নিদারুণ কষ্ট পান। আগরতলা হইতে বৃষভানু ব্রহ্মচারীকে ৩০শে মে ধর্ম্মনগরে পাঠানো হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বৈষ্ণবগণের সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন নাই। ৩১শে মে রাস্তায় বৃষভানু ব্রহ্মচারীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। পূর্ব্বের ট্রাক পরিবর্তন করিয়া অপর একটি ট্রাকে তাঁহারা রওনা হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দিবস ১লা জুন বুধবার প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণসহ আগরতলায় শ্রীজগন্নাথমন্দিরে উপনীত হন।

শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজের সেবা গ্রহণ করতঃ পূর্ব্বেই শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১লা জুন বুধবার শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানপূর্ণিমাতিথি-বাসরে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং পুরুষোত্তমধাম হইতে শ্রীবলদেব, সুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবরের শুভাগমন ও প্রতিষ্ঠা-উৎসব শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে ও সেবাধ্যক্ষতায় মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথজীউর ১০৮ ঘটে স্নানযাত্রা-মহাভিষেক ও বৈষ্ণব-হোম অনুষ্ঠিত হয়। স্নানযাত্রা-উৎসব দর্শনে বিপুল সংখ্যক নরনারীর ভীড় হইয়াছিল। অপরাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল গুরুদেব দীর্ঘ সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পূর্ত্তমন্ত্রী শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে বক্তৃতা করেন শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃৎ দামোদর মহারাজ। তৎকালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সেবকরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীবিশ্বেশ্বর বনচারী, শ্রীদুর্দ্দৈবমোচন ব্রহ্মচারী ও শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী। স্থানীয় ভক্তগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দে, শ্রীনেপাল চন্দ্র সাহা ও যোগেন্দ্র চন্দ্র বসাক।

শ্রীজগন্নাথদেবের স্থায়ী রথ নির্ম্মাণের জন্য শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী ২৭ জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৪), ১০ জুন (১৯৭৭) শুক্রবার উদয়পুরে গিয়াছিলেন বনবিভাগ হইতে শালবৃক্ষের কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য। উদয়পুরে দীর্ঘিকার পার্শ্ববর্তী শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রে তাঁহারা অবস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত কার্য্যের জন্য উদয়পুর হইতে প্রাইভেট বাসযোগে তাঁহাদিগকে করাটিয়া বীট অফিসে যাইতে হয়। ১৪ই জুন আগরতলা মঠে তাঁহারা ফিরিয়া আসেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও দয়ানিধি ব্রহ্মচারী পুনরায় উদয়পুরে যাইয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন। উক্ত কাষ্ঠের দ্বারা নূতন স্থায়ী সুরম্য রথ নির্ম্মিত হয়।

শ্রীল গুরুদেব ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পূর্ব্বে আগরতলা মঠে পৌঁছিয়া সেইবার শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত প্রায় দুইমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। আষাঢ়মাসে পুরুষোত্তমব্রতের দরুণ শ্রীজগন্নাথদেবের সেইবার নবকলেবর অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্নানযাত্রা হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত ব্যবধান অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা প্রায় একমাস অধিক হয়। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীল গুরুদেবের উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় ১লা শ্রাবণ, ১৭ জুলাই রবিবার হইতে ১০ শ্রাবণ, ২৬ জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দশদিন ব্যাপী বিরাট ধার্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। ২ শ্রাবণ, ১৮ জুলাই সোমবার শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যসহযোগে শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া নগর ভ্রমণ করেন। রথযাত্রায় লক্ষাধিক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। শোভাযাত্রার শৃঙ্খলা সংরক্ষণের জন্য রাজ্যসরকারের পক্ষ হইতে বহু পুলিশ নিয়োজিত হয়।

উক্ত মহৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ তদাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমদ্ নরোত্তমদাসাধিকারী-সহ কলিকাতা হইতে ৭ শ্রাবণ, ২৩ জুলাই শনিবার প্রথম বিমানে আগরতলায় শুভ পদার্পণ করেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে দশদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনে ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ও ৯ম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে এম-বি-বি-কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের এড্‌ভোকেট জেনার‍্যাল শ্রীহেমচন্দ্র নাথ, সার্ভিস্ কমিশনের মেম্বার লালা শ্রীনবলকিশোর দে, বি-টি-কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য। দশদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের বক্তব্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জন-রহস্য', 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও শ্রীরথযাত্রার উপকারিতা', 'জীবের পরাশান্তি লাভের উপায়', 'বিশ্বমানব-সমাজে ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান', 'শ্রীগীতার শিক্ষা', 'শ্রীভাগবতধর্ম্ম', 'সাধুসঙ্গের উপকারিতা', 'সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব', 'বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি', 'শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমত্ব'। শ্রীল গুরুদেব নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয়ের উপর দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ ২৩ জুলাই আগরতলায় শুভাগমনকরতঃ দশদিন ব্যাপী ধর্ম্মসভার শেষ চারিটী অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে বিভিন্নদিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, যুগ্ম-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, সহ-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ।

১০ শ্রাবণ, ২৬ জুলাই মঙ্গলবার শ্রীল গুরুদেবের সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীবলদেব, সুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়।

এতদ্ব্যতীত দশদিনব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠানে যাঁহারা সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায়, মহোৎসবে এবং মঠের বিবিধ সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বেশ্বর বনচারী, শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী, তেজপুর মঠের শ্রীরামকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীথানেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীপ্যারীমোহন দেবনাথ, শ্রীব্রজলাল দে, শ্রীগোপাল চন্দ্র দে, শ্রীনেপাল সাহা, শ্রীরাজেন্দ্র ও শ্রীগৌরাঙ্গ দাস।

শ্রীল গুরুদেব দশদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে দীর্ঘদিন আগরতলা মঠে অবস্থান করতঃ প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে রাত্রিতে করিতেন। শ্রীল গুরুদেবের মুখপদ্মবিনিঃসৃত হরিকথামৃত শ্রবণের জন্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রত্যহ সভায় যোগ দিতেন। তাঁহাদের সকলেরই বক্তব্য ভাগবতশাস্ত্রের এইরূপ সুযুক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত সম্বলিত অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা তাহারা শুনেন নাই। স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জন ডাক্তার শ্রীউষা গাঙ্গুলী শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্বে খুবই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। শ্রীল গুরুদেবও ডাক্তার বাবুকে খুবই প্রীতি করিতেন এবং উভয়ের সহিত অনেক সময় অনেক বিষয় আলোচনা হইত। ডাক্তার উষা গাঙ্গুলী শ্রীজগন্নাথমন্দিরের অভ্যন্তরে নবকলেবর শ্রীবিগ্রহগণের সিংহাসন নির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন। ডাক্তার বাবু নিজে উপস্থিত থাকিয়া উক্ত সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহরগোবিন্দ রায় সজ্জনদ্বয় শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরস্থ মেঝের সংস্কার করেন। স্থানীয় প্রধান ধনাঢ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীমাখন সাহা শ্রীমন্দিরের কলপ্‌সিবল গেট ও গ্রীলের দরুণ আনুকূল্য করেন। স্থানীয় ধনাঢ্য ধার্ম্মিক ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক রথযাত্রাকালে শ্রীবিগ্রহগণের নববস্ত্রদ্বারা সুসজ্জা এবং শ্রীউষারঞ্জন দেবনাথ পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথমন্দিরের সম্মুখে হরিকথা শ্রবণের জন্য নাট্যমন্দির না থাকায় শ্রীল গুরুদেব টীন এবং কাষ্ঠের দ্বারা একটি অস্থায়ী আচ্ছাদন নির্ম্মাণ করেন। উহাতেও শ্রীল গুরুদেবের বহু অর্থ ব্যয় হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-258

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক-পত্রিকা

পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ

[১৪০১ ফাল্গুন হইতে ১৪০২ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক প্রবর্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৫০৯

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin ....

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬